কিং সায়মনের রাজত্ব
নসীম হিজাযী

প্রকাশকের নিবেদন

নসীম হিজাযী এক কালজয়ী কথাশিল্পী। সারা দুনিয়ার অসংখ্য ভাষায় তার উপন্যাস অনূদিত হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তর জয় করেছে। 'সফেদ জাযিরা' তার এক ব্যতিক্রমী উপন্যাস। অতীত ও বর্তমানকে ছেড়ে কাহিনীর জন্য কল্পনার পাখা মেলে তিনি উড়ে গিয়েছিলেন ভবিষ্যতের ঘটনাবহুল সময়ের স্রোতে। ১৯৫৮ সালে তিনি এ কাহিনী নির্মাণ করেন। ঘটনা ছিল পঞ্চাশ বছর পরের অর্থাৎ ২০০৮ সালের। কিন্তু লেখকের সেই কল্পিত সময়ের আগেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সেইসব ঘটনা সংঘটিত হতে শুরু করে যা তিনি কল্পনা করেছিলেন। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে তিনি যা কল্পনা করেছিলেন তা আর কল্পনা নেই, আমরা অবাক বিস্ময়ে চোখের সামনে আজ তা-ই প্রত্যক্ষ করছি।

এ বইয়ে তিনি একজন স্বৈরাচারী শাসকের ছবি এঁকেছেন। শাদা উপদ্বীপ নামের এক দ্বীপদেশে কিং সায়মন নামের এক স্বৈরাচার জনগণের জন্য কি অবর্ণনীয় দুঃখ ও দুর্দশা ডেকে এনেছিলেন তারই এক ভয়াবহ চিত্র এঁকেছেন তিনি এ বইয়ে। আমরা তাঁর কল্পনাশক্তির প্রখরতায় বিস্মিত, অভিভূত। অর্ধশতাব্দী আগেই এ বই লিখে তিনি আরো একবার প্রমাণ করলেন, সময়ের সীমানায় যাদের কল্পনা বাঁধা পড়ে না তিনি তেমনি এক কালজয়ী মহান শিল্পী।

আমরা আগেও তাঁর বই বের করেছি, দেখেছি পাঠকরা তাঁর বই লুফে নিয়েছেন। আজ তাঁর আরো একটি বই প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আশা করি সম্মানিত পাঠকরাও এতে খুশী হবেন। আল্লাহ আমাদের মঙ্গল করুন। আমীন।

কাহিনীর আগের কাহিনী

এ গ্রন্থ রচনায় পুরোনো দিনের দুটো মশহুর কাহিনী আমাকে অনুপ্রাণিত করে। প্রথম কাহিনীটি হচ্ছে ঃ জনৈক দরবেশ এবং তার এক অল্প বয়স্ক শাগরেদ শহর থেকে দূরে এক জঙ্গলে বাস করতো। দরবেশ সবসময় আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতো আর শাগরেদ ভক্তিভরা চিত্তে দরবেশের খেদমত করতো। খাবারের দরকার হলে শাগরেদ আশপাশের লোকালয়ে চলে যেতো এবং চেয়েচিন্তে যা পেতো তাই এনে দরবেশকে দিতো এবং নিজেও খেতো।

এই দরবেশের হৃদয় ছিল বড় কোমল এবং মানব প্রেমে পরিপূর্ণ। সকাল সন্ধ্যায় দরবেশ গভীর আবেগে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করতো, ওগো আমার পরওয়ার দিগার। আমি একজন নিরুপায় আশ্রয়হীন মানুষ। তাই তোমার বান্দাদের কোন খেদমত করতে পারি না। কিন্তু তুমি যদি আমাকে বাদশাহ বানিয়ে দাও, তাহলে আমি জীবনভর গরীব দুঃখী মানুষের খেদমত করবো। এতিম, মিসকীন, দুঃস্থ ও সহায়-সম্বলহীন মানুষকে সাহায্য করবো। অভাবগ্রস্থ মানুষের জন্য লঙ্গরখানা খুলে দেবো এবং মানুষের মাঝে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবো। মজলুমের সহায়তা করবো আর অত্যাচারী ও ব্যাভিচারী লোকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করবো। আমি সমাজ থেকে সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া এবং সব ধরনের পাপকাজ ও বেহায়াপনা উচ্ছেদ করবো। ভাল কাজে আমি মানুষকে উৎসাহিত করবো, সকল কল্যাণকর কাজে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করবো। আমি সারা দেশে মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করবো।

তরুণ শাগরেদ গভীর নিষ্ঠা ও আগ্রহ নিয়ে দরবেশের এ প্রার্থনায় হতো। সে ভাবতো, একদিন অবশ্যই মুর্শিদের দোয়া কবুল হবে এবং তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু সময় গড়িয়ে যেতে লাগল। কিশোর শাগরেদ যৌবনে পদার্পণ করল। মহাপ্রাণ দরবেশের চেহারায় বার্ধক্যের চিহ্ন দেখা দিল, কিন্তু তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হলোনা।

দেখতে দেখতে শাগরেদটির বিশ্বাসে চিড় ধরল। দরবেশের দোয়ায় আর তার কোন আগ্রহ রইল না। আস্তে আস্তে তার মধ্যে ভাবান্তর এলো এবং সে দরবেশের উল্টো দোয়া করবে বলে মনস্থির করলো। একদিন যখন দরবেশ দোয়ার জন্য হাত তুলল, তখন সে তার কাছাকাছি না বসে কয়েক কদম দূরে গিয়ে বসল এবং নীচু স্বরে এই দোয়া শুরু করল, ওগো আমার পরওয়ারদিগার! আমার মুর্শিদ বুড়ো হয়ে গেছে। তার চুল দাড়ি সব ফকফকা শাদা। দাঁত পড়ে গেছে; দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছে। বলতে গেলে তার এখন কবরের ডাক এসে গেছে। এখন আর সিংহাসন দিয়ে তিনি কি করবেন?

হে প্রভু, তার সারা জীবনের দোয়া তুমি কবুল করোনি। আমার মনে হয় কোন মহৎ হৃদয় ব্যক্তিকে বাদশাহ বানানো তোমার পছন্দ নয়। তাই যদি হয় তাহলে খোদা তুমি আমার দোয়া কবুল করো। দরবেশের পরিবর্তে আমাকেই তুমি বাদশাহ বানিয়ে দাও। আমি তোমার কাছে শপথ করছি, আমার প্রতিটি কাজ আমার মুর্শিদের কামনা-বাসনার বিপরীত হবে। আমি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ওয়াদা করছি, অসহায়দেরকে আরো অসহায়, নিরাশ্রয়দের আরো নিরাশ্রয় এবং মজলুমদেরকে আরো মজলুম বানাবার জন্য আমি সর্বদা সচেষ্ট থাকবো। আমি চোর-ডাকাতদের পৃষ্ঠপোষকতা করবো। শরীফ ও ভদ্র লোকদেরকে আমি অপদস্ত করব। আমি সুদখোর ও পাপিষ্ঠদেরকে পুরস্কৃত করব। নির্বিচারে মসজিদ ও মাদ্রাসায় তালা লাগিয়ে সারা দেশে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার বন্যা বইয়ে দেবো।

প্রথম দিকে শাগরেদটি চুপে চুপে এ দোয়া করত। কিন্তু ধীরে ধীরে তার সাহস বৃদ্ধি পেতে থাকল। কিছুদিন পর মুর্শিদ যখনই দোয়ার জন্য হাত তুলত; তখনই সে তার কাছে বসে উচ্চস্বরে নিজের দোয়ার পুনরাবৃত্তি করতে থাকতো। দরবেশ যখন অশ্রুসজল চোখে বলতো, আমি বাদশাহ হলে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করব তখন শিষ্য বলত, আমি বাদশাহ হলে জুলুম ও পাপের পতাকা উড়িয়ে দেব। দরবেশ বলত, আমার ভাণ্ডার থেকে অসহায় নিরাশ্রয় লোকদেরকে ভাতা দেবো; শাগরেদ বলত, আমি এমন লোকদের ওপর জরিমানা আরোপ করবো। শিষ্যের এ অধপতনে দরবেশ মনে খুব কষ্ট পেতেন এবং তাকে ধমক দিতেন। এমনকি কোন কোন সময় লাঠি নিয়ে মারতেও উদ্যত হতেন। কিন্তু শাগরেদ নিজের ভূমিকার ওপর অটল ও অবিচল হয়ে থাকত।

ইতিমধ্যে সে দেশে ক্ষমতার পালাবদল ঘটে যায়। বাদশাহ তার ইহলীলা সাঙ্গ করলে পরিত্যাক্ত সিংহাসন দখলের জন্য কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বী তলোয়ার হাতে একে অন্যের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় ময়দানে অবতীর্ণ হয়।

সে দেশের উজীরে আযম ছিলেন খুবই বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ। তিনি দীর্ঘদিন মন্ত্রীত্ব করলেও কখনো বাদশাহর দায়িত্ব পালন করেননি। ফলে বাদশাহর অনুপস্থিতিতে তিনি খুব অসহায় ও বিচলিত বোধ করেন। রাতকে রাত তিনি এ নিয়ে চিন্তা করলেন। অবশেষে সিংহাসনের সকল দাবীদারদের একত্র করে তিনি বললেন, দেশকে নিশ্চিত গৃহযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমার প্রস্তাব হচ্ছে, শহরের সমস্ত ফটক বন্ধ করে দেয়া হোক। কাল সকালে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম পূব দিকের প্রবেশ দ্বারে করাঘাত করবে তাকেই আমরা দেশের বাদশাহ হিসাবে বরণ করে নেবো।

এ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। অধীর আগ্রহে সবাই আগামী কালের অপেক্ষা করতে লাগল। ঘটনাক্রমে সে আল্লাহভক্ত দরবেশের শাগরেদ ভিক্ষার অন্বেষণে সেদিন কোন ছোটখাট জনপদের দিকে না গিয়ে একেবারে দেশের রাজধানীর দিকে রওয়ানা দিল। কাকডাকা ভোরে সে এসে শহরের পূর্ব দরজায় করাঘাত করল। দ্বাররক্ষীরা আওয়াজ পেয়ে দরজা খুলে সালাম জানিয়ে পাশে সরে দাঁড়াল। ওমরাহগণ আগত সৌভাগ্যবান মেহমানকে অভিবাদন জানিয়ে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে শাহী মহলে নিয়ে গেল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেয়া হলো।

নতুন বাদশাহ সিংহাসনে আরোহণ করেই ফরমান জারী করলেন, আমার সাম্রাজ্যে যত ফকীর-দরবেশ ও সাধু-সন্যাসী আছে তাদের সবাইকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে রাজদরবারে হাজির করা হোক। বাদশাহর নির্দেশ সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী করা হল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ নবনিযুক্ত বাদশাহর সে মুর্শিদ এ গ্রেফতারীর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। কারণ সে তার এক ভক্ত মারফত জানতে পারল, তার শিষ্যের দোয়া আল্লার নিকট কবুল হয়ে গেছে এবং সে দেশের বাদশাহ হয়ে গেছে। মুর্শিদ শাগরেদের মনোভাব জানতো, তাই সে ভয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী দেশে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল।

তারপর যা ঘটেছে তা কোন প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। নতুন বাদশাহ পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে নিজের সকল ওয়াদা পূরণ করতে শুরু

করল। রাজ্যের সমস্ত ঝরণা ও ফোয়ারা বন্ধ করা দিল। কূয়া ও পুকুরসমূহ তাবৎ নাপাকী ও ময়লা-আবর্জনা দিয়ে ভর্তি করে দিল। জেল-হাজত থেকে সকল চোর-ডাকাতদের মুক্তি দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদের নিযুক্ত করল। আল্লাহ তায়ালার ভক্ত অনুগত বান্দাহদেরকে ইবাদতখানাগুলো থেকে বের করে এনে কয়েদখানার অন্ধকারে আবদ্ধ করল। মোটকথা, যারা সাম্রাজ্যের মঙ্গল কামনা করে একজন ভিখারীকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন সে সব জ্ঞানী-গুণীজনদের আত্মগোপন করারও নিরাপদ জায়গা কোথাও ছিল না।

নতুন বাদশাহর অত্যাচার, উৎপীড়ন যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তার নতুন বাদশাহর বংশ পরিচয় জানার তীব্র প্রয়োজনবোধ করল। সাবেক উজিরে আযমের নেতৃত্বে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল গোপন অনুসন্ধানের পর তার পরিচয় পেয়ে তারা বাদশাহর প্রাক্তন মুর্শিদের নতুন ঠিকানায় গেল এবং দরবেশের কাছে বিনীত অনুরোধ জানিয়ে বলল, হুজুর, দয়া করে আপনি আমাদের জনগণকে এবং দেশকে এ অবাঞ্ছিত আপদ থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করুন।

বয়োবৃদ্ধ দরবেশ তার শিষ্যের সামনে যেতে ভয় পাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রতিনিধি দলের সদস্যদের অশ্রুসজল মিনতি ও অনুরোধে প্রভাবিত হয়ে তিনি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে হলেও শাগরেদের সাথে দেখা করতে সম্মত হলেন। তিনি রাজ দরবারে গিয়ে পৌঁছলে মহামান্য বাদশাহ মুর্শিদকে দেখেই চিনতে পারলেন এবং তার নিজের অতীত জীবনের স্মৃতি মনের মনিকোঠায় ভেসে উঠল। তিনি ভীত-বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলেন, আমার শ্রদ্ধেয় পীর ও মুর্শিদ। আদেশ করুন, আমি আপনার কি খেদমত করতে পারি?

জবাবে দরবেশ বললেন, আমি আমার নিজের জন্য তোমার কাছে কিছুই চাই না, আমি শুধু তোমার কাছে তোমার প্রজাসাধারণের পক্ষ থেকে এ আবেদনই করতে চাই যে, তুমি তোমার প্রজাদের সাথে একটু সদয় আচরণ করবে। তুমি আজকের এ সম্মানজনক পদ লাভ করে অতীতকে ভুলে গেছ, ভুলে গেছ তুমি মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়াতে। আল্লাহ তায়ালার ভয় মন-মগজে বদ্ধমূল রাখতে চেষ্টা করো। এ দুনিয়ার জীবন একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই যদি পার তবে মরার আগে কিছু ভাল কাজ করে নিতে চেষ্টা করো।

এ আবেদনে বাদশাহ অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। তিনি রাগতস্বরে হুংকার

ছাড়লেন, দেখুন কিবলা হুজুর, আপনি আমার সহ্যশক্তির পরীক্ষা নিতে চেষ্টা করবেন না। আপনার সৌভাগ্য যে, আপনি আমার আবাল্য মুর্শিদ বলে আজ আমি আপনার ওপর হাত তুলতে ইতস্ততঃ করছি। আপনি আমাকে ইচ্ছামত গালাগালি দিতে পারেন, কিন্তু আল্লার ওয়াস্তে এ লোকদের সাথে কোন ভাল ব্যবহার করার পরামর্শ দিতে পারেন না।

আপনার স্মরণ থাকার কথা, একসময় আমরা উভয়েই একই সাথে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতাম। আপনার দোয়া আল্লাহ কবুল করেন নি, অথচ আল্লাহ তায়ালা তাঁর অপার কুদরতে আমার দোয়া কবুল করে আমাকে একেবারে বাদশাহ বানিয়ে দিয়েছেন। এ লোকদের আমল যদি ঠিক হতো এবং তারা কোন কল্যাণ লাভের উপযোগী হতো তবে আপনাকেই আল্লাহ তাদের বাদশাহ বানাতেন। কিন্তু এরা বড়ই দুর্ভাগা! এদের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দের পার্থক্য করারও কোন যোগ্যতা নেই। তাইতো আল্লাহ তায়ালা তাদের বদকর্মের শাস্তি দেয়ার জন্য আমাকেই তাদের বাদশাহ মনোনীত করেছেন।

আপনি জানেন, এদের কষ্ট ও দুর্গতি বাড়ানোর জন্য আমি আল্লাহর কাছে ওয়াদাবদ্ধ। আল্লাহর কাছে দেয়া ওয়াদা অনুযায়ী আমি আমরণ নিজের সেইসব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে থাকব, যা তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য আল্লাহ আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য যদি তাদের আর্তনাদ ও অসহায় অবস্থার ওপর আল্লার করুণা হয় এবং আমারও জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, তবে সে তো আলাদ কথা। আর যদি তা না হয় তবে এ ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে কোন প্রকার কার্পণ্য বা শৈথিল্য প্রদর্শন করার কোন প্রশ্নই উঠে না।

এতক্ষণে দরবেশ মুখ খুললেন এবং বললেন, বৎস, তুমিই প্রকৃত সত্যের অনুসারী, তুমি যথার্থই বলেছো। যদি এই লোকেরা আল্লার পক্ষ থেকে কোন পুরস্কার অথবা উন্নত আচরণের যোগ্য হতো; তবে আমার সারা জীবনের দোয়া বিফল হতো না। এই লোকেরাই আমার পরিবর্তে তোমার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে। কাজেই এখন তাদের ওপর অনুগ্রহ করার কোন যুক্তি নেই। অতএব তুমি উৎসাহের সাথে তোমার দায়িত্ব পালন করে যেতে পার।

দ্বিতীয় কাহিনী

দ্বিতীয় কাহিনীটি হচ্ছে, এক বাদশাহ তার রাজ্যের সেরা গণককে নিজের

উজির নিযুক্ত করেন। একবার শীতকালে মহামান্য বাদশাহর মনে ইচ্ছা জাগলো তিনি শিকারে যাবেন। তিনি তাঁর বিচক্ষণ উজীরের কাছে আবহাওয়া সম্পর্কে জানতে চাইলেন। উজীর জবাবে বলল, মহামান্য সম্রাট! আমার জানামতে আজকের আবহাওয়া খুবই ভাল যাবে। সারাদিন রোদ থাকবে; এমনকি শীতল বায়ুর লেশমাত্র প্রবাহিত হবে না। শিকারে যাওয়ার জন্য এর থেকে সুবিধাজনক দিন আর পাওয়া যাবে না।

উজিরের পরামর্শ অনুযায়ী মহামান্য বাদশাহ পাইক-পেয়াদা সঙ্গে নিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। পথে এক কৃষকের সাথে বাদশাহর দেখা হয়ে গেল। কৃষকটি গাধার পিঠে চড়ে এ পথ দিয়েই যাচ্ছিল। বাদশাহকে দেখতে পেয়েই সে তড়িঘড়ি করে গাধার পিঠ থেকে নেমে পড়লো এবং জোড় হাত করে বিনয়ের সাথে বাদশাহর খেদমতে আরজ করল, মহামান্য বাদশাহর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক। মহাত্মনের যে দুশমন আজকের দিনে মহোদয়কে শাহীমহলের বাইরে-আসার পরামর্শ দিয়েছে সে ধ্বংস হোক। আজ আপনি আপনার মহলে অবস্থান করলেই ভাল করতেন।

বাদশাহ হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এমন কথা বলছো কেন?

জবাবে কৃষক আরজ করলো, মহামান্য সম্রাট! আজ সারাদেশে প্রবল বৃষ্টিপাত হবে। ভীষণ শিলা বৃষ্টিসহ প্রবলবেগে তুফান ছুটবে।

বাদশাহ বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে উজীরের দিকে তাকালেন। উজীর এ চাহনীর ভাষা বুঝতে পেরে বলে উঠলো, জাহাঁপনা! রাস্তার এক পাগলের প্রলাপে কান দেয়া আপনার শোভা পায়না। ওতো আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করছে মাত্র।

বাদশাহ রেগে গিয়ে বললেন, এই পাগলটাকে কয়েক ঘা লাগাও।

যেই কথা সেই কাজ। সঙ্গে সঙ্গে সিপাইরা তাকে আচ্ছা মত ধোলাই লাগাল। এরপর আবার তারা সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। কিন্তু বাদশাহ কিছুদূর যেতে না যেতেই সারা আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই শুরু হলো প্রবল বর্ষণ। সাথে প্রচন্ড তুফান আর প্রবল শিলা বৃষ্টি। মুহূর্তের মধ্যে অরণ্য জুড়ে যেন কেয়ামতের প্রলয়কান্ড ঘটে গেল।

গভীর অরণ্যে বাদশাহর মাথা গুজবার এতটুকু ঠাঁই পাওয়া যাচ্ছিল না। কাদা পানিতে একাকার হয়ে প্রচন্ড শীতে তিনি ঠকঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন। এই কঠিন মুহূর্তে বাদশাহর মনে কেবল একটাই চিন্তা এল, হতভাগ্য উজীকে

তিনি কি সাজা দেবেন?

অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে অবশেষে বাদশাহ শাহী মহলে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এরপর তিনি একই সাথে দুটি শাহী ফরমান জারী করলেন। একটা হল, উজীরের মুখে চুনকালি মেখে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো আর আগামীকাল থেকে তাকে অন্ধকার কুঠরীতে আবদ্ধ করে রাখা। আর অন্যটা হল, উজীরের গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য সেই হতভাগ্য কৃষককে খুঁজে বের করা যাকে একটু আগে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা হয়েছিল।

নির্দেশ পেয়েই বাদশাহর ফরমান তামিল করা হলো। কৃষক বেচারাকে বাদশাহর দরবারে ধরে আনা হলো। বাদশাহ তাকে বললেন, তোমাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হল। কৃষক বিনয়ের সাথে বলল, মহারাজ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। এ আমাকে কোন অপরাধের শাস্তি দেয়া হচ্ছে?

বাদশাহ বললেন, এটা তো কোন শাস্তি নয় বরং বড় রকমের এনাম। তুমি এ যুগের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গণক। আমার উজীরে আযম হিসেবে তোমার মত গণকের খেদমতের প্রয়োজন খুব বেশী।

কৃষক জবাবে আরজ করলো, মহামান্য সম্রাট! আমি আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষী রেখে বলতে পারি, আমি আদৌ কোন গণক নই।

বাদশাহ অবাক হয়ে বললেন, তুমি নিজের পরিচয় গোপন করার চেষ্টার করছো কেন?

কৃষক জবাব দিল, মহামান্য বাদশাহ! আমি আত্মগোপনের কোন চেষ্টা করছি না। বিশ্বাস করুন, আমি কোন গণক নই। যদি আমি গণকই হতাম, তাহলে কি আজ হুজুরের চলার পথে পা বাড়ানোর দুঃসাহস করতাম?

বাদশাহ বললেন, সত্যিই যদি তুমি গণক না হও, তবে তুমি কিভাবে জানতে পারলে যে, প্রলয়ংকরী তুফান আসছে?

ঃ মহামান্য বাদশাহ! এই কৃতিত্ব তো আমার নয়, আমার গাধার প্রাপ্য। আবহাওয়ায় কোন প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখা দেয়ার কয়েক ঘন্টা আগেই সে নিজের কান শুইয়ে দেয়। আজ সে তার কান খুবই ঢিলা করে দিয়েছিল।

বাদশাহ বললেন, আজ থেকে তোমার গাধাই তবে আমার উজীরে আজম।

আমি এই গ্রন্থের প্রথম অংশ উপরোক্ত ভিখারীর নামে উৎসর্গ করেছি যাকে

একটা জীবন্ত জাতি নিজেদের বাদশাহ হিসাবে বরণ করে নিয়েছিল। আর শেষ অংশ আলোচ্য গাধার নামে, যাকে একজন জিন্দাদিল বাদশাহ তার উজীরে আলা নিয়োগ করেছিলেন।

এই গ্রন্থের প্রেক্ষাপট ও বিষয়বস্তু নির্ধারণের জন্য আমি অতীতের পরিবর্তে ভবিষ্যতের উন্মুক্ত আকাশে উঁকি দেয়ার প্রয়াস পেয়েছি। কিন্তু কাহিনী যেহেতু শুধুমাত্র অতীত ও বর্তমানকে কেন্দ্র করেই রচনা করা যেতে পারে, সেজন্য এ ঘটনা যদিও অর্ধশতাব্দী পরে ঘটবে তবু সুধী পাঠকগণকে আপন মনের সকল দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে এটাই ধরে নিতে হবে যে, আলোচ্য ঘটনা এখন থেকে অর্ধশতাব্দী আগেই সংগঠিত হয়েছিল। আর এটা ঘটেছিল অচেনা উপদ্বীপ– শাদা উপদ্বীপের মহামান্য সম্রাট কিং সায়মনের রাজত্বকালে।

নসীম হিজাযী

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ইং।

এবার শুরুর কথা

গত বছর যখন এ কাহিনী লেখায় হাত দিয়েছিলাম তখন মনে মনে তার একটা কাল্পনিক চিত্র সাজিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু লেখা শুরু করার পর উপলব্ধি করলাম, মুলতঃ আমি আমারই অস্বস্তিকর সময়ের কলরোল অট্টহাসির আড়ালে গোপন করার ব্যর্থ চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছি।

আমার মনে ছোট বেলার সেই সময়ের কথা উদয় হল, যখন গ্রামের লোকেরা শীতের রাতে আগুনের কুন্ডলী জ্বালিয়ে চারপাশে গোল হয়ে বসতো এবং মনের মাধুরী মিশিয়ে বিগত দিনের ঘটনা ও স্মৃতি বর্ণনায় হারিয়ে যেতো। আমি আগুনের আলোতে পাশের দেয়ালে আমাদের যে অদ্ভুত ছায়া পড়তো সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম এবং সংগীদেরকে ইশারা করে সে ছায়া দেখাতাম। আলো আগে পিছে করলে বা কেউ সামান্য নড়েচড়ে বসলে দেয়ালের উপর অত্যন্ত হাস্যাস্পদ ভাবে তার প্রতিচ্ছায়া পরিবর্তিত হয়ে যেতো।

সেই সময় আমার কাছে যে পেন্সিল থাকতো তাই দিয়ে দেয়ালে নিজের সাথীদের প্রতিচ্ছায়ার রেখা অংকন করে বিচিত্র ছবি তৈরী করতাম। ছবি অংকনে আগ্রহী একদিকে মুখ করে দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে যেতো। অন্য একজন টর্চের আলো তার চোহরার ওপর মারতো। তৃতীয় কেউ পেন্সিল দিয়ে দেয়ালে তার যে ছায়া পড়তো সে অনুযায়ী কুৎসিত, কিম্ভূতকিমাকার ও কৌতুকপ্রদ প্রতিকৃতি আঁকতো। আসল চেহারা তার অংকিত ছবির সাথে এমন বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হতো যা কেবল উপলব্ধি করা যেতো কিন্তু প্রকাশ করা সম্ভব হতো না।

একদিন রাতে আমরা দেয়ালের উপর কয়েকটা ছেলের ছবি আঁকলাম এবং নীচে প্রত্যেকের নামও লিখে দিলাম। আমি মনে করেছিলাম, সকালে এই বিচিত্র কার্টুনগুলো আরো বেশী চিত্তাকর্ষক দেখা যাবে। কিন্তু আমার এক সংগী তার নাকের দৈর্ঘ ও ঠোঁটের আকৃতি নিয়ে আপত্তি তুলল। আমরা তার আপত্তি গ্রাহ্য করলাম না। তাই সে খুব ভোরে উঠে গিয়ে নিজের ছবির সমস্ত চিহ্ন মুছে

ফেলল। তার দেখাদেখি কি যে হলো, অন্য ছেলেরাও সবাই একজোট হয়ে দেয়াল সাফ করার কাজে লেগে গেল। এ দেখে আমি আফসোস করে বলতে লাগলাম, আমার টর্চের বেটারীগুলো খরচ করাই বৃথা গেল।

এই গ্রন্থ রচনার পর আমার আশংকা হলো, আমার বইয়ে আঁকা চিত্রকে কেউ কেউ নিজেদের চেহারা ও চরিত্রের প্রতিচ্ছবি মনে করে বসতে পারে। শাদা উপদ্বীপের পটভূমিকায় কিং সায়মন এবং তার অত্যাচারী উজীরদের চিত্র নিজেদের কুৎসিত কদাকার চেহারারই প্রতিকৃতি বলে মনে করে তারা আমার ওপর নাখোশ হয়ে উঠতে পারে। এমনকি ছেলেবেলার বন্ধুদের মত অনেকেই নিজেদের ছবি দেয়াল থেকে মুছে ফেলারও চেষ্টা করতে পারে। আমার এ আশংকার কারণেই এ কাহিনীর পাত্রপাত্রীদের একটু ব্যক্তিক্রমধর্মী নাম ব্যবহার করলাম যাতে প্রচলিত নাম থেকে তা ভিন্ন হয় এবং কেউ সরাসরি তার নাম ব্যবহার করেছি বলে আমাকে চ্যালেঞ্জ করতে না পারে।

তারপরও আমার পক্ষে এটা অনুমান করা কঠিন নয় যে, এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলে সেই সব মহাপ্রাণদের প্রতিক্রিয়া কি হবে। আমি শুধু আমার কয়েকটা দাগ মুছে যাওয়ারই আশংকা করছি না বরং আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ভবিষ্যত এমন কঠিন হবে যে, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারময় সে রাত্রে টর্চের ব্যবহারও নিষিদ্ধ করে দেয়া হবে। কিন্তু ইতিহাস সেখানেই থেমে থাকবে না, প্রকৃতির চিরাচরিত নিয়মে প্রত্যেক রাতের অবসানেই ভোরের আলো প্রকাশ পায়। তাই তো সংগত কারণেই আমি আশা করতে পারি, সীমাহীন অন্ধকারের পরও আবার আলো ফুটবে। যে উদ্দেশ্যে আমি এই গ্রন্থ রচনা করছি তা একদিন অবশ্যই পূর্ণ হবে, আর এটাই আমার শেষ ভরসা।

নসীম হিজাযী

মি. জর্জের আকাশ ভ্রমণ

বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রহরে উন্নত বিশ্বের বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী চাঁদে গিয়ে নিরাপদেই আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেই তারা মংগলগ্রহে যাওয়ার চেষ্টা শুরু করে দিল।

১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়া আর আমেরিকার বিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহের দিকে অসংখ্য রকেট নিক্ষেপের পর অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে স্বীকার করল, সফল ও সার্থক উড্ডয়নের জন্য এখনও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার আছে। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার শুরুতেই কিছু রকেটে কুকুর, বিড়াল এবং ইঁদুর পাঠানোর পর ঘোষণা করল, ভবিষ্যতে মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে শুধু খালি রকেট পাঠানো হবে। পক্ষান্তরে রাশিয়া তাদের প্রত্যেক নভোযানে নানা জাতের জন্তু-জানোয়ার মহাশূন্যে পাঠাতে থাকল। সংখ্যায় তা অনেক। ১৯৯৯ সালে মংগলগ্রহে রাশিয়া যে রকেট প্রেরণ করে শুধু তাতেই পাঁচটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর, তিনটা শূকর, আটটা বানর, এগারটা বিড়াল, দেড়শ ইঁদুর, বিশটা মুরগী, আটটা তোতা, চারটা কাক, তিনটা গাধা, আট হাজার মাছি এবং বিভিন্ন রোগের পাঁচ লাখ জীবাণু ছিল।

এই রকেট উড্ডয়নের সময় মস্কো রেডিও ঘোষণা করে, এটা মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে জীবিত প্রাণী প্রেরণের সর্বশেষ পরীক্ষা। যদি এই পরীক্ষা সফল হয় তবে এরপর থেকে ইতর প্রাণীর পরিবর্তে মানুষ পাঠানো হবে।

এই রকেটটি প্রায় এক মাস মহাশূন্যে উড়ার পর নিখোঁজ হয়ে যায়। রাশিয়ান বিজ্ঞানীদের ধারণা, রকেটটির রেডিও ট্রান্সমিটারে হয়ত কোন গোলযোগ দেখা দিয়ে থাকবে। কিন্তু আমেরিকান বিজ্ঞানীরা বলল, এই রকেট ধ্বংস হয়ে গেছে। আমেরিকা ও রাশিয়া ছাড়া তৃতীয় আরেকটি দেশের কৌতূহল ছিল এই রকেট নিয়ে, সেটা ছিল ভারত। তাদের এ আগ্রহের কারণ ছিল, যে আটটি বানরকে রকেটের মধ্যে তুলে দেয়া হয়েছিল সেগুলো ছিল ভারতের।

রাশিয়া মস্কোর চিড়িয়াখানার জন্য ভারত থেকে এগুলো সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু রাশিয়া এ জানোয়ারগুলোকে চিড়িয়াখানায় রাখার পরিবর্তে মংগলগ্রহের বিপদ সংকুল অভিযানে পাঠিয়ে দিল। রাশিয়া ভেবেছিল ঘটনাটা বিশ্ববাসী জানতে পারবে না। কিন্তু ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র-এর এক গোপন রিপোর্ট থেকে ঘটনাটি ফাঁস হয়ে যায়। ফলে এ নিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে তীব্র প্রতিবাদ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

বাধ্য হয়ে ভারত সরকার রাশিয়া সরকারের কাছে এর কড়া প্রতিবাদ জানায়। রাশিয়া জবাবে বলে, আমরা আমাদের এক বন্ধু প্রতীম দেশের অসন্তোষের জন্য দুঃখিত। তবে আমাদের বিজ্ঞানীরা রকেটের মধ্যে বানরগুলোর জন্য যে আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করেছে, যদি তার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হয়, তাহলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতের সৌভাগ্যবান জনসাধারণ এমনকি পার্লামেন্টের কোন কোন সদস্যও এ কথা বলতে বাধ্য হবেন যে, সংশ্লিষ্ট রকেটে বানরের পরিবর্তে আমাদের সওয়ার হওয়া উচিত ছিল!

এই ঘটনার পাঁচ বছর পর বৃটিশ সরকার ঘোষণা করল, আমাদের বিজ্ঞানীরা এমন এক রকেট তৈরী করেছে যা আপন গতিতে অবধারিতভাবে মংগলগ্রহে পৌছে যাবে। বৃটিশরা পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলো থেকে আধিপত্য তুলে নেয়ার পর বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করছিল। তাই এই পরীক্ষা সফল করার ব্যাপারে তারা সম্ভাব্য সকল সতর্কতা অবলম্বন করল। তারা রকেটের মধ্যে কুকুর, বিড়াল, বানর বা এ জাতীয় নিম্নমানের জন্তু-জানোয়ার পাঠাবার পরিবর্তে মানুষ প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে বৃটেনের লাখ লাখ লোক এই রকেটে চড়ার জন্য নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করে। অবস্থা এমন হয় যে, এই লক্ষ লক্ষ প্রার্থীর মধ্যে কে যে সবচে উপযুক্ত এটা বাছাই করাই সরকারের জন্য মুশকিল হয়ে পড়ে।

কিছুদিন পর সারা দুনিয়ার সংবাদপত্রে বৃটিশ সরকারের দ্বিতীয় ঘোষণা প্রকাশিত হয়। ঘোষণায় বলা হয়, উন্নত বিশ্ব বৃটিশ রকেটের ব্যাপারে প্রচন্ড আগ্রহ ও উদ্দীপনা প্রকাশ করায় আমরা কৃতজ্ঞ। ইংরেজদের মত অন্যান্য দেশের হাজার হাজার অধিবাসীরাও মংগলগ্রহে যাবার জন্য উদগ্রীব। তাদের এ আগ্রহ দেখে লটারীর সাহায্যে প্রকৃত প্রার্থী নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ইংরেজদের সাথে অন্যান্য দেশের লোকজনও যেন নিজের ভাগ্য পরীক্ষা

করার সুযোগ পায় সে জন্যই এই ব্যবস্থা। লটারীর টিকেটের মূল্য ধার্য করা হয়েছে আট পাউন্ড। কয়েক দিন ধরে দুনিয়ার সমস্ত বড় বড় শহরে টিকেট বিক্রির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। টিকেট বিক্রি শুরু হওয়ার তিন মাস পর লটারী অনুষ্ঠিত হবে। সফল প্রার্থীকে কয়েক সপ্তাহ মহাশূন্যে উড়ার প্রশিক্ষণ দিয়ে রকেটটিকে মঙ্গলগ্রহে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

পত্র-পত্রিকায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন-পনের পর টিকেট বিক্রির কাজ আরম্ভ করা হল। বিশ্বের সমস্ত বড় বড় পত্রিকার প্রথম পাতায় এ সম্পর্কে চমকপ্রদ বিজ্ঞপ্তি ছাপা হল। বলা হল, এখন থেকে অর্ধ শতাব্দী আগে কেউ যদি বলতো, মানুষ একদিন আট পাউন্ড খরচ করে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গিয়ে পৌঁছতে পারবে, তাহলে তাকে নিরেট পাগল বলে আখ্যায়িত করা হতো। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের ফলে এখন আপনি মাত্র আট পাউন্ডের টিকেট কিনে মঙ্গলগ্রহ পর্যন্ত ভ্রমণ করে আসতে পারেন।

বৃটিশ রকেটে সফরকারী ভাগ্যবান মানুষের জন্য যে আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা কোন দেশের প্রেসিডেন্টের ভাগ্যেও জুটেনি। সফরকালীন সময়ে আপনার পানাহার, বিশ্রাম এবং মাঝে মধ্যে রকেট স্টেশনের জরুরী সংবাদের জবাব দেয়া ছাড়া আর কোন কাজই করতে হবে না। অতএব লটারীর টিকেট কিনে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে ভুলবেন না। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই যে কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি মংগলগ্রহের উপর মানুষের বিজয়ের পতাকা উড়ানোর গৌরব অর্জন করবে। সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আপনিও হতে পারেন। তাই দেরী না করে আজই লটারীর টিকেট কিনে ফেলুন।

সারা দুনিয়ায় লটারীর টিকেট কেনার ধুম পড়ে যায়। শুধুমাত্র প্রথম মাসের আমদানী দেখে বৃটেনের অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদরা বলল, এ রকেট তৈরীতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, তার তিনগুণ অর্থ এ মাসেই আদায় হয়ে গেছে।

২

তিন মাস পর একদিন বিবিসির সান্ধ্যকালীন অধিবেশনে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। তাতে বলা হয়, আজ লন্ডনে বিশ্বের প্রায় ষাটটি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে বহু প্রত্যাশিত লটারীর ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এ লটারীতে বিজয়ী হয়েছেন তিনি ইংরেজ নন বরং প্রাচ্যের

এমন এক দেশের অধিবাসী যেখানে চলতি শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইংরেজদের আধিপত্য বলবৎ ছিল। এ ভদ্রলোকের নাম স্যার জর্জ কাহারুল্লাহ। মাত্র আধঘন্টা আগে তাঁকে স্যার-এর সম্মানজক উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

স্যার জর্জ কাহারুল্লাহ সুদূর প্রাচ্যের এক দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কাছে তিনি ভিনদেশী নন। তার বংশ পরিচয়ে জানা যায়, বৃটিশ রাজত্বের ইতিহাসে তার বংশের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। দুশো বছর আগে তার বংশের এক ব্যক্তি সে দেশের সেনাবাহিনীতে যোগদান করে এবং নিজের অতুলনীয় স্মরণ শক্তি ও যোগ্যতার বদৌলতে মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে তিনি সেনাপতি পদে উন্নীত হন। এটা ছিল সে সময়ের কথা, যখন ইংরেজরা প্রাচ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলো পৌঁছে দেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

এ সেনাপতি সে সকল কৃতী সন্তানদের অন্যতম ছিলেন, যিনি ইংরেজদের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করার মধ্যেই নিজের জাতির কল্যাণ দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার অল্প বয়স্ক বাদশাহ ছিলেন খুব জেদী, অনভিজ্ঞ আর অল্পদর্শী। বিচক্ষণ উজীর তাঁকে বহুভাবে বোঝালেন যে, দেশের সার্বিক কল্যাণ ইংরেজদের অধীনতা স্বীকার করে নেয়ার মধ্যেই নিহিত। তিনি আরো বুঝালেন, বৃটিশ সেনাবাহিনী দেশের ভিতর প্রবেশ করলে আমাদের উচিত প্রত্যেক মঞ্জিলে তাদেরকে স্বাগত জানানো।

কিন্তু গোয়ারগোবিন্দ বাদশাহ এসব পরামর্শের কোন মূল্য দিল না। অগত্যা ইংরেজ সরকারকে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে হল। আমাদের সৈন্যবল ছিল সামান্য, কিন্তু আমাদের নিজেদের যুদ্ধোপকরণ থেকে বন্ধু প্রতীম সেনাপতির ওয়াদার উপরে আমাদের ভরসা ছিল বেশী। যুদ্ধ চলাকালীন সময় এ দূরদর্শী সেনাপতি নিজের সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং ঘোরতর যুদ্ধের সময় আপন সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে স্বপক্ষ ত্যাগ করে আমাদের বাহিনীর সাথে এসে মিলিত হয়।

যখন আমরা নিশ্চিত পরাজয়ের গ্লানি বরণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, সে সময় বিচক্ষণ সেনাপতির এ সাহায্য বৃটিশ সরকারের ইজ্জত ও সম্মান বাঁচায়। বৃটিশ সরকার তাঁর এ কাজে খুশী হয়ে তাঁর বংশের জন্য উন্নতি ও অগ্রগতির সকল দুয়ার খুলে দেন। যতদিন সে দেশে আমাদের আধিপত্য বলবৎ ছিল আমাদের প্রত্যেক গভর্ণর নিজের দায়িত্ব বুঝে নেয়ার পরে সর্বপ্রথম সে বংশের

জীবিত বংশধরদের সাথে সাক্ষাতে মিলিত হতেন। তারপর তাদের সাথে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সুপ্রাচীন বন্ধুত্ব, হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার প্রমাণ স্বরূপ সে বংশের পূর্বপুরুষদের কবরস্থান জিয়ারত করতেন।

এ বংশের সর্বশেষ বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন স্যার জর্জের দাদা। কখনও কোন শত্রু জাতি বৃটিশ রাজত্বের জন্য হুমকি সৃষ্টি করলে, এ বিজ্ঞ ব্যক্তি তাদের মধ্যে এসে ভীতি ও ফাটল সৃষ্টি করার দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তার কৃতিত্বের ফলে সে দেশে আরও কয়েক বছরের জন্য আমরা শাসন-শোষণ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলাম। শেষে যখন বাধ্য হয়ে সে দেশের ওপর থেকে ক্ষমতার দন্ড গুটিয়ে নিতে হচ্ছিল তখন আমাদের ঐকান্ত ইচ্ছা ছিল, সে দেশের শাসনভার স্যার জর্জের দাদার হাতে ন্যস্ত করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে দেশের অধিবাসীরা একজন জাগ্রত বিবেক রাজনীতিবিদের সেবা দ্বারা উপকৃত হতে প্রস্তুত ছিল না। তাই তারা ইংরেজদের সাথে সাথে স্যার জর্জের দাদাকেও দেশ থেকে বিতাড়িত করে। কিন্তু হয়ত বিধাতার ইচ্ছা ছিল না যে, এ বংশ যেভাবে লন্ডনে নির্বাসিত জীবন-যাপন করছে দীর্ঘদিন এভাবেই নিখোঁজ হয়ে পড়ে থাকুক।

এরপর স্যার জর্জ এক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তার মস্তিষ্কে অপারেশন করা হয়েছিল। পুনরায় সুস্থ হয়ে কোন কাজ তিনি করতে পারবেন, এমন আশা ছিল না। স্যার জর্জের এটা জানাই ছিল না যে, এক হৃদয়বান নার্স তার কোন বন্ধুর কাছে থেকে জর্জের জন্য লটারীর একটা টিকেট কিনেছিল। হয়ত বিধাতার ইচ্ছা এই ছিল যে, মংগলগ্রহে বৃটিশের বিজয়ের পতাকা উড়ানোর সৌভাগ্য এ বংশেরই কোন ব্যক্তি লাভ করুক, যারা বিগত দুই শতাব্দী ধরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে। মঙ্গলগ্রহ ভ্রমণের লটারীর টিকেট যদি কোন ইংরেজের নামে উঠত তবু হয়ত ইংরেজ জাতি এমন উৎফুল্ল হতো না যতটা উল্লসিত হয়েছে স্যার জর্জের বিজয়ে। কারণ স্যার জর্জ প্রাচ্যের এক সবুজ দেশের বাসিন্দা হলেও ধ্যান-ধারণায় ইংরেজের চেয়েও কয়েক ধাপ অগ্রসর।

হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে আসার পর যখন তাকে শোনানো হল যে, খুব শীঘ্রই আপনি মঙ্গলগ্রহ সফর করতে যাচ্ছেন, তখন তিনি আনন্দে বেহুশ হয়ে গেলেন। এই অপ্রত্যাশিত উল্লাস ছিল তাঁর সহ্যসীমার অতীত।

এই ঘোষণার আগের দিন বৃটিশ পত্র-পত্রিকায় মি. জর্জের ব্রেইন

অপারেশনকারী চিকিৎসকের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। ডাক্তার মানবিক কারণে বৃটিশ সরকারের কাছে এই মর্মে আবেদন জানান যে, স্যার জর্জকে মংগলগ্রহের অভিযান থেকে বিরত রাখা হোক। কারণ অপারেশনের সময় তিনি রোগীর মস্তিষ্ক থেকে আঘাতপ্রাপ্ত একটা কোষ বের করে তার বদলে সেখানে বানরের একটা কোষ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এই পদক্ষেপ রোগীর জীবন রক্ষার জন্য জরুরী হয়ে পড়েছিল। বানরের মগজের প্রভাবে তার মস্তিষ্কে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে তা এখন নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। মি. জর্জের এখন পরিপূর্ণ বিশ্রামে থাকা উচিত। মস্তিষ্কের ওপর চাপ পড়তে পারে এমন সকল কাজ থেকে তার বিরত থাকা দরকার। যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করলে আশা করা যায়, তার মস্তিষ্কে বানরের কোষ লাগানোর কারণে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না। কিন্তু এ অবস্থায় তাকে রকেটে সওয়ার করানো খুবই বিপদজনক হবে। অন্ততপক্ষে এক বছর তার পরিপূর্ণ সতর্কতার সাথে চলাফেরা করা উচিত।

ডাক্তার তার পরামর্শের পর এ হুমকিও দিল, যদি সরকার আমার অনুরোধ অনুযায়ী কাজ না করে তাহলে আমি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হবো।

এই বিবৃতির ওপর কয়েক দিন পর্যন্ত বিতর্ক চলল। সাথে সাথে এমন সংবাদও প্রকাশ হচ্ছিল যে, স্যার জর্জ যথা নিয়মে রকেটে উড্ডয়নের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। এর কিছু দিন পর এই খবরও দেয়া হয় যে, স্যার জর্জের চিকিৎসক তার উড্ডয়নের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছে। তারপর জানা গেল, বিজ্ঞ বিচারক উপরোক্ত আবেদন নাকচ করে দিয়ে তার রায়ে লিখেছেন, লটারী সম্পর্কিত সরকারী যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় তাতে এমন কোন শর্ত ছিল না যে, লটারীর বিজয়ীর মস্তিষ্কে বানরের কোষ থাকলে তাকে উড্ডয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে। এই জন্য দেশের আইনে কোন কিছু করার উপায় নেই।

৩

একদিন সকাল বেলায় বৃটিশ রকেট স্টেশন থেকে ঘোষণা দেয়া হল, স্যার জর্জ বহাল তবিয়তে রকেটে আরোহণ করেছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আটজন ডাক্তার মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে তার ডাক্তারী পরীক্ষা করে সকলেই একবাক্যে ঘোষণা দিয়েছেন, স্যার জর্জের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা পুরোপুরি সন্তোষজনক। এমন কোন সংশয়ের অবকাশ নেই যে, তিনি রকেটের কলকজার

সাথে অকারণে হুলস্থূল বাধিয়ে নিজের জন্য কোন বিপদ ডেকে আনবেন।

স্যার জর্জের রকেটে আরোহণের সময় চেহারায় কোন প্রকার ভয়ভীতি কিংবা আতংকের কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। বরং তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যে তিনি মংগলগ্রহে পৌছার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

ঘোষক স্যার জর্জের উড্ডয়ন অনুষ্ঠানের ধারাভাষ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন।

সূচনা সংগীত শেষ হলে তিনি বললেন, এইমাত্র উদ্বোধনী সংগীত সমাপ্ত হল। তার পর বললেন, রকেট উড্ডয়নের আর মাত্র এক মিনিট বাকী আছে। একটু পরেই বললেন, এইমাত্র রকেট যাত্রা শুরু করেছে। ক্রমেই রকেট দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে। রকেটটি এখন শূন্যে মিলিয়ে গেছে।

দশ লক্ষাধিক কৌতূহলী দর্শক স্যার জর্জকে বিদায় অভিবাদন জানানোর জন্য সমবেত হয়েছিল। উল্লাসে গগন বিদারী শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠল তারা। মহাশূন্যে তীব্র গতিতে ছুটে চলা এক অগ্নি শিখা মুহূর্তে তাদের দৃষ্টির অগোচরে চলে গেল।

ঘোষক বললেন, এখন রকেট এত দূরে চলে গেছে যে, তার আলো দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও আর দেখা যাচ্ছে না। মি. জর্জ এখন নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে মহাশূন্যে উড়ে চলেছেন।

এবার রকেট স্টেশনের ইনচার্জ কন্ট্রোল রুম থেকে রেডিওর সাহায্যে মি. জর্জকে জরুরী নির্দেশ দিচ্ছেন এবং আপনারা তাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছেন। হ্যালো! হ্যালো! স্যার জর্জ! হ্যালো! হ্যলো! হ্যালো! স্যার জর্জ আপনি জবাব দিচ্ছেন না কেন? আপনি কেমন আছেন? সুধী মন্ডলী! রকেট থেকে তো কোন কথা শোনা যাচ্ছে না। মনে হয় স্যার জর্জ বেহুশ হয়ে পড়েছেন।

ঃ আমি বেহুশ হইনি।

ঃ তাহলে আপনি কথা বলছেন না কেন? স্যার জর্জ! দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ আপনার আওয়াজ শোনার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আপনি তাদের নিরাশ করতে পারেন না। আপনার মানসিক অবস্থা কেমন আছে?

ঃ এখন আমি একটা মজবুত হাতুড়ির প্রয়োজন বোধ করছি।

ঃ সেটা আবার কি জন্য?

ঃ এই রকেট ভেঙ্গে বাইরে আসার জন্য।

ঃ স্যার জর্জ! আপনি ভয় পাবেন না, সাহসের সাথে অগ্রসর হোন। কয়েক

ঘন্টার মধ্যেই আপনার সব ভয়ভীতি একেবারে দূর হয়ে যাবে। দেখুন, আপনাকে কঠোরভাবে সাবধান করছি, আপনি আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করুন এবং রকেটের কোন কলকব্জার উপর অকারণে হাত লাগাবেন না। আমরা আপনার মনোরঞ্জন ও চিত্ত বিনোদনের জন্য গানের এক বিশেষ প্রোগ্রাম প্রচার করছি। স্যার জর্জ! আপনি কি করছেন? আপনার রকেট লক্ষ্য পথ পরিবর্তন করছে। আপনি যথাক্রমে সুইচ নং ৮, ২১ এবং ৪৪ উপরে তুলে দিয়েছেন। এখনই নীচু করে দিন, আর আমাদের নির্দেশ ছাড়া কোন সুইচের উপর হাত লাগাবেন না।

স্যার জর্জ! স্যার জর্জ! হ্যালো! হ্যালো!!

ঘোষকের কণ্ঠ ছাপিয়ে আরো কিছু মানুষের আওয়াজ শোনা গেল। একজন বলল, ডাক্তারের অনুমানই ঠিক ছিল। স্যার জর্জের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।

ঃ ঠিক। এমন কাজ কেবলমাত্র একটা বানরই করতে পারে।

ঃ আমাদেরকে রকেটটা অবতরণ করানোর চেষ্টা করতে হচ্ছে।

ঃ কিন্তু স্যার জর্জের সহযোগিতা না পেলে এটা সম্ভব নয়।

ঃ স্যার জর্জ জেনে বুঝে আমাদের এই মহান পরীক্ষা ব্যর্থ করে দিতে চাচ্ছে। মনে হয় সে কোন বিদেশী শক্তির টাকা খেয়েছে।

ঃ এখন রকেট মঙ্গলগ্রহের পথ ছেড়ে অন্যদিকে চলেছে।

তারপর সম্পূর্ণ নীরবতা নেমে আসে। কয়েক ঘন্টা পর রকেট স্টেশন থেকে আবার ঘোষণা শোনা গেল।

ঃ ভদ্র মহোদয়গণ! আমরা অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে জানাচ্ছি যে, স্যার জর্জ আমাদের সাথে প্রতারণা করেছেন। এখন রকেট আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। ট্রান্সমিটার বন্ধ হয়ে গেছে। অবশ্য নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না, স্যার জর্জের মানসিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তিনি বুঝেশুনে এমন করছেন। যা হোক, তিনি যদি রকেটের কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি নিয়ে আর কোন টানা-হেঁচড়া না করেন তাহলে এটা অন্তত আগামী এক বছর মহাশূন্যে লক্ষ্যহীনভাবে উড়ে বেড়াবে।

রকেটের মধ্যে একটা সুইচ এমন রয়েছে যার উপর চাপ দিলে তার গতি পৃথিবীর দিকে ফেরানো যেতে পারে। যদি স্যার জর্জ আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে তাহলে তার জীবিত অবস্থায় পৃথিবীতে ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি রকেট আপন গতি পরিবর্তনের পর পৃথিবী সংলগ্ন বায়ুমন্ডলে এসে পৌছে

এবং স্যার জর্জ আর কোন অনিষ্ট সৃষ্টির চেষ্টা না করে তাহলে তিনি প্রাণে বেঁচে যাবেন। বায়ুমন্ডলে পুনরায় প্রবেশ করার সংগে সংগেই রকেটের গতিবেগ কমানোর কলকব্জা আপনা-আপনিই কাজ শুরু করবে। আর রকেটের নীচের অংশ, যেখানে স্যার জর্জ অবস্থান করছেন, এমনিতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তারপর উপরের অংশকে মাটিতে নামানোর জন্য অটোমেটিক প্যারাস্যুট খুলে যাবে। কিন্তু স্যার জর্জের অস্বাভাবিক ও বিধ্বংসী তৎপরতার কারণে সঠিকভাবে কোন মন্তব্য করা যাচ্ছে না। যে পর্যন্ত রকেটের ট্রান্সমিটারের সাথে পুনরায় আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত না হয় সে পর্যন্ত আমাদের পক্ষে আদৌ মন্তব্য করা সম্ভব নয় যে, রকেট কোথায় আছে এবং কি অবস্থায় আছে!

আমাদের এই অভিমতের সাথে শুধু বৃটেনের দুজন বিজ্ঞানী মতভেদ করে বলেছেন, স্যার জর্জের মানসিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে অথবা তিনি স্বেচ্ছায় -স্বজ্ঞানে রকেটটি ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন। তাদের মতে রাতের আকাশে প্রদীপ্ত কোন তারকার সাথে রকেটের গতি বাধা প্রাপ্ত হয়েছে এবং স্যার জর্জ কোন অসুবিধা বোধ করার পর আতংকগ্রস্থ হয়ে রকেটের কল-কব্জা বেহুশের মত নাড়াচাড়া করেছেন।

এ ঘটনার পর কয়েক দিন ধরে বৃটিশ রকেটের বিষয় বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রগুলোতে গুরুত্বের সাথে আলোচিত হতে থাকে। বিজ্ঞান বিশারদ, চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং মনস্তত্ত্ব বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ও মন্তব্য প্রকাশ পাচ্ছিল। অনেকে আবার বৃটিশ বিজ্ঞানীদের ওপর অযোগ্যতার অভিযোগ আরোপ করল। কেউ কেউ দায়ী করল স্যার জর্জকে। বৃটেনের জনসাধারণ, যারা এই রকেটের সফলতাকে তাদের জাতির মান-সম্মানের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করেছিল, তারা সগর্বে প্রচার করছিল যে, রকেট তার রুটিন অনুযায়ী উড্ডয়ন অব্যাহত রেখেছে এবং স্যার জর্জ অতিরিক্ত আবেগের কারণে নির্বাক হয়ে গেছেন।

মাসখানেক পর স্যার জর্জ ও তার রকেটের কাহিনী সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিস্মৃতির অতল তলে বিলীন হয়ে গেল। বিশ্ববাসীর কৌতূহলী দৃষ্টি আবার রাশিয়া ও আমেরিকার নতুন নতুন পরীক্ষা কর্মের দিকে নিবদ্ধ হতে থাকল।

বাদশাহর খোঁজে উপদ্বীপবাসী

শাদা উপদ্বীপের বাদশাহ পরকালের পথে পাড়ি জমিয়েছেন। ফলে দেশের উজীরে আযম চেরাগ সিং অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মোকাবিলা করছিলেন। বাদশাহ ছিলেন নিঃসন্তান, ফলে কোন উত্তরাধিকারী রেখে যেতে পারেননি।

দেশের একশ দশটি গোত্রের সরদাররা দেশের নতুন কর্ণধার নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর অন্তিম ইচ্ছা শোনার জন্য শাহী মহলের ভেতরে দরবার হলে সমবেত হয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকেই আশা করছিলেন, প্রয়াতঃ বাদশাহ তাদের মধ্য থেকেই হয়তো কোন একজনকে তার উত্তরসূরী মনোনীত করে গিয়ে থাকবেন। আর সরদাররা প্রত্যেকেই নিজেকে অন্যের তুলনায় রাজমুকুট ও সিংহাসনের জন্য অধিকতর যোগ্য মনে করছিল।

এদিকে বাদশাহ তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর আগেই তাঁর অসিয়তনামা রূপোর একটি ছোট বাক্সে বন্ধ করে উপদ্বীপের ধর্মনেতার কাছে রেখে দিয়েছিলেন। ধর্মগুরু সে বাক্সটি এনে উপস্থিত গোত্রপতিদের সামনে খুলে বাদশাহর অসিয়তনামা তাদেরকে পড়ে শোনালেন। অসিয়ত নামায় বাদশাহ লিখেছেন ঃ

আমি স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে ও পূর্ণ বিবেচনার সাথে আমার প্রজা সাধারণকে এ অসিয়ত করে যাচ্ছি, যদি আমার আকস্মিক মৃত্যু হয় আর আমার উত্তরাধিকারী নিয়োগের সুযোগ না ঘটে তাহলে এ গুরু দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর উপরে বর্তাবে। আমি চেরাগ সিং থেকে বেশী বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বলে আর কারো ওপর আস্থা স্থাপন করতে পারছি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার নির্বাচন আমার নিয়োগ অপেক্ষা উত্তম হবে। তবে আমার দুঃখ যে, চেরাগ সিং নিজে না কোন রাজ পরিবারের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখে আর না সে কোন গোত্রপতির মর্যাদা লাভ করেছে। সংগত কারণেই দেশের প্রচলিত নিয়মে সে আমার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। তা না হলে আমি অসিয়ত রেখে যেতাম যেন আমার পর তাকেই বাদশাহ বানানো হয়।

আমার সবচে বেশী আগ্রহ ছিল, দেশে বাদশাহী বা রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করার। কিন্তু আমার প্রজা সাধারণ যেহেতু আজও শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর এবং সত্যিকার অর্থে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হলে তাদের দীঘ রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, তাই আমি চাই, পর্যায়ক্রমে এ জন্য সংস্কারমূলক পদক্ষেপ কার্যকরী করা হবে, যা এক সময় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তনের যুগান্তকারী সহায়ক রূপে প্রমাণিত হবে।

আমার প্রথম প্রস্তাব এই যে, যিনি আমার স্থলাভিষিক্ত হবেন, তিনি যেন তিন বছরের অধিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না থাকেন। তাকে প্রয়োজনীয় সলা-পরামর্শ দেয়ার জন্য গোত্রীয় সরদারের সমন্বয়ে একটা জাতীয় সংসদ গঠন করতে হবে। তিন বৎসর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর আমার উত্তরসূরী জাতীয় সংসদের পরামর্শ অনুযায়ী দেশের শাসন কর্তৃত্ব কোন নতুন শাসকের হাতে সমর্পণ করবেন। তার সাথে সাথে পরিষদ সদস্যরা দেশের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আইন তৈরী করতে থাকবেন। যখন সংশ্লিষ্ট আইন তৈরী হয়ে যাবে তখন জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটেই দেশের শাসক নির্বাচিত হবে।

সঠিক গণতান্ত্রিক আইন কার্যকরী করার পূর্ব পর্যন্ত প্রতি তিন বছর অন্তর দেশের শাসক পরিবর্তনের আবশ্যকতা এ জন্য বোধ করছি যে, জনগণ এতে করে সরকার পরিবর্তনকে একটা অতি সাধারণ ব্যাপার হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। সেই সাথে কারো মনে স্থায়ীভাবে ক্ষমতায় থাকার লোভ দানা বাধতে পারবে না। অবশ্য উজীর হওয়ার জন্য কোন গোত্রের সরদার হওয়া জরুরী নয়। আর আমি এটাও আশা করি যে, তাদেরকে সর্বসাধারণের মধ্য থেকেই মনোনীত করা হবে।

অসিয়তনামা পাঠ করার পর ধর্মনেতা সরদারদের উদ্দেশ্যে বললেন, সম্মানীত সুধী মন্ডলী! আমাদের মহাপ্রাণ শাসক এ অসিয়তনামা তার মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে লিখে আমার হেফাজতে রেখে দিয়েছিলেন। তার ইচ্ছা ছিল, তিনি তার জীবদ্দশাতেই কোন উপযুক্ত লোককে তার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে যাবেন। তিনি কয়েকবার আমাকে বলেছিলেন, তিনি এ অসিয়তনামায় কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে চান। কিন্তু এটা আমাদেরই দুর্ভাগ্য যে, অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি তার আরাধ্য কাজ সম্পন্ন করে যেতে পারেননি। তবু উজীরে আযম চেরাগ সিং-এর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার ফলে

আমি আশা করি, এ দুর্দিনে তিনি আপনাদেরকে একটা সঠিক ও নির্ভুল পথনির্দেশ দিতে পারবেন। এ অসিয়ত মোতাবেক আপনাদের সবাইকে জাতীয় সংসদের সদস্য বানিয়ে দেয়া হয়েছে। আর উজীর চেরাগ সিংকে আপনাদের জন্য একজন উপযুক্ত শাসক খুঁজে বের করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

ঃ এখন আমরা উজীরে আযমের ফয়সালা শুনতে চাই। বলল এক সরদার।

চেরাগ সিং নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সরদারদের দিকে তাকালেন। তারপর ধীর পদক্ষেপে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়ে ধর্মনেতার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। মঞ্চে উঠে আবার তিনি সকলের দিকে তাকালেন এবং কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। এরপর তিনি বলতে শুরু করলেনঃ 'সুধী মন্ডলী! আমার ওপর এক গুরু দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। এ জন্য আমি আরজ করতে চাই, আমাকে কিছু সময় চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ দেয়া হোক।

ঃ আপনি চিন্তা-ভাবনার জন্য কি পরিমান সময় চান? একজন সরদার জিজ্ঞেস করলেন।

চেরাগ সিং বললেন, এ জন্য আমার কমপক্ষে তিন দিন সময় দরকার।

আরেক সরদার বলে উঠলেন, আপনি তো ভালভাবেই জানেন, আমাদের মধ্যে কে ক্ষমতা পাওয়ার বেশী উপযুক্ত। এ জন্য এত লম্বা-চওড়া চিন্তা-ভাবনার দরকার কি?

অপর এক সরদার বললেন, আমাদের কোন কোন সাথী আপনার ওপর চাপ সৃষ্টি করে আপনাকে ভুল ফয়সালা দিতে বাধ্য করতে পারে। এ জন্য আমি চাই, আপনি কালবিলম্ব না করে এখনই ফয়সালা দিয়ে দিন।

চেরাগ সিং বললেন, ভদ্র মহোদয়গণ! আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করছি, কারো চাপের মুখে নতি স্বীকার করে আমি সিদ্ধান্ত দেব না। কিন্তু আমি কোন ফয়সালা দেয়ার আগে এ বিষয়ে আপনাদের মতামত জেনে নেয়া জরুরী মনে করি। এর সহজ পথ হচ্ছে, আপনারা প্রত্যেকেই একটুকরো কাগজে সেই ব্যক্তির নাম লিখে দিন যাকে আপনি বাদশাহ হওয়ার অধিক যোগ্য মনে করেন।

এ প্রস্তাব সকলের কাছে পছন্দ হল। সংগে সংগে গোত্রীয় সরদাররা নিজের পছন্দ লিখে চেরাগ সিং-এর কাছে জমা দিতে লাগল। চেরাগ সিং সমস্ত কাগজ একত্র করে সেগুলো পড়ার জন্য চেয়ারের ওপর গিয়ে বসলেন।

সর্বপ্রথম তোলা কাগজে একজন সরদার লিখেছেন, আপনি জানেন যে,

আমার গোত্র সবারচে বড়। যদি আপনি আমার পরিবর্তে অন্য কারো পক্ষে ফয়সালা দেন তবে আমি আমার জন্য তা অপমানজনক বলে মনে করবো।

দ্বিতীয় কাগজের টুকরাটাতে লেখা ছিল, আমি সকলেরচে বেশী শিক্ষিত। একথা জানার পরও যদি তুমি আমার পক্ষে মত না দাও তা হলে এ জন্য তোমাকে পরে অনুশোচনা করতে হবে।

তৃতীয় সরদার ধমকের সুরে লিখেছেন, আমি তোমার বন্ধু হিসাবে আশা করছি তুমি আমার পক্ষেই রায় দেবে। কিন্তু যদি তুমি আমার পরিবর্তে অন্য কারো মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দাও তবে আমি তোমাকে গুলি করে হত্যা করতে দ্বিধা করবো না।

চতুর্থ জনের বক্তব্য ছিল, যদি তুমি আমাকে বাদশাহ বানিয়ে দাও তাহলে আমি তোমাকে নগদ দশ লাখ ডলার এবং মন্ত্রীত্ব দেব।

আরেক সর্দার লিখেছেন, আমার গোত্রের এক হাজার পারদর্শী যোদ্ধা শাহী মহলের বাইরে অপেক্ষা করছে। যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কারো পক্ষে রায় দাও তাহলে তারা তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

একই নিয়মে অন্যান্য সরদাররাও নিজ নিজ কাগজে চেরাগ সিংকে বিভিন্ন ভাষায় কেউ ধমক দিল, কেউ লোভ দেখাল, কেউ তোষামোদ করল। অবস্থাদৃষ্টে চেরাগ সিং-এর জীবন বাঁচানোই দায় হয়ে উঠল। অগত্যা তিনি সবগুলো কাগজের টুকরো নিজের পকেটে পুরে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, সুধী মন্ডলী! আপনাদের ব্যাপারে আমার ধারনা অনেক উঁচু ছিল। কিন্তু আমি দুঃখিত যে, আপনাদের মত মহান সরদারদের মাঝেও দুএকজন হীনমনা লোক আছেন। আপনারা শুনলে অবাক হবেন, দুজন সর্দার তাদের নামে ফয়সালা দেয়ার জন্য আমাকে ধমক দিয়েছেন আর একজন আমাকে ঘুষ দেয়ার প্রস্তাব করেছেন। তবে জাতির ভাগ্য ভাল যে, অন্যান্য সকল সর্দাররা এমন এক ব্যক্তিকে বাদশাহ বানানোর জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন, যে মতামতকে আমি আমার নিজের জন্যও অত্যন্ত সম্মানজনক বলে মনে করি। এখন আপনাদের অনুমতি পাওয়া গেলে আমি আমার ফয়সালা আপনাদেরকে শোনানোর জন্য প্রস্তুত। আমি আপনাদের কাছে তিন দিনের সময় চেয়েছিলাম এবার আপনারাই বলুন, আপনারা এখনি ফয়সালা শুনতে চান, নাকি এ রায় ঘোষণার জন্য আমাকে তিন দিন অপেক্ষা করতে হবে।

সর্দারদের সমাবেশে নীরবতা নেমে এল। একজন নীরবতা ভেঙ্গে বললেন, এমন নাজুক ও জটিল বিষয়ে তাড়াহুড়ো করা ঠিক নয়। আমার মনে হয় সময় নিয়ে চিন্তাভাবনা করেই আপনার রায় দেয়া উচিত।

তার কথা শেষ হতে না হতেই চারদিক থেকে সবাই সমস্বরে চেচিয়ে উঠল, উনি ঠিকই বলেছেন। সময় নিয়েই আপনার রায় ঘোষণা করা উচিত। একজন সরদার দাঁড়িয়ে বললেন, এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আপনার জন্য সমীচিন হবে না। এমনকি এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য তিন দিনের সময়ও যথেষ্ট হতে পারে না। আপনার কমপক্ষে এক সপ্তাহ পর্যন্ত ভেবে দেখা দরকার।

২

তিন দিন পর। উজীর চেরাগ সিং পুনরায় সমবেত সরদারদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তার ডান পাশে একটা সোনালী চেয়ার আর চেয়ারের সামনের টেবিলের উপর রাখা মূল্যবান মনিমুক্তা খচিত রাজমুকুট। টেবিলের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন সে ধর্মগুরু। চেরাগ সিং-এর চেহারায় উত্তেজনার লক্ষণ ছিল সুস্পষ্ট। গত তিনদিন ধরে এ মুকুটের অসংখ্য প্রার্থীর একটাই দাবী সে শুনেছে, দয়া করে আমার নাম ঘোষণা করবেন, না হলে কপালে খারাবী আছে। কেউ সরাসরি হত্যার হুমকি দিয়েছে, কেউ হয়তো একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। কিন্তু সবার দাবী ছিল এক ও অভিন্ন। প্রত্যেক সরদার মনে মনে এ পরিকল্পনাই আঁটছিল যে, চেরাগ সিংকে ভয় দেখিয়ে হোক, ধমক দিয়ে হোক অথবা লোভ দেখিয়েই হোক নিজের স্বার্থ উদ্ধার করতেই হবে। তাই প্রায় সকল সরদাররাই চেরাগ সিং-এর বাড়ীর আশেপাশে নিজেদের গুপ্তচরের পাহারা বসিয়েছিল। চেরাগ সিং এ সমাবেশের আগের দিন পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সর্দারদের লোকজন তাকে বিমান বন্দর থেকে ধরে এনে অবরুদ্ধ করে রাখে।

বাদশাহ হওয়ার দাবীদার সকল প্রার্থী নিজেদের পকেটে করে পিস্তল নিয়ে এসেছিল। চেরাগ সিং-এরও এ কথা ভাল ভাবেই জানা ছিল যে, যেইমাত্র সে একজনের নাম মুখে উচ্চারণ করবে সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট একশ নয়জন তাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়বে। শাহী মহলের বাইরে প্রত্যেক গোত্রের হাজার হাজার লোক

নিজ নিজ সরদারদের পক্ষে শক্তির মহড়া প্রদর্শন করছিল। চেরাগ সিং তার শুকনো ঠোঁটের উপর জিহ্বা ঘুরাতে ঘুরাতে বলল, সুধী মন্ডলী! আমার এ কঠিন কর্তব্য সম্পাদনের আগে সকলেই আসুন নতজানু হয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এ সংগীন মুহূর্তে আমাদের সঠিক পথের সন্ধান দান করেন।

উপস্থিত সকলেই এই প্রস্তাবে সন্তোষ প্রকাশ করল এবং সাথে সাথে সকলেই আসন ত্যাগ করে নতজানু হয়ে নীচে বসে গেল। চেরাগ সিং হাঁটু জোড় করে বসে দোয়া করতে শুরু করল, ওগো আসমান ও জমিনের মালিক! আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তওফিক দাও। আমাদের সবাইকে এতটুকুন অনুভূতি দান কর যে, আজ যিনি বাদশাহ মনোনীত হবেন, আমরা সকলে যেন সন্তুষ্ট চিত্তে তার আনুগত্য মেনে নিতে পারি। আমাদের মধ্যে এতটুকু বিবেক জাগ্রত করে দাও, যেন আমরা গৃহযুদ্ধের হাত থেকে বিরত থাকতে পারি। তোমার তো জানা আছে, এই সমস্ত সরদারদের মধ্যে কেবলমাত্র একজনই বাদশাহ হতে পারে। এই জন্য আমরা বিনয়ের সাথে দোয়া করছি, আমাদেরকে তুমি সর্বাধিক উপযুক্ত লোককে নির্বাচন করার মত জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধি দান কর। যে একশত নয়জন ব্যক্তি আমাদের বাদশাহ হওয়ার সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত থাকবে তাদেরকে তুমি এতটুকু অনুভূতি দান কর, যেন তারা হতভাগার ওপর নিজেদের ক্রোধ না ঝাড়ে; যাকে আমাদের প্রয়াত বাদশাহ তার স্থলাভিষিক্ত নির্বাচিত করার অপ্রত্যাশিত গুরু দায়িত্ব অর্পণ করে গিয়েছেন।

হঠাৎ কামরার বাইরে লোকজনের শোরগোল শোনা গেল। তাদের কয়েকজন 'উড়ন্ত ভেলা, উড়ন্ত ভেলা' বলে চিৎকার দিতে দিতে কামরার ভেতর এসে প্রবেশ করল। উপস্থিত লোকেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু চেরাগ সিং তার দোয়া অব্যাহত রেখে বলে যেতে লাগলেন, ওহে পরওয়ারদিগার! যদি এ দেশে গৃহযুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকে তাহলে উড়ন্ত ভেলার উপর এমন কোন ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিন যিনি আমাদেরকে গৃহযুদ্ধের অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে পারে।

অকস্মাৎ এক বিকট আওয়াজ শোনা গেল এবং কোন ভারী বস্তু ছাদ ভেঙ্গে চেরাগ সিং থেকে কয়েক গজ দূরে এসে পড়ল। এটাই ছিল বৃটেনের হারিয়ে যাওয়া রকেটের ঐ অংশ যাতে স্যার জর্জ আরোহণ করেছিলেন। উপস্থিত

সভাসদরা হতবাক হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর 'উড়ন্ত ভেলা, উড়ন্ত ভেলা' বলতে বলতে পালাতে শুরু করল। ছাদের কিছু অংশ চেরাগ সিং-এর একেবারেই কাছে এসে পড়েছিল। তবু তিনি আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করলেন না। ধর্মীয় নেতাও পালিয়ে যাবার কথা ভাবছিলেন, কিন্তু চেরাগ সিংকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি পালাবার ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। বিমূঢ় ভাব কেটে যাবার পর তিনি চেরাগ সিংয়ের কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, আমি আপনাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তায়ালা আপনার ফরিয়াদ কবুল করেছেন। অন্ততঃ আজ আর আপনার জীবনের কোন আশংকা নেই।

রকেটের খোলসের ভিতর থেকে নীচু স্বরে কটমট শব্দ ভেসে এল এবং সাত-আট ফুট উপরে একটা লোহার দরজা আস্তে আস্তে খুলে যেতে লাগল। ধর্ম গুরু ফিসফিস করে চেরাগ সিংকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনার কি বিশ্বাস যে, এখানে দাঁড়িয়ে থাকায় আমাদের কোন ভয় নেই?

চেরাগ সিং বললেন, পুণ্যাত্মা পিতা! ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যদি এ জিনিস আল্লাহর ইচ্ছায় এসে থাকে তাহলে তার ভয়ে পালানোর চেষ্টা না করে আমাদের উচিত তার সাহায্যে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করা।

রকেটের দরজা খুলে যাওয়ার সংগে সংগে একটি সিঁড়ি বেরিয়ে এল। সিঁড়িটি ধীরে ধীরে ময়লা-আবর্জনার স্তূপের উপর এসে থামল। স্যার জর্জ দরজার বাইরে মাথা বের করে তাকিয়ে দেখলেন এবং কয়েক সেকেন্ড ইতস্ততঃ করার পর সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন। চেরাগ সিং ও ধর্মীয় নেতা তার দিকেই তাকিয়েছিলেন। স্যার জর্জও তাদের দেখে সেদিকেই এগিয়ে গেলেন। এ সময় অকস্মাৎ ভাঙ্গা ছাদের ঝুলন্ত অংশ থেকে একের পর এক আরো কিছু পাথর ভেঙ্গে তাদের সামনে পড়ল। কিন্তু এবারও সবাই ভালোয় ভালোয় বেঁচে গেলেন।

পাথর পড়া থামতেই ধর্মগুরু দ্রুত সামনে এগিয়ে আগত মেহমানকে স্বাগত জানালেন। তারপর তার হাত ধরে টেনে এনে সোনালী চেয়ারের কাছে নিয়ে গেলেন। স্যার জর্জ কিছু বুঝতে না পেরে ধপ করে চেয়ারের উপর বসে পড়লেন। ধর্মগুরু কালবিলম্ব না করে মহামূল্যবান রাজমুকুট তুলে এনে তার মাথায় পরিয়ে দিলেন। এরপর নতজানু হয়ে বলতে লাগলেন, ওগো অচেনা-অজানা জগত থেকে আগত ফেরেশতা! আমি শাদা উপদ্বীপের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক অভিবাদন ও স্বাগত জানাচ্ছি।

চেরাগ সিং দ্রুত সামনে অগ্রসর হয়ে ধর্মীয় নেতার হাত চেপে ধরলেন এবং তাকে তুলে দাঁড় করানোর চেষ্টা করতে করতে বলতে লাগলেন, মহাপ্রাণ পিতা! আপনি বেশী তাড়াহুড়া করছেন। এ আপনি পারেন না। কারণ আমি এখনো তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা আপনাকে দেইনি।

ধর্মীয় নেতা বললেন, আপনি অকৃতজ্ঞ হতে চেষ্টা করবেন না। আল্লাহ তায়ালা তার অপার অনুগ্রহে এক নাজুক মুহূর্তে আপনার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই এখন তাকে বাদশাহ রূপে বরণ করতে এক সেকেন্ডও বিলম্ব করা উচিত নয়। আমি এই মুহূর্তে জনসাধারণকে এই সুখবর শোনাতে চাই।

এমন সময় একজন সৈনি হন্তদন্ত হয়ে হলের ভিতর প্রবেশ করে চেরাগ সিংকে লক্ষ্য করে বলল, জনাব, শহরের লোকজন শাহী মহলের ভিতর ঢুকে পড়েছে। তাদের মতে এই উড়ন্ত ভেলা মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছে। আমরা অতি কষ্টে তাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু জনতার ভিড় ক্রমেই বাড়ছে। জনগণ উড়ন্ত ভেলা এক নজর দেখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। গোত্রপতিরা শাহীমহলের বাইরেই অবস্থান করছে, তারা আপনার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

চেরাগ সিং এবার ধর্মগুরুর দিকে তাকিয়ে বললেন, পূণ্যাত্মা পিতা! জলদি তার মাথা থেকে রাজমুকুট নামিয়ে নিন। যদি সরদাররা জানতে পারে তবে তারা তাকে হত্যা করবে বলে আমার ভয় হচ্ছে।

ধর্মীয় নেতা বললেন, তুমি কোন চিন্তা করোনা। এখন তার প্রতি চোখ তুলে তাকাবার দুঃসাহসও কেউ করবে না। আমি এখুনি তাদের এই সুসংবাদ দিচ্ছি যে, আমাদের দেশকে নিশ্চিত গৃহযুদ্ধের অভিশাপ থেকে মুক্তিদানের জন্য মহান আল্লাহ মঙ্গলগ্রহ থেকে তাকে আমাদের বাদশাহ বানিয়ে পাঠিয়েছেন।

ধর্মীয় নেতা এ সুসংবাদ শোনানোর জন্য দ্রুত শাহী মহলের বাইরে চলে গেলেন। চেরাগ সিং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সৈনিককে বললেন, তুমিও বাইরে যাও এবং হলের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে সেখানে সশস্ত্র পাহারা বসিয়ে দাও।

নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে সৈনিকটি হতচকিত অবস্থায় স্যার জর্জের দিকে একবার তাকিয়ে দ্রুত বাইরে চলে গেল।

৩

চেরাগ সিং কয়েক সেকেন্ড নীরবে স্যার জর্জের দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং বলে উঠলেন, গুড মর্নিং।

স্যার জর্জ ভীত-বিহ্বল হয়ে বললেন, গুড মর্নিং! আপনি ইংরেজী জানেন?

ঃ আপনার নাম কি স্যার জর্জ?

ঃ আপনি তাহলে আমার নামও জানেন!

ঃ হ্যাঁ, আমি আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানি। আমি আরও জানি, আপনি ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন এবং মঙ্গলগ্রহ পরিভ্রমণের জন্য যে লটারী অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে আপনিই বিজয়ী হয়েছিলেন। আর আমি এও জানি, আপনার মানসিক অবস্থা তখন সন্তোষজনক ছিল না।

ঃ কিন্তু এসব কথা আপনি জানলেন কি করে?

ঃ আমি নিজেও সেই লটারীর এক ডজন টিকেট কিনেছিলাম।

ঃ কিন্তু সেই টিকেট মঙ্গলগ্রহ পর্যন্ত কিভাবে এল? আর মংগলগ্রহের কোন অধিবাসীর জন্য মঙ্গলগ্রহ সফরের টিকেট ক্রয় করারই বা কি দরকার ছিল?

ঃ আমি সেই টিকেট টোকিও থেকে আনিয়েছিলাম।

স্যার জর্জ বললেন, দয়া করে আমার সাথে ইয়ার্কি করবেন না। আমি শুধু জানতে চাই আমার জন্য আপনি কি শাস্তি নির্ধারণ করেছেন?

চেরাগ সিং বললেন, কিসের শাস্তি?

ঃ আমি যে অনুমতি ছাড়াই আপনাদের দেশে এসে পড়েছি!

ঃ আপনি মন খারাপ করবেন না। এখানে আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

ঃ কিন্তু আপনি ইংরেজী শিখলেন কোত্থেকে আর আমার সম্পর্কে এত তথ্য সংগ্রহ করলেন কিভাবে? আমার মনে হচ্ছে যেন আমি কোন স্বপ্ন দেখছি।

ঃ আমি ইংল্যান্ডে পুরো চার বছর লেখাপড়া করেছি।

ঃ মংগলগ্রহেও কি কোন ইংল্যান্ড রয়েছে?

চেরাগ সিং হাসতে হাসতে বললেন, আরে, আপনার কি মনে হচ্ছে যে আপনি মংগলগ্রহে চলে এসেছেন?

স্যার জর্জ হতচকিত হয়ে বললেন, আপনি কি বলেন?

চেরাগ সিং বললেন, আপনি এখন শাদা উপদ্বীপের রাজধানীতে অবস্থান করছেন। আর আপনার নীচে শাদা উপদ্বীপের বাদশাহর সিংহাসন আর মাথার

উপরে তার রাজমুকুট শোভা পাচ্ছে।

ঃ শাদা উপদ্বীপ কোন গ্রহে অবস্থিত?

ঃ শাদা উপদ্বীপ পৃথিবীতে অবস্থিত।

ঃ কোন পৃথিবীতে?

ঃ মনে হয় আপনার সম্পর্কে সেই ডাক্তারের অভিমতই ঠিক ছিল।

ঃ কোন ডাক্তারের অভিমতের কথা বলছেন আপনি?

চেরাগ সিং বললেন, যিনি আপনার মস্তিষ্কে অস্ত্রোপাচার করেছিলেন।

ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমার সাথে রহস্য না করে সহজ করে কথা বলেন।

চেরাগ সিং বললেন, আমি তো কোন অবাস্তব ও অসত্য কথা বলছি না। যদি আপনি শুনতে চান তাহলে পুরো ঘটনা আমি খুলে বলতে পারি। আপনার রকেট প্রায় একমাস দশদিন নিখোঁজ থাকার পর পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। এই দেশ অলস সাগরের একটা উপদ্বীপ। আমি আপনার গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্বের জন্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

স্যার জর্জ অবাক হয়ে বললেন, সেটা কি জন্য?

ঃ আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন।

ঃ বলতে চাচ্ছেন যে, এই ছাদ ভেঙ্গে আপনার মাথার উপর পড়েনি! দেখুন, এ ব্যাপারে আমার করার কিছুই ছিল না। নীচে অবতরণের সময় রকেটের গতি বেশী ছিল না। তার প্যারাসুট ছিল খুব মজবুত। কিন্তু এই কামরার ছাদ এতটুকু ভারও সহ্য করতে পারল না। তবে আল্লাহর শোকর যে, রকেটের ভারী অংশ পথে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে, আমি পুনরায় পৃথিবীতে এসে পৌচেছি।

ঃ আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে রকেটটি ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন কেন?

ঃ আমি কি করেছিলাম এখন আমার কিছুই মনে নেই। তবে এতটুকু স্মরণ করতে পারি, আমি রকেটটি ফুটো করে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিলাম। তারপর আমার আর কোন জ্ঞান ছিল না। আমি জানি না কত সময় বেহুশ থাকার পর আমি ট্রান্সমিটারের সাহায্যে রকেট স্টেশনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সেখান থেকে কোনো জবাব পাইনি। ট্রান্সমিটারেরও কিছু অংশ আলাদা হয়ে পড়ে গিয়েছিল, আর সেগুলো মেরামত করা ছিল আমার সাধ্যের বাইরে।

ঃ ট্রান্সমিটারের অংশগুলো কে ভাঙলো?

ঃ আমি জানি না।

চেরাগ সিং বললেন, এখন আমি আপনার সাথে কিছু জরুরী কথা বলতে চাই। আমি আমার জীবনের আশংকা করছি। কিন্তু যদি আপনি ইচ্ছা করেন তাহলে আমাকে বাঁচাতে পারেন।

স্যার জর্জ বলে উঠলেন, এই মুহূর্তে আমি শুধুমাত্র আমার নিজের জীবন সম্পর্কে চিন্তা করছি। এরপরও আমি যদি আমার নিজের জন্য কোন বিপদ ডেকে না এনে আপনার কোন উপকার করতে পারি, তাহলে আমি সানন্দে তা করতে চেষ্টা করবো।

এরপর চেরাগ সিং তার চেয়ারটা টেনে স্যার জর্জ-এর আরো কাছে গিয়ে বসলেন এবং কোন বিরতি না দিয়ে অনর্গল নিজের কাহিনী বর্ণনা করতে লাগলেন।

৪

চেরাগ সিং তার ইতিবৃত্ত বর্ণনা শেষ করার পর স্যার জর্জ বলে উঠলেন, একজন অসহায় মানুষের সাথে ইয়ার্কি করা আপনার উচিত নয়।

চেরাগ সিং বললেন, আমি আদৌ ঠাট্টা করছি না।

স্যার জর্জ বললেন, কিন্তু এইসব তেলেসমাতি কথাবার্তা আমার কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। আমি এটা কিভাবে মেনে নিতে পারি যে, আমাকে বাদশাহ বানিয়ে দেয়া হচ্ছে।

ঃ আপনার মানতে পারা না পারায় কোন কিছু আসে যায় না। আমার বিশ্বাস, যে রাজমুকুট আমাদের ধর্মীয় নেতা আপনার মাথায় পরিয়ে দিয়েছেন তা আর কেউ ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করবে না। গোত্রীয় সরদাররা ক্ষমতা লাভের জন্য যে পরিমাণ আগ্রহী সেই পরিমাণ ভীতুও বটে। আপনি যে মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছেন এ কথা তাদের বিশ্বাস করাতে আমাদের ধর্মীয় গুরুর কোন বেগ পেতে হবে না। আমার ইচ্ছা ছিল, দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব কোন ভাল মানুষের হাতে ন্যস্ত করার। কিন্তু এখন আমি এই জাতির ভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কোন চেষ্টা করবো না। তবে আমার আফসোস, আপনার মানসিক অবস্থার ওপর

আমি পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারছি না।

ঃ আপনি অনুগ্রহ করে বার বার আমার মানসিক অবস্থা নিয়ে সমালোচনা করবেন না। আমি তো আপনার সাথে এখন পর্যন্ত এমন কোন ওয়াদা করিনি যে, আমি এই রাজ্যের শাসন পরিচালনার গুরু দায়িত্ব নিতে রাজি আছি।

ঃ আপনি সানন্দে এ দায়িত্ব পালনে রাজি হবেন এই বিশ্বাস আমার আছে।

স্যার জর্জ বললেন, যদি আমি এই দায়িত্ব গ্রহণে রাজি হয়েই যাই, তবু এটা কি করে সম্ভব যে, আপনার ওমরাহ, সভাসদবৃন্দ এবং জনসাধারণ একজন অপরিচিত ভিনদেশী মানুষকে নিজেদের শাসনকর্তা হিসাবে মেনে নিবে, যার জন্ম, বংশ পরিচয়, স্বভাব-চরিত্র কিছুই তাদের জানা নেই।

ঃ এরা অলৌকিকতায় বিশ্বাসী। যদি তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, আপনি মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছেন; তাহলে তারা আপনাকে দেখতে, আপনার সাথে কথা বলতে কিংবা আপনার একটা ছোয়া পাওয়াতেও গর্ব অনুভব করবে।

ঃ কেউ যদি জানতে পারে, আমি মঙ্গলগ্রহের পরিবর্তে ইংল্যান্ড থেকে এসেছি, তবে আমার পরিণতি কি হবে ভাবতে পারেন?

চেরাগ সিং তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন। এই উপদ্বীপে আমি ছাড়া আর কেউ আপনার সম্বন্ধে তেমন কিছু জানে না। এমনকি কেউ যদি আপনার পরিচয় ফাঁস করে দিতে চায়ও তবু তার কথায় কান দেবে না। ইচ্ছে করলে আমরা কিছু সতর্কতামূলক পদক্ষেপও নিতে পারবো। যেমন আপনার নাম পরিবর্তন করে দিতে পারি। আমি আপনার নাম স্যার জর্জ-এর বদলে কিং সায়মন রাখার প্রস্তাব করছি। কিং সায়মন কাহরুল্লাহ হবে পুরো নাম কিন্তু কাহরুল্লাহর অর্থ কেউ কেউ হয়তো বুঝে ফেলতে পারে। তাই আপনাকে শুধু কিং সায়মনই ডাকা হবে।

ঃ নামের ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে সমস্যা হচ্ছে, আমি এখানে কোন ভাষায় কথা বলবো?

ঃ আপনি ইংরেজীতেই কথাবার্তা বলবেন। আমাদের জনগণের মধ্যে এমন বিশ্বাস সৃষ্টি করা কঠিন হবে না যে, মংগলগ্রহের প্রতিভাদীপ্ত উন্নত অধিবাসীরা নিজেদের বিস্ময়কর আবিষ্কারের বদৌলতে পৃথিবীর বাসিন্দাদের কথাবার্তা শুনতে পায়। ফলে তারা দুনিয়ার সমস্ত উন্নত দেশের ভাষা রপ্ত করে নিয়েছে।

ঃ আমি মানুষের সেবা করা খুবই পছন্দ করি। কিন্তু এত বড় দায়িত্ব

গ্রহণের আগে আমি জানতে চাই, আপনাদের দেশে কি কি সমস্যা রয়েছে?

ঃ আমাদের দেশে এমন কোন গুরুতর সমস্যা নেই যা কোন ন্যায়পরায়ণ ও মহাপ্রাণ শাসকের শান্তি হরণের কারণ হতে পারে। এখানকার লোকজন খুবই শান্তিকামী। তার প্রমাণ আপনি এখনি পেয়ে যাবেন। যেমন, দেশের মধ্যে গৃহ যুদ্ধের আশংকা থাকায় তারা আপনাকে তাদের বাদশাহ হিসাবে মেনে নিতে সম্মত হয়ে যাবে। অর্থনৈতিক দিক থেকেও আমাদের অবস্থা খুবই ভালো।

এখানকার ভূমিও খুব উর্বর। প্রতি বছর পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য শস্য ও ফল-ফলাদি উৎপন্ন হয় এখানে। আমাদের সমস্যা একটাই, পার্শ্ববর্তী উপদ্বীপ, যাকে আমরা কালো উপদ্বীপ বলে থাকি, আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বড়। সেই দেশের সরকার ও অধিবাসীরা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দুশমন। তাই তাদের প্রতিহত করার জন্য আমাদেরকে সর্বদা সজাগ ও সতর্ক থাকতে হয়। বছর চারেক আগে আমাদের দেশে তাদের একজন গুপ্তচর ধরা পড়েছিল। তদন্ত করে জানা গেল, দেশের কিছু লোকও তাদের সাথে গোপনে আঁতাত করেছে। আমরা এ ধরনের কয়েক শ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে ঢুকিয়েছি। কিন্তু এখনো কিছু গাদ্দার সরকারের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করে আছে। তারা সুযোগ পেলে আমাদের পিঠে ছুরি ঢুকিয়ে দিতেও ইতস্তত করবে না।

আপনার অন্যতম গুরুদায়িত্ব হবে, শাদা উপদ্বীপের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সুসজ্জিত করে গড়ে তোলা। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, এখানকার লোকজন আপনার সাথে অকৃতজ্ঞের মত আচরণ করবে না। তাই, তিনটি বছর কষ্ট করে আপনাকে এ গুরু দায়িত্ব পালন করতে আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

স্যার জর্জ বললেন, আমি এ দেশের শাসনভার শুধুমাত্র সৃষ্টির সেবা করার নিয়তে গ্রহণ করতে রাজি আছি। কিন্তু তিন বছরে তো আমি তাদের জন্য তেমন কিছুই করতে পারবো না। তিন বছরের এ মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে যদি সরকার ও জনগণ আমার আরো খেদমতের প্রয়োজন অনুভব করে তাহলে কি তিন বছরের এই শর্ত বাতিল করা যাবে না?

ঃ এটা কোন সহজ কাজ নয়। কিন্তু যদি তিন বছরে আপনি জনসাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারেন, যাতে তারা আরো বেশী সময়ের জন্য আপনার সেবার প্রয়োজন বোধ করে, তাহলে হয়ত ওমরাহরা এই শর্তের মধ্যে

সংশোধনী আনতে এগিয়ে আসবে। এখন আমাকে একটু বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি দেখে আসতে চাই বাইরে কি হচ্ছে।

ঃ আমারও একটু বিশ্রাম নেয়া দরকার। আপনি বেশী দেরী করবেন না।

চেরাগ সিং মহলের বাইরে চলে গেলেন। স্যার জর্জ মাথা থেকে রাজমুকুট নামিয়ে উঠে পায়চারী করতে লাগলেন। দরজার কাছাকাছি গিয়ে ফিরে তাকালেন রাজমুকুটের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়ালেন টেবিলের কাছে। দু হাত দিয়ে তুলে ধরলেন রাজমুকুট। ঘাড়টা একটু কাত করে নিজেই মাথায় পরে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, সায়মন কিং, সায়মন হিজ ম্যাজেস্টি, কিং সায়মন, শাদা উপদ্বীপের বাদশাহ, হা. হা.। আগামী তিন বছরে আমাকে শুধু একটি মাত্র কাজ করতে হবে। তিন বছরে রাজা বদলাবার নিয়মটা শুধু পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু... কিন্তু এসব কিছু যে আমার কাছে তামাশা বলে মনে হচ্ছে!

স্যার জর্জ আধ ঘন্টার মত পায়চারী করে পুনরায় চেয়ারে গিয়ে বসলেন। দরবার হলের বাইরে হৈ-হুল্লোড়ের পরিবর্তে লাউড স্পীকারে কারো বক্তৃতার আওয়াজ ভেসে আসছিল। মাঝে মধ্যে সহস্র জনতার তাকবীর ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। স্যার জর্জের পক্ষে অনলবর্ষী ভাষায় বক্তৃতা করছিল কেউ। সহস্র জনতার তাকবীর ধ্বনিতে বুঝা যাচ্ছিল, শ্রোতারা বক্তার কথায় প্রভাবিত হয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ছে।

৫

এভাবে আরও প্রায় আধা ঘন্টা কেটে গেল। স্যার জর্জ আতংকিত হয়ে পুনরায় পায়চারী করতে লাগলেন। মঞ্চের নীচে হলের দেয়ালের মধ্যে কিছু ছোট ছোট আপদকালীন দরজা দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু স্যার জর্জ সেখান দিয়ে বাইরে ঝুঁকে দেখার সাহস পাচ্ছিলেন না। অবশেষে চেরাগ সিং হলের ভিতর প্রবেশ করলেন এবং বলতে লাগলেন, আমি আপনাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে। ধর্মীয় গুরুর চেষ্টায় সর্বসাধারণ ও সরদারদের মধ্যে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে, আপনি মঙ্গলগ্রহ থেকে আগমন করেছেন। ফলে আমাকে তাদের সামনে মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার কোন প্রয়োজন পড়েনি।

জনসাধারণের আবেগ উচ্ছ্বাস এমন ছিল যে, যদি আমি সত্য প্রকাশের চেষ্টা করতাম তাহলে তারা আমার কথায় কোন গুরুত্বই দিতো না।

সরদাররা আপনাকে স্বাগতঃ জানানোর জন্য শামীয়ানার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এখন সমস্ত নগরবাসী শাহীমহলের ভিতর সমবেত আছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সরদাররা হলের মধ্যেই আপনার সম্মুখে আনুগত্যের শপথ করবে। তারপর আপনি সামান্য সময়ের জন্য বাইরে গিয়ে জনগণকে আপনার দর্শনের সুযোগ দিবেন। ধর্ম নেতা চিন্তা-ভাবনা না করে আপনার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে আমাদেরকে কয়েক ঘণ্টার অপ্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি ও আনুষ্ঠানিকতা পালনের কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

সরদাররা সবাই আসন গ্রহণ করলে আমি একটু সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেবো। তারপর আপনি কিছু উপদেশমূলক কথা বলবেন। আপনার বক্তব্য শেষ হবার পর সকলে দাঁড়িয়ে আপনার আনুগত্যের শপথ নেবে। আমি তাদের বলে দিয়েছি যে, আপনি ইংরেজী জানেন। এই লোকেরা আজ প্রতিটি সত্য-মিথ্যা মেনে নেয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত। নিন, তারা সবাই এসে যাচ্ছে। আপনি সিংহাসনে ঠিক হয়ে বসুন, তবে ভুলে যাবেন না যে আপনার নাম স্যার জর্জ নয়, সায়মন।

গোত্রীয় সরদাররা ফুলের মালা হাতে নিয়ে একের পর এক হলের ভিতর প্রবেশ করতে লাগল। তারা সকলেই আসন গ্রহণ করলে চেরাগ সিং প্রথমে স্থানীয় ভাষায় কিছু বলার পর ইংরেজী ভাষায় মঙ্গলগ্রহ থেকে আগত মেহমানের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, মহাত্মন! আপনার অনুমতি পেলে আমরা এই মহতি অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করতে পারি।

স্যার জর্জ সম্মতি জ্ঞাপক মাথা নাড়লেন। অতঃপর চেরাগ সিং উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, সম্মানিত সুধীমন্ডলী! আজ আমাদের দেশের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় দিন। দয়াময় আল্লাহতায়ালা অনুগ্রহ করে সকল গুণে গুণান্বিত মংগলগ্রহের এক মহামানবকে আমাদের দেশের শাসনভার গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।

উপস্থিত সকলেই জোরে জোরে করতালি বাজাল। চেরাগ সিং পুনরায় বক্তৃতা আরম্ভ করলেন, আমাদের প্রয়াত শাসক তার অন্তিম অসিয়তে আমাকে একটা গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। আমিও নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ তায়ালার কাছে এই দোয়াই করছিলাম, যেন তিনি আমাদের জন্য যা

মঙ্গলময় তাই করার তৌফিক দেন। আমরা যদিও জানতাম না, কিন্তু কুদরতে এলাহী একজন মহামানবকে আমাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছিলেন।

মংগলগ্রহের ভাষায় সম্মানিত মেহমানের নাম ছিল খুবই জটিল। আমরা যাতে সহজে বলতে পারি তাই তিনি তার জন্য 'কিং সায়মন' নাম পছন্দ করেছেন। আমাদের মুহতারাম মেহমান জানিয়েছেন, আমাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে মংগলগ্রহের সরকার তাকে আমাদের জন্য দান হিসাবে পাঠিয়েছেন। এবার মহামান্য মেহমানকে আমরা "কিং সায়মন" হিসাবে বরণ করে নেবো।

ইতিমধ্যেই আমাদের ধর্মীয় নেতা তাঁকে রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছেন। আমি আমাদের মহামান্য নতুন বাদশাহকে আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

উপস্থিত সরদাররা প্রচন্ড করতালি দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করল। করতালি থামলে চেরাগ সিং বললেন, আপনারা শুনে অবাক হবেন, এখান থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত মংগলগ্রহের উন্নত অধিবাসীরা আমাদের অনগ্রসর দেশের অবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে অবহিত ছিল। হিজ ম্যাজেস্টি যদি আমেরিকা অথবা ইউরোপের কোন উন্নত দেশে গমন করতেন তবে সেখানেও তাকে রাষ্ট্র প্রধান কিংবা প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারেই বসার প্রস্তাব দেয়া হতো। আমরা সংগত কারণেই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এ জন্য যে, তিনি মেহেরবাণী করে আমাদের দেশকেই তার সেবা পাওয়ার উপযুক্ত মনে করেছেন।

আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম, মহামান্য বাদশাহ মংগলগ্রহের বহু ভাষা এবং পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত ভাষায় পারদর্শী। তিনি এমন ইংরেজী জানেন যে অনেক ইংরেজও তার সমকক্ষ হবেন না। তিনি জানিয়েছেন, মঙ্গলগ্রহবাসীদের উন্নতি ও অগ্রগতির পেছনে আমাদের মহামান্য বাদশাহর অসামান্য অবদান রয়েছে। তিনি সেই যোগ্যতা এবার আমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করতে চান।

প্রয়াত বাদশাহর অসিয়ত মোতাবেক সম্মানিত বাদশাহ শুধু তিন বছরের নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত শাদা উপদ্বীপের শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। আমি খুবই আশাবাদী, এই তিন বছরের মেয়াদ আমাদের জাতির ইতিহাসে সোনালী অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। আর আমরাও আমাদের প্রাণপ্রিয় শাসকের যোগ্য পরিচালনা থেকে পুরোপুরি উপকৃত হবো। আকাশে যেভাবে মংগলগ্রহের সুখ্যাতি রয়েছে তেমনিভাবে পাতালে আমাদের দেশের সুনাম ছড়িয়ে পড়বে।

আমি মহামান্য সম্রাটের খেদমতে আরজ করেছি যে, সর্বদা আমাদের বিদেশী শত্রু এবং দেশীয় গাদ্দারদের ভয়ে ভীত ও আতংকিত থাকতে হয়। তিনি গাদ্দারদের ওপর কড়া নজর রাখবেন বলে অভয় দিয়ে বলেছেন, বাইরের শত্রু যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন আমাদের দিকে চোখ তুলে দেখার সাহসও হবে না কারো। যদি কালো উপদ্বীপের সরকার কোন দুর্ব্যবহার করে তা হলে মংগলগ্রহের বিজ্ঞানীরা বিস্ময়কর আবিষ্কারের সাহায্যে পলকের মধ্যেই কালো উপদ্বীপ নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

উপস্থিত সবাই প্রায় দুমিনিট পর্যন্ত দাঁড়িয়ে হাততালি ও জয়ধ্বনি দিতে থাকে। চেরাগ সিং পুনরায় বলতে লাগলেন, এখন আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আর কোন বিলম্ব না করে আমরা আমাদের নতুন শাসনকর্তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি এবং তাঁকে দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করি। সবার আগে আমিই আমাদের নতুন বাদশাহ আনুগত্যের শপথ নিচ্ছি এবং ফুলের মালা দিয়ে তাঁকে বরণ করে নিচ্ছি।

চেরাগ সিং অগ্রসর হয়ে ফুলের মালা মহামান্য কিং সায়মনের গলে পরিয়ে দিলেন। তারপর নতজানু হয়ে আনুগত্যের শপথ বাক্য পাঠ করলেন।

এরপর গোত্রপতিরাও একের পর এক চেরাগ সিংয়ের অনুসরণ করল এবং মহামান্য বাদশাহকে ফুলের তোড়ায় ডুবিয়ে দিল। যখন এই আনুষ্ঠানিকতা শেষ হল তখন চেরাগ সিং সায়মনের প্রতি ফিরে বললেন, মহাত্মন! তিন বছরের জন্য আপনি আমাদের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের রক্ষক। আপনি আপনার ইচ্ছামত নতুন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করতে পারেন। কেবলমাত্র নিয়ম অনুযায়ী জাতীয় সংসদের সাথে বিষয়টা আলাপ-আলোচনা করে নিতে হবে। আমি অবশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত উজীরে আযম থাকছি যতক্ষণ পর্যন্ত না হুজুরে আলা কোন নতুন লোককে এই দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। এখন জাতীয় সংসদ সদস্যরা আপনার দিক নির্দেশক বক্তব্য শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। এখানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার পর আপনি বাইরে গিয়ে জনসাধারণকে আপনার সাক্ষাতকার দানে ধন্য করবেন।

কিং সায়মন বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে এই তামাশা দেখছিলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে কপালের উপর হাত বুলাতে লাগলেন। উপস্থিত জনতা কিছু সময় নীরব হয়ে বসে রইল, তারপর ধীরে ধীরে চাপা স্বরে কানাঘুষা করতে লাগল।

চেরাগ সিং সামনে এগিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, মহাত্মন! কি হয়েছে, হুজুরের মেজাজ ঠিক আছে তো?

কিং সায়মন জবাব দিলেন, আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি এখনো নাস্তা করিনি।

চেরাগ সিং বলতে লাগলেন, মহামান্য বাদশাহ! আপনি ইংরেজীতে কিছু বলুন, আমি তার অনুবাদ করে দেবো। তারপর আমি আপনাকে আপনার শাহী মহলে নিয়ে যাবো। বাইরে লোকজনের সামনে আপনার বক্তৃতা দেয়ার দরকার নেই। আর আপনি খানা খাওয়ার পর নিশ্চিন্তে শুয়ে যেতে পারবেন।

কিং সায়মন শুকনো ঠোঁটে জিহ্বা ঘুরাতে ঘুরাতে ভাষণ দিতে লাগলেন আর চেরাগ সিং তার পাশে দাঁড়িয়ে দোভাষীর দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন।

ঃ আমার কাছে এটা এখনো স্পষ্ট নয় যে, আপনি আমার সাথে কি পরিমাণ ইয়ার্কি ফাজলামী করছেন। কিন্তু যদি এটাই সত্য হয় যে, আপনি এই দেশের শাসন কর্তৃত্ব আমার ওপর অর্পণ করেছেন, তা হলে আমি বলবো, দুঃখী মানুষের সেবা করার অকৃত্রিম অনুপ্রেরণা নিয়ে আমি এই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করবো। আপনারা আমাকে এই দোয়া করবেন, যেনো, কুদরত আমার মধ্যে সেই শক্তি ও সামর্থ দেন, যাতে করে আমি আমার প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সবার কাছে প্রমান করতে পারি।

মজলিশের মধ্যে অধিকাংশই ছিল এমন যারা ইংরেজী জানেন না। তাদেরকে অস্থির হয়ে উঠতে দেখে চেরাগ সিং বললেন, সম্মানিত সুধীমন্ডলী! আমাদের প্রাণপ্রিয় বাদশাহ বলছেন যে, তিনি মানব সেবার অকৃত্রিম অনুভূতি নিয়ে দুর্বল কাঁধে এই রাজ্য শাসনের বোঝা তুলে নিয়েছেন। আর তিনি সবার কাছে এই দোয়া চেয়েছেন, যেন দেশের সামগ্রিক কল্যাণে পরিপূর্ণ সততা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে পারেন। তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য আপনাদের সকলকেই এগিয়ে আসার জন্যও তিনি আহবান জানিয়েছেন।

উপস্থিত জনতার অধিকাংশই উজীরে আযমের অনুবাদ শুনে করতালি দিতে থাকল। কিন্তু যে কয়জন ইংরেজী জানতেন তারা অধিকতর অবাক হয়ে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল।

স্যার জর্জ বললেন, আমি সবাইকে এই মর্মে আশ্বস্ত করতে পারি যে, আমার শাসনকাল শুধু তোমাদের দেশের ইতিহাসেই নয় বরং সারা দুনিয়ার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি ঐ সকল কাজ থেকে বিরত থাকবো যা

এই দেশের প্রয়াত শাসকরা করেছিলেন। এমন সব কাজ করবো, যা এই দেশের কোন শাসকই কোন কালে করেনি। আপনাদের অনেক কথাই আমার কাছে বোধগম্য নয়। আশা করি আগামী দিনগুলোতে আমার প্রতিটি কথা এবং কাজই আপনাদের কাছে আরো বেশী দূর্বোধ্য মনে হবে। আমি মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছি বলে আপনারা আমাকে পছন্দ করেছেন। আশা করছেন আমি আপনাদের জন্য অভাবিত এবং বিস্ময়কর কিছু করবো। আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করছি, আমি আমার কথা ও কাজের মাধ্যমে এটা প্রমাণ করবো যে, আমি সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ থেকে শুধু ব্যতিক্রমই নই, অনন্য ও অসাধারণ।

চেরাগ সিং ইংরেজী শিক্ষিত লোকদেরকে আরো বেশী বিস্মিত হতে দেখে এই বাক্যগুলোর অর্থ এভাবে বর্ণনা করলেন, মহাত্মন বর্ণনা করছেন যে, তিনি তার শাসনকালকে সারা পৃথিবীর জন্য অবিস্মরণীয় করার লক্ষ্যে সাধারণ শাসনকর্তাদের অনুসৃত নীতি পদ্ধতি অনুসরণ করবেন না। বরং তিনি এমন মহৎকর্ম সম্পাদন করবেন যা এই দেশের কোন প্রাক্তন শাসনকর্তার চিন্তা জগতেও কখনো উঁকি মারেনি। অসম্ভব নয় যে, তোমরা নিজেদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কারণে তার সব কথা বুঝতে নাও পারো। কিন্তু ধীরে ধীরে তোমাদের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি হতে থাকবে যে, তোমাদের সীমিত প্রজ্ঞা এই শাসকের বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ধারণ করতে সক্ষম নয়, যাকে কুদরত মঙ্গলগ্রহ থেকে এখানে পাঠিয়েছেন।

এই বলে চেরাগ সিং স্যার জর্জের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন, আল্লার ওয়াস্তে এই লোকদের সামনে একটু বুদ্ধি-বিবেচনা করে কথা বলুন। আমি ভুল ব্যাখ্যা করে ইংরেজী না জানা লোকদেরকে যদিও শান্ত করে দিয়েছি কিন্তু যারা নিজেরাই ইংরেজী বুঝতে পারে তারা অত্যন্ত হতবাক হয়ে পড়ছে। আপনি যদি ইংরেজীতে কোন জ্ঞানের কথা বলতে না পারেন তাহলে এমন কোন ভাষায় বলতে চেষ্টা করুন, যা এসব লোক বুঝতে পারবে না। তখন আমি আপনার হয়ে তাদের যা খুশি তাই বুঝিয়ে দিতে পারবো।

স্যার জর্জ বলে উঠলেন, আমি এখনো মনে করি, এসবই এক ধরনের তামাশা, এক ধরনের রহস্য।

চেরাগ সিং চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে বললেন, আল্লার শপথ এটা কোন তামাশা বা রহস্য নয়। আমাকে এদের সামনে আহম্মক প্রমাণিত করার চেষ্টা করবেন না।

এমনটি করলে আমাদের দুজনকেই পাগলা গারদে পঁচে মরতে হবে।

ঃ যদি তোমাদের দেশে কোন পাগলা গারদ থেকে থাকে তাহলে এই সব বেকুব ও নির্বোধরা এখানে কি করছে?

ঃ কাদের কথা বলছেন?

ঃ তারা সবাই। চেনা নেই, জানা নেই, তবু যারা আমাকে ধরে একেবারে মসনদে বসিয়ে দিয়েছে।

চেরাগ সিং তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, আল্লাহ আপনার মংগল করুন। আমার সাথে কথা না বলে আপনি ওদের দিকে দৃষ্টি দেয়ার চেষ্টা করুন। কিছু না কিছু অন্ততঃ বলুন, নইলে আমাদের দুজনেরই কপালে দুর্ভোগ আছে!

স্যার জর্জ বলে উঠলেন, তুমি আমাকে ধমক দিচ্ছো? অভদ্রতা ও বেয়াদবী আমার একদম পছন্দ নয়। একজন শাসকের যদি কোন অসভ্য ও বেয়াদবের জিহ্বা উপড়ে ফেলার অধিকার থাকে, তবে মনে রেখো আমি সে অধিকার পুরোপুরি কাজে লাগাবো। শুধু প্রথমবার বলে এবার ক্ষমা করে দিচ্ছি। এখন আমি কিছু সময় নিরর্থক শব্দ করছি, তুমি এই গর্দভদের বোঝাও যে, আমি মংগলগ্রহের ভাষায় কথা বলছি।

চেরাগ সিং উপস্থিত লোকদের দিকে ফিরে বললেন, সুধীমন্ডলী! আমাদের সম্মানিত শাসক ইংরেজী ভাষা মঙ্গলগ্রহ থেকেই রপ্ত করেছেন। কিন্তু পৃথিবীতে প্রথমবার এই ভাষায় নিজের মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করছেন যে, তিনি এই ভাষায় সঠিকভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারছেন না। তাই তিনি এখন মংগলগ্রহের ভাষাতেই আপনাদের সাথে কথাবার্তা বলবেন। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা মংগলগ্রহের উন্নত মানুষদের ব্রডকাষ্টিং শোনার পর সেখানকার ভাষায় একটি অভিধান তৈরী করেছেন। যখন আমি ইউরোপ গিয়েছিলাম; তখন আমার ঐ ডিক্সনারী থেকে উপকৃত হওয়ার সামান্য সুযোগ হয়েছিল। আমার মনে হয়, যদি মহামান্য বাদশাহ মঙ্গলগ্রহের বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলেন তাহলে আমি আপনাদের সামনে তার সার কথা তুলে ধরতে পারবো।

উপস্থিত সকলেই আবার মুহুর্মুহু তালি বাজাতে লাগল। তালি থামলে কিং সায়মন প্রায় দশ মিনিট মুখ দিয়ে এমন কিছু শব্দ ও ধ্বনি বের করতে থাকলেন মনুষ্য কানের জন্য যা ছিল বেমানান ও অশালীন। তারপরও যখন তিনি বলতে বলতে আবেগ ও উত্তেজনায় টগবগ করে উঠতেন তখন শ্রোতারা হাত তালি

দিতে থাকতো।

তিনি তার ভাষণ সমাপ্ত করলে পর চেরাগ সিং বলতে লাগলেন, সুধীমন্ডলী! আমি আমার সীমিত জ্ঞান দিয়ে যতদূর বুঝতে পেরেছি, হুজুর কিবলা বলেছেন, আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এজন্য যে, আপনারা মংগলগ্রহের একজন মুসাফিরকে আপনাদের খেদমতের সুযোগ দিয়েছেন। আমি ওয়াদা করছি, শয়নে স্বপনে, জাগরণে আমি আপনাদের মঙ্গলের জন্যই কাজ করে যাবো। আজ থেকে মহামান্য বাদশাহ কিং সায়মনের সকল সুখ ও সন্তুষ্টি হবে আপনাদের; আর আপনাদের সকল দুশ্চিন্তা ও হতাশা হবে তার। দেশের প্রতিটি গ্রাম ও শহরে স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হবে। খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম এমন সস্তা করে দেয়া হবে যে, সর্বাপেক্ষা গরীব লোকটিও নিজেকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী মনে করতে পারবে।

অধিক শস্য উৎপাদনের জন্য নদীগুলোতে বাঁধ তৈরী করা হবে। নতুন নতুন খাল খনন করা হবে। এইভাবে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যই দেশে এত বেশী বাগবাগিচা সৃষ্টি হবে যে, পানির তৃষ্ণায় কাতর মানুষ ফলের রসে তৃষ্ণা মিটাবে। অযোগ্য সরকারী কর্মচারীদের চাকরী থেকে বহিষ্কার করা হবে। সমাজে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কঠিন হাতে দমন করা হবে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী দালালদেরকে প্রকাশ্য রাজপথে জনগণের সামনে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে। কালো উপদ্বীপ সর দারের গায়ে পড়ে হামলার উপযুক্ত জবাব দেয়া হবে। মোটকথা, তিন বছর পর যখন আমাদের এই হিতাকাংখী বন্ধু আমাদেরকে বিদায় অভিবাদন জানাবেন তখন এই দেশের প্রতিটি শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে মুহ্যমান হয়ে তাঁকে 'আল্লাহ হাফেজ' বলবে।

এখন আমাদের সম্মানিত মেহমানের বিশ্রামের প্রয়োজন। এই জন্য আমি আজকের মত দরবারের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আমার মনে হয়, শাহী মহলের বাইরে আমাদের জনসাধারণ তার সাক্ষাতের অপেক্ষায় ধৈর্য হারা হয়ে পড়ছে। কিন্তু আপনারা বাইরে গিয়ে তাদের বুঝিয়ে বলুন, দীর্ঘ সফরে তিনি ক্লান্ত। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে আজ সারাদিন তাকে ব্যস্ত থাকতে হবে। ফলে সম্মানিত মেহমানকে দেখতে এবং তার বক্তব্য শুনতে কেউ যেন পীড়াপীড়ি না করে। মংগলগ্রহের ভাষায় যে ভাষণ তিনি দিয়েছেন, তা কিছুক্ষণ পর পর রেডিও থেকে সম্প্রচার করা হবে।

কিং সায়মন ও মাদাম ওয়ায়েট রোজ

মহামান্য সম্রাট কিং সায়মন জাতীয় সংসদের সদস্য পরিবেষ্টিত হয়ে হল থেকে বাইরে এলেন। চলতে চলতে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন। মাত্র দেড়শ গজ দূরে আলীশান শাহী মহল দেখা যাচ্ছে। দুপাশে ফুলের বাগান। হলের বাইরের সিঁড়ি থেকে আরম্ভ করে শাহী মহলের দরজা পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় সুদৃশ্য ফটক তৈরী করা হয়েছে। প্রশস্ত পথে রং-বেরংয়ের মূল্যবান গালিচা বিছানো। সুসজ্জিত সেনাবাহিনী পথের দুপাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। তাদের পিছনে শত সহস্র নরনারী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা রংবেরংয়ের পতাকা নেড়ে নেড়ে বাদশাহকে অভিবাদন জানাচ্ছে। কিং সায়মন সামনে আসতেই সৈনিকরা নিজ নিজ তলোয়ার উপরে তুলে স্বাগত জানাল। সংগে সংগে ফাঁকা আওয়াজ ও তোপধ্বনি শুরু হল।

চেরাগ সিং আবেগাপ্লুত স্বরে বলে উঠলেন, মহামান্য বাদশাহ সালামত, আপনাকে একশ ত্রিশবার তোপধ্বনি দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে।

ঃ একশত ত্রিশ তোপের শুভেচ্ছা!

ঃ জ্বি হাঁ!

ঃ আর এই ফটকগুলোও কি আমার জন্যই তৈরী করা হয়েছে!

ঃ অবশ্যই, আপনার সৌজন্যে একাধারে এগারটি!

ঃ আর এই মূল্যবান গালিচা, পতাকা, এতসব ব্যবস্থাপনা তো তোমরা এইমাত্রই সম্পন্ন করেছো?

ঃ জ্বি হাঁ!

ঃ তার মানে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছো?

ঃ আপনি ঠিকই ধরেছেন। তবে এটা এমন কোন বিশেষ কৃতিত্বের কাজ নয়! আমাদের জাতি স্বাগত ফটক তৈরী, মূল্যবান গালিচা বিছানো এবং পতাকা উত্তোলনে যথেষ্ট দক্ষ। এ ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের কাছে ফটক মজুদই থাকে। তবে আফসোস, দরবার হল থেকে শাহী মহল খুব বেশী দূরে নয়। তা না

হলে আমরা মাত্র আধা ঘন্টার মধ্যেই একশ ফটক তৈরী করে দিতে পারতাম।

ঃ আমি তোমাদের সুন্দর ব্যবস্থাপনার প্রশংসা না করে পারছি না।

ঃ বাদশাহ সালামত, যদি সময় পাওয়া যেতো তাহলে এই স্বাগত অনুষ্ঠান আমাদের জাতির ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে থাকতো। আমাদের বিদায়ী শাসনকর্তা ইন্তেকাল করলে তার জানাজা শেষে আমরা একাধারে তিনদিন শোকের অনুষ্ঠান করেছিলাম। আমরা শাহী মহল থেকে শাহী কবরস্থান পর্যন্ত দুশ বাইশটি ফটক দাঁড় করেছিলাম। অথচ গোরস্থান ছিল শাহী মহলের পাশেই। আমরা বেশী ফটক তৈরীর জন্য অনেক পথ ঘুরে সেখানে গিয়েছিলাম। রাস্তায় বিছানো গালিচায় সদ্য তোলা ফুল ছড়ানোর জন্য আমরা এত ফুল জমা করেছিলাম যে, সেগুলোর ওজন কয়েক হাজার মন হবে। আমরা শাহী কফিনকে তিনশবার তোপধ্বনি দিয়ে বিদায় জানিয়েছিলাম।

তোপধ্বনি সমাপ্ত হল। শুরু হল রাজকীয় বাদক দলের বাজনা। মহামান্য বাদশাহ সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। এবারে জনসাধারণের পালা। তারা পতাকা নাড়ছিল। উচ্চস্বরে তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছিল, আর আনন্দে উথলে উঠে তাদের প্রাণপ্রিয় বাদশাহকে একনজর দেখার চেষ্টা করছিল। পুলিশ বাহিনী তাদেরকে কঠোরভাবে তাঁর চলার পথ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছিল।

শাহী মহলের দরজায় রাজকীয় নফর ও খানসামাদের এক বিরাট দল দাঁড়িয়েছিল। ওখানে পৌঁছে চেরাগ সিং এবং জাতীয় সংসদের সদস্যরা মহামান্য বাদশাহর কাছ থেকে বিদায়ের অনুমতি চাইল। তিনি সহাস্যবদনে সবাইকে বিদায় জানিয়ে শাহী মহলে প্রবেশ করলেন।

শাহী মহলের খাদেম কিং সায়মনকে খাবার ঘরে নিয়ে গেল। টেবিলে হরেক রকম খাদ্য, পানীয় ও ফলমূল স্তরে স্তরে সাজানো ছিল। কিং সায়মন খেতে বসলেন এবং খাওয়া শেষ হতে না হতেই নিদ্রা তাকে জেঁকে ধরল। সংগে সংগে তিনি চেয়ারের সাথে হেলান দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। চাকর-নফররা ইতস্তত করে থেকে থেকে তার দিকে তাকাতে লাগল। একটু পর এক ক্ষীণাঙ্গী সুন্দরী ডাইনিং হলে এসে ঢুকল এবং এ অবস্থা দেখে পরিচারিকাদের সম্বোধন করে বলল, তাকে অত্যন্ত সন্তর্পণে তুলে শোবার ঘরে নিয়ে শুইয়ে দাও।

পরিচারিকারা নির্দেশ পাওয়ার সংগে সংগে তা পালন করল। কিছুক্ষণ পর কিং সায়মন রাজকীয় আরামদায়ক বিছানায় পাশ ফিরে শুলেন।

শাদা উপদ্বীপের রাজধানীতে রাতভর গোলাপের প্রদীপ জ্বালানো হল। হাট-বাজার, অলি-গলিতে মানুষ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আনন্দ উল্লাস করল। গায়করা নতুন শাসকের আগমনে রাস্তার মোড়ে মোড়ে সংগীত পরিবেশন করল। মহল্লার বিত্তশালী লোকেরা গরীবদের মধ্যে টাকা-পয়সা ও খাদ্য সামগ্রী বিরতণ করল। ইবাদতখানাগুলোতে কিং সায়মনের সাফল্য কামনা করে দোয়া করা হল।

রেডিও স্টেশন থেকে কিছুক্ষণ পর পর কিং সায়মনের ভাষণের তরজমা প্রচার করা হল যা তিনি জাতীয় সংসদের সামনে রেখেছিলেন। কিন্তু মহামান্য বাদশাহ ছিলেন এইসব ঘটনাবলী থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও উদাসীন। তিনি তখন অঘোর ঘুমে নিমজ্জিত।

২

সকালে কিং সায়মন চোখ মেললেন। বাইরে শোরগোল শোনা যাচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল, শহর ভেঙ্গে লোকেরা শাহী মহলে এসে প্রবেশ করেছে। কিং সায়মন নিজের এ সৌভাগ্যে অস্বস্তি অনুভব করলেন। তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলেন বিছানায়।

কিছুক্ষণ পর জনতার শোরগোল ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল এবং মহামান্য বাদশাহ কতক্ষণ এপাশ ওপাশ করে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়লেন। প্রায় দশটার সময় কিং সায়মন আবার জেগে উঠলেন। ঘুম ভাঙতেই তার মনে হল, আমি এখন কোথায়? কিছুক্ষণ তিনি অস্থির চিত্তে বিছানায় শুয়ে শুয়েই চঞ্চল চোখে এদিক ওদিক তাকালেন। হঠাৎ গতকালের ঘটনাবলী তার স্মৃতিপটে ভেসে উঠল। এ সময় দরজায় করাঘাতের আওয়াজ শোনা গেল। তিনি অস্বস্তির সাথে জিজ্ঞাসা করলেন, কে?

শাহী মহলের খাদেম কামরায় প্রবেশ করে তিনবার সালাম ঠুকে ভাংগা ভাংগা ইংরেজীতে বলল, মহাত্মন! আপনি অনেক ঘুমিয়েছেন। আমি ইতিমধ্যে দুবার নাস্তা তৈরী করিয়েছি। এখন আপনি গোসল সেরে নিন। ততক্ষণে আবার নাস্তা তৈরী হয়ে যাবে। ক্ষৌরকার পাশের কক্ষে হুজুরের নির্দেশের অপেক্ষা

করছে!

কিং সায়মন বললেন, আগে আমাকে বলো, একটু আগে শাহী মহলের বাইরে শোরগোল করছিল কারা?

খাদেম জবাবে আরজ করল, মহামান্য শাহানশাহ! শহরের লোকজন জোর করে শাহী মহলে এসে সমবেত হয়েছিল। কেউ তাদেরকে এই সন্দেহে ফেলে দিয়েছিল যে, আপনি বেশী দিন এখানে থাকা পছন্দ করবেন না। একদিন হঠাৎ করে আপনার উড়ন্ত ভেলায় চড়ে ফেরত চলে যাবেন। এখন অবশ্য তাদের এই আশংকা দূর হয়েছে।

ঃ সেটা কিভাবে?

ঃ মহাত্মন! তারা আপনার উড়ন্ত ভেলা মহল থেকে বের করে নিয়ে গেছে।

ঃ কোথায় নিয়ে গেছে?

ঃ মহারাজ! সমুদ্রের দিকে। তারা ওটাকে গভীর পানিতে ফেলে দিয়েছে, যাতে আপনি আপনার শাসনকাল শেষ হওয়ার আগে চলে যেতে না পারেন।

কিং সায়মন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, যাক, ওতে আমার ফালতু পোশাকগুলোই শুধু ছিল।

ঃ মহামান্য বাদশাহ, আপনি পোশাক পরিচ্ছদের জন্য ভাববেন না। ড্রেসিং রুমে আপনার জন্যে এক ডজন নতুন জামা কাপড় এনে রাখা হয়েছে।

একটু পর। কিং সায়মন গোসল সেরে ড্রেসিং রুমে প্রবেশ করে দেখলেন, সেখানে প্রায় ডজনখানেক রং-বেরংয়ের স্যুট সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কিং সায়মন খুব ভেবে-চিন্তে নীল রংয়ের একটা স্যুট পছন্দ করলেন। তারপর পাশের আলমারি খুলে মনিমুক্তা খচিত একটা আচকান বের করলেন। আরেক সেলফ থেকে মোজা এবং অন্য সেলফ থেকে মূলবান এক জোড়া জুতা বের করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি তৈরী হয়ে আবার তাঁর কামরায় ফিরে এলেন। সেখানে খাদেম ছাড়াও একজন যুবতী ও দুজন চাকরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন।

কিং সায়মন খাদেমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি তোমার দায়িত্ব সচেতনতার প্রশংসা না করে পারছি না। ড্রেসিং রুমে যে জুতা ও স্যুট রেখেছো তা একেবারেই আমার সাইজের।

খাদেম বিনীত কণ্ঠে বলল, মহামান্য সুলতান! যখন আপনি ঘুমুচ্ছিলেন তখন আপনার পায়ের ও গায়ের মাপ নিয়ে নেয়া হয়েছিল এবং শহরের সর্বোত্তম

মুচি ও দরজি সারা রাত জেগে এগুলো তৈরী করেছে।

কিং সায়মন চিন্তান্বিত হয়ে বললেন, তাইতো! রাতে আমি পোশাক না পাল্টেই শুয়ে পড়েছিলাম কিন্তু জেগে দেখি আমি স্লিপিং স্যুট পরে আছি! কেমন করে এমনটি হলো?

ঃ মহাত্মন! এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। শাহী পরিচারিকাদের নির্দেশ দেয়া ছিল, আপনার পোশাক পাল্টানোর সময় যেন আপনার ঘুম ভেঙ্গে না যায় সেদিকে সতর্ক খেয়াল রাখতে। শাহানশাহ! আপনার সন্তুষ্টিই আমাদের বড় পুরস্কার। চলুন এখন নাস্তা খাবেন।

৩

খাদেমের সাথে কিং সায়মন ডাইনিং হলে চললেন। মাঝে মধ্যে বালাখানার চাকর, নফর ও প্রহরীরা কুর্নিশ করে তাদের সালাম জানাচ্ছিল। মহামান্য বাদশাহ প্রশস্ত ডাইনিং হলে প্রবেশ করে খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসলেন। টেবিলের পাশে দাঁড়ানো কয়েক ডজন বেয়ারা ও খানসামা মাথা নুইয়ে কিং সায়মনকে অভিবাদন জানাল। খাদেম সালাম জানিয়ে বাইরে চলে গেল।

তার মিনিটখানেক পর চটপটে এক তরুণী এক হাতে নোট বুক ও অন্য হাতে কয়েকটা খবরের কাগজ নিয়ে ডাইনিং হলে প্রবেশ করল। বেয়ারা ও খানসামারা মাথা ঝুঁকিয়ে তাকে সালাম জানাল। সে ইশারায় তাদের জবাব দিতে দিতে এগিয়ে গিয়ে কিং সায়মনের সামনে পত্রিকাগুলো রেখে টেবিলের উল্টো পাশের একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। কিং সায়মন একের পর এক সব পত্রিকা খুলে দেখলেন কিন্তু পত্রিকার কোন লেখা পড়তে পারলেন না।

তরুণী মুচকি হেসে বলল, আপনি কি আমাদের ভাষা বুঝতে পারেন?

ঃ না, মংগলগ্রহে আমার শুধু ইংরেজী জানার সুযোগ হয়েছিল। তোমাদের রেডিও স্টেশন খুব দুর্বল, এর অনুষ্ঠানমালা সেখানে পৌছতে পারে না।

ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। তরুণী মুখে দুষ্ট হাসির আমেজ টেনে বলল।

সায়মন তরুণীর দিকে তাকালেন কিন্তু মুহূর্তের বেশী তার অপলক চাহনির তেজ সহ্য করতে পারলেন না। কিছুক্ষণের জন্য ডাইনিং হলে নীরবতা নেমে এল। অবশেষে তিনি সাহসে ভর করে তরুণীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে?

তরুণী তার মুখের দিকে নির্লিপ্ত চোখে তাকিয়ে জবাব দিল, আমি আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারী।

ঃ আমার জানা ছিলনা যে, সুদূর প্রাচ্যের এই দেশেও এমন জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। আমার ধারণা ছিল, এখানে এখনো পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে এক অপ্রতিরোধ্য দেয়াল বাধা সৃষ্টি করে আছে।

ঃ দেয়ালগুলো এখনও বিদ্যমান জনাব! কিন্তু যেসব লোক তা ভেদ করার সাহস নিয়ে অগ্রসর হয় তাদের বাধা দেয়া হয় না। আমার ব্যাপারটি এ দেশের সাধারণ মহিলাদের থেকে একটু ব্যতিক্রম। আমার দাদা এই উপদ্বীপেরই বাসিন্দা ছিলেন কিন্তু দাদী ছিলেন ইংরেজ, নানা অস্ট্রেলিয়ান আর নানী জাপানী।

ঃ আমার সচিবের দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়ার আগে তুমি কি করতে?

ঃ আমি গোয়েন্দা বিভাগের সহকারী সচিব ছিলাম। গতকাল সন্ধ্যায় উজীরে আযম চেরাগ সিং আমাকে ডেকে আপনার খেদমতের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি বলেছিলেন যে, আপনি এ দেশের ভাষা জানেন না এই জন্য আপনার একজন ইংরেজী জানা ব্যক্তিগত সচিব আবশ্যক।

ঃ তুমি নাস্তা করবে না?

ঃ না, আমি খুব ভোরে নাস্তা খাই।

কিং সায়মন কি যেন চিন্তা করে বললেন, আমার মনে হয় এ দেশের শাসনকর্তার সেক্রেটারীদের বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়ে থাকে!

ঃ আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

ঃ আমি বলতে চাচ্ছি, এ পর্যন্ত যত লোকের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে তারা সবাই মাথা হেট করে আমাকে সালাম জানিয়েছে, কিন্তু তুমি যে সাবলীলতার পরিচয় দিচ্ছো তা আমার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। এটা অবশ্য আমারও পছন্দ না যে, আমার সেক্রেটারী আমার সামনে আসার সময় শাহী মহলের কর্মচারীদের মত মাথা নত করে তিনবার আমাকে সালাম জানাবে। কিন্তু তোমাকে অন্তত একবার হলেও কুর্ণিশ করতে হবে। তারপর আমার সাথে কথা বলার সময় 'ইউর ম্যাজেস্টি' বলার কষ্ট স্বীকার না করাও আমার কাছে মানানসই বলে মনে হয় না।

তরুণী ফিসফিস করে বলল, দেখুন সাহেব! এই চাকরদের মধ্যে দুজন অল্প বিস্তর ইংরেজী জানে। এজন্য আমি তাদের সামনে অকপটে কথা বলা পছন্দ করি

না। আপনি নাস্তা শেষ করুন তারপর আপনাকে সান্ত্বনা দেয়ার ব্যবস্থা করছি।

সম্রাট চায়ের পেয়ালার সর্বশেষ চুমুক দিয়ে বললেন, হ্যা, এবার বলো।

তরুণী চাকরদের দিকে তাকিয়ে স্থানীয় ভাষায় কিছু বলল, সাথে সাথে তারা কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। এবার সে কিং সায়মনের দিকে তাকিয়ে বলল, কাউকে খামোখা বেকুব বানানো আমি আদৌ পছন্দ করি না। আপনি যদি প্রকৃতই মঙ্গলগ্রহ থেকে তাশরীফ আনতেন তাহলে আপনাকে সাতবার কুর্নিশ করতেও আমি গর্ব অনুভব করতাম।

কিং সায়মন অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, আমার মনে হয় চেরাগ সিং তোমাকে আমার সম্পর্কে কিছু বলেছে!

তিনি আমাকে কিছুই বলেননি, স্যার! কিন্তু আমি জানি, আপনি মঙ্গলগ্রহ থেকে নয় বরং ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন। আর আপনার নামও কিং সায়মন নয় বরং স্যার জর্জ। সৌভাগ্যবশতঃ আপনার সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানার সুযোগ আমার হয়েছে। গতরাতে যখন দরজি আপনার পোশাকের মাপ নেয়ার জন্য এসেছিল তখন হঠাৎ পকেট থেকে আপনার কাগজপত্র পড়ে গিয়েছিল। আমি সাবধানতাবশতঃ তাড়াতাড়ি সেগুলো তুলে নিলাম আর অমনি আপনার পরিচয়পত্র আমার হাতে পড়ে গেল। তারপর আমি আপনার পোশাক গভীরভাবে পরখ করি। তাতে ইংল্যান্ডের কোন এক দরজি দোকানের লেবেল লাগানো ছিল। আপনার ব্যবহৃত জুতার মধ্যেও 'ইংল্যান্ডের তৈরী' লেখা ছিল। আপনার সিগারেটের প্যাকেটের সিগারেটও ছিল ইংল্যান্ডের। সাথে সাথে আমি উজীর চেরাগ সিং-এর সাথে দেখা করি। বাধ্য হয়েই তাকে সবকিছু খুলে বলি।

কিং সায়মন মাথা নুইয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, এখন আমি তোমার কাছে জানতে চাই, এখান থেকে আমার প্রাণে বাঁচা ও জীবন নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কি কি উপায় আছে?

ঃ এখানে আপনার কোন ভয় নেই স্যার!

ঃ তুমি এসব গোপন তথ্য জনসমক্ষে ফাঁস করবে না, তাই কি বলতে চাও?

ঃ বাদশাহ সালামত, আমি তো নির্বোধ নই। আপনি এ দেশের বাদশাহী লাভ করেছেন; কিন্তু আমিওতো একজন বাদশাহর সেক্রেটারী পদ লাভ করেছি। তা ছাড়া আপনার সাথে যদি আমার হৃদয়ের কোন সম্পর্ক না থাকত; তবু এমন নির্বুদ্ধিতার পরিচয় আমি দিতাম না, যার ফলে চেরাগ সিং বিপদে পড়তে পারে।

তিনি তো তার জীবন বাঁচাতে গিয়েই আপনার ওপর এ দেশের শাসন কর্তৃত্ব অর্পন করেছেন।

সায়মন বললেন, যদি আমি এ দায়িত্ব থেকে রক্ষা পেতে চাই, তবে তার জন্য সবচে সহজ পথ কি হতে পারে?

তরুণী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সায়মনের প্রতি তাকিয়ে ঠোঁটে এক অর্থবোধক হাসির রেখা টেনে বলল, যদি আপনার জন্ম ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে চেরাগ সিং-এর ধারণা একশ ভাগ ভুল না হয়, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি কেয়ামত পর্যন্ত এ দায়িত্ব থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করবেন না, এমনকি অব্যাহতি লাভ করা পছন্দও করবেন না।

ঃ চেরাগ সিং আমার সাথে বেঈমানী করেছেন। তিনি ওয়াদা করেছিলেন, তিনি আমার কোন গোপন কথা প্রকাশ করবেন না। যদি আমি জানতাম, এমন হুঁশিয়ার এবং বিপদজনক সেক্রেটারীর সংস্পর্শে আমাকে আসতে হবে তা হলে আমি এ দেশের শাসনকর্তৃত্বও গ্রহণ করতাম না।

ঃ জনাব! আমি কেবলমাত্র হুঁশিয়ার কিন্তু বিপদজনক নই।

ঃ তোমার নাম কিন্তু জানা হল না এখনও।

ঃ আমার নাম নীলুফার ইয়াসমিন এলিজাবেথ ব্রাওনিং বেড়াস্টার আয়বগ্রীন সুশ্রীং স্প্রিং ওয়ায়েট রোজ। নিজের নাম থেকে আমি আমার জাতীয় ভাষার কয়েকটি শব্দ বাদ দিয়েছি। তবু যদি আপনি আরও সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন বোধ করেন তা হলে আপনি আমাকে নীলুফার আয়বগ্রীন বেড়াস্টার কিংবা ওয়ায়েট রোজ বলতে পারেন।

সায়মন বললেন, যদি তুমি এটাকে নিজের অধিকার বঞ্চিত হওয়া মনে না করো তা হলে আমি তোমাকে খুব সহজেই রোজ বলে ডাকতে পারি।

ঃ আপনার স্মরণ শক্তি এত দুর্বল, ভাবিনি। যাহোক, আমাকে রোজ ডাকলেও তাতে কোন আপত্তি থাকবে না।

ঃ আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি এ জন্য যে, তুমি আমার ব্যাপারে খুবই দয়াপরবশ। আমি বিশ্বাস করি, যদি তুমি এমন সহযোগিতা অব্যাহত রাখ তা হলে আমার এখানে থাকা কালে কোন সংকটের সম্মুখীন হতে হবে না।

ঃ আপনি বুদ্ধি-বিবেচনা খাটিয়ে কাজ করলে, আমার সার্বিক সহায়তা লাভ করতে আপনার কোন সমস্যায় পড়তে হবে না।

ঃ দেখ, তুমি যদি প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরীক্ষা নিতে চেষ্টা কর, তবে তুমি নিরাশ হবে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমি এক সাধারণ বুদ্ধির মানুষ। তবে যে বিষয়ে আমি গর্ব ও পুলক অনুভব করি তা হচ্ছে আমার ভাগ্য। ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা তাদের রকেটে আমাকে এ জন্য আরোহণ করাননি যে, আমার মহাশূন্যে বিচরণের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল; বরং এর কারণ ছিল, লটারীর টিকেট, যার মূল্যও আমি আমার পকেট থেকে আদায় করিনি, তাতে আমার নামই উঠেছিল। তারপর মঙ্গলগ্রহের পরিবর্তে রকেটের এখানে এসে পৌঁছার সাথে আমার স্মৃতিশক্তির কোন সম্পর্ক নেই। এটাও ছিল এক দৈব দুর্বিপাক, আকস্মিক দুর্ঘটনা। তারপর এও আর এক সুবর্ণ সুযোগ যে, এ উপদ্বীপের অধিবাসীরা এত বেশী নির্বোধ, তারা আমার সম্পর্কে কোন খোঁজ-খবর না নিয়েই আমাকে তাদের শাসনকর্তারূপে মেনে নিয়েছে।

চেরাগ সিং অবশ্য আমার সম্বন্ধে জানত। সংগত কারণেই আমার বিরোধিতা করা তার কর্তব্য ছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ভাগ্য আমার সুপ্রসন্নই প্রমাণিত হল। অবশ্য তিনি মনে করেন যে, নিজের গুরুদায়িত্বের বোঝা আমার ঘাড়ের উপর সপে দিয়ে তিনি এ দেশের সরলপ্রাণ জনগণের আক্রোশ থেকে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারবেন। তারপর যদি আমি সৌভাগ্যবান না হতাম; তবে তোমার হাতে আমার পরিচয়পত্র পড়ার সাথে সাথে হট্টগোল বাধানো তোমার উচিত ছিল। কিন্তু কুদরত এখানেও আমাকে সাহায্য করল।

তাই এখন শতকরা একশ ভাগ আত্মপ্রত্যয় নিয়েই বলতে পারি, এ দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করা আমার ভাগ্যে লেখা রয়েছে। এ জন্য আমি আর নিয়তির অমোঘ বিধান থেকে পালিয়ে বেড়ানোর কোন চেষ্টা করব না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে মিশন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যে গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচন করেছেন, তুমি সে মিশন বাস্তবায়নে আমার পথের দিশারী হবে। এখন আমি জানতে চাই, আজকে আমার কর্মসূচী কি?

ঃ আজ সর্বপ্রথম আপনাকে শাহজাদী লিকাসিকার সাথে সাক্ষাত করতে হবে। তারপর জাতীয় সংসদের সভায় আপনি আপনার শাদী মোবারকের দিন তারিখ ঘোষণা করবেন।

ঃ একেবারে বিয়ের দিন তারিখ নির্ধারণ?

ঃ জ্বি, এ দেশের নিয়ম অনুযায়ী যদি কোন শাসনকর্তা ক্ষমতায় আরোহণের

আগে বিবাহিত না হন তা হলে তাকে চল্লিশ দিনের মধ্য বিয়ে করে নিতে হয়।

ঃ যদি কোন শাসনকর্তা শাদী করতে না চায় তা হলে?

ঃ বিয়ে না করার ইচ্ছা প্রকাশ করার কোন প্রশ্নই উঠে না। বাদশাহকে দেশের প্রচলিত নিয়ম-নীতি অবশই মানতে হবে।

ঃ এ শাহজাদী লিকাসিকা কে? কি তার পরিচয়?

ঃ শাহজাদী লিকাসিকা আমাদের প্রয়াত বাদশাহর নাতনী। যদি সে ছেলে হত তবে তাকে সিংহাসনে বসানো যেত, কিন্তু এটা আপনার সৌভাগ্য যে, দেশের নিয়মানুযায়ী কোন মহিলা শাসক হতে পারে না।

সায়মন বললেন, তা হলে এ সিদ্ধান্তও হয়ে গেছে যে, লিকাসিকার সাথেই আমার বিয়ে হবে?

ঃ জ্বি। মাঝ রাতে যখন আপনি গভীর নিদ্রায় অচেতন, তখন চেরাগ সিং জাতীয় সংসদের সদস্যদের এক জরুরী অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন। সে মজলিশেই আপনার বিয়ের ফয়সালা গৃহীত হয়েছে।

রোজ তার নোট বুক খুলে একটা ছবি বের করল এবং সেটা সায়মনের সামনে রাখল।

ঃ এটা কি? সায়মন জানতে চাইলেন।

ঃ এটা শাহজাদী লিকাসিকার ছবি।

সায়মন ছবিটি হাতে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে চোখ বন্ধ করে নিলেন। তারপর তিনি রোজের দিকে মুখ তুলে বললেন, আমি এমন ইয়ার্কি পছন্দ করি না।

ঃ কেন সুলতান! আপনার কি একে পছন্দ হয়নি?

ঃ আমি আজীবন বাদশাহীর বিনিময়েও এ কুৎসিত মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারব না।

রোজ বলল, আমার তো মনে হয়, সারা জীবনের বাদশাহীর লোভে আপনি আমাদের দেশের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মেয়েটিকেও বিয়ে করতে প্রস্তুত হয়ে যাবেন।

সায়মন বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি কখনো আমার স্বপ্ন-সাধ ও কামনা-বাসনাকে আপন দায়িত্ব কর্তব্যের পথে প্রতিবন্ধক হতে দেবো না। তাই এই মেয়েকে বিয়ে করার প্রশ্নই উঠে না। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ঠিক করে বলো, যদি আমি এই মেয়ের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে অস্বীকার করি তাহলে এই দেশের জনসাধারণ এবং জাতীয় সংসদ সদস্যদের আচরণ কি হবে?

ঃ তা বলা মুশকিল। তবে আমার মনে হয় এ জন্য আপনার ওপর চাপ প্রয়োগ করা হবে না। আমাদের দেশের অধিবাসীরা একবার যখন কাউকে নিজেদের বাদশাহ বলে মেনে নেয়, তখন তাকে কোন দাবী মেনে নেয়ার জন্য বাধ্য করে না। তাদের মতে, একজন বাদশাহ সাধারণ জনগণ থেকে অধিকতর জ্ঞান ও বিবেকের অধিকারী হয়ে থাকেন আর তারা বাদশাহের প্রতিটি পদক্ষেপকে সঠিক ও নির্ভুল বলে মনে করে।

বাদশাহ সাধারণত এই দেশের নিয়ম-নীতির বিরোধিতা করেন না। আর এ দেশের পুরোনো নিয়মই হচ্ছে, বাদশাহ সবসময় কোন শাহজাদীকেই বিয়ে করেন। কিন্তু যদি আপনি এই নিয়ম পরিবর্তন করতে চান তাহলে প্রজাদের চোখে এটা দৃষ্টিকটু ঠেকলেও তারা এর বিরোধিতা করবে বলে মনে হয় না।

আপনাকে দেশবাসী তিন বছরের জন্য তাদের বাদশাহ রূপে বরণ করে নিয়েছে। এই তিন বছর তারা সবাই আপনার নির্দেশ মতই চলবে। আপনার প্রতিটি বৈধ অবৈধ কথা সমর্থন করে যাবে। যদি কারো মনে কোন অশান্তি দেখা দেয়, তবু তারা ক্ষোভ প্রকাশের জন্য আপনার শাসনকালের সমাপ্তির অপেক্ষা করবে। পক্ষান্তরে আপনার কাজে যদি তারা খুশী হয়, তবু তারা আপনাকে কৃতজ্ঞতার অশ্রু দিয়ে বিদায় জানাবে। আর আপনি যদি বিদায় নিতে না চান তবে তারা আপনাকে ধাক্কা দিয়ে শহরের বাইরে বের করে দেবে।

সায়মন বললেন, যদি বড় রকমের বিপদে জড়িয়ে না পড়ি তবে কারো ধাক্কা দেয়ার দরকার হবে না। তিন বছর পুরো হওয়ার দুচার দিন আগেই আমি এখান থেকে পালিয়ে যাবো। কিন্তু কথা হচ্ছে, এই তিন বছর কি আমরা পরস্পরের জন্য অধিক উপভোগ্য ও আরামদায়ক করতে পারি না?

ঃ আমি আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারিনি।

ঃ রোজ! আমি বলতে চাই, আমার প্রতিটি পদক্ষেপেই তোমার প্রয়োজন পড়বে। যদি আমার তিন বছরের বাদশাহীতে আমার বন্ধুত্ব তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, তবে আমি তোমাকেই আমার রাণী বানাতে প্রস্তুত।

ঃ রোজ জবাব দিল, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি তিন বছর রাণী হয়ে থাকার বিনিময়ে আমার সারাটা জীবন বরবাদ করে দিতে পারি না। আমি নিশ্চিত, এই উপদ্বীপের শাসকদের সেক্রেটারী হিসাবে আমার চাকুরী স্থায়ী হয়ে যাবে। আপনার পর যে নতুন বাদশাহ আসবেন তিনিও আমাকে এ চাকুরী

থেকে বরখাস্ত করবেন না। অথচ আপনার বেগম হয়ে তিন বছর অতিবাহিত করার পর এই দেশের কোথাও আমার জায়গা হবে না। আপনি সম্মানের সাথে বিদায় হোন অথবা অপদস্ত হয়ে বহিষ্কৃত হোন, সকল অবস্থায়ই আমাকে আপনার সঙ্গ দিতে হবে। শাহজাদী লিকাসিকা মাথা মোটা মেয়েলোক। সে শুধু বর্তমান সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে। কিন্তু আমি ভবিষ্যতকে অবহেলা করতে পারি না। যদি আপনি আমাকে আপনার জীবন সংগিনী বানাতে চান তাহলে আপনার ক্ষমতার মেয়াদের অধিক কোন উপায় চিন্তা করতে হবে।

কিং সায়মন কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে রোজের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। তার অট্টহাসির শব্দ ক্রমে বাড়তে লাগল, আর রোজ অপ্রস্তুত হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। শেষে সে হতচকিত হয়ে বলে উঠল, আমি এ অট্টহাসির কোন কারণ বুঝতে পারছি না।

ঃ রোজ, তুমি কেমন বোকা মেয়ে। কিং সায়মন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমি কোন সাধু বা দরবেশ নই যে, তিন বছর পর আমি স্বেচ্ছায় ক্ষমতার মসনদ ছেড়ে চলে যাবো। আমার বংশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এই যে, দুশ বছর আগে আমাদের পূর্ব পুরুষদের এক ব্যক্তি অত্যন্ত সাদামাটা অবস্থা থেকে উন্নতি ও অগ্রগতির সিঁড়ি বেয়ে অগ্রসর হতে হতে শেষ পর্যন্ত সে দেশের উজীর পদ অলংকৃত করেছিল। তারপর সে এক সফল অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতার মসনদ উল্টে দিয়ে রাজকীয় মসনদ এবং রাজমুকুট দখল করে নেয়।

তার স্বনামধন্য পুত্র ও পৌত্ররাও তাদের অগ্রজদের সুনাম ও সুখ্যাতি অক্ষুন্ন রাখে। তাদের বিরামহীন চেষ্টায় প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে চারজন সুলতান দৃষ্টান্তমূলক ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। ইতিহাস সাক্ষী, ক্ষমতার দন্ড লাভ করার জন্য আমার বংশের নিকৃষ্টতম ব্যক্তিও অত্যন্ত সফল ও অব্যর্থ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। আর আমার তো অনায়াসেই বাদশাহী মিলে গেছে। তুমি আমার সম্পর্কে এমন ভুল ধারনা কি করে করতে পারো যে, আমি এই লোকদের সরলতার সুযোগ গ্রহণ করার পর জীবন থাকতেই বাদশাহী ছেড়ে দেবো?

আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, এই লোকেরা এখন থেকে তিন বছর পর আরো তীব্রভাবে আমার প্রয়োজন বোধ করবে। আমি তাদের জন্য এমন সব সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি করবো যা এখন তাদের চিন্তা ও কল্পনার অতীত। তিন বছর পর এই লোকেরা বিপদ মুসিবত ও দুঃখ কষ্টের ভয়ংকর তুফানে জড়িয়ে

আমাকেই তাদের সর্বশেষ আশ্রয় মনে করবে। আমি শাদা উপদ্বীপের প্রতিটি জাগ্রত বিবেক মানুষের মনে এটা প্রতিষ্ঠিত করবো যে, এই দেশের কোন রাজনীতিবিদ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব সামাল দেওয়ার যোগ্য নয়।

কিং সায়মনের কথা শুনে রোজের চোখে আনন্দাশ্রু ঝলমল করে উঠল। সে বলতে লাগল, সায়মন, ডার্লিং আমার! আফসোস, আমি তোমার যোগ্যতার সঠিক অনুমান করতে পারিনি। আমি তোমারই। আর তুমি আগামী দিনগুলোর কঠিন পথ অতিক্রমের সময় আমাকে তোমার সর্বোত্তম সহকারীরূপে পাবে।

আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ রোজ! কিন্তু এখন শাহজাদী লিকাসিকার সাক্ষাতের কল্পনা আমাকে অত্যন্ত অস্থির করে তুলছে। সেই সাথে জাতীয় সংসদ সদস্যদেরও এই বিয়ে না হওয়ার ব্যাপারে সম্মত করাতে হবে।

ঃ শাহজাদীর কাছে আপনার আর যাওয়ার দরকার নেই। গেলে বিষয়টি আরো জটিল আকার ধারণ করবে। ভাল হয়, আপনি কালবিলম্ব না করে জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করুন এবং সেখানে নির্দ্বিধায় এই ঘোষণা করে দিন, আপনি এই দেশের জনসাধারণের সাথে একাত্ম হয়ে থাকতে চান এবং এ জন্য আপনি একজন সাধারণ রমণীকেই জীবন সংগিনী করার ফয়সালা করেছেন।

ঃ তুমি সাধারণ রমণী নও রোজ!

ঃ ধন্যবাদ! কিন্তু জাতীয় সংসদ সদস্যদেরকে আশ্বস্ত করার জন্যই আপনাকে এ মন্তব্য করতে হবে। এ কথা শুনে তারা অবশ্য অস্থির হয়ে পড়বে। তবে কেউ আপনার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার দুঃসাহস দেখাবে না। আমি এখুনি আপনার পক্ষ থেকে উজীর চেরাগ সিংকে জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বানের নির্দেশ পাঠাচ্ছি।

সায়মন বললেন, এই চেরাগ সিংকে বড় ধুরন্ধর লোক বলে মনে হয়।

ঃ তিনি যতটুকু সাবধান ও সতর্ক ততটুকু শরীফ ও সম্ভ্রান্ত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে আমাদের বিয়ের বিরোধিতা করবে না।

ঃ আমি তার হুঁশিয়ারী অপেক্ষা তার শরাফতকে আমার ভবিষ্যতের জন্য বেশী বিপদজনক মনে করি। আমার ভয় হচ্ছে, তার উপস্থিতিতে আমি নিশ্চিত মনে রাজ্য শাসন করতে পারবো না।

রোজ জিজ্ঞেস করল, তাহলে আপনি কি করতে চান?

ঃ আমি চাই যে সে অন্ততঃ তিন বছর এই উপদ্বীপের বাইরে থাকুক।

রোজ বলল, আপনি তাকে উজীরের পদ থেকে বাদ দিতে পারেন, কিন্তু দেশ থেকে বহিষ্কার করা ঠিক হবে না। কারণ সে জনসাধারণের খুবই প্রিয়।

সায়মন মৃদু হাসলেন, আমি জনগণকে বলবো, পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোর সাথে বন্ধু প্রতীম সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য আমার একজন হুঁশিয়ার ও বুদ্ধিমান দূত দরকার আর এই গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য সবচে উপযুক্ত লোক হচ্ছে চেরাগ সিং। আমি তাকে এক সপ্তাহের মধ্যে আমেরিকা পাঠিয়ে দেবো। যদি লোহজঙ্গী লিকাসিকাও রাষ্ট্রদূতের চাকুরী গ্রহণে রাজি হয় তাহলে তাকে বৃটেন কিংবা ইউরোপের অন্য কোন দেশে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

রোজ বলল, কিন্তু চেরাগ সিং কয়েক মাসের মধ্যেই তার দায়িত্ব সম্পন্ন করে ফেরত চলে আসবে। তখন আপনি কি করবেন?

ঃ আমি তার জন্য এমন কাজের ব্যবস্থা করবো যাতে তার ভ্রমণের ইতি না ঘটে। যখন সে আমেরিকায় কাজ শেষ করবে তখন তাকে ইউরোপের অন্য দেশ ভ্রমণের নির্দেশ দেবো। যখন ইউরোপের দায়িত্ব শেষ হবে তখন আবার এই নির্দেশ পাঠাবো যে, তুমি পুনরায় আমেরিকা গিয়ে সেখানকার সর্বশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতি অবগত হতে চেষ্টা করো।

জাপানী সাংবাদিকের চোখে

মহামান্য কিং সায়মন ক্ষমতারোহনের সময় জাপানের এক প্রখ্যাত পত্রিকার রিপোর্টার 'শানকু মানকু' শাদা উপদ্বীপ সফর করছিলেন। তাকে দুমাসের জন্য শাদা উপদ্বীপে পাঠানো হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল উপদ্বীপের সার্বিক অবস্থার ওপর প্রামাণ্য প্রতিবেদন তৈরী করা।

'শানকু মানকু' প্রায় আট সপ্তাহ বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনের পর পুনরায় উপদ্বীপের রাজধানীতে ফিরে এলেন। তখন সেখানে সায়মনের আগমনে উল্লাস করা হচ্ছিল। শানকু মানকু দেরী না করে পত্রিকার এডিটরের নামে এই বিষয়ে একটি তারবার্তা প্রেরণ করেন।

'শাদা উপদ্বীপের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহ ঘুরে এইমাত্র শ্রান্ত রাজধানীতে ফিরে এসেছি। আমার ইচ্ছা ছিল রাজধানীতে দুদিন বিশ্রাম নিয়েই আমি আপনার খেদমতে ছুটে আসবো। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, আরো কিছু দিন আমার এখানে থাকা জরুরী। কারণ এখানে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শাহী কিল্লার ভেতরে হঠাৎ আকাশ থেকে একটা রকেট এসে ছিটকে পড়ে। সেই রকেট থেকে বেরিয়ে আসে একজন জীবিত মানুষ। সকলের বিশ্বাস, তিনি মঙ্গলগ্রহ থেকে আগমন করেছেন। দেশবাসী তাকে তাদের বাদশাহ রূপে বরণ করে নিয়েছে। তার নাম 'সায়মন'।

এ মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি কোত্থেকে এসেছেন। সম্ভবতঃ ইংল্যান্ড মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে যে রকেট পাঠিয়েছিল এটা তারই অংশ। কিন্তু এখানকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণ রকেট থেকে বেরিয়ে আসা লোকটি সম্বন্ধে এমন কথা শুনতে মোটেই প্রস্তুত নয় যে, তিনি মঙ্গলগ্রহ ছাড়া অন্য কোথাও থেকে এসেছেন। তার সম্পর্কে আরো সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে যে, তিনি একজন শাহজাদীর পরিবর্তে সাধারণ এক তরুণীকে সম্রাজ্ঞী রূপে বরণ করার ফয়সালা করেছেন। চলতি মাসের বিশ তারিখে তাদের বিয়ের কাজ সুসম্পন্ন

হতে যাচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই উপদ্বীপে অবিলম্বে আরো কিছু চিত্তাকর্ষক ও রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটবে। এ জন্য আরো কিছু দিন আমাকে এখানে অবস্থান করার অনুমতি দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।'

কয়েক ঘন্টা পর 'শানকু মানকু' এ তারবার্তার জবাব পেয়ে গেলেন।

তোমার প্রেরিত সংবাদ খুবই রহস্যজনক। তাই তোমাকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে, যতদিন পর্যন্ত মঙ্গলগ্রহের আগত মুসাফির সম্পর্কে আদি অন্ত বিস্তারিত তথ্য অবগত হতে না পার ততদিন তুমি সেখানে থাকবে। শাদা উপদ্বীপের নতুন বাদশাহ সম্বন্ধে তোমার পক্ষ থেকে যেসব খবর ও তথ্যাবলী পাওয়া যাবে, তা সবই প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানো হবে। তোমার বেতনও শতকরা পঞ্চাশ টাকা হারে বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

এরপর সুদীর্ঘ এক বছর 'শানকু মানকু' সেখানে অবস্থান করেন। কিং সায়মন ক্ষমতায় আরোহণের আটচল্লিশ ঘন্টা পর বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ডাক ও তার বিভাগের ওপর সেন্সরশীপ আরোপ করেন এবং বিদেশী সাংবাদিকদের ওপর এই বিধি-নিষেধ আরোপ করেন যে, তারা যেন মহামান্য বাদশাহ সম্পর্কে এমন কোন তথ্য পরিবেশন না করেন যাতে তাঁর অনুগত প্রজাসাধারণ আহত হতে পারে। এ জন্য 'শানকু মানকু'কে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রিপোর্ট পাঠাতে হতো।

তিনি অবশ্য তার পত্রিকার এডিটরকে সাংকেতিক ভাষায় গোপনে জানিয়েছিলেন, যতদিন আমি এখানে আছি ততদিন কিং সায়মনের বিস্তারিত বিবরণ পাঠানো সম্ভব নয়। তেমনটি করলে এক মিনিটের জন্যও আমাকে এখান থাকার অনুমতি দেয়া হবে না। শাদা উপদ্বীপের সার্বিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভরযোগ্য, তথ্যবহুল ও প্রামাণ্য প্রতিবেদন আমি তখনই আপনার সামনে হাজির করতে পারবো যখন আপনি আমাকে এখান থেকে ডেকে পাঠাবেন।

একমাত্র আমি ছাড়া সমস্ত বিদেশী সাংবাদিকদেরকে এখান থেকে ইতিমধ্যেই বহিষ্কার করা হয়েছে। আমি যে আজো এখানে থাকার সুযোগ পাচ্ছি তার কারণ, আমি কিং সায়মন অসন্তুষ্ট হতে পারে এমন কোন আচরণ করা থেকে বিরত রয়েছি। আমিই এখন এ দেশে একমাত্র বিদেশী সাংবাদিক থাকায় এখানে আমাকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হচ্ছে। আমি অবাধে শাহী মহলে যাতায়াত করতে পারি। কিং সায়মন এবং তার বেগম প্রত্যেক সপ্তায় দু'একবার আমাকে

ভোজের আমন্ত্রণ জানান। আমি এমন সব তথ্য অবগত হয়েছি, যা সমগ্র বিশ্বকে বিস্মিত করে দেবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যখন আমার মূল প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে তখন আমাদের পত্রিকার সার্কুলেশন দ্বিগুণ হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে থাকা অবস্থায় আমি কিং সায়মনের বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি নিতে পারি না।

এক বছর পর 'শানকু মানকু' আবার গোপনে সম্পাদককে জানান, এই উপত্যকায় আমার ধৈর্যের পাল্লা পূর্ণ হয়ে গেছে। আমার কাছে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এত বেশী তথ্য জমা হয়েছে যে, অন্তত তিন মাস পর্যন্ত সারা দুনিয়ার মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টি আমাদের পত্রিকার ওপর নিবদ্ধ রাখতে পারবো। তবে আমার ভয় হচ্ছে, যদি আমি কোন বিপদ বা দুর্ঘটনায় পড়ি তবে তা শুধু আমার একার নয় আমাদের পত্রিকার জন্যও অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হবে। আমি এখানে যা দেখেছি তা শুধু জাপানীদেরকেই নয় বরং সারা দুনিয়ার মানুষকে বিস্মিত করে দেবে। তাই আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কালবিলম্ব না করে আমাকে ডেকে পাঠানোর আবেদন জানাচ্ছি।

পত্রিকার সম্পাদক এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শানকু মানকুকে অবিলম্বে দেশে ফেরার নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন।

শানকু মানকুর বিদায় উপলক্ষে স্থানীয় সাংবাদিকরা জাঁকজমকপূর্ণ এক বিদায়ী পার্টির আয়োজন করে। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সাংবাদিক রূপে শানকু মানকুর সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ কিং সায়মন তাকে ডক্টরেট ডিগ্রী দেয়ার জন্য সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

শানকু মানকু টোকিও পৌঁছার পর শাদা উপদ্বীপের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে তার নতুন প্রতিবেদন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত পত্রিকায় সেই প্রতিবেদন ও তার অনুবাদ প্রকাশ পেতে থাকল। শাদা উপদ্বীপের সরকার এ খবর জানতে পেরে তাৎক্ষণিকভাবে সে দেশে সব ধরনের বিদেশী পত্রিকার আমদানী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিল।

২

এখন আমরা শানকু মানকুর তৈরী প্রতিবেদনের সারাংশ উল্লেখ করছি। তিনি লেখেন যে, মহামান্য বাদশাহ কিং সায়মন পৃথিবীর 'অষ্টম আশ্চর্য'। আমি

একশত ভাগ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলছি, তিনি মংগলগ্রহের অধিবাসী নন। তাঁর নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতার মূল্যায়ন করার পর আমি নিশ্চিত, যদি মংগলগ্রহে তার মত মন-মেজাজের আরও কিছু লোক থাকতো; তাহলে সূর্যের নিয়মিত পরিক্রমণ ও আবর্তন একদিনের জন্যও ভারসাম্য রক্ষা করতে পারতো না। অবশ্য এই সৌভাগ্য আমাদের এই মাটির পৃথিবী ছাড়া অন্য গ্রহের ভাগ্যে জুটেনি যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহু অনিয়ম ও অস্বাভাবিক ঘাত-প্রতিঘাতের পরও আজ পর্যন্ত তা টিকে আছে।

আমি আমার আগেকার ঐ সব লেখা ফিরিয়ে নিচ্ছি, যা আমি আমার বিগত প্রতিবেদনে কিং সায়মন ও তার প্রজাসাধারণ সম্পর্কে লিখেছিলাম। সাথে সাথে সুধী পাঠকদেরকে শপথ করে এ আশ্বাস দিচ্ছি, পরবর্তী রিপোর্টে আমি অবাস্তব ও অসত্য কোন বিবরণ উপস্থাপন করবো না। আমার বর্তমান প্রতিবেদনে আমি আমার সে বাস্তব অভিজ্ঞতাই শুধু তুলে ধরবো।

প্রয়াত বাদশাহর অসিয়ত অনুযায়ী শাদা উপদ্বীপের জনগণ কিং সায়মনকে মাত্র তিন বছরের জন্য তাদের বাদশাহ হিসেবে মনোনীত করেন। তিন বছরের নির্ধারিত মেয়াদের জন্য কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি কিংবা মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কার থাকলেও তিন বছরের জন্য কাউকে রাজা বা বাদশাহ বানানোর কথা কল্পনা করতেও অবাক লাগে।

সম্মানিত পাঠকদের বিস্ময়ের পরিমাণ কিছুটা হালকা করার জন্য আমি এই কথা বলে রাখা জরুরী মনে করি যে, শাদা উপদ্বীপের অধিবাসীরা নতুনের প্রতি প্রচন্ডভাবে আসক্ত। নতুনের প্রতি তাদের আকর্ষণের এথেকে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে যে, আকাশ থেকে একটি রকেট মাটিতে এসে পড়ল আর রকেট থেকে বেরিয়ে এল অবিকল আমাদের মতই একজন মানুষ। কিন্তু তারা তাকে মংগলগ্রহের অধিবাসী মনে করে তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিল। এমনকি কেউ একটু জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন বোধ করল না যে, যদি সত্যই তিনি মঙ্গলগ্রহ থেকে এসে থাকেন তাহলে ইংরেজী জানলেন কি করে? এছাড়া প্রথম দিকে কিছুদিন তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার মাত্রা এমন ছিল যে, যদি কেউ তার সম্বন্ধে শুধু এতটুকু বলতো যে, তার কথাবার্তা সাধারণ মানুষ থেকে ব্যতিক্রম নয় তবে তাকে উত্তম মাধ্যম লাগানো হতো।

এ উপদ্বীপে আমিই একমাত্র বিদেশী সাংবাদিক থাকায় কিং সায়মনের

সাথে বহুবার একান্ত পরিবেশে মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আর সুযোগ পেলেই আমি তাঁর কাছে মংগলগ্রহের আবহাওয়া, জলবায়ু, ভৌগলিক অবস্থান, মঙ্গলগ্রহবাসীদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, তাদের স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতাম। কিন্তু তিনি আমার কোন প্রশ্নেরই সন্তোষজনক জবাব দিতে পারতেন না। মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেই তিনি অপ্রস্তুত হয়ে যেতেন।

আমার প্রাথমিক প্রতিবেদনে আমি লিখেছিলাম, শাহজাদী লিকাসিকার পরিবর্তে মাদাম ওয়ায়েট রোজের সাথে কিং সায়মনের বিবাহ হওয়ার কারণ এই ছিল যে, তিনি এই প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের কাছাকাছি আসতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আসল ঘটনা এটা ছিল না। কিং সায়মন তার প্রজাসাধারণ বিশেষ করে সরলমনা মানুষগুলোকে এত বেশী ঘৃণা করতেন যেমন খারাপ মনে করে উন্নত বিশ্বের লোকেরা তাদের কলোনীর জনসাধারণকে।

মাদাম ওয়ায়েট রোজের সাথে কিং সায়মনের বিয়ে ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চাল। পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট লেনদেন ছিল এর ভিত্তি। এই বিচক্ষণ ও হুঁশিয়ার মহিলা সম্ভবতঃ প্রথম সাক্ষাতেই কিং সায়মনকে তার যোগ্যতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে দিয়েছিল। মহামান্য সুলতান তার অংগুলি হেলনে উঠতো আর বসতো। কয়েকটি সাক্ষাতকারে মিলিত হওয়ার পর বাদশাহ এবং বেগমের পারস্পরিক সম্পর্কের যে বৈশিষ্ট্য আমার কাছে ফুটে উঠেছে তা হল, তারা উভয়েই তাদের অসহায় প্রজাদেরকে সমানভাবে ঘৃণার চোখে দেখে। কি করে কেয়ামত পর্যন্ত এই উপদ্বীপের ওপর তাদের নিরংকুশ কর্তৃত্ব অটুট রাখা যায় সেটাই ছিল তাদের সামনে একমাত্র সমস্যা এবং সবচে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এ ক্ষেত্রে বাদশাহ ও বেগম দুজন মানুষকে খুবই বিপদজনক মনে করতেন। তাদের একজন ছিলেন উজীর চেরাগ সিং, যিনি স্বভাবজাত বিচক্ষণতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রবল আত্মবিশ্বাসের বদৌলতে কিং সায়মনের জন্য কোন বিপদের কারণ হতে পারতেন। অপরজন ছিলেন শাহজাদী লিকাসিকা, যার আন্তরিক প্রয়াস-প্রচেষ্টা যে কোন সময় তাদের জন্য সমূহ বিপদ ডেকে আনতে পারতো। তাই কিং সায়মন তাদের দুজনকেই রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এ দুজনকে দেশের বাইরে পাঠাবার পর বাদশাহ ও বেগম জাতীয় সংসদের

প্রত্যেক সদস্যের সাথে আলাদা আলাদা সাক্ষাত করেন। দেশের সচেতন জনগণ এই সাক্ষাতকারে কি আলোচনা হল তা জানার জন্য ছিল অস্থির। সাংবাদিকরা শাহী মহলের দরজায় অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে থাকতেন। জাতীয় সংসদের কোন সদস্য বাদশাহ কিংবা বেগমের সাথে লাঞ্চ বা ডিনার সেরে বেরিয়ে এলে তারা ছুটে যেতেন তার কাছে। গভীর আগ্রহ নিয়ে তারা জিজ্ঞেস করতেন, বাদশাহ ও বেগমের সাথে আপনার কি আলাপ হল?

কেউ জবাবে বলতো, বাদশাহ এবং বেগম প্রজাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থা সংশোধন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চেয়েছেন। কেউবা এই বলে দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা করতো যে, আমরা কালো উপদ্বীপের জংগী প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আবার কেউ জবাব দিতো, আমি বাদশাহ ও বেগমের কাছে দেশদ্রোহী বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ধ্বংসাত্মক তৎপরতা প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেশ করেছি।

কিন্তু আমি যে পয়েন্টটি বিশেষভাবে নোট করেছিলাম তা ছিল, রাজা ও রাণীর সাথে সাক্ষাতকারের পর জাতীয় সংসদের প্রত্যেকটি সদস্যকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত এবং উৎফুল্ল দেখাতো। অথচ শাহী মহলের ভিতর যাওয়ার সময় তাদের চেহারা থাকতো খুবই মলিন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও আতংকিত। কিন্তু সাক্ষাতকারের পর শাহী মহল থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাদের ভাবভংগী ও কথাবার্তায় গর্ব, অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেতো।

অন্য যে পয়েন্টটি আমি নোট করেছিলাম তা হল, যে ব্যক্তি বাদশাহ এবং বেগমের কঠোর সমালোচনায় মুখর থাকতেন, তিনিই সাক্ষাতকারের পর তাদের গুণ-কীর্তন ও বিশ্বস্ততার জয়গানে বিভোর হয়ে যেতেন। জাতীয় সংসদের অন্যতম সদস্য গাওলি এসেম্বলী মেম্বারদের একটি ছোট গ্রুপের নেতা ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে বলে বেড়াতেন, আমরা অজ্ঞাত-অপরিচিত একজন লোককে নিজেদের ভাগ্য বিধাতা বানিয়ে দিয়ে অত্যন্ত অদূরদর্শিতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছি।

কিং সায়মন যখন সাক্ষাতের জন্য তাকে ডেকে পাঠালেন তখন শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, তাকে বিদ্রোহী সাব্যস্ত করে গ্রেফতার করা হবে।

বাদশাহর পক্ষ থেকে ডাক পেয়ে তিনি সংগে সংগে আমাকে টেলিফোন

করলেন, আপনি এক্ষুণি আমার এখানে চলে আসুন। আমি পৌঁছে দেখি তিনি খুবই ভীত ও অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন। আমাকে তিনি বলতে লাগলেন, আপনি জানেন, আমাকে বাদশাহ এবং বেগম ডেকে পাঠিয়েছেন?

আমি বললাম, হাঁ, এক পত্রিকা সম্পাদক এইমাত্র আমাকে এ সংবাদ দিল।

গাওলি তার গ্রেফতারীর আশংকা ব্যক্ত করে আমাকে বললেন, যদি তার সাথে কোন প্রকার অসদাচরণ করা হয়, আমি যেন সভ্য দুনিয়ার দৃষ্টি শাদা উপদ্বীপের অত্যাচারিত ও নিগৃহীত জনগণের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করি।

আমরা যখন কথা বলছিলাম সে সময় গাওলির পার্টির চারজন সদস্য সেখানে এসে উপস্থিত হল। তারাও ছিল অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত। তাদের একজন বলল, গাওলির কোথাও গিয়ে আত্মগোপন করা উচিত। গাওলি বলল, আমি কাপুরুষদের পথ অবলম্বন করতে পারব না।

সে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং তার চারজন সাথীই পর্যায়ক্রমে তার সাথে কোলাকুলি করল। আমাকেও তার সাথে আলিংগন করতে হল।

তাকে বিদায় জানানোর পর আমরা সকলে ঠিক করলাম, আমরা এখানেই তার ফেরত আসার অপেক্ষায় থাকবো। একটানা দীর্ঘ তিন ঘন্টা অপেক্ষা করার পর আমরা ভাবতে বাধ্য হলাম, গাওলি গ্রেফতার হয়ে গেছে। আমি মনে করেছিলাম, পুলিশ এখন তার সাথীদের তালাশে বেরিয়ে পড়বে। অতএব তাদের সাথে একত্রে আমার বসে থাকা ঠিক হবে না ভেবে আমি সেখান থেকে কেটে পড়তে চাচ্ছিলাম।

ইত্যবসরে সাড়ে তিন ঘন্টার মাথায় গাওলির গাড়ী তার বাড়ীর আঙ্গিনায় এসে প্রবেশ করল। আমরা তাড়াতাড়ি তাকে স্বাগতঃ জানানোর জন্য বেরিয়ে এলাম। গাওলি যখন গাড়ী থেকে বেরিয়ে এল তখন তার চোখে-মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠছিল। তার এক বন্ধু এগিয়ে গিয়ে তার সাথে কোলাকুলি করার চেষ্টা করতেই সে এক কদম পিছিয়ে গিয়ে তার হাত বাড়িয়ে দিল।

আমরা তার এত দেরী করে ফিরে আসার কারণ জানতে চাইলাম। তিনি জবাবে বললেন, বাদশাহ এবং বেগম আমাকে দুপুরের খানা খাওয়ার জন্য রেখে দিয়েছিলেন। আমরা সাক্ষাতকারের কারণ জিজ্ঞাস্য করলে তিনি বললেন, মহামান্য বাদশাহর সাথে আমার অত্যন্ত আন্তরিক ও বন্ধুসুলভ আলাপ হয়েছে।

গাওলির সংগী সাথীরা বাদশাহ ও বেগমের সাথে তার দীর্ঘ সাক্ষাতকারের

বিস্তারিত বিবরণ শোনার জন্য অস্থির হয়ে পড়ল। অথচ তিনি তাদেরকে এ বলে সান্ত্বনা দিলেন, আমার মনে কিছু সংশয় ছিল তা মহামান্য বাদশাহ দূর করে দিয়েছেন। এখন আমি অত্যন্ত ক্লান্ত, আমার একটু বিশ্রাম করা দরকার। অগত্যা গাওলির বন্ধুরা নিরুপায় হয়ে সেখান থেকে চলে গেল, কিন্তু আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

গাওলি মুচকি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আপনার সাথে কথা আছে।

আমি তার কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি ঢোক গিলে কি যেন ভেবে নিয়ে বললেন, আমি আমার একজন বন্ধুর কাছ থেকে কোন কথা গোপন করতে চাই না। কিন্তু তার আগে বলুন, যদি আমাকে গ্রেফতার করা হত তাহলে আপনি কি করতেন?

আমি জবাব দিলাম, আপনাকে মুক্ত করা বা ছাড়িয়ে আনার কোন ক্ষমতা আমার নেই। তবে আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আপনি যদি গ্রেফতার হয়ে যান তাহলে আমি জাপান থেকে আরম্ভ করে আমেরিকা পর্যন্ত প্রতিটি সভ্য দেশের সংবাদপত্রে কিং সায়মনের বিরুদ্ধে একেবারে তোলপাড় সৃষ্টি করে দেব। পাছে এ দেশের সরকার আমার সাথে কেমন আচরণ করবে, সে কথা পর্যন্ত আমার মনে আসেনি।

অবশ্য এটা ছিল আমার একটা কূটনৈতিক চাল। এতে করে আমি গাওলির বিশ্বাসভাজন হতে চাচ্ছিলাম। প্রকৃতপক্ষে শাদা উপদ্বীপের হাল-হাকীকত বিশদভাবে জানা ও দেখার জন্য আমার সেখানে থাকা এত জরুরী ছিল যে, গাওলির মত এক হাজার লোককে ফাঁসিতে ঝুলালেও আমি সেখান থেকে এক কদমও নড়তাম না। গাওলি আমার বিশ্বস্ততায় খুবই প্রভাবিত হয়ে বলে উঠে, আমাদের দেশের সংবাদপত্র একেবারেই নিম্নমানের। আপনার কাছে জানতে চাই, একটা উন্নতমানের পত্রিকা বের করতে কি পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন?

আমার জানা মতে গাওলি কোন বিত্তবান বা ধনীলোক ছিল না। তাই আমি বললাম, একটা উন্নতমানের খবরের কাগজ বের করার জন্য যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন, তা আপনাদের দেশের সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী ব্যক্তিও যোগান দিতে পারবে না। তাই এমন অদ্ভুত খেয়াল নিজের মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন।

কিন্তু গাওলি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে লাগল, আমি আমাদের

দেশে একটা প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় করা কঠিন হবে না। কিন্তু একটা শর্ত আছে; আর তা হচ্ছে, সে পত্রিকার এডিটরের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে আপনাকে।

আমি বলে উঠলাম, আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন?

তিনি বললেন, আমি আদৌ কৌতুক করছি না। তিন বছর পর এ দেশের শাসন ক্ষমতা আসবে আমার হাতে। হিজ ম্যাজেস্টি কিং সায়মন শপথ করে আমার সাথে ওয়াদা করেছেন, তিনি তার মেয়াদ পূর্ণ হবার পর উত্তরাধিকারী হিসাবে আমার নাম প্রস্তাব করবেন। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি যদি আমার শাসনকালে আর কোন উল্লেখযোগ্য কিছু করতে না পারি তাহলে কমপক্ষে অন্ততঃ জাতিকে একটা মানসম্মত খবরের কাগজ অবশ্যই দিয়ে যাব।

আমি বললাম, যখন আপনি বাদশাহ হিসেবে আমাকে ডেকে পাঠাবেন তখন আমি অবশ্যই সে ডাকে সাড়া দিয়ে হাজির হয়ে যাবো।

বিদায়ের সময় গাওলি আমার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করল যে, আমি এই কথা আর কারো কাছে প্রকাশ করবো না।

এই সাক্ষাতের পর আমার এটা উপলব্ধি করতে মোটেই কষ্ট হল না যে, জাতীয় সংসদের সদস্যদেরকে বাদশাহ এবং বেগমের সাথে দেখা করার পর কেন এত উৎফুল্ল দেখায়। একই নিয়মে পরদিন জাতীয় সংসদের অন্য এক সদস্য সাক্ষাত করে ফিরে এলে আমি কৌতূহলবশতঃ তার বাসায় গিয়ে তাকে বলি, মহাত্মন, যথাসময়ের আগেই আমার পক্ষ থেকে মোবারকবাদ গ্রহণ করুন!

কোন সুবাদে এই ধন্যবাদ? তিনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি আরজ করলাম, আমি শুনেছি, কিং সায়মন আপনাকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন।

কয়েক মুহূর্ত তার মুখ থেকে কোন কথা বেরুল না। অবশেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে এই কথা কে বলেছে?

আমি বললাম, আমার সোর্স সম্বন্ধে আপনাকে বলতে পারছিনা বলে দুঃখিত। তবে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, বাদশাহ এবং বেগম আপনার সাথে যে সব কথাবার্তা বলেছেন তা আমি ছাড়া বাইরের আর কোন মানুষের জানা নেই। তা ছাড়া আমি আপনার সাথে এই ওয়াদাও করছি, এ মূল্যবান গোপন তথ্য আমি আর কারো কাছে প্রকাশ করবো না।

তিনি বললেন, আপনি তো বড় মারাত্মক লোক। যদি আপনি আপনার বুকে এই কথা গোপন রাখতে পারেন; তাহলে কথা দিচ্ছি, আমি বাদশাহ হওয়ার পর আপনাকে গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান বানাবো।

এরপর একে একে জাতীয় সংসদের প্রতিটি সদস্যের সাথে আমি মিলিত হয়েছি। ফলে আমার আর কোন সন্দেহ রইল না যে, কিং সায়মন ও তার বেগম জাতীয় সংসদের প্রতিটি সদস্যকে নিশ্চিতরূপে আশ্বস্ত করে ফেলেছেন যে, আমাদের পরে শাদা উপদ্বীপের ক্ষমতার মসনদের একমাত্র অধিকারী তুমিই!

জাতীয় সংসদের প্রত্যেক সদস্যকে পৃথক পৃথকভাবে বাদশাহীর স্বপ্ন দেখানোর পর কিং সায়মন হঠাৎ ঘোষণা দিলেন, জাতীয় সংসদের সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে ভাবী বাদশাহর জন্য নির্ধারণ করা হবে যিনি দেশের উপর তলার লোকদের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখেন। তাই আমার একান্ত ইচ্ছা, প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীরা হবেন সাধারণ জনতার মধ্য থেকে। প্রয়াত শাসনকর্তার অভিলাষও ছিল তাই।

যেহেতু জাতীয় সংসদের প্রত্যেক সদস্যকে বাদশাহ হওয়ার স্বপ্ন দেখানো হয়েছে; তাই তাদের কেউই মন্ত্রী হওয়ার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করল না। তারা সর্বসম্মতিক্রমে কিং সায়মনকেই তার পছন্দমত প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদ গঠন করার দায়িত্ব প্রদান করে।

কিং সায়মন এক সরকারী ফরমান দ্বারা জাতীয় সংসদের উপরোক্ত সম্মিলিত সিদ্ধান্তে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, আমি জাতীয় সংসদের সদস্যদের কাছে কৃতজ্ঞ যে, তারা মন্ত্রীপদের জন্য জনগণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রয়েছেন। জনসাধারণের খাদেম হিসেবে এটা আমার মৌলিক ও অন্যতম কর্তব্য যে, এ জন্য আমি এমন লোকদের খুঁজে বের করি যারা তাদের সকল আশা আকাংখা পূরণ করতে পারে। আমি এমন এক মন্ত্রণালয় গঠন করবো যা সকল দিক থেকেই হবে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আমার সরকার উপযুক্ত প্রার্থীদের খুঁজে বের করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৩

প্রায় তিন সপ্তাহ চিন্তা-ভাবনা করার পর কিং সায়মন আটাশজন মন্ত্রী

নিয়োগ করলেন। তার মধ্যে বিশজন পুরুষ ও আটজন মহিলা। সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ দাবী করেছিল, মন্ত্রিসভায় মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের সমান করার। কিন্তু কিং সায়মন জাতীয় সংসদ এবং জনগণের বিরোধিতার ভয়ে আটজনের বেশী মহিলাকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করা সঙ্গত মনে করলেন না। যেদিন মন্ত্রীদের তালিকা প্রকাশ পেল ঠিক সেই দিনই সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ দেশের নারী সামজের উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বাণী প্রদান করলেন।

প্রিয় বোনেরা আমার!

শাদা উপদ্বীপের ইতিহাসে আজ এক অবিস্মরণীয় গৌরবের দিন। নারী অধিকার আদায়ের আজ এক সুবর্ণ সময়। আজকের এ ঐতিহাসিক মুহূর্তের কথা এ দেশের নারী সমাজ কোন দিন ভুলতে পারবে না। আজই প্রথম সেই ঘটনা ঘটল, যার মধ্য দিয়ে এ দেশের নারী সমাজ এ দেশের সরকারী কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ পেল।

প্রিয় বোনেরা! মন্ত্রী পরিষদে আমরা নারীদের জন্য পুরুষদের সমসংখ্যক মন্ত্রীত্ব দাবী করেছিলাম। অত্যন্ত আফসোসের বিষয়, পুরুষদের বিরোধিতার কারণে সমান সংখ্যক মহিলা প্রতিনিধিত্বের সুযোগ মেলেনি। বাদশাহ আলমপনা নিজে অবশ্য মহিলাদের সমান প্রতিনিধিত্ব প্রদান করতে রাজী ছিলেন। কিন্তু দেশের পুরুষদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগীর কারণে তাঁকে তার ইচ্ছা পরিবর্তন করতে হয়েছে। তবু আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করছি, যতদিন পর্যন্ত মন্ত্রী পরিষদে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় বেশী না হচ্ছে, ততদিন আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবো না। আমাদের দেশের পুরুষদের একটা ভুল ধারণা রয়েছে যে, মহিলারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারবে না। অথচ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমার যে আটজন বোন দেশের ইতিহাসে এই প্রথম মন্ত্রীত্ব লাভ করে নিজের প্রতিভা ও যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ পেয়েছেন, তারাই এই ভুল ধারণা দূর করে দিতে পারবেন। যদি মহিলারা আমার এই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেন তাহলে সেদিন বেশী দূরে নয়, যখন পুরুষ জাতি মেয়েদের অধিকার কড়ায় গন্ডায় বুঝিয়ে দিতে বাধ্য হবে।

উপদ্বীপের নারী সমাজ সম্রাজ্ঞীর এই বাণীর ভূয়সী প্রশংসা করে তুমুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে তাকে স্বাগত জানাল। আবেগে মহিলারা পঞ্চাশ হাজার নারীর এক বিশাল মিছিল বের করল রাজধানীতে। তারা আকাশ-বাতাস মুখরিত

করে গগন বিদারী শ্লোগান তুলল, কিং সায়মন জিন্দাবাদ, সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ জিন্দাবাদ, মহিলাদের ন্যায্য অধিকার দিতে হবে, দিতে হবে।

আমি বাজার থেকে ফেরার পথে দেখলাম মিছিলকারী মহিলারা শ্লোগান দেয়া ছাড়াও তাদের শারিরীক শক্তি প্রয়োগ করা শুরু করেছে। একদল মিছিলকারী কয়েকজন পুরুষকে কান ধরে টেনে হেঁচড়ে বাজারে নিয়ে আসে। ওরা নাকি নারীদের ক্ষমতায়নের বিরোধিতা করেছিল। তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান কয়েকজন অবস্থা বেগতিক দেখে মেয়েদের পক্ষে শ্লোগান দিতে শুরু করে। কিন্তু যে সব পুরুষ পৌরুষত্ব দেখানোর চেষ্টা করল তাদেরকে তারা আচ্ছামত ধোলাই দিল।

সন্ধ্যায় শহরের বিভিন্ন পুলিশ স্টেশন থেকে আমি সংবাদ পেলাম, প্রায় পঞ্চাশজন লোক তাদের গিন্নীদের অন্যায় আক্রমণের শিকার হয়ে থানায় ডাইরী করেছেন। পরদিন একজন স্কুল শিক্ষক জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির হয়ে এক মোকদ্দমা দায়ের করেন। তিনি তার অভিযোগনামায় বলেন, গতকাল যখন মহিলাদের মিছিল আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখন আমার স্ত্রীও মিছিলে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করল। সে অসুস্থ থাকায় আমি তাকে মিছিলে যেতে বারণ করলাম।

জানালা দিয়ে সে মিছিলের দিকে তাকিয়ে ছিল। এ সময় কয়েকজন পড়শী মহিলাকে সে মিছিলে দেখতে পায়। তারা তাকে মিছিলে যোগ দিতে বললে সে অনুযোগের সুরে বলে, আমার স্বামী মিছিলে যেতে বারণ করেছে। তখন মহল্লার ঐসব মহিলারা আমাদের ঘরে ঢুকে জোর করে আমার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে চাইল। আমি তাদেরকে বুঝাতে চাইলাম যে সে অসুস্থ। কিন্তু তারা আমার কোন কথা না শুনেই আমার ওপর হামলে পড়ল। হাতাহাতির পর্যায়ে মহল্লার আরো কিছু মহিলা ছুটে এল এবং তারা আমাকে জোরপূর্বক ধরে বাথরুমে ঢুকিয়ে বন্দী করে রাখল। আমার স্ত্রী তাদেরকে থামানোর কোন চেষ্টা না করে আমাকে বন্দী অবস্থায় রেখে ওদের সাথে মিছিলে চলে গেল। একটানা দীর্ঘ চৌদ্দ ঘন্টা বন্দী থাকার পর আমার অফিস পিয়ন আমাকে অফিসে না পেয়ে খুঁজতে এসে সেখান থেকে আমাকে উদ্ধার করে।

মহিলা ও পুরুষদের এই বিবাদ ও বিতর্কের কারণে জনসাধারণের চিন্তা করারই অবকাশ ছিল না যে, যেসব লোককে মন্ত্রী করা হয়েছে তারা সমাজের কোন পর্যায়ের লোক। কয়দিন পর যখন এই দাবানলের প্রাথমিক উত্তাপ কিছুটা কমে এল তখন দেখা গেল, মহামান্য বাদশাহ জাতির সবচে নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত লোকগুলোকে জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। অধিকাংশ মন্ত্রীই ছিল এমন, যাদের যৌবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে কয়েকদখানায়।

একজন চোরাকারবারীর অপরাধে পর পর তিনবার জেল ও জরিমানার শাস্তি পেয়েছিলেন। দুজন ছিল নামকরা পকেটমার, যাদেরকে জেল হাজতেই মন্ত্রী হওয়ার সুখবর দেয়া হয়েছিল। দুজন ছিল সরকারী কর্মচারী, যাদের একজনকে অযোগ্যতার কারণে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল; অন্যজনের বিরুদ্ধে ছিল ঘুষের চল্লিশটি মামলা। দুজন ছিল রাজনৈতিক নেতা, যারা দেশের নিরাপত্তা বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ভোগ করছিল। তারা কালো উপদ্বীপের সরকারের ইংগীতে দেশে গৃহযুদ্ধ লাগানোর জন্য বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়কে একে অন্যের বিরুদ্ধে উস্কানী দিচ্ছিল।

বাদশাহ আলমপনা স্বয়ং জেলের ভিতর গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাত করে এই সুখবর শুনিয়েছিলেন যে, তোমাদেরকে আজই সূর্যাস্তের আগে জেল থেকে বের করে মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হবে। অন্যান্য মন্ত্রীদের সম্পর্কেও আমি জানতে পেরেছি, তাদের অধিকাংশের জীবন নির্দোষ ও নিষ্কলুষ নয়। কেউ নামকরা গুন্ডা, কেউ চোর, কেউ জুয়াড়ী, কেউ বা রাহজানির অপরাধে শাস্তি ভোগ করছিল।

অপরদিকে মহিলা মন্ত্রীদের মধ্যে একজন সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছি, তিনি শহরের এক প্রখ্যাত নাইট ক্লাবের নর্তকী ছিলেন। উলংগপনা ও বেহায়াপনার অপরাধে তিন তিনবার তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আরেক মহিলা মন্ত্রী শিশু ও নারী পাচারকারী চক্রের সর্দারনী ছিলেন। আরেকজন সম্পর্কে বলা হয়, তিনি তার পঞ্চম স্বামীকে প্রতিদিন অন্তত একবার অবশ্যই প্রহার করতেন। একজন শহরের প্রধান পতিতালয়ের নামকরা বেশ্যা ছিল। অন্যান্য মহিলাদের সুখ্যাতিও মন্দ নয়। দুজন ভাল বংশের মেয়েও আছে, তবে

তাদের সম্পর্কে অভিযোগ, তারা নাকি দেশের অপরাধ চক্রের মক্ষিরাণী।

এ মন্ত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া ছিল পরস্পর বিরোধী। কিছুসংখ্যক কিং সায়মনের সমালোচনা করছিল। তারা বলছিল, আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ আস্ত এক পাগলের হাতে তুলে দিয়েছি। অন্য দল বলছিল, এ ব্যাপারে আমাদের কোন মতামত দেয়ার আগে এসব মন্ত্রীদেরকে তাদের কাজকর্ম প্রদর্শনের সুযোগ দেয়া উচিত। মহিলাদের মন্ত্রী নিয়োগ করায় অবশ্য কোন জটিলতা সৃষ্টি হয়নি। জনগণ এ ব্যাপারে খুশীই ছিল যে, দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত আটজন মহিলা সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছে। যারা পুরুষ মন্ত্রীদের নির্বাচনের সমালোচনা করছিল তারাও মহিলা মন্ত্রীদের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে প্রস্তুত ছিল না।

প্রথমে কানাঘুষা দিয়ে শুরু হলেও যতই দিন যেতে লাগল ততই বিরোধিতা সরব ও প্রচন্ড রূপ নিতে লাগল। কিছু শিক্ষিতা ও রাজনীতি সচেতন মহিলা ছিল এমন, যারা এ নির্বাচনের সমালোচনায় পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে চলছিল। রাতে শহরের অলি-গলি ও হাট-বাজারে মন্ত্রী পরিষদের বিরুদ্ধে বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য পোস্টার লাগানো হতে লাগল। একদিন রাতে কে বা কারা আমার রুমের দরজায় পোস্টার লাগিয়ে দিয়ে গেল। তাতে লেখা ছিলঃ

মহামান্য সুলতান কিং সায়মনের অসংখ্য উজীরের প্রয়োজন। আপনি যদি বেকার থাকেন আর সম্মানের সাথে রুটি রোজগারের কোন পথ আপনার জানা না থাকে; তাহলে কিং সায়মনের বরাবরে এই মর্মে দরখাস্ত প্রেরণ করুন যেন আপনাকে মন্ত্রী বানিয়ে দেয়া হয়। তবে মন্ত্রীত্ব লাভ করার জন্য নিম্নে বর্ণিত শর্তাবলী আপনাকে অবশ্যই পূরণ করতে হবে ঃ

(১) দেশের কোন পুলিশ স্টেশনে আপনার নামে অপরাধের রেকর্ড মজুদ থাকতে হবে।

(২) আপনার কমপক্ষে তিন বছর দেশের কোন জেলখানা কিংবা পাগলাগারদে কাটানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(৩) আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে এতটুকু, আপনি অতিকষ্টে নিজের নাম পড়ে ফেলতে পারেন।

(৪) আপনার মহল্লা অথবা অন্ততপক্ষে আপনার পরিবারের সকল সদস্য এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আপনি আপনার জীবনে কোন ভাল কাজ

করেননি।

নোট নেয়ার পর আমি পোস্টারটি তুলে ফেললাম।

পরদিন দরজায় আরো একটা পোস্টার লাগানো হল। এতে লেখা ছিলঃ

আমাদের মহাপ্রাণ আলামপনা কিং সায়মন এ মর্মে অত্যন্ত দুঃখিত যে, মন্ত্রীরা তাদের দায়িত্ব গ্রহণের সময় যে শপথ বাক্য পাঠ করেছিলেন তা তারা ঠিকমত বুঝে উঠতে পারেননি। এ জন্য শপথনামার বাক-বিন্যাস আরো সহজবোধ্য করে কিছু সংশোধনী আনা হলো ঃ

আমি আল্লাহ তায়ালাকে হাজির নাজির জেনে এ ঘোষণা দিচ্ছি যে, আমি দেশের প্রচলিত সকল নিয়ম-নীতি ও প্রথা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে আমার সকল ধ্বংসাত্মক যোগ্যতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে চেষ্টা করব।

আমি কখনো আমার অসাংবিধানিক শাসনকর্তা মহামান্য কিং সায়মনের নির্দেশের বিরোধিতা করব না। নীতি-নৈতিকতা ও সংবিধানের পরিবর্তে সর্বদা নিজের খেয়াল খুশীমত কাজ করে যাবো।

আমি এমন এক সমাজ ব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রবর্তনের জন্য কিং সায়মনকে সার্বিক সহযোগিতা দান করব, যা দেশের সর্বস্তরের অপরাধপ্রবণ লোকদেরকে আরো বেশী সাহসী ও ভয়ংকর হতে সহায়তা করবে। কারণ, ভাল লোকেরা সর্বদা অসংগঠিত ও দুর্বল থাকে। তাদের দিয়ে জাতির কোন কল্যাণ হয় না। জাতির উন্নতির জন্য আজ দরকার সকল কাজের কাজী দুরন্ত দুর্বার দুঃসাহসী লোক। তাই আমি সব সময় মনে রাখবো, কর্মই প্রগতি, হোক তা অপকর্ম, অসৎ কর্ম। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এসব অপকর্মের নায়কদের আমি হবো আশ্রয় ও দোসর।

আমি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে কখনো এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবো না, যাকে দেশের মানুষ ভাল মনে করতে পারে।

আমি একাধারে বৈষয়িক, চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের মূলোৎপাটনে তিলমাত্র অবহেলা বা উপেক্ষা প্রদর্শন করব না, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী আমাদের সমাজ প্রগতির পথে অপ্রতিরোধ্য অন্তরায় সৃষ্টি করে আছে।

আমি দেশের মানুষের সম্প্রীতি ও সৌহার্দের বন্ধনকে সমূলে বিনাশ করার জন্য সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিক বিদ্বেষ ও ঘৃণাকে পুনরুজ্জীবিত করব এবং জনসাধারণকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, হতাশ ও কুধারণার দৌলতে ধন্য করে দেব।

মোটকথা, আমি দেশের কোন জটিল সমস্যা মোকাবেলা করার পরিবর্তে সর্বদা এ জন্য সচেষ্ট থাকব, যাতে করে কিং সায়মনের বাদশাহী ও আমার মন্ত্রীত্ব এ দেশের সবচে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে পরিগণিত হয়।

এসব ইস্তেহার ও পোস্টার সরকারের পক্ষ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হল। প্রশাসনের তরফ থেকে আরও ঘোষণা করা হল, দেশের সকল প্রেস আগামী তিন মাসের জন্য বন্ধ থাকবে। যদিও এতে জনসাধারণের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে কোন প্রকার ভাটা পড়ল না।

কিং সায়মন তার মন্ত্রীসভার এক জরুরী অধিবেশন আহ্বান করলেন। মন্ত্রীদেরকে তিনি নির্দেশ দিলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও প্রপাগান্ডা শুরু করার। বাদশাহর অনুগত মন্ত্রী বাহাদুররা নির্দেশ পাওয়ার সংগে সংগে নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে ভবঘুরে, টাউট, বাটপার, উঠতি মাস্তান ও বখাটে যুবকদের সংগঠিত করে জোরেশোরে সরকারের পক্ষে মিটিং মিছিল শুরু করে দিল। স্কুল-কলেজের ছাত্র ও সরকারী কর্মচারীদেরকে এসব জনসভা ও মিছিলে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হল।

জনগণের এসব সমাবেশ সম্পর্কে কোন আগ্রহ না থাকলেও তারা রেহাই পেল না। দেশের অপরাধপ্রবণ লোকজন, যারা এ মন্ত্রীপরিষদ গঠনের পর কিং সায়মনকে দেবতা মনে করল, তারা লোকজনকে জোর করে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে টেনে টেনে বের করে নিয়ে আসতে লাগল।

এতে জনসাধারণের মাঝে আতংক ও অস্থিরতার সাথে সাথে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দানা বাঁধল এবং ব্যাপকভাবে নিন্দার ঝড় উঠল। ফলে কিং সায়মনের এ স্কীম আপাতত ব্যর্থ হল। অতএব, একদিন রেডিও থেকে ঘোষণা করা হল, আগামী সপ্তায় মন্ত্রীবর্গের নির্বাচন সম্পর্কে জাতীয় সংসদের মতামত নেয়া হবে। যদি জাতীয় সংসদ সদস্যরা কোন মন্ত্রীর বিপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন তাহলে তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে। সরকার সব সময়ই জনগণের আস্থাভাজন জাতীয় সংসদ সদস্যদের মতামতকে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাবে। সরকার বিশ্বাস করে জনগণের জন্য মন্ত্রী, মন্ত্রীর জন্য জনগণ নয়।

সরকারের এ ঘোষণায় জনগণ কিছুটা আশ্বস্ত হল এবং সবাই গণতন্ত্রের প্রতি কিং সায়মনের শ্রদ্ধাকে প্রশংসিত করল। পরবর্তী সপ্তায় কিং সায়মন ও

বেগম ওয়ায়েট রোজ জাতীয় সংসদের প্রত্যেক সদস্যের সাথে আলাদা আলাদাভাবে মিলিত হলেন। অবশেষে তারা ঘোষণা করলেন, জাতীয় সংসদের সদস্যরা সম্মিলিতভাবে মন্ত্রীপরিষদের নির্বাচন দেশের বর্তমান জরুরী অবস্থার সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ ও শতকরা একশ ভাগ সময়োপযোগী হয়েছে বলে মনে করে।

জনগণ এই সিদ্ধান্তে হতভম্ব ও হতবাক হয়ে পড়ল।

আমি জাতীয় সংসদের অধিবেশনের পরপরই গাওলির সংগে দেখা করি এবং জানতে পারি, বাদশাহী লাভের উদগ্র বাসনাই জাতীয় সংসদের প্রত্যেক সদস্যকে কিং সায়মনের সুরে সুর মিলাতে বাধ্য করেছে। জনসাধারণের আশা ছিল, জাতীয় সংসদ এই আপত্তিকর মন্ত্রীপরিষদ সম্পর্কে তাদের অনুভূতিরই প্রতিনিধিত্ব করবে। কিন্তু জাতীয় সংসদ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে কোনরকম আপত্তি ছাড়াই মন্ত্রীপরিষদের এ অনুমোদনে সমগ্র জাতি বিস্মিত ও হতবাক হয়ে পড়ল। মন্ত্রীপরিষদ সম্পর্কে যারা খুব বেশী বিক্ষুব্ধ ছিল তারা কিছুক্ষণ শোরগোল করে হৃদয়ে হতাশার গ্লানি নিয়ে বসে পড়তে বাধ্য হল।

এখনো কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করা হয়নি। দেশের কল্যাণকামী কেউ কেউ মনে মনে এই আশা ও প্রার্থনা করতে থাকল, যেন কোন বিচক্ষণ ও ভাল লোক প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তারা ভাবছিল, যদি কোন উপযুক্ত ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী পদ অলংকৃত করতে পারে তাহলে হয়তবা অবস্থার কিছুটা উন্নতি হতে পারে। হয়তো বিরাজমান সন্ত্রাস ও স্বৈরাচারের প্রকোপ তাতে কিছু কমবে।

প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন

শাদা উপদ্বীপের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে জাপানী সাংবাদিক মি. শানকু মানকু প্রণীত রিপোর্ট যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

তিনি তার প্রতিবেদনে লেখেন, সাধারণতঃ বাদশাহর পক্ষ থেকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী রূপে কেবিনেট গঠন করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে। যেহেতু শাদা উপদ্বীপে কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল না, তাই দেশের মানুষ মনে করেছিল, মহামান্য বাদশাহ কিং সায়মন জাতীয় সংসদের সদস্যদের সাথে সলাপরার্শ করে কোন উপযুক্ত, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাবেন। কিন্তু আলামপনা প্রত্যেক ব্যাপারেই নতুনের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী প্রমাণিত হলেন। তাই সর্বপ্রথম স্বয়ং তিনিই মন্ত্রীপরিষদ গঠন করলেন। তারপর মন্ত্রীবর্গ ও জাতীয় সংসদের মেম্বারদের এক যৌথ অধিবেশন আহ্বান করে সবাইকে তাদের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করার পরামর্শ দিলেন।

মহামান্য সুলতান উপস্থিত সবাইকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ পেশ করলেন। ভাষণে তিনি বললেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, কিছু আহাম্মক লোক মন্ত্রীদের নিয়োগ দানের ব্যাপারে অকারণে এত বেশী সমালোচনামুখর হয়ে উঠেছে যা আমার কল্পনাতীত। অথচ আমি এদেশে মংগলগ্রহের অভিজ্ঞতার সুফল পৌঁছে দিতে চেয়েছিলাম। আফসোস, এ দেশের অধিবাসীরা এখনো লাভ লোকসান চেনার মত যোগ্যতা অর্জন করেনি। আমি এ দেশকে সুদ, ঘুষ, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা এবং অন্যান্য সকল অপরাধের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে চাই। আর ঐ সব লোক, যারা আজীবন যাবতীয় অন্যায় অশ্লীলতা থেকে দূরে ছিলেন তাদের পক্ষে এই শুদ্ধি অভিযানে অংশ গ্রহণ করা মোটেই সম্ভব নয়।

রক্ষণশীলদের ধর্মই হচ্ছে, তারা কোন বড় রকম সংস্কার প্রক্রিয়া দেখলেই

আঁতকে ওঠে। আপনারাই বলুন, স্মাগলিং সম্পর্কে যার সম্যক ধারনা নেই, কি করে তিনি চোরাচালান বন্ধ করবেন? চোরাচালানী বন্ধ করার জন্য আমাদের কি এমন একজন মন্ত্রী দরকার নয়, যিনি নিজে স্মাগলারদের যাবতীয় নীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল? ঠিক তেমনি দাগাবাজ, প্রতারক, চোর ও ডাকাতদের সমূলে বিনাশ করার জন্য দরকার দেশের সবচে হুঁশিয়ার ঠগ, চোর কিংবা কোন অভিজ্ঞ ডাকাতের আন্তরিক খেদমত। যেমন কুকুর তেমন মুগুর না হলে সে কুকুরকে শায়েস্তা করা যায় না। কিন্তু শাদা উপদ্বীপের আহম্মক লোকেরা এ সহজ কথাগুলোও বুঝতে পারে না।

যাইহোক, দেশের মানুষ যখন আমার মন্ত্রী নিয়োগেই প্রশ্ন তুলেছে তখন আমি আর প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের দায়িত্ব নিতে চাই না। আমি চাই, প্রধানমন্ত্রী আপনারাই নির্বাচন করুন। প্রয়াত বাদশাহর ইচ্ছা অনুযায়ী দেশকে আমি গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর করতে চাই। এখানে জনগণের মতামতই প্রাধান্য পাবে। তাদের আশা আকাংখাই বাস্তবায়িত হবে। এ জন্য আপনারা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করার সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন, যেনো এ নির্বাচন দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে। আমি জোর করে এদেশের বাদশাহ হইনি, আপনারাই ভালবেসে আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি এ ভালবাসার মর্যাদা রক্ষা করতে চাই। আমি রাজত্ব চাই না, চাই এ দেশের মানুষের ভালবাসা।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত, রাজনীতির খেলায় তিনি হবেন অসম্ভব কুশলী ও চৌকস। দুর্ভাগ্যবশতঃ এখানে আজ পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেনি। তাই যদি আপনারা প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেন তাহলে আগামী দিনগুলোতে বহু জটিলতা ও সমস্যা থেকে এ দেশ বেঁচে যাবে। প্রধানমন্ত্রীর জন্য এটা জরুরী যে, পার্লামেন্টে তার পার্টি হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। পার্লামেন্ট সদস্যদের অধিকাংশকে নিজের পক্ষে রাখার জন্য দরকার, সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকে তিনি সফলভাবে মোকাবেলা করবেন। কিন্তু যে নিজে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে অজ্ঞ তার পক্ষে তা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। তাই চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে তাকে হতে হবে অসম্ভব পারদর্শী।

যদি কখনো তার সহযোগীরা অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে সে অসন্তোষ তাকেই দূর করতে হবে। তার জন্য এটা অত্যন্ত জরুরী যে, তিনি তার সহযোগীদের সন্তুষ্ট

রাখতে ও তাদের মন যুগিয়ে চলতে সদা সচেষ্ট থাকবেন। তিনি তাদের সুরে সুর মেলাবেন আর তাদের কথায় তাল দিয়ে চলবেন। তাদের কঠোর সমালোচনার জবাব দিবেন তিনি হাসি মুখে। প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিরোধীদের সাথে সাবধানে দাবার গুটি প্রয়োগ করতে পারবেন। বিরোধীদের সংখ্যা কমিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় লোভ ও টোপ গেলাতে তাকে পারদর্শী হতে হবে। এজন্য তাকে হতে হবে আবেগ ও বিবেক শূন্য। নীতি ও নৈতিকতার পরিবর্তে তিনি হবেন গদির প্রেমে পাগলপারা। গদি রক্ষার তাগিদে মানুষের গালমন্দ হজম করতে হবেন অভ্যস্ত। গদির জন্য ভাল-মন্দ, পাপ- অন্যায় সকল কাজে ইন্ধন যোগাতে হবেন পারংগম।

একজন সাধারণ মন্ত্রী বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। প্রধানমন্ত্রীর সার্থকতা এখানেই যে, তিনি প্রয়োজনে প্রথম সারির বেকুব ও নির্বোধও হতে পারবেন। এ জন্য আমি চাই, আপনারা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে পুরোপুরি দায়িত্বশীলতা, সচেতনতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ দেবেন।

আপনারা যদি এমন একজন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করতে চান যিনি তার কেবিনেট এবং জাতীয় সংসদের প্রত্যেক সদস্যের সমস্ত ভাল-মন্দ, ইচ্ছা-আকাংখা ও কামনা-বাসনা পূরণ করতে পারেন, তাহলে তার ধৈর্য ও সহ্য শক্তির পরীক্ষা নিতে হবে আপনাদের। এ কাজের জন্য আমি আপনাদেরকে সাত দিনের সময় দিচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের জন্য জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রীপরিষদের যৌথ অধিবেশন একাধারে সাত দিন ধরে চলতে থাকে। এ সময় প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য বিভিন্ন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করা হয়। প্রায় দেড়শ নাম কোন না কোন প্রকার দুর্বলতার কারণে বাদ দেয়া হয়েছে। ছয়জন প্রার্থী সম্পর্কে মেনে নেয়া হয়েছে যে, তারা কিং সায়মনের প্রস্তাবিত শর্তাবলীতে মোটামুটিভাবে উৎরে যান। কিন্তু এ ছয়জনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য কে সর্বাধিক উপযুক্ত তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।

জাতীয় সংসদ এবং মন্ত্রীপরিষদের সদস্যরা এ ছয়জন প্রার্থীর সমর্থনে ছয়টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ল। প্রত্যেক দল নিজ নিজ প্রার্থীর পক্ষে রায় আদায়ের চেষ্টা করছিল। অবশেষে যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হল না তখন তারা নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে মহামান্য সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে আরো তিন দিন সময় বাড়ানোর আবেদন জানাল।

কিং সায়মন এ আবেদন মঞ্জুর করলেন। আরও তিন দিন গরম গরম আলোচনা ও বাক-বিতন্ডার পর সবাই ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, ছয়জন প্রার্থী একই মানের নির্বোধ, সুবিধাবাদী, সুযোগ সন্ধানী ও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম। এ জন্য তাদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তিকে বেছে নেয়া যেতে পারে যার ধৈর্য ও সহ্যশক্তি সবচে বেশী। তাই একজন প্রস্তাব করল, প্রার্থীদের সবাইকে দাঁড় করিয়ে রাখা হোক। যিনি সবচে বেশী সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন তাকেই প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা হবে।

অন্য একজন প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, এটা কোন সঠিক পদ্ধতি হতে পারে না। শুধু বেশী শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে পারলেই চলবে না, তার মানসিক সহ্য শক্তিরও পরীক্ষা নেয়া উচিত। আমার দৃষ্টিতে এজন্য সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে, প্রার্থীদের সকলেই পর্যায়ক্রমে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে এবং বিভিন্ন গোত্রের সদস্যরা একে একে উঠে তাদের কষে গালমন্দ করবে এবং আচ্ছা রকম জুতো পেটা লাগাবে। যে প্রার্থী তারপরও চেহারায় হাসি ধরে রাখতে পারবে তাকেই প্রধানমন্ত্রীর সম্মানিত পদে নিযুক্ত করা যেতে পারে।

সবাই এ প্রস্তাবের প্রশংসা করল এবং প্রাণ খুলে তাকে ধন্যবাদ জানাল। ফলে এ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে গেল। কিন্তু তিনজন প্রার্থী এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করল এবং তাদের নাম প্রার্থী তালিকা থেকে তুলে নিল। এরপর শুরু হল বাকী তিনজন প্রার্থীর পরীক্ষার পালা। প্রথম জন কিছুক্ষণ নীরবে গালি শুনল কিন্তু কয়েক মিনিট পরই তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। সে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদ করলে সংগে সংগেই তাকে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দিয়ে দেয়া হল। দ্বিতীয় প্রার্থী গালমন্দের পর্যায়টা মুচকি হাসি উপহার দিতে দিতে কোন রকমে পার করে দিলেও যখন জুতোর ঘা দেওয়া শুরু হল তখন তার সহ্যের সীমা শেষ হয়ে গেল।

শেষ প্রার্থীর নাম ছিল সুশীলং। গালিগালাজ শুরু হলে সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। যখন জুতোপেটা শুরু হল তখন তার চোখে মুখে মৃদু হাসির রেখা দেখা গেল। অবশেষে একজন প্রতিনিধি তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে করতে যখন জুতো নিয়ে তাকে মারতে ছুটে গেল তখন সে খুশীতে তাকে জাপটে ধরে চুমু খেল। এই দেখে সমস্ত সদস্যরা আনন্দে লাফিয়ে উঠল এবং তার গলায় ফুলের মালা দিয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে হিজ ম্যাজেস্টি কিং সায়মন ও হিজ

ম্যাজেস্টি কুইন ওয়ায়েট রোজ-এর কাছে নিয়ে চলল। বেগম ও বাদশাহ উভয়ে তার সাথে করমর্দন করে তাকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার জন্য আন্তরিক মোবারকবাদ জানালেন।

পরদিন দেশের সকল সংবাদপত্রে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সুশীলং-এর ছবি ও খবর ছাপা হল। সেই সাথে কি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ ছাপা হল। প্রধানমন্ত্রী সুশীলং-এর নিঃস্বার্থপরতা, প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও সহ্য শক্তির প্রশংসায় নিবন্ধ লেখা হল। বিভিন্ন রাজনৈতিক ফোরামে আনন্দ উল্লাসের অনুষ্ঠান পালন করা হল।

এ আনন্দ উল্লাসের মধ্যে তৃতীয় দিন সংবাদপত্রে একটি চমকপ্রদ খবর প্রকাশিত হল। শহরের একজন সিগারেট ব্যবসায়ী প্রধানমন্ত্রীর এই নিয়োগের ব্যাপারে আপত্তি জানাল। সে তার আপত্তিনামায় বলল, সুশীলং আমার খুবই ঘনিষ্ঠ এবং আবাল্য বন্ধু মানুষ। সেই সুবাদে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, আমার সহ্য শক্তি তার থেকে অনেক বেশী। আমি এ ব্যাপারে অত্যন্ত মর্মাহত যে, তার সহ্য ক্ষমতার পরীক্ষা নেয়ার জন্য যে জুতো ব্যবহার করা হয়েছে তা ছিল জাপানের তৈরী এবং সেটার ওজনও ছিল এক পাউন্ডের কম, খুব সম্ভব তার তলা ছিল রবারের। কিন্তু আমি এরচে অনেক ভারী জুতোর আঘাত খেয়েও হাসতে পারবো, যা সুশীলং পারবে না।

সুশীলং-এর মাথা চুলে পরিপূর্ণ ছিল, যে কারণে জুতোর ঘা হয়তবা সে তেমন বোধ করেনি। আমি ক্ষুর দিয়ে মাথা কামিয়ে নিতে প্রস্তুত। মহামান্য বাদশাহ সমীপে যথাযোগ্য সম্মানের সাথে আরজ এই যে, তিনি যেন আমাকে আমার সহ্য শক্তির মহড়া প্রদর্শনের সুযোগ দেন। জুতো যদি সেনাবাহিনীর স্টান্ডার্ড হয় এবং তার তলায় লোহার পেরেক লাগানো থাকে তবুও আমি অতি উৎসাহের সাথে তা বরদাস্ত করতে রাজি আছি।

বাদশাহ আলামপনা এই দাবীর কোন জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। তাই সুশীলং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার নিজস্ব ক্ষমতায় পুলিশকে নির্দেশ দিল, এই মাথা খারাপ লোকটার গলায় জুতোর মালা পরিয়ে তাকে শহরময় ঘুরানো হোক এবং শহরের প্রত্যেক চৌরাস্তায় এক ডজন করে বুট-জুতোর ঘা লাগানো হোক।

আমি স্বচক্ষে সে মিছিল দেখেছিলাম। জুতোর আঘাত খাওয়ার সময় তার

ঠোঁটে মুচকি হাসির ঝলক দেখা যাচ্ছিল। এ দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছিলাম। পরদিন শুনতে পেলাম, মহামান্য বাদশাহ তাকে মধ্যাহ্ন ভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাকে সরকারের কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ দেয়া হয়নি, তবে শাহী মহলে তার অবাধ যাতায়াতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিং সায়মন তাকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়ার জন্য এবং তার কাজে নাক না গলানোর জন্য পুলিশের প্রতি বিশেষ নির্দেশ দিয়ে রেখেছে। যদি কখনো সুশীলং বিগড়ে যায় তবে যেন কিং সায়মনের মন্ত্রী পেতে কোনরকম কষ্ট না হয় সে জন্য মহামান্য বাদশাহ তার প্রতি বিশেষ নজর রাখছিলেন।

কিন্তু সুশীলংকে কাছ থেকে দেখার পর আমি স্পষ্ট বুঝেছি, পৃথিবীতে যাই ঘটুক নিজের গদী রক্ষার ব্যাপারে যে কোন পদক্ষেপ নিতে সে কখনোই ইতস্তত করবে না। বাদশাহ, জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রীপরিষদ সদস্যদের অপমান ও অসম্মান সহ্য করা তো মামুলী ব্যাপার।

মি. সুশীলং প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার এক সপ্তাহ পর জাতীয় সংসদের চৌদ্দজন সুশিক্ষিত ও প্রাজ্ঞ সদস্য দেশ ত্যাগ করে বিদেশে পাড়ি জমালেন। তদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে মত বিনিময়ের করে আমি জানতে পেরেছি, তারা মহামান্য বাদশাহ কিং সায়মনের বাদশাহী এবং মি. সুশীলং-এর মন্ত্রীত্বের সময়কালে আর দেশে ফিরে আসবেন না।

৩

কিং সায়মনের আগমনের আগে প্রথম যখন আমি এই দেশে এসেছিলাম তখন কয়েকটি বিষয়ে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলাম। জনগণ তাদের স্মৃতি বিজড়িত ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব বোধ করতো। তারা ছিল পরিতৃপ্ত, মুগ্ধ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী। তারা তাদের সীমিত সম্পদ সামর্থ্য সত্ত্বেও সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করছিল। ধনী ও দরিদ্রের মাঝে এমন কোন ব্যবধান ছিল না যা উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর জন্য মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের সরদার এবং সর্বস্তরের জনসাধারণের সার্বিক জীবন যাত্রার মানে তেমন পার্থক্য ছিল না। কৃষকরা সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছিল। ছোট ছোট কুটির শিল্পগুলো উন্নতি করে যাচ্ছিল। ট্যাক্সের পরিমাণ ছিল

খুবই সামান্য। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা পরিশোধ করে দিতো। ঘুষ দেয়া-নেয়াকে মারাত্মক অপরাধ ও খুবই নিন্দনীয় কাজ বলে মনে করতো। জনসাধারণ অত্যন্ত কঠোরভাবে দুশ্চরিত্র সরকারী কর্মকর্তাদের সমালোচনা করতো।

বহির্বিশ্ব থেকে শুধুমাত্র ঐ সব পণ্য সামগ্রী আমদানী করা হতো যা দেশের জন্য অত্যন্ত জরুরী বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু কিছু বাজে লোক প্রত্যেক সমাজেই থাকে। তাই এমন কিছু লোকও ছিল যারা গোপনে ও লোকচক্ষুর অন্তরালে নিষিদ্ধ দ্রব্যের ব্যবসা করতো। কোথাও কোথাও দুর্লভ জিনিসের কালোবাজারীও হতো। কিন্তু জনসাধারণের সচেতনতার কারণে এসব বাজে লোকদের মাথা গুঁজবার জায়গা ছিল না সমাজের কোথাও।

খাদ্য ও পানীয় সামগ্রীতে ভেজাল দেয়াকে খুবই নিকৃষ্ট অপরাধ বলে বিবেচনা করা হতো। কোন দোকানদার এই অপরাধে গ্রেফতার হলে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হতো। সাধারণ মানুষ দেশের প্রতি আন্তরিক প্রেম ও ভালবাসা পোষণ করতো। নিজ দেশের রসম রেওয়াজ, আবহাওয়া, সরকার এমনকি জন্মভূমির মাটির প্রশংসায় পর্যন্ত তারা আনন্দ পেতো। রাখাল, চাষী, জেলে, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সরকারী কর্মচারী নিজ নিজ কাজকর্ম করার সময় ভাবতো, সে দেশ ও জাতির উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য কাজ করছে। আমাকে সবচে বেশী মুগ্ধ করেছিল তাদের আতিথেয়তা। আপনি গ্রাম, শহর, লোকালয় ও জনপদের যেখানেই যাবেন সেখানেই আপনাকে সাদরে বরণ করার লোক মজুদ দেখতে পাবেন।

অনেকের জন্যই এটা বিস্ময়ের কারণ যে, শাদা উপদ্বীপের সামাজিক জীবনে এত বেশী শান্তি ও সাম্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কিং সায়মনের আগমনের আগেই প্রত্যেক গোত্রের সর্দার বাদশাহী লাভ করার জন্য কেন এত অস্থির হয়ে পড়েছিল। তাদের ক্ষমতার দন্ড হস্তগত করার উদগ্র কামনা যেন অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করে আমি জানতে পেরেছি, জাতীয় সংসদ সদস্যদের মধ্যে বাদশাহী লাভের আকাংখার কারণ এটা ছিল না যে, তারা জনসাধারণের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চাচ্ছিলেন।

তার কারণ ছিল, এখানে প্রত্যেক গোত্র ভাল কাজে অপর গোত্রের ওপর বেশী কৃতিত্ব লাভের অভিলাষী ছিল। তারা বিশ্বাস করতো, একজন সাধারণ মানুষ অপেক্ষা গোত্রের সরদার এবং একজন সরদারের তুলনায় একজন বাদশাহ

আল্লার বান্দাদের সেবা করার সুযোগ বেশী পেয়ে থাকেন। ঐ সেবার ক্ষেত্রে আমি যেন অন্য কোন সম্প্রদায়ের তুলনায় পিছনে পড়ে না থাকি এ অনুভূতির কারণেই তারা ক্ষমতায় যেতে চাচ্ছিল।

শাদা উপদ্বীপের অধিবাসীদের সামনে সবচে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের সংরক্ষণ। কালো উপদ্বীপের বাসিন্দারা ছিল তাদের সবচে বড় দুশমন। সেখানকার রাষ্ট্র ক্ষমতাও ছিল এমন লোকদের হাতে যারা তাদের জনসাধারণকে সর্বদা শাদা উপদ্বীপের শান্তিপ্রিয় জনগণের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলত। এ ছাড়া কালো উপদ্বীপের লোক সংখ্যা ছিল অনেক বেশী এবং আয়তনেও ছিল বেশ বড়। অর্থনৈতিক দিক থেকে শাদা উপদ্বীপের চেয়ে ছিল অগ্রসর। তবু শাদা উপদ্বীপের জনগণের দেশপ্রেম এবং বীরত্বের কারণে কালো উপদ্বীপের সরকার বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বছরের নিরলস প্রস্তুতি সত্ত্বেও শাদা উপদ্বীপের ওপর আক্রমণ করার দুঃসাহস করেনি। কালো উপদ্বীপের সরকার চাচ্ছিল, হামলা করার আগে শাদা উপদ্বীপের অধিবাসীদেরকে আভ্যন্তরীণ বিবাদ ও পারস্পরিক সংঘাতে লেলিয়ে দিতে।

আমি এ দেশে আসার কয়েক সপ্তাহ আগে শাদা উপদ্বীপের পুলিশবাহিনী কালো উপদ্বীপের ত্রিশ জন গুপ্তচরকে গ্রেফতার করেছিল। এ গোয়েন্দাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার এক পর্যায়ে এটা ফাঁস হয়ে পড়ল যে, তারা টাকা-পয়সা দিয়ে শাদা উপদ্বীপে কিছু গাদ্দার সৃষ্টি করেছে, যারা দেশের ক্ষমতার হাত বদলের পর কালো উপদ্বীপের সাথে মিলিত হওয়ার আন্দোলন পরিচালনা করছে। একজন গোয়েন্দার কাছ থেকে কালো উপদ্বীপের প্রধানমন্ত্রীর যে লিখিত দলিল উদ্ধার করা হয় তাতে শাদা উপদ্বীপের প্রখ্যাত অধ্যাপক কাচুমাচুর জড়িত থাকার খবর প্রকাশ হয়ে পড়ে। কালো উপদ্বীপের প্রধানমন্ত্রী তাকে লিখেছে, যদি তুমি সরকার পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় সফল হও, তাহলে তোমাকে আজীবন শাদা উপদ্বীপের গভর্ণর পদে বহাল রাখা হবে। তোমার সাথীদের জন্যও যথাযোগ্য পুরষ্কার নিশ্চিত করা হবে।

কাচুমাচু ছিলেন শাদা উপদ্বীপের প্রতিটি মানুষের খুবই প্রিয় এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। শাদা উপদ্বীপের জনগণ তার সম্পর্কে এটা কিছুতেই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যে, তিনি কালো উপদ্বীপের প্রধানমন্ত্রীর সাথে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেয়ার গোপন আঁতাত করতে পারেন। কিন্তু তার একজন

শিষ্যের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিল। গ্রেফতারের পর কাচুমাচু নিজেও সব স্বীকার করলো এবং সঙ্গীদের নাম বলে দিল। পুলিশ ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত সকলকে কারাগারে আটক করল।

সম্মানিত পাঠকগণ এ ঘটনাবলী আগেও হয়ত শুনে থাকবেন। তবু আবার একটু পুনরাবৃত্তি করলাম যাতে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সহজে তুলনা করতে পারেন।

কিং সায়মনের আগমনের আগে শাদা উপদ্বীপ ভ্রমণ করে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এ দেশটি বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় প্রায় অর্ধ শতাব্দী পিছিয়ে আছে। অথচ এখন মনে হচ্ছে, গত ছয় মাসে দেশটি ছয় শতাব্দী পিছিয়ে গেছে। কিং সায়মন যাদেরকে মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেছেন তারা শুধু অযোগ্যই নয়, অবিশ্বস্তও। তাদের কার্যকলাপের ফলে জীবনের প্রতিটা দিক ও বিভাগ বিষিয়ে উঠল। দেশের বর্তমান সমস্যার সমাধান করার পরিবর্তে দেশে নতুন নতুন বিপদ ও সমস্যা সৃষ্টি করাই ছিল এ মন্ত্রীসভার দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, যদি মহামান্য বাদশাহ এ অযোগ্য ও অপদার্থ মন্ত্রীদের নিয়োগ করার কষ্ট না করতেন; তবু তিনি একাই জাতির জন্য এত বেশী সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি করতে পারতেন, যেগুলো হয়ত সারা দুনিয়ার সমস্ত জাতিগুলোর সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা দ্বারাও সমাধান করা সম্ভব হত না।

শাদা উপদ্বীপে প্রচুর খাদ্য শস্য ছিল। কিং সায়মন যাকে খাদ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত চোরাকারবারী। এখন খাদ্য বিভাগকে স্মাগলিং বিভাগ বললে ভুল বলা হবে না। স্মাগলাররা এ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় সমস্ত খাদ্যশস্য দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। তখন বিদেশ থেকে উচ্চমূল্যে খাদ্যশস্য আমদানী করা হয়। এ-কারবারে শাদা উপদ্বীপের স্মাগলাররা কালো উপদ্বীপের স্মাগলারদের সার্বিক সহযোগিতা পায়।

খাদ্যমন্ত্রী প্রথম দিকে সাইকেলে চড়ে অফিসে যেতেন। অথচ এখন তার কাছে এমন চারটা গাড়ী আছে, কিং সায়মনের ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত যেগুলোর আমদানী নিষিদ্ধ ছিল।

বাজারে এখন ভেজাল ছাড়া খাঁটি কোন জিনিসই পাওয়া যায় না। দুধে পানি মেশানো যায় এটা আগে এখানকার লোকেরা জানতো না। এখন দুধের

পানি কুয়ার না পুকুরের এটাই লোকে প্রশ্ন করে। আগে ঘি-এ তেল মেশানোর কথাও কেউ ভাবতো না অথচ এখন তেলের মধ্যে শুধু ঘি-এর খোশবু দিলেই তা ঘি হিসাবে বিবেচিত হয়।

কিং সায়মন ক্ষমতায় এসেই শিল্পমন্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন, দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য বিরাট শিল্প বিপ্লব ঘটাতে হবে। শিল্পমন্ত্রী বাদশাহ আলামপনার কাছ থেকে এ বিপ্লবের অর্থ জেনে নিয়ে সমস্ত ছোটখাটো শিল্প-কারখানা বন্ধ করে দিলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী দেশের প্রয়োজনীয় ঔষধ তৈরী করার জন্য নিজস্ব উদ্যোগে একটা ঔষধ কারখানা স্থাপন করে দেশের সমস্ত ছোট ছোট ঔষধ কারখানা বন্ধ করে দিলেন। ফলে সকল প্রকার ওষুধের দাম কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়ে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেল।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী যখন দেখতে পেলেন, অন্য মন্ত্রীরা তার থেকে বেশী মালপানি কামাচ্ছে তখন তিনি কিছু দিনের জন্য তার কারখানাও বন্ধ করে দিয়ে ঔষুধের এক কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করলেন। তারপর মূল্য বৃদ্ধি করে আসল উদ্দেশ্য হাসিল করলেন।

পরিকল্পনা মন্ত্রী একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং কেবলমাত্র ঐ সকল ঠিকাদারদের টেন্ডারই মঞ্জুর করেন যারা কমপক্ষে দ্বিগুণ মূল্যে এই কারখানার তৈরী সিমেন্ট ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত হয়। কৃষিমন্ত্রী সরকারী কোষাগার থেকে মোটা অংকের অর্থ লোন নিয়ে বিদেশ থেকে ট্রাক্টর আমদানী করে কৃষকদের ওপর এই ফরমান জারী করেছেন যে, কৃষির উন্নতির জন্য সেকেলে হালের পরিবর্তে চাষের কাজে ট্রাক্টর ব্যবহার করতে হবে।

সরকার তাদেরকে ভাড়ায় ট্রাক্টর সরবরাহ করল। ভাড়ার পরিমাণ এমনভাবে ধার্য করা হল, যাতে ফসল তোলার পর কৃষকের ঘরে এক কানাকড়িও যেতে না পারে। অর্থমন্ত্রী তার ব্যক্তিগত কিছু অর্থ সরকারী তহবিলে প্রবেশ করানোর বিনিময়ে জনসাধারণের কাছ থেকে সকল প্রকার পাওনা আদায়ের ঠিকাদারী নিয়ে নিল। মোটামুটিভাবে ধনাগারে অর্থাগমনের সকল উৎস মন্ত্রী প্রবরদের হস্তগত হয়ে গেল।

বাদশাহ আলামপনা কোন না কোন ছুতায় প্রতিমাসে মন্ত্রীপরিষদে রদবদল করতেন। এক মন্ত্রীকে অপরাধী বানিয়ে অপসারণ করে তারচে জঘন্য লোককে ক্যাবিনেটে অন্তর্ভুক্ত করা হতো। যেহেতু অব্যাহতি প্রাপ্ত মন্ত্রী জনগণের সামনে

যেতে পারতেন না, তাই তাকে জাতীয় সংসদের মেম্বার রাখা হতো। আমি একাত্তর জন মন্ত্রীর রদবদল দেখেছি এবং এখনো এই ধারা বন্ধ হয়নি। একইভাবে মহিলা মন্ত্রীদের সংখ্যাও ত্রিশ পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

যদি মহামান্য সম্রাট মন্ত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধির এ আগ্রহ অব্যাহত রাখেন তাহলে এক সময় সমস্ত মন্ত্রীদের গিন্নীরা কেবিনেটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। এমনকি তাদের সংখ্যা জাতীয় সংসদ সদস্যাদের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়ে গেলেও আমি অবাক হবো না।

মন্ত্রীদের এই বিরাট বাহিনীর জন্য বিভাগ উদ্ভাবন করা ছিল মি. সুশীলং-এর জন্য এক জটিল বিষয়। কিন্তু বাদশাহ আলামপনা এই সমস্যারও সমাধান করে দিলেন। প্রত্যেক বিভাগের একজন মন্ত্রী থাকবেন মূল দায়িত্বে। এরপর থাকবেন উপমন্ত্রী। তারপর থাকবেন প্রতিমন্ত্রী। দরকার মনে করলে সরকার অতিরিক্ত-প্রতিমন্ত্রীও নিয়োগ করতে পারবেন। তবে সর্বস্তরের মন্ত্রীদের মূল বেতন কাঠামো হবে সমান। কিন্তু উপরি কামাই-এর সুযোগ সিনিয়র মন্ত্রীদের থেকে ক্রমান্বয়ে নীচে নামবে।

৪

কোন কোন মন্ত্রী ছিলেন এমন, যাদের ব্যক্তিগত আয়ের উৎস ছিল অন্যান্য সাথীদের তুলনায় সীমিত। এজন্য তারা ছিল অত্যন্ত মনক্ষুণ্ন ও ক্ষুব্ধ। যেমন শিক্ষামন্ত্রী সকল স্কুল-কলেজের জন্য পাঠ্য পুস্তক ছাপানো এবং বিক্রয় করা সত্ত্বেও তিনি খাদ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী কিংবা পূর্তমন্ত্রীর তুলনায় অভাবগ্রস্থ। তাই তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেন। প্রধানমন্ত্রী তার কেবিনেটে ফাটল ধরার আশংকায় বিষয়টি মীমাংসার জন্য কিং সায়মনের শরণাপন্ন হন। মহামান্য বাদশাহ চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত দেন, শিক্ষামন্ত্রীর জীবন-যাপনের মান উন্নত করার লক্ষ্যে আমি তাকে নির্মাণ মন্ত্রীর অফুরন্ত আমদানীর কিছু অংশ দিতে চাই। তাই আগামীতে সমস্ত স্কুল-কলেজের নির্মাণ অথবা সংস্কারের যে কাজ নির্মাণ বিভাগের তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে তার সকল প্রকার ঠিকাদারী শিক্ষামন্ত্রীকে দেয়া হবে।

একই নিয়মে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আপত্তি উথাপন করেন যে, স্বাস্থ্য ও খাদ্য অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। অথচ ঔষুধের কারখানা থেকে আমার আমদানী খাদ্যমন্ত্রীর আমদানীর দশ ভাগের এক ভাগের সমানও নয়। মহামান্য সম্রাট তার মানসিক যাতনা উপলব্ধি করে জনসাধারণকে এক সরকারী ফরমান দ্বারা জানিয়ে দেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনগণের হজমী শক্তি বৃদ্ধির উন্নতমানের বিশেষ ট্যাবলেট তৈরী করেছেন। সরকারী ডিপোগুলো থেকে রেশনের সাথে লোকজনকে প্রত্যেক মাসে ঐ ট্যাবলেট-এর প্যাকেট অবশ্যই কিনে নিতে হবে।

জাতীয় সংসদের সদস্যরা প্রথম দিকে মন্ত্রীদের নির্বাচনের ব্যাপারে ছিলেন নির্লিপ্ত। কিন্তু তারা লক্ষ্য করলেন, দেশের সমস্ত সম্পদ নির্বিঘ্নে চোর ও ডাকাতদের হাতে গিয়ে কুক্ষিগত হচ্ছে। প্রথম প্রথম তারা এই লুটপাটকে ঘৃণার চোখে দেখলেও ধীরে ধীরে মন্ত্রীদের তুলনায় নিজেদের দৈন্য ও দারিদ্রকে কষ্টদায়ক মনে হতে লাগল তাদের। একদিন তারা সবাই মহামান্য বাদশার দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রথমে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার ফিরিস্তি বর্ণনা করল। তারপর আস্তে আস্তে তাদের কষ্ট ক্লেশের বিবরণ তুলে ধরল। এরপর যখন মন্ত্রীদের সমালোচনা শুরু হল তখন বাদশাহ আলামপনা হাত উঠিয়ে তাদেরকে থামিয়ে দিলেন। জাতীয় সংসদের সদস্যরা এতে দারুণভাবে ভীত হয়ে পড়লেন। প্রত্যেকেই ভাবলেন, মহামান্য সম্রাট অসন্তুষ্ট হয়ে যদি বাদশাহীর প্রার্থী তালিকা থেকে তার নাম বাদ দিয়ে দেয় তাহলে তা হবে নিজেরই বোকামীর ফল।

বাদশাহ আলামপনা বললেন, আপনাদের কষ্টকর অবস্থার বর্ণনা শুনে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। অথচ এটা আমার জানাই ছিল না যে, এ অযোগ্য মন্ত্রীপরিষদ, যাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্বই ছিল এ দেশের সম্পদের ইনসাফ ভিত্তিক সুষম বন্টন নিশ্চিত করা, আপনাদের ব্যাপারে এত বেশী দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে। জনসাধারণের সমস্যাটি হয়ত তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করা যাবে না, কিন্তু আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, ভবিষ্যতে আপনাদের আর কোন অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। আগামীকালের মধ্যে আপনাদের প্রত্যেকে সংবাদ পেয়ে যাবেন, এই প্রেক্ষিত আমি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

পরদিন আমি আমার বন্ধু গাওলির কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, মহামান্য সম্রাট তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। জাতীয় সংসদের সদস্যদেরকে মন্ত্রীবর্গের অবৈধ আমদানীতে ভাগীদার বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কাউকে শিল্পমন্ত্রীর

কারখানায় উৎপাদিত বস্ত্রের ডিপো লুট করে নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। কাউকে নির্মাণমন্ত্রী এ আশ্বাস দিয়েছেন যে, সে সদস্যের ইটের ভাটার সকল ইট নির্মাণ বিভাগ শতকরা একশ ভাগ মুনাফা দিয়ে ক্রয় করবে। কাউকে বিলাস সামগ্রী আমদানীর লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। এরপরও যারা বাদ রয়ে গেছেন তাদেরকে হাট-বাজারের ইজারাদার করা হয়েছে।

আমি পুলকিত হয়ে বললাম, বেচারারা এ থেকে কতই বা কামাতে পারবে? তাছাড়া এ কারবারও তো খুব নীচু মানের?

ঃ তুমি কিছুই জানা না। গাওলি এর জবাবে বলল, এটা খুবই লাভজনক প্রমাণিত হবে। বাজারে কেনা বেচা উভয় কাজের জন্য এবার ট্যাক্স ধার্য করা হবে। এতদিন ব্যবসায়ীরাই শুধু ট্যাক্স দিত এখন ক্রেতাদেরও ট্যাক্স দিতে হবে।

আমি বলে উঠলাম, তাহলে জনসাধারণের অবস্থা কি দাঁড়াবে?

গাওলি রাগতস্বরে উত্তর দিল, জনগণ সম্পর্কে আমি তখন চিন্তা করব যখন আমার হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা এসে যাবে। এখন আমি ভাবছি ঐ সকল মন্ত্রীদের নিয়ে, যারা গতকাল পর্যন্ত অনাহারে অর্ধাহারে ধুকে ধুকে মরছিল অথচ আজ দেশের সমস্ত সম্পদ কুক্ষিগত করে বসে আছে। আল্লার শপথ! এ উপদ্বীপের কোন বাদশাহও এমন আরাম আয়েশের মুখ কখনো দেখেনি, যা এখন মন্ত্রীরা তাদের হাতে পেয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে, কিং সায়মনও তাদের মত আরাম আয়েশ পাননি?

তিনি বললেন, কিং সায়মনের কথা আলাদা।

আমি বললাম, যদি আপনি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আমি শুনেছি, মহামান্য বাদশাহ নিজেও মন্ত্রীদের অবৈধ আমদানীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বখরা পান।

তিনি জবাবে বললেন, বাদশাহ আলামপনা কোন বখরা নেন না, তবে মন্ত্রীদের সাথে তিনি জুয়া খেলে থাকেন। আর তাকে খুশী করার জন্য প্রত্যেক মন্ত্রী সে খেলায় যত বেশী পরিমাণ সম্ভব হেরে যাওয়ার চেষ্টা করে।

ঃ কিং সায়মন এত টাকা দিয়ে কি করেন?

ঃ কিছু করেন না। তবে আমার মনে হয়, যখন জাতির সমস্ত ধন-সম্পদ তার হাতে এসে যাবে তখন তিনি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সংস্কার করার কাজ

শুরু করবেন।

আমার আরেক প্রশ্নের জবাবে মি. গাওলি স্বীকার করেন, এমন কিছু সদস্য এখনও আছেন যারা দেশের অর্থনৈতিক লুটপাটে অংশ নিতে অস্বীকার করেছেন। তবে ঐ মেম্বারদের সম্পর্কে গাওলির মতামত হল, তারা হয় খুবই সরলপ্রাণ, নয় বেকুব। আর তাদের সংখ্যাও এত কম যে, তারা কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। যেভাবে মন্ত্রীদের রোজগার দেখে আমাদের সুবুদ্ধি এসেছে সেভাবে কোনদিন আমাদেরকে সুখী ও সমৃদ্ধ দেখে এরাও তাদের সাবেক নির্বুদ্ধিতার জন্য হয়তো অনুতপ্ত হবে।

৫

কিং সায়মন ক্ষমতাসীন হয়েছেন আজ এগার মাস। আমার মনে হচ্ছে, শাদা উপদ্বীপের জনগণ এই এগার মাসে এগারোশো বছর পিছিয়ে পড়েছে। গত কয়েক মাস ধরে আমি এই উপদ্বীপের কারো মুখে হাসির লেশমাত্র দেখিনি। একটা সময় ছিল যখন জনসাধারণ সরকারের সাধারণ দোষ-ত্রুটির বিরুদ্ধেও প্রতিবাদের ঝড় তুলতো। শহরের পার্ক ও চৌরাস্তাগুলোতে একত্রিত হয়ে সরকারের ভাল মন্দ কাজের সমালোচনা করতো। প্রত্যেক ব্যক্তি তার বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী জাতীয় সমস্যাগুলোর সমাধানে অবদান রাখার চেষ্টা করতো।

আমি দেখেছি, একবার কালো উপদ্বীপের প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধের হুমকি দিয়েছিল, সাথে সাথে এই হুমকির বিরুদ্ধে শাদা উপদ্বীপের সর্বত্র প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। স্থানে স্থানে মিছিল বের করা হচ্ছিল। নিয়মিত সেনাবাহিনী ছাড়াও সারা দেশের চাষী, মজুর, জেলে, ডাক্তার, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সকলেই যুদ্ধের জন্য দলে দলে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, না জানি শাদা উপদ্বীপের জনগণ কালো উপদ্বীপের অধিবাসীদের আক্রমণের অপেক্ষা না করে নিজেরাই ওদের ওপর হামলা করে বসে।

কিন্তু এখন কিং সায়মনের এগার মাসের শাসনের পর এই লোকগুলোর আভ্যন্তরীণ কোন সমস্যা কিংবা ভিনদেশী কোন আশংকার প্রতি কোন প্রকার আগ্রহ উদ্দীপনা অবশিষ্ট নেই। এখন তাদের জন্য মহামান্য কিং সায়মনই দেশের সর্ববৃহৎ এবং সবচে জটিল সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। কোন গলিতে, কোন

বাজারে, কোন হোটেল কিংবা রেস্টুরেন্টে আমি যখনই দুজন লোককে কানাঘুষা করতে দেখি, তখনই আমার মনে হয়, তাদের কথোপকথনের বিষয়বস্তু কিং সায়মন ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রথম প্রথম কিছু লোকের মধ্যে এই সংশয় ছিল যে, কিং সায়মন হয়ত মংগলগ্রহের পরিবর্তে এই ভূ-পৃষ্ঠেরই কোন উন্নত দেশের অধিবাসী হবেন। এখন এই ব্যাপারে তাদের মধ্যে আর কোন সন্দেহ অবশিষ্ট নেই। এখন তারা মনে করে, এত বড় অভিশাপ মঙ্গলগ্রহ ছাড়া অন্য কোন জায়গা থেকে আপতিত হতে পারে না। যখন তাদের সামনে কিং সায়মনের প্রতিভা ও যোগ্যতার বিকাশ হয়নি তখন মংগলগ্রহের সাথে কোন কোন সরলপ্রাণ মানুষের বিশ্বাস ও ভালবাসা এমন ছিল যে, তারা তার পূজা করতেও প্রস্তুত ছিল। আর এখন তদের বিদ্বেষ ও ঘৃণার অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে, মংগলগ্রহের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও তারা অন্তরে ব্যথা অনুভত করে।

কিং সায়মন শাদা উপদ্বীপে তার শিকড় মজবুত করার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তা খুবই ফলপ্রসূ প্রমাণিত হচ্ছিল। অপরাধপ্রবণ মন্ত্রীদের মধ্যে কারো তার সামনে জোরে নিঃশ্বাস ফেলারও সাহস ছিল না। কারণ তারা জানে, কিং সায়মন যখনই ইচ্ছা করবেন তখনই তাদের পদ কেড়ে নিতে পারবেন। তারা এও জানে, কিং সায়মনের বিরাগভাজন হয়ে এই উপদ্বীপে তাদের বাস করা বা নিঃশ্বাস লওয়াও কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে যাবে।

জনগণ তাদেরকে নিকৃষ্টতম দুশমন মনে করে। তারপরও কিং সায়মন এই লোকদের সাবধান রাখার জন্য মন্ত্রীপরিষদে নিয়মিত কোন না কোন রদবদল করতেই থাকেন। আজ একজনের মন্ত্রীত্ব যায় তো কাল অন্য জনের। মহামান্য বাদশাহ কিং সায়মন জিন্দাবাদ, হিজ ম্যাজেস্টি কুইন ওয়ায়েট রোজ জিন্দাবাদ, মঙ্গলগ্রহ জিন্দাবাদ শ্লোগান দিতে দিতে নতুন মন্ত্রী এসে শপথবাক্য পাঠ করেন। যে মন্ত্রী তার আসন ছেড়ে আসেন তিনিও একই শ্লোগানে মুখরিত হতে চেষ্টা করেন। নতুন মন্ত্রী মনে করেন, কিং সায়মন তাকে ময়লার স্তূপ থেকে বের করে এনে একেবারে আকাশে পৌঁছে দিয়েছে। আর বিদায়ী মন্ত্রী ভাবে, মাত্র কয়েক মাসেই সে জনসাধারণের যে পরিমাণ রক্ত শুষে নিয়েছে তা তার পরবর্তী কয়েকটি বংশের জন্য যথেষ্ট হবে। তাই বাকী জীবন জনতার পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষার জন্য তার হিজ ম্যাজেস্টির সাহায্য সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে।

কিং সায়মন বরখাস্তকৃত মন্ত্রীদের এই অনুমতি দিয়েছিল যে, তারা তাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে ব্যক্তিগত দেহরক্ষী রাখতে পারবে। যদি কেউ বেশী সম্পদ জমা করে থাকে, তাহলে সে তার নিজের জন্য ছোটখাটো প্রাইভেট দুর্গও নির্মাণ করতে পারবে।

যদি কোন মন্ত্রী এমন অসুবিধার কথা বলতো যে, আমার আঠার পুরুষের সম্ভাব্য প্রয়োজনী অর্থ যোগাড় করার সুযোগ মিলেনি, তাহলে তাকে আমদানী-রপ্তানী কারবারের লাইসেন্স দিয়ে দেয়া হতো। সরকারী এক ফরমানে বলা হল, হুন্ডী ব্যবসা, বৈদেশিক বাণিজ্য, আমদানী-রপ্তানী, লুটপাট যেভাবেই হোক কোন অবস্থাতেই কারো আয়ের উৎস সম্পর্কে কখনো কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না যদি সে নিয়মিত সরকারী ট্যাক্স পরিশোধ করে। আর সরকারের ট্যাক্স নির্ধারিত হবে ব্যবসায়ী ও সরকারী অফিসারের পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে।

আমার মনে হয়, বরখাস্তকৃত মন্ত্রীরা যদি এমন সহায়তা লাভের সুযোগ নাও পেতো তবু জনগণের ভয়ে কিং সায়মনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়া তাদের কোন গত্যন্তর ছিল না। যেসব লোক এই লুটতরাজে অংশগ্রহণ করেছে তাদের মনে সর্বদা এই ভয় কাজ করছে যে, কোনদিন কিং সায়মন তাদের ছেড়ে চলে গেলে তাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে?

গতমাসে তিনি ঐ জেলখানা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন যেখানে কাচুমাচু বন্দী ছিলেন। তিনি কাচুমাচু ও তার সংগী সাথীদের পরদিন দুপুরে লাঞ্চের দাওয়াত দেন। সন্ধ্যার সময় রেডিও থেকে এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হল। তাতে বলা হল, কাচুমাচু ও তার সংগী-সাথীদের অবশিষ্ট কারাবাসের শাস্তি ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।

কিং সায়মন তার দুজন সাথীকে মন্ত্রীপরিষদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তা ছাড়া কালো উপদ্বীপের গুপ্তচরদেরও মুক্ত করে দেন।

কাচুমাচু সম্পর্কে আগে আমি বলেছিলাম, তাকে দেশের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তার মুক্তির পরদিন কালো উপদ্বীপের প্রধানমন্ত্রী এক বিশেষ বিবৃতি প্রচার করেন। বিবৃতিতে তিনি হিজ ম্যাজেস্টি কিং সায়মনের চিন্তা-চেতনা ও বুদ্ধি-বিবেচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এ শতাব্দীতে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জনগণ যদি কোন ভাল কাজ করে থাকে তবে তা হচ্ছে, তারা কিং সায়মনকে তাদের বাদশাহ

মনোনীত করেছেন। কিং সায়মনের বিচক্ষণতা ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভংগীর কারণে আমি বিশ্বাস করি, দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অধিবাসীরা বেশী দিন একে অন্য থেকে দূরে থাকবে না।

আমি কিং সায়মনকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমার সরকার কিং সায়মন এবং তার প্রজাসাধারণকে অকৃত্রিম বন্ধু মনে করে। সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন আমরা শাদা উপদ্বীপের জনগণকে আমাদের বন্ধুত্বের বাস্তব প্রমাণ দিতে পারবো। প্রতিবেশী দেশের মধ্যে বিরাজমান যে সকল সমস্যা আপোষ আলোচনায় মীমাংসা হতে পারে তার জন্য অস্ত্রধারণ করা নির্বুদ্ধিতা মাত্র। আমি শাদা উপদ্বীপের বন্ধুত্বের আশায় আমাদের সামরিক ব্যয় শতকরা দুভাগ কমিয়ে দিয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ ঘোষণায় মহামান্য কিং সায়মন তার দেশে আদৌ কোন সেনাবাহিনী রাখারও প্রয়োজন বোধ করবেন না।

মন্ত্রীপরিষদে কাচুমাচুর দুজন সংগীর অন্তর্ভূক্তি এবং কালো উপদ্বীপের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার পর জাতীয় সংসদের সদস্যরা চমকে উঠেন। কিন্তু তাদের বিরোধিতা ও প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র কানাঘুষা করা পর্যন্তই সীমিত থাকে। কেউ খোলাখুলিভাবে এর বিরুদ্ধাচরণের সাহস করেনি। তার কারণ এই ছিল না যে, কালো উপদ্বীপের সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণের ব্যাপারে তারা আশ্বস্ত হয়েছিল। আসল কারণ ছিল, মন্ত্রীদের সাথে লুটপাটে অংশ গ্রহণের পর এই লোকেরাও তাদের ভবিষ্যৎ জনগণের পরিবর্তে কিং সায়মনের সাথেই জুড়ে দিয়েছে। মন্ত্রীদের মতো তাদের উপরও মহামান্য বাদশাহ কড়া নজর রাখতেন।

যদি জাতীয় সংসদের কোন সদস্যের বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হতো তবে পরদিনই তিনি তার গোত্রের কোন অপদার্থ ও অথর্ব ব্যক্তিকে চা পানের দাওয়াত দিতেন, যাতে সে সদস্য বুঝতে পারে, সরকার তার কাজে সন্তুষ্ট নয়। যে ব্যক্তি এই ইশারা যথাসময়ে বুঝতে না পারতো, তার জাতীয় সংসদের সদস্য পদ তো যেতোই সেই সাথে গোত্রের সরদারী ও অন্যান্য সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ হতেও বঞ্চিত হতো।

আমার কাছে এটা সবসময় কৌতূকপ্রদ মনে হতো যে, হিজ ম্যাজেস্টি এত গুণকীর্তন লাভ করেও ভবিষ্যতের ব্যাপারে নিজেকে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ ভাবতে পারতেন না। তার মনে সবসময় এই ভয় কাজ করতো, জনসাধারণের সীমাহীন দারিদ্র ও জুলুম নিপীড়ন দেখে যদি কখনো কোন অপরাধপ্রবণ মন্ত্রীর বিবেক

জেগে উঠে তবে তা আতংকের কারণ হতে পারে। তাই বাদশাহ আলামপনা এবার তার কৃপা ও বন্ধুত্বের হাত এমন কিছু লোকের দিকে বাড়িয়ে দিলেন যাদের মধ্যে তখনো স্বদেশপ্রেম কিছুটা হলেও অটুট ছিল।

৬.

এক দিন ঘুম থেকে উঠে দেখি দরজার নিচ দিয়ে কারা যেন ঘরের ভেতর একটা লিফলেট ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। তাতে লেখা ছিল ঃ

প্রিয় দেশবাসী! কিং সায়মন ও তার অসাধু মন্ত্রীরা বিভিন্ন মুখরোচক শ্লোগান তুলে এদেশের নিরন্ন, অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত জনসাধারণকে প্রতিনিয়ত প্রতারিত করে চলেছে। দেশকে দুঃশাসনে আবদ্ধ করে এবার তারা আমাদের ধর্মীয় চেতনার ওপর আঘাত হানতে শুরু করেছে। তারা বলছে, ধর্ম একটি পবিত্র জিনিস– একে রাজনীতির মধ্যে টেনে আনা ঠিক নয়। তাদের এ কথায় মনে হচ্ছে, রাজনীতি একটি অতিশয় অপবিত্র জিনিস। এখানে সততার কোন বালাই নেই, ন্যায় ও সত্যের কোন স্থান নেই। ধর্ম ও রাজনীতির এ পৃথকীকরণের মধ্য দিয়ে তারা যে স্বার্থ হাসিল করতে চায় তার মর্মার্থ বড় ভয়াবহ। এর সার কথা হচ্ছে– একদিকে ধর্ম অন্যদিকে অধর্ম, একদিকে সত্য অন্যদিকে অসত্য, একদিকে ন্যায় অন্যদিকে অন্যায়, একদিকে কল্যাণ অন্যদিকে অকল্যাণ, একদিকে সততা অন্যদিকে অসততা, একদিকে বিচার অন্যদিকে অবিচার, একদিকে ইনসাফ অন্যদিকে বেইনসাফ, একদিকে হক অন্যদিকে নাহক, একদিকে সাধুতা অন্যদিকে অসাধুতা, একদিকে আচার অন্যদিকে অনাচার, একদিকে পবিত্রতা অন্যদিকে অপবিত্রতা। প্রতিটি বিষয়ের এ ধরনের দু'টি রূপের প্রথমটি ধর্মভিত্তিক দ্বিতীয়টি অধর্মভিত্তিক। বাস্তব ক্ষেত্রে যেহেতু দ্বিতীয়টিরই চর্চা করেন তাই তারা সর্বদা ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে ভয় পান।

ধর্ম বলে ওয়াদা করলে তা পালন করো, অধর্ম বলে ওয়াদা করলেই তা পালন করতে হবে এমন কোন কথা নেই। ধর্ম বলে প্রতারণা করা মহাপাপ, অধর্ম বলে প্রতারণাই সফলতার চাবিকাঠি। ধর্ম বলে শাসকরা জনগণের সেবক,

অধর্ম বলে যে যত বড় শোষক সে তত বড় শাসক। ধর্ম বলে শাসক জনগণের জানমালের রক্ষক, অধর্ম বলে জনগণের জানমাল শাসকের জন্য। ধর্ম বলে জুলুম করোনা, অধর্ম বলে প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য জুলুমের কোন বিকল্প নেই। ধর্ম বলে মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করো, অধর্ম বলে নিজের কল্যাণের জন্য মানবতাকে ব্যবহার করো। ধর্ম বলে সত্য পথে চলো, অধর্ম বলে নিজের কল্যাণের জন্য অসত্যের পথে চলতে কোন বাধা নেই। ধর্ম বলে সর্বদা ন্যায়ের স্বপক্ষে থাকবে, অধর্ম বলে ন্যায় অন্যায় গরীবের জন্য, শক্তিমানের কোন কাজই অন্যায় নয়। ধর্ম বলে পাপ করোনা, অধর্ম বলে রাজার কোন কাজেই পাপ হয়না। ধর্ম বলে অনাচার ও অবিচার করোনা, অধর্ম বলে অনাচার অবিচার না করলে তুমি তোমার ক্ষমতা ও শক্তি হারাবে। কিং সায়মন ও তার মন্ত্রীরা আজ এ অধর্মের রাজনীতি শুরু করেছেন। আর এ অধর্মের রাজনীতি আমাদেরকে সীমাহীন দুর্গতির মধ্যে ক্রমাগত নিমজ্জিত করে চলেছে।

তারা মানুষের মন ভুলানোর জন্য নানা রকম মুখরোচক শ্লোগান দিচ্ছে, প্রয়োজনে যে-কোন ধরনের ওয়াদা করছে, কিন্তু সে ওয়াদা তারা মনেও রাখে না এবং তা পালন করার কোন গরজও অনুভব করে না।

দেশপ্রেমিক জনগণকে প্রতিপক্ষ ধরে তাদের বিরুদ্ধে তারা নানা রকম মিথ্যা অভিযোগ তুলছে। সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকছে তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য।

দেশ থেকে তারা আইনের শাসন তুলে দিয়েছে। তাই নানা রকম অনাচার ও কুকর্ম করেও তারা শক্তি ও ক্ষমতার বলে আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকছে।

এসব মন্ত্রীরা নিত্য নতুন প্রতারণার কৌশল আবিষ্কার ও তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করছে এবং যে যত বেশী প্রতারিত করতে পারছে সে তত বড় রাজনীতিবিদ হিসাবে স্বীকৃতি ক্ষমতা লাভ করছে।

তরুন ও যুব সমাজকে তারা অপরাধের অন্ধগলিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অর্থ, অস্ত্র ও নেশার দ্রব্য দিয়ে তাদের লালন পালন করে তাদের দিয়ে সমাজে নিজের আধিপত্য বিস্তার করছে।

এসব মন্ত্রীরা প্রশাসনকে প্রভাবিত করে, প্রশাসনের কাঁধে জোয়াল রেখে

উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্র থেকে অর্থ আত্মসাৎ করছে। এভাবে জনগণের কোটি কোটি টাকা নিজের পকেটে পুরে জনগণকে সর্বস্বান্ত করছে।

জনগণ যাতে কখনোই তাদের সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াতে না পারে সে জন্য জনগণের উন্নতির সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়াকে তারা অপরিহার্য কর্তব্য বলে বিবেচনা করছে।

কিং সায়মন নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন এবং 'সায়মন ফান্ড' নামে একটা ফান্ড গড়ে তুলছেন। এ ফান্ডের উদ্দেশ্য হচ্ছে, নির্বাচনের সময় তারা দুহাত মেলে তা খরচ করবে এবং পণ্যের মত ভোট কিনবে। নির্বাচন শেষে জনগণের পয়সা মেরে সুদে আসলে তা আবার উসুল করে নেবে। রাজনীতি তাদের কাছে একটা ব্যবসা। নির্বাচনে ব্যয় করাকে তারা মনে করে ব্যবসায় পুঁজি খাটানো। তারা এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ সৃষ্টি করে চলেছে যারা রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই করে না। রাজনীতি-ব্যবসা করেই তারা ঘর-সংসার চালায়, এবং বেশ ভালই চালায়।

শঠতা, ভন্ডামী, জালিয়াতী হেন অপকর্ম নেই যাতে এসব রাজনীতিবিদরা জড়িত নেই। দেশের মাটি ও মানুষের চিন্তা করার অবসর নেই এদের।

প্রিয় দেশবাসী! আমাদের সকল দুর্গতি ও অকল্যাণের মূল কারণ দেশে এ অধর্মের রাজনীতির চর্চা। এরা আমাদের বৈষয়িক উন্নতির অন্তরায়, এরা আমাদের নৈতিক উন্নতির অন্তরায়, এরা আমাদের আত্মিক ও মানসিক উৎকর্ষের প্রতিবন্ধক। এসব অধর্মপন্থী রাজনীতিবিদগণকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে রাজনীতিতে সততা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে আমাদের দুর্ভাগ্যের রজনী কোন দিন শেষ হবেনা। দেশ ও জাতির কল্যাণের কথা যারা চিন্তা করেন, যারা মানবতার কল্যাণ ও মঙ্গল চান তাদের আজ প্রধান দায়িত্ব দেশ থেকে অধর্মের রাজনীতি নির্মূল করা। আসুন, অধর্মের রাজনীতি নির্মূলের দাবীতে সারা দেশে আন্দোলন গড়ে তুলি।

প্রথম বার্ষিকীর অনুষ্ঠান

জাপানী সাংবাদিক রিপোর্টের শেষাংশে কিং সায়মনের রাজত্বকালের প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের যে বিবরণ দিয়েছেন তা খুবই চিত্তাকর্ষক, আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য। শানকু মানকু তার প্রণীত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, আগামী মাসে কিং সায়মনের ক্ষমতারোহনের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী সুশীলং প্রস্তাব করেছেন, মঙ্গলগ্রহ থেকে মহামান্য বাদশার আগমনের দিনকে 'কিং সায়মন ডে' নামে অভিহিত করা হবে। আমাদের দুর্ভাগ্য, হিজ মাজেস্টি তিন বছরের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ করে আমাদের ছেড়ে পুনরায় মংগলগ্রহে চলে যাবেন। কিন্তু তার গৌরবোজ্জ্বল শাসনকাল আমাদের স্মৃতিতে সর্বদা জাগরুক থাকবে। আমার বিশ্বাস, আমরা এবং আমাদের ভাবী বংশধররা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ প্রতি বছর সাড়ম্বরে কিং সায়মন ডে পালন করবো। আমি জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তারা যেন বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কিং সায়মন ডে-র সকল কর্মকাণ্ড ও অনুষ্ঠানমালায় অংশ গ্রহণ করেন।

এই প্রসংগে আমি জনসাধারণকে এই খুশীর খবরও শোনাতে চাই যে, বাদশাহ নামদার এই অভিষেক-উপলক্ষে নিজের খরচে সর্বস্তরের প্রজাবৃন্দকে দুবেলা উন্নত খাবার সরবরাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। মন্ত্রীপরিষদের এক অধিবেশনে কিং সায়মন ডে-কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। জনসাধারণ যাতে যথাযোগ্য মর্যাদায় এ দিনের আনন্দ-উল্লাসে অংশ নিতে পারে সে জন্য এক সপ্তাহের জন্য খাদ্য পানীয়ের যাবতীয় সামগ্রীতে সকল প্রকার ভেজাল দেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। কিং সায়মন ডে-র অনুষ্ঠানমালা ও কর্মসূচী পোস্টার, সংবাদপত্র এবং রেডিওর মাধ্যমে প্রচার করা হবে। আশা করি, হিজ ম্যাজেস্টির প্রজাসাধারণ এই প্রোগ্রাম সফল করে তোলার সম্ভাব্য প্রচেষ্টায় ত্রুটি করবেন না।

আমি দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমার পত্রিকার

সম্পাদক ইতিমধ্যেই আমাকে দেশে ফেরার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। কিন্তু কিং সায়মন ডে-র অনুষ্ঠান দেখার আগ্রহে আমি সম্পাদক সমীপে দরখাস্ত পেশ করলাম, আমাকে আরও কয়েকদিন এখানে থাকার অনুমতি দেয়া হোক। সম্পাদক মহোদয় এ দরখাস্ত মঞ্জুর করায় আমার জীবনখাতায় আরো কিছু বিরল অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হল।

এবার আমি কিং সায়মন ডে-র অনুষ্ঠানের চাক্ষুস বিবরণ তুলে ধরছি।

সকাল সাতটায় হিজ ম্যাজেস্টিকে শাহী মহলে তার গার্ডবাহিনী গার্ডঅবঅনার প্রদান করল। এ উপলক্ষে সেই বর্ণাঢ্য ঘোড়ার গাড়ীটি বের করা হল যাতে উপদ্বীপের প্রয়াত শাসনকর্তা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আরোহণ করতেন। এই ঘোড়ার গাড়ীটি বয়ে নিয়ে যেতো এক ডজন শ্বেতশুভ্র ঘোড়া।

প্রধানমন্ত্রী তার মন্ত্রীবর্গ এবং জাতীয় সংসদের সদস্যদের পক্ষ থেকে আবেদন পেশ করলেন, যদি মহামান্য বাদশাহ অনুমতি দেন তাহলে ঘোড়ার পরিবর্তে আমরাই আপনার গাড়ী টেনে নিয়ে যাওয়ার গৌরব অর্জন করতে চাই। মহামান্য কিং সায়মন এই দরখাস্ত মঞ্জুর করলেন।

সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী যথাসময়ে গাড়ীতে এসে বসলেন। মন্ত্রীবর্গ, সংসদ সদস্য, মহিলামন্ত্রী ও সংসদ সদস্যা, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ গাড়ীর সামনের দিকে বেঁধে রাখা রেশমী রশি হাতে নিয়ে চার সারিতে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সকলের আগে। তিনি একটা রশির এক প্রান্ত তার কোমরে বেঁধে নিয়েছেন। গাড়ীর আগে পিছে ছিল অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী। সামনে ছিল প্রায় দেড়শ লোকের জাঁকজমকপূর্ণ এক পার্টি।

ঠিক সাতটা দশে মিছিল শাহীমহল থেকে যাত্রা করল। জনসাধারণকে বারবার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তারা যেন শাহী মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাহীমহলের দরজায় এসে সমবেত হন।

মিছিল যখন রাজপথ দিয়ে চলতে শুরু করল তখন রাস্তার পাশের বাড়ীর ছাদে সমবেত মহিলারা মিছিলের ওপর পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে থাকল। কিন্তু যখন এই মিছিল অভিজাত এলাকা পার হয়ে শহরের সড়ক ও বাজার এলাকায় প্রবেশ করল তখন সে এলাকাকে শ্মশান বলে মনে হচ্ছিল। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, যারা বাদশাহ ও বেগমের গাড়ীর সামনে ছিলেন, এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্যে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়লেন।

মিছিল যখন বড় বাজার পার হয়ে আবাসিক এলাকায় পড়ল, তখন দুদিকের বাড়ীর ছাদ থেকে ফুলের বদলে ডিম ও টমেটো এসে পড়তে লাগল। দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু ডিম ও টমেটো একেবারে বাদশাহ ও সম্রাজ্ঞীর গায়ে-মাথায় এসে পড়ল। বাদশাহ অবস্থা বেগতিক দেখে মখমলের যে গদিতে বসেছিলেন তাই মাথায় দিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। কিন্তু অন্যান্য লোকজন বিশেষ করে মন্ত্রীপরিষদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠল। অগত্যা তারা ছুটাছুটি শুরু করল এবং পালাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর পুলিশের হুইসেলে আশে-পাশের এলাকা প্রকম্পিত হয়ে পড়ল। ফলে ডিম ও টমেটোর বর্ষণ বন্ধ হল। মিছিলটি দ্রুত আর কোন দুর্ঘটনা ঘটার আগেই শাহী গোরস্থানে গিয়ে প্রবেশ করল। বাদশাহ ও বেগম গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন এবং আমীর ওমরারা নিজ নিজ রুমাল বের করে তাদের শরীরের ময়লা পরিষ্কার করতে লাগলেন। কিং সায়মন এবং সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ প্রয়াত বাদশাহ ও বেগমের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করলেন।

এরপর কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে পুলিশের পাহারায় হিজ ম্যাজেস্টি কিং সায়মন এবং সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ প্রাসাদে ফিরে এলেন। প্রধানমন্ত্রী সুশীলং মাথা নত করে অশ্রুভেজা চোখে আরজ করলেন, মহামান্য সম্রাট; শহরের লক্ষ লক্ষ লোক আপনার মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য অস্থির ছিল। তারা আপনাকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য তিনশ ফটক নির্মাণ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা ঘটল তাতে আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করছে। আমার সমস্ত মন্ত্রী ও জাতীয় সংসদ সদস্যরাও আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে চান। এ থেকে বেশী বেইজ্জতি আর অপদস্থ হওয়ার কি আছে?

যদি এই লোকেরা সারা উপদ্বীপের ডিম আর টমেটো আপনার এই অধম গোলামের ওপর ফেলতো তবে আমার তাতে কোন পরোয়া ছিল না। কিন্তু আপনার সাথে এমন অশালীন আচরণ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কালো উপদ্বীপের গোয়েন্দা ও গাদ্দারদের তৎপরতার ফলেই এমনটি ঘটেছে। তারাই রাতে আপনার প্রজাবৃন্দকে এভাবে উত্তেজিত করেছে এবং ওই সব বাড়ীতে অবস্থান নিয়ে এ জঘন্য ঘটনা ঘটিয়েছে।

অন্যান্য মন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর সুরে সুর মিলাল। তারা বলতে লাগল, জাহাঁপনা! প্রধানমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন। এই ষড়যন্ত্রে

নিঃসন্দেহে কালো উপদ্বীপের সরকারের হাত রয়েছে।

এসব কথা শুনে প্রফেসর কাচুমাচুর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি বলতে লাগলেন, জাহাঁপনা! এরা সবাই বাজে বকছে। কালো উপদ্বীপের অধিবাসী ও সরকার সকলেই আপনাকে তাদের অকৃত্রিম বন্ধু মনে করেন। আমি আজ সকালেও কালো উপদ্বীপের প্রধানমন্ত্রীর রেডিও ভাষণ শুনেছি। তিনি আপনার আগমন বার্ষিকী উপলক্ষে আপনাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন।

একটু আগে তার পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তাও আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে। তিনি তাতে প্রার্থনা করেছেন, আপনি যেনো আরো এক হাজার বছর জীবিত থাকেন। তিনি আরো বলেছেন, অতীতের তিক্ততার কারণে শাদা উপদ্বীপের জনসাধারণ আমাকে কিভাবে গ্রহণ করবে জানি না। নইলে আমি স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে আপনাকে শুভেচ্ছা জানাতাম এবং এই মহান দিবসটি উদযাপনের বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতাম। কাচুমাচু আরো বললেন, এসব অপরাধের সমুদয় দায়দায়িত্ব ঐসব লোকদের বহন করতে হবে, যারা জনসাধারণের অভ্যস্ত খাদ্যাভ্যাসের তোয়াক্কা না করে তাদেরকে ভেজালহীন বিশেষ রেশন সরবরাহ করার ভুল পদক্ষেপ নিয়েছিল।

কিং সায়মন তাকালেন প্রধানমন্ত্রীর দিকে। তিনি আমতা আমতা করে বললেন, আলমপনা! এ নির্দেশ তো আপনিই দিয়েছিলেন!

কাচুমাচু বলে উঠলেন, কিন্তু হিজ ম্যাজেস্টিতো কেবলমাত্র আজকের জন্যই এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ আপনারা তিনদিন আগে থেকেই এ কাজ শুরু করে দিয়েছেন। আর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখনো আরও চারদিন জনগণ তা পাবে। আজকের অবস্থা দেখার পর আমার মনে হচ্ছে, সাতদিন একাধারে ভেজালহীন খাওয়া পেলে এই লোকেরা শাহীমহলের ওপরও চড়াও হতে ইতস্তত করবে না।

প্রধানমন্ত্রী লা-জওয়াব হয়ে তার সংগীদের দিকে তাকাতে লাগল। তারপর বাদশাহ বাহাদুরের প্রতি লক্ষ্য করে বলল, ইউর ম্যাজেস্টি, যদি আমার আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে আপনার কোন সন্দেহ থাকে তাহলে আমি প্রতিটি ডিম ও টমেটোর পরিবর্তে ডজন ডজন জুতোর ঘা খেতেও প্রস্তুত।

কিং সায়মন বললেন, তোমার বিশ্বস্ততার পরীক্ষা পরেও নেয়া যাবে। এখন আমি চাচ্ছি, বিশুদ্ধ রেশন বন্টন এখুনি বন্ধ করে দেয়া হোক।

সুশীলং বলল, মহারাজ, আপনার নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকরী করা হবে।

কিং সায়মনের অবশিষ্ট সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শাহী মহলের ভিতরেই সম্পন্ন হল। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি ছাড়া আর কোন বিদেশী সাংবাদিক সেখানে উপস্থিত ছিল না। কর্মসূচী মোতাবেক শাহী বাগিচায় এক প্রশস্ত শামিয়ানার নীচে নাচগানের আসর শুরু হল। নাচগানের এই প্রোগ্রাম অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তৈরী করা হয়েছিল। কিন্তু বাদশাহ ও বেগমের এই আকর্ষণীয় নাচগান উপভোগের কোন মুড ছিল না। তারা ডিম ও টমেটোর দাগযুক্ত পোশাক বদলে ফেললেও মন থেকে বাজারের ঘটনাবলী তাড়াতে পারছিল না।

এই আসরে আমি কয়েকজন ইউরোপীয়ানকে দেখতে পেলাম। গত এক বছর ধরে শাদা উপদ্বীপে কোন পাশ্চাত্য দেশের পর্যটক ও পরিব্রাজকের প্রবেশ ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনকি প্লেনের ট্রানজিট রুটে যারা কিছু সময়ের জন্য শাদা উপদ্বীপের এয়ারপোর্টে নামতেন তাদেরও শহরে ঢুকার অনুমতি দেয়া হতো না।

আমি কৌতূহলবশতঃ সম্বর্ধনা মন্ত্রীর কাছে এই শ্বেতাংগ মেহমানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এই লোকেরা হিজ ম্যাজেস্টির স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য এসেছেন। এদের একজন জার্মানীর, একজন রাশিয়ার আর দুজন ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত চিকিৎসক। নীল নয়না সোনালী চুলের তরুণী ফ্রান্সের একজন নার্স। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই ডাক্তাররা মহামান্য বাদশার মেডিক্যাল চেকআপ করার পর বলবেন, পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ুর কি প্রভাব তার শারীরিক ও মানসিক শক্তির ওপর পড়েছে। আমি বললাম, আমার তো হিজ ম্যাজেস্টিকে আগের তুলনায় বেশ স্বাস্থ্যবান মনে হচ্ছে।

সম্বর্ধনা মন্ত্রী এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে আমার কানে কানে বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু সম্রাজ্ঞী মনে করছিলেন, ভু-পৃষ্ঠের আবহাওয়ায় অধিক কাজকর্ম করার ফলে জাঁহাপনার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। বর্ষপূর্তির সংবর্ধনা শেষ হলে হিজ ম্যাজেস্টিকে এই ডাক্তাররা চেক করবেন।

আমি সম্বর্ধনা মন্ত্রীকে অন্য দুজন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি জবাব দিলেন, এরা আমেরিকান বিজ্ঞানী। এই বিজ্ঞানীরা বাদশাহ আলামপনার জন্য তাদের সরকারের পক্ষ থেকে একটা দূরবীণ নিয়ে এসেছেন। আজ রাতে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে হিজ ম্যাজেস্টি এই দূরবীণের সাহায্যে তার প্রিয় মাতৃভূমি মঙ্গলগ্রহ পর্যবেক্ষণ করবেন।

৩

শাহী মহলে সমবেত মেহমানদের সাথে দুপুরের খানা খাওয়ার পর হিজ ম্যাজেস্টি ও ফার্স্টলেডি কয়েক ঘন্টা আরাম করার জন্য তাদের শয়ন কক্ষে চলে গেলেন। বিকেল চারটার সময় আবার তাদের আসর জমে উঠল। হিজ ম্যাজেস্টি সম্মানিত মেহমানগণকে বিভিন্ন বক্তব্য দ্বারা ধন্য করলেন। তাদের মধ্যে স্মাগলিং ও স্টকিং-এর পারমিট এবং আমদানী-রপ্তানীর লাইসেন্স বিতরণ করলেন। তারপর সম্রাজ্ঞী, সম্রাট এবং তাদের মেহমানরা প্রশস্ত শামিয়ানার নীচে সমবেত হয়ে আতশবাজি দেখতে লাগলেন।

সন্ধ্যায় জাপানী বোমা পোড়ানো ও পটকা ফুটানোর দল তাদের চমৎকার কৃতিত্ব প্রদর্শন করল। ইতিমধ্যে হিজ ম্যাজেস্টির মুডের পরিবর্তন হয়েছিল এবং তিনি তার ইউরোপীয়ান মেহমানদের সাথে, বিশেষ করে নীল নয়না সোনালী চুলের সেই ফ্রান্সের তরুণী নার্সের সাথে হেসে হেসে কথা বলছিলেন। কিন্তু বোমাবাজির সময় এক অদ্ভুত দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনা যেমন ছিল অপ্রত্যাশিত ও অনভিপ্রেত তেমনি ছিল আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক।

জাপানী আতশবাজি বাতাসে বড় রকমের তরংগ তুলে আগুনের লেলিহান শিখা ছুঁড়তে ছুঁড়তে শূন্যে উড়ে গেল। এরপর তার বেলুন ফেটে যাওয়ার ভয়ংকর বিস্ফোরণ শোনা গেল এবং টুকরো টুকরো হয়ে সেগুলি মহাশূন্যে বিভিন্ন রং-বেরংয়ের আলো বিচ্ছুরিত করতে করতে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। এরপর সেগুলো নিভে না গিয়ে জ্বলন্ত অবস্থায়ই মাটির দিকে ফিরে আসতে লাগল। একটু পর সেগুলো ভূ-পৃষ্ঠের এখানে-ওখানে পড়তে লাগল।

একটি আগুনের গোলা মেহমানদের একেবারে পাশে এসে পড়ল এবং শত শত টুকরো হয়ে চারদিকে ছুটে গেল। মেহমানরা আত্মরক্ষা করার জন্য দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালাতে চাইল। দৌড়াদৌড়ি ও ধাক্কাধাক্কিতে মহা হুলুস্থুল কান্ড ঘটে গেল। কে যে কার গায়ের ওপর পড়ল আর কে কার পায়ের নীচে, সেটা দেখার মত অবস্থা রইল না কারো। বাজিকর লাউড স্পীকারের সাহায্যে জোরে জোরে বলতে লাগল, সম্মানিত মেহমানগণ! আপনারা নিশ্চিন্তে বসে থাকুন। এগুলো অগ্নিস্ফুলিংগ নয়, মোটেই ক্ষতিকর কিছু নয়। এগুলো কেমিক্যালের সংমিশ্রণে তৈরী কিছু উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা মাত্র।

এদিকে কিং সায়মন বাতাসে বিস্ফোরণের বিকট শব্দ শুনেই বিচলিত হয়ে

উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তার পরিহিত জরির পোশাকে অগ্নি বৃষ্টি হতে দেখে তিনি তীব্র গতিতে দৌড়ে চেয়ার ডিংগিয়ে একটি গাছের উপর গিয়ে উঠে পড়লেন। বাজিকরের কথায় এবং আগুন হাতে পায়ে লাগার পরও কারো কোন ক্ষতি হচ্ছেনা দেখে পরিস্থিতি আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল। পালিয়ে যাওয়া মেহমানরা আবার ফিরে এসে জড়ো হতে লাগল।

হিজ ম্যাজেস্টি কিং সায়মন তখনো গাছের একটা ডাল শক্ত করে আকড়ে ধরে কাঁপছিলেন। উপস্থিত সকলেই তাকে এ অবস্থায় দেখে আনন্দে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। সভাসদরা একে বাদশার প্রাণ-চাঞ্চল্য ও কর্মতৎপরতা বলে ব্যাখ্যা করলেন। দুষ্টমতি কয়েকজন মজা দেখার লোভে বাজিকরকে আরো কয়েকটি পটকা ফাটানোর জন্য চেপে ধরল। তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে বাজিকররা আরও কয়েকটি আলোর গোলক শূন্যে ছুঁড়ে মারল। সাথে সাথে উজ্জ্বল আলোতে ভরে গেল সারা আকাশ।

কিং সায়মন প্রাণপণ শক্তিতে গাছের ডাল আকড়ে ধরে ভীষণভাবে কাঁপতে লাগলেন। বাজিকররা মজা পেয়ে আরো আলোর গোলক নিক্ষেপ করতে লাগল আর কৌতূহলী দর্শকরা কিং সায়মনের অবস্থা দেখে হা হা করে হাসতে লাগল। হিজ ম্যাজেস্টি কয়েক সেকেন্ড দাঁত বের করে বাজিকরদের দিকে তাকালেন, তারপর বানরের মত দ্রুত গাছের চূড়ার দিকে উঠতে লাগলেন। সম্রাজ্ঞী রোজ বিচলিত হয়ে আসন ছেড়ে উঠে মাইক্রোফোনের কাছে গিয়ে উচ্চস্বরে বলে উঠেন, এটা মঙ্গলগ্রহের একটা খেলা। হিজ ম্যাজেস্টি দেখতে চান, তোমাদের মধ্যে কেউ তাকে ধরতে পারো কি না।

এই ঘোষণায় মন্ত্রীবর্গ ও জাতীয় সংসদ সদস্যরা হিজ ম্যাজেস্টিকে ছোঁয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগল। তারা কোন পরিণাম চিন্তা না করে দিক-বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে সংশ্লিষ্ট গাছের দিকে দ্রুত ছুটে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে পুলিশ বাহিনী মুহূর্তের মধ্যে সার্চ লাইটের ব্যবস্থা করল। গাছের উপর ভাগ্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অধিকাংশই ছিলেন বয়স্ক লোক। তারা গাছে চড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে নিরাশ হয়ে পড়লেন। কয়েকজন অনেক কসরৎ করে বিশ পঁচিশ ফুট পর্যন্ত উঠে হাপিয়ে পড়লেন। কিন্তু তারপর আর অগ্রসর হওয়ার উদ্যম ও সাহস পেলেন না।

প্রধানমন্ত্রী সুশীলং তখনো বিস্ময়বিমূঢ় ভাবে গাছের একটি ডাল ধরে ঠায়

দাঁড়িয়ে ছিলেন। সমস্যা সমাধানের উপায় চিন্তা করে তিনি ফায়ার ব্রিগেডকে ডাকলেন। মুহূর্তে দমকল বাহিনীর কর্মীরা গাছের চূড়া পর্যন্ত লম্বা একটা সিঁড়ি দাঁড় করিয়ে দিল। আর যায় কোথায়: সাথে সাথে সকল মন্ত্রী মহোদয় ও জাতীয় সংসদের সদস্যরা একযোগে সিঁড়ি বেয়ে উঠার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলল, হিজ ম্যাজেস্টিকে ধরার অধিক হকদার কে?

সম্রাজ্ঞী বললেন, এ অধিকার তো প্রধানমন্ত্রীরই হওয়া উচিত।

এ কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী ইতস্ততঃ করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন। যখন তিনি চূড়ার প্রায় কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলেন তখন নীচ থেকে মোবারকবাদ, মোবারকবাদ ধ্বনি উঠতে লাগল। হঠাৎ প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে এক বিকট চিৎকার বেরিয়ে এল এবং তিনি তীব্র গতিতে নীচে ছিটকে পড়লেন। লোকেরা চেচিয়ে উঠল, কি হলো?

প্রধানমন্ত্রী হাত দিয়ে কান চেপে ধরে উঠে বসতে বসতে বললেন, হিজ ম্যাজেস্টি ফেলে দিয়েছেন।

আমরা প্রধানমন্ত্রীর চারপাশে ভীড় করে দাঁড়ালাম। ব্যথায় বিবর্ণ হয়ে গেছে তার চেহারা। গালে আঁচড়ের দাগ। কান থেকে তাজা রক্ত ঝরছে। সম্রাজ্ঞী রোজ সামনে এগিয়ে এলে প্রধানমন্ত্রী তার আহত কান ও গাল মুছে নিয়ে বিনয়ের সাথে বলল, ইউর ম্যাজেস্টি! আপনি উপরে যেতে চেষ্টা করবেন না। বাদশাহ আলামপনা মঙ্গলগ্রহের এই খেলায় তার দাঁত ও নখ সমানে ব্যবহার করছেন। অতএব তাঁকে ধরার জন্য কোন শক্তিশালী লোককে পাঠাতে হবে।

এ কথা শুনে জাতীয় সংসদের তিনজন তরুণ সদস্য ঝড়ের বেগে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল। সম্রাজ্ঞী রোজসহ বাকীরা দম বন্ধ করে অপলক চোখে চূড়ার দিকে তাকিয়ে থাকল। কিছুক্ষণ পর উপর থেকে ভেসে এলো কারো চিৎকার, ইউর ম্যাজেস্টি! আমার নাক ছেড়ে দিন! দোহাই আল্লাহর, আমার কানের ওপর এত জোরে আঘাত করবেন না। শোনা গেল আরেকজনের গলা, হুজুর, এই নিন, আমার হাত ধরুন।

ঃ এই, আল্লার ওয়াস্তে এক দিকে সরে দাঁড়াও এবং আমাকে নামতে দাও।

ঃ এই, কি করছো, সরো, সরো। তুমিতো আমার কাঁধে পা দিয়ে রেখেছো।

একটু পর তারা তিনজনই নীচে নেমে এসে একের পর এক ফাস্টলেডিকে তাদের শরীরের ক্ষতচিহ্ন দেখাল। একজনের গলার কাছাকাছি থাবা লেগেছিল।

দ্বিতীয়জনের নাকে আঘাত লেগেছিল আর তৃতীয়জনের জামা ছিল ক্ষতবিক্ষত। সে তার বুকের ওপর আঁচড়ের দাগ দেখাল।

ইউরোপীয় ডাক্তাররা পরস্পর সলাপরামর্শ শুরু করল। ফার্স্টলেডি বললেন, আমার মনে হচ্ছে হিজ ম্যাজেস্টি আমার পরীক্ষা নিতে চাচ্ছেন।

তিনি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন কিন্তু কয়েক মিনিট পরই চিৎকার দিতে দিতে নীচে নেমে এলেন। তার মাথার চুল অবিন্যস্ত, মুখে কয়েকটি থাবার দাগ সুস্পষ্ট। বাহু থেকে রক্ত ঝরছে।

জার্মানীর ডাক্তার সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন, ফার্স্টলেডী! মঙ্গলগ্রহের এই খেলার রহস্য কিন্তু আমার বুঝে আসছে না।

সম্রাজ্ঞী রাগত স্বরে বললেন, যদি বুঝে না আসে তাহলে একটু উপরে উঠে গিয়ে দেখে আসুন। আল্লাহর ওয়াস্তে সত্বর তার চিকিৎসার কোন সুব্যবস্থা করুন। পৃথিবীর আবহাওয়া তার পেশীর ওপর খুবই খারাপ প্রভাব ফেলেছে। কখনো কখনো তিনি কাউকেই চিনতে পারেন না। আবার কখনো সামান্য শোরগোলও তার মতিভ্রম ঘটিয়ে দেয়।

ডাক্তার বললেন, আপনি এর আগে কখনো তাকে গাছে উঠতে দেখেছেন?

কখনো না। অবশ্য কখনো কখনো কামরায় আংটার সাথে ঝুলে ব্যায়াম করে থাকেন। এছাড়া আমি তাকে গালিচার উপর ডিগবাজি খেতেও দেখেছি।

ডাক্তার বিচলিত হয়ে বলতে লাগলেন, এই বয়সেও হিজ ম্যাজেস্টি এমন প্রাণবন্ত ও কর্মতৎপর ভাবতে সত্যি অবাক লাগে।

যখন ডাক্তাররা সম্রাজ্ঞী, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য আহতদের জখমে ওষুধ লাগাচ্ছিলেন তখন ইংরেজ ডাক্তার সম্রাজ্ঞীকে প্রশ্ন করলেন, হিজ ম্যাজেস্টি এর আগে কখনো আপনাকে কোন আঘাত করেছেন?

ঃ হ্যাঁ, একবার তিনি আমার কনিষ্ঠ আংগুল কামড়ে ধরেছিলেন।

ইংরেজ ডাক্তার বললেন, আমার পরামর্শ শুনুন, বাজি ফোটানোর এই খেলা বন্ধ করুন। নইলে হিজ ম্যাজেস্টি গাছ থেকে নীচে নেমে আসার কোন চেষ্টা করবেন না।

সম্রাজ্ঞী রোজের নির্দেশে বাজি ফোটানো বন্ধ করে দেয়া হল। তার প্রায় দশ মিনিট পর হিজ ম্যাজেস্টি সিঁড়ির সাহায্যে আস্তে আস্তে নীচে নেমে এলেন।

৪

বাদশাহ নীচে অবতরণ করতে না করতেই সম্রাজ্ঞী আনন্দ-উল্লাসের এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। সমবেত মেহমানরা হিজ ম্যাজেস্টি কিং সায়মন জিন্দাবাদ শ্লোগান দিতে দিতে সেখানে থেকে চলে গেল।

আমি কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিং সায়মনের চেহারা তখনো সীমাতিরিক্ত নীলচে দেখাচ্ছিল এবং চোখ থেকে হিংস্রতা ঝরে পড়ছিল। ইংরেজ ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে কিং সায়মনের নাড়ী দেখার চেষ্টা করলেন; কিন্তু তিনি হাত ঝাড়া মেরে ডাক্তারকে সরিয়ে দিলেন।

সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ বলতে লাগলেন, হিজ ম্যাজেস্টির মেজাজ খুব খারাপ। আপনারা ভিতরে নিয়ে গিয়ে তার চেক আপ করুন।

সম্রাজ্ঞী সামনে অগ্রসর হয়ে কিং সায়মনের হাত ধরলেন। এবার তিনি কোন রকম উচ্চ বাচ্য না করে সুবোধ বালকের মত তার সাথে নিজের শয়ন কক্ষের দিকে যেতে লাগলেন। ডাক্তাররা তাদের অনুসরণ করল। আমি আর অপেক্ষা না করে আমার হোটেলের দিকে রওয়ানা দিলাম।

শহরের অলি-গলি ও হাট-বাজারে পুলিশের লোক, মন্ত্রীবর্গ এবং জাতীয় সংসদের সদস্যরা মোমবাতি জ্বালাচ্ছিল। কিন্তু কিং সায়মন ডে বয়কটকারী জনসাধারণ তাদের ঘরেই বসে থাকল।

আমি আমার কামরায় পৌঁছে রেডিও খোললাম। শোনলাম, সায়মন-ডের অনুষ্ঠানমালার ওপর একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ প্রচার করা হচ্ছে। আমার কাছে প্রচারিত বিবরণীর শেষাংশ খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। উপস্থাপক বলছিলেন, আমার আফসোস লাগছে এই ভেবে, শহরের কিছু লোক হিজ ম্যাজেস্টির এই জাঁকালো মিছিলে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। তারপরও এই গুজবে সত্যের লেশমাত্র নেই যে, জনগণ আনন্দ-উল্লাসের এই অনুষ্ঠানমালা বয়কট করেছে।

আসল ঘটনা ছিল, যখন মিছিল বের হচ্ছিল তখন কিছু লোক শহরের বিভিন্ন ইবাদতখানায় সমবেত হয়ে কেউ বা তাদের ঘরে বসে হিজ ম্যাজেস্টির সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মুনাজাত করছিলেন। এই সুযোগে কতিপয় নিকৃষ্টমনা লোক প্রচার করার চেষ্টা করল যে, শাহী মিছিলে টমেটো এবং ডিম নিক্ষেপ করা হয়েছে। অথচ এ খবর একেবারেই ভিত্তিহীন এবং ডাহা মিথ্যা। বাদশাহ ও বেগমের জন্য পুষ্প বৃষ্টি ছাড়া আর কোন কিছুর বৃষ্টি হয়নি।

উপস্থাপক আরো বলল, আজ রাতে শাহী মহলে এক চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটেছে। হিজ ম্যাজেস্টি তার স্বাস্থ্য যে নিরোগ ও প্রাণবন্ত তা প্রমাণ করার জন্য হঠাৎ এক উঁচু গাছের চূড়ায় গিয়ে উঠেন। প্রধানমন্ত্রী এবং তার কয়েকজন সাথীও এই আকর্ষণীয় খেলায় অংশ নেয়ার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদেরকে এ সত্য স্বীকার করতে হয়েছে যে, ভূ-পৃষ্ঠের অধিবাসীরা কোন ক্ষেত্রেই মঙ্গলগ্রহবাসীদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না।

পরদিন আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করে তার কাছে কিং সায়মনের অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বেশ আস্থা সহকারেই বললেন, কিং সায়মন সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। ডাক্তাররা তার মেডিকেল চেকআপ করার পর রিপোর্ট দিয়েছেন, তার স্বাস্থ্য আশাব্যঞ্জক। এমনকি যদি কোন অস্বাভাবিক দূর্ঘটনার শিকার না হন তাহলে তিনি কমপক্ষে আরো পঞ্চাশ-ষাট বছর কর্মক্ষম থাকবেন।

আমি প্রধানমন্ত্রীর এ কথায় আশ্বস্ত হতে পারলাম না। তাই আমি আমার পুরোনো বন্ধু গাওলির কাছে গেলাম। তিনি অকপটে স্বীকার করলেন, কিং সায়মনের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে। আমি চেষ্টা করেও তার কুশল জানতে পারিনি। আমার মতে, গাছের চূড়ায় উঠা কোন অসম্ভব ও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু কিং সায়মনের বয়সের লোকদের এমন স্ফূর্তি আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়।

আমি বললাম, গাছে আরোহণ করা না হয় কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয়, কিন্তু মুখে আঁচড় দেয়া ও দাঁত দিয়ে কামড়ানোর বিষয়টি কি?

ঃ এটা হয়তো মংগলগ্রহের কোন মজার খেলা। আমি হিজ ম্যাজেস্টিকে খুশী করার এক ফন্দি এঁটেছি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি?

গাওলি জবাব দিল, আমি জাতীয় সংসদে প্রস্তাব তুলবো যে, বাদশাহী প্রার্থীদের জন্য গাছে উঠার প্রশিক্ষণ লাভ করা যেন বাধ্যতামূলক করা হয়।

আমি শাদা উপদ্বীপকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছিলাম। প্লেনে চড়ার পর আমার বিগত দিনের ঘটনাগুলো স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল। কেন যেন আমার এখনও ভয় হয়, সভ্য দুনিয়ার মানুষ কিং সায়মন সম্পর্কে আমার চিত্তাকর্ষক রিপোর্ট সঠিক বলে মেনে নিতে ইতস্তত করবে। কিন্তু আমি হলপ করে বলছি, আমি আমার প্রণীত রিপোর্টের কোথাও কোন প্রকার অতিরঞ্জনের ধার ধারিনি। আমার পক্ষে

অবশ্য এ প্রশ্নের জওয়াব দেয়া খুবই মুশকিল, কিং সায়মন কে এবং কোত্থেকে তিনি আগমন করেছেন? তবু এ কথা ধ্রুব সত্য যে, তিনি এই পৃথিবীরই অধিবাসী।

আমি তার সাথে বহুবার সাক্ষাত করেছি, একত্রে খানা খেয়েছি। তার আকৃতি, প্রকৃতি, স্বভাব-চরিত্র ও ভাবভংগী কোন কিছুই এই পৃথিবীর সাধারণ মানুষ থেকে ব্যতিক্রম নয়। অবশ্য তার মধ্যে যে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য আছে, তা হল, তিনি অতুলনীয় ধ্বংসাত্মক যোগ্যতার অধিকারী। তদুপরি তিনি এত বেশী স্মৃতি শক্তির অধিকারী যে, তার কৌতুক ও হাস্যাস্পদ কথায়ও বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ছাপ থাকে। অসহায় প্রজাদের জন্য নতুন নতুন সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তিনি আধিপত্যবাদী ফিরিঙ্গী শাসকদেরও পশ্চাতে ফেলে দিয়েছেন।

কিং সায়মন চায় কি? আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করার পরও এ প্রশ্নের কোন সঠিক জবাব খুঁজে পাইনি। আমি যদি আরো কয়েক মাস সেখানে থাকতে পারতাম তাহলে হয়ত এই প্রশ্নের কোন জবাব আমার বুঝে এসে যেতো। কিন্তু আমি তো ফেরত চলে এসেছি। এই রিপোর্ট প্রকাশের পর আমার অথবা অন্য কোন বিদেশী সাংবাদিকের শাদা উপদ্বীপে পা রাখার অনুমতি মিলবে এমন আশা আমি করতে পারি না। কিং সায়মন নিঃসন্দেহে দুনিয়ার এক রহস্যময় ব্যক্তিত্ব। আমি সবসময় এই নিয়ে গর্ব করতে পারবো যে, আমিই ছিলাম প্রথম বিদেশী সাংবাদিক যে এই রহস্যজনক ব্যক্তিটিকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি।

শাদা উপদ্বীপ এক অতি ছোট দেশ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কিং সায়মন যদি আরো কিছুদিন সেই উপদ্বীপের শাসন ক্ষমতায় থাকেন তাহলে সে উপদ্বীপের জনসাধারণ দুঃখ, দৈন্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অজ্ঞতা, মূর্খতা, মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতার সেই সব রেকর্ড ভংগ করে ফেলবে, যা অতিমাত্রায় পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর দেশের মানুষ বিগত শতাব্দীগুলোতে স্থাপন করেছিল। এক বছরের অবিশ্বাস্য চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার পর আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি, আমি বাস্তবিকই এক বিরাট পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে এসেছি।'

এখানেই জাপানী সাংবাদিকের রিপোর্ট শেষ হয়েছে। এবার আমি শাদা উপদ্বীপের ঐ সব ঘটনাবলীর বর্ণনা দেবো যা হিজ ম্যাজিস্টি কিং সায়মনের ক্ষমতারোহণের দ্বিতীয় বছর সংগঠিত হয়েছিল।

মাদাম লুইজা

কিং সায়মন শাহী মহলে তার বিছানায় চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলেন। তার মাথায় শাদা পট্টি বাঁধা। বিছানার পাশেই ছোট টেবিলের উপর কয়েক শিশি ওষুধ আর একটা বই। টেবিলের কাছেই একটা আরাম কেদারায় ফ্রান্সের নার্স শুয়েছিল। কিং সায়মন হঠাৎ চোখ মেলে এদিক ওদিক চাইলেন। তার লোভাতুর দৃষ্টি গিয়ে কেন্দ্রীভূত হল নার্সের চেহারার ওপর। তিনি শোয়া থেকে উঠে বসলেন এবং কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর সন্তর্পণে নার্সের ইজি চেয়ারের কাছে গিয়ে আস্তে ধীরে তার সোনালী চুলে হাত বুলাতে লাগলেন।

সাড়া পেয়ে নার্স চোখ মেলল এবং সংগে সংগে উঠে দাঁড়িয়ে গেল।

সায়মন কিছুটা পিছনে সরে বললেন, কি ব্যাপার, তুমি ভয় পেয়েছো?

ঃ ইউর ম্যাজেস্টি, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি বুঝতে পারিনি, আপনি জেগে উঠেছেন। এখন আপনি কেমন বোধ করছেন?

ঃ আমার খুব খারপ লাগছে এ জন্য যে, আমি সুস্থ বোধ করছি।

নার্স বলল, আমি এ কথার অর্থ ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

সায়মন দুঃখ দুঃখ একটা ভাব করে বললেন, আমার ভয় হচ্ছে, সুস্থ হলেই তো আমি তোমার সেবা-শুশ্রূষা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবো।

ঃ ইউর ম্যাজেস্টি, আস্তে কথা বলুন। ডাক্তাররা আরো কিছু দিন আপনাকে জোরে কথা বলতে বারণ করেছেন।

ঃ কিন্তু ডাক্তাররা এখন মেহমানখানায় শুয়ে আছে। তারা আমাদের কথা শুনতে পাবে না।

ঃ কিন্তু সম্রাজ্ঞী তো সামনের কামরায় শুয়ে আছেন। তিনি আমাদের কথাবার্তা শুনে ফেলতে পারেন!

ঃ তুমি বেগমকে ভয় পাও?

ঃ জ্বি, সম্রাজ্ঞীকে ভয় পাওয়ার সংগত কারণ আছে। তিনি গত পরশুই

আমাকে বলে দিয়েছেন, যদি আমি আপনার সাথে নার্সের অতিরিক্ত কোন সম্পর্ক করি তাহলে তিনি আমাকে চিতা বাঘের সামনে ফেলে দেবেন। ছি! ছি! আপনি আমার মাথায় হাত বুলিয়েছেন কিন্তু আমি আপনাকে বাধা দেইনি, এ যদি তিনি জানতে পারেন তবে আমার দুর্ভোগের অন্ত থাকবে না। প্লিজ, আপনি শান্ত হয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ুন, নইলে আমি এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হবো।

সায়মন সহাস্য বদনে বললেন, বেগমকে তুমি এত ভয় পাও?

নার্স জবাব দিল, না জনাব, আমি ভয় করি চিতা বাঘকে। ক্ষুধার্ত চিতা বাঘ একজন মানুষের সাথে কেমন আচরণ করে হিজ ম্যাজেস্টি আমাকে সে কথাও বলেছেন।

ঃ কি নাম তোমার?

ঃ আমার নাম লুইজা। আগেও আপনাকে কয়েকবার এ নাম বলেছি।

ঃ তখন হয়ত আমি বেখেয়াল ছিলাম। কিন্তু মরার আগে আর এ নাম কখনো ভুলবো না।

লুইজা আক্ষেপের সাথে বলল, তাতে কি লাভ? আগামীকাল আপনার মাথার পট্টি খুলে দেয়া হবে আর পরশু আমি ডাক্তারদের সংগে চলে যাবো।

সায়মন বললেন, তুমি যেও না লুইজা। তুমি আমার কাছে থেকে যাও।

ঃ কিন্তু এখানে যে আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

ঃ না, না, এখানো তোমার কাজ শেষ হয়নি। তোমাকে আটকাবার জন্য যদি আমার কোন কৌশলই কাজ না করে, তাহলে আমি পুনরায় গাছের ওপর গিয়ে উঠবো। আর তুমি ছাড়া কেউ আমাকে সেখান থেকে নামাতে পারবে না।

লুইজা বলল, জনাব, ডাক্তাররা সবাই একমত, এখন আর আপনি কয়েক বছর এই রোগের শিকার হবেন না। আর অসুখ ছাড়া আপনি এই বয়সে গাছেও চড়তে পারবেন না।

ঃ তাহলে তো আমাকে অন্য কোন অজুহাত খুঁজতে হয়!

ঃ যদি আপনি কিছু মনে না করেন তাহলে বলি, সম্রাজ্ঞী আপনার থেকে অনেক বেশী হুঁশিয়ার ও বুদ্ধিমতি। আপনি আমাকে এখানে রাখার জন্য যদি একটা বুদ্ধি আবিষ্কার করেন তাহলে তিনি একশটা কারণ সৃষ্টি করে আমাকে এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করবেন।

ঃ আমি বেগমের কাছে এত অসহায় নই। আমি নিজে একজন বাদশাহ।

লুইজা, আমি তোমাকে সর্বদা আমার চোখের সামনে রাখতে চাই। সম্রাজ্ঞীকে আমার কামনা-বাসনার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেই হবে। তা না হলে........

লুইজা বলল, তা না হলে কি হবে?

ঃ তা না হলে বেগমকে কোন দূর দেশের রাষ্ট্রদূতের পদ গ্রহণ করতে হবে।

লুইজা বলল, আপনাকে আমি ভয় করি। সেদিন আপনি সম্রাজ্ঞীর চেহারায় থাবা মেরে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছিলেন।

ঃ আমার বিশ্বাসই হয় না আমি এমন অশালীন কাজ করতে পারি। ডাক্তার কি তোমাকে বলেছে যে, আমার রোগটা কি?

ঃ অপারেশনের আগে ডাক্তাররাও আপনার ব্যাধির ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল না। কিন্তু সম্রাজ্ঞী জার্মানীর ডাক্তারের কানে কানে কি যেন বললেন, তাতেই তারা অপারেশনের সাহস করেন।

ঃ কি বলেছিল রাণী? সায়মন জানতে চাইলেন।

ঃ তা আমি আপনাকে বলতে পারবো না।

ঃ আমি তোমাকে আদেশ করছি।

ঃ ঠিক আছে, আমি বলছি, কিন্তু আপনি বেগমের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করবেন না। তিনি বলেছিলেন, আপনি আগে একবার দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন। তখন আপনার মাথায় বানরের ব্রেন জুড়ে দেয়া হয়েছিল।

সায়মন কিছুক্ষণ নীরব থেকে লুইজার দিকে তাকিয়ে বললেন, লুইজা, ডার্লিং, আমি জানিনা এ কথা কতটা ঠিক। অবশ্য এক দুর্ঘটনার পর আমার মাথায় অপারেশন হয়েছিল। কিন্তু বিশ্বাস কর, যদি আমার ব্রেন একশ ভাগও বানরের হয় তবুও তোমার কোন বিপদের আশংকা নেই।

ঃ কিন্তু আমি বেগমকে ভয় পাচ্ছি।

ঃ সেদিন যদি আমি জানতাম, ও তোমাকে এতটা ভয় দেখাবে তাহলে তার চেহারা আঁচড়েই ক্ষান্ত হতাম না।

ঃ তবে কি করতেন?

ঃ সিঁড়িসহ আমি তাকে নীচে ছুঁড়ে ফেলতাম।

ঃ কিন্তু জনগণ আপনার বিরুদ্ধে চলে যেতো।

সায়মন বললেন, প্রজাসাধারণ আমাদের উভয়কেই সমান ঘৃণা করে। লুইজা, তুমি আমায় কথা দাও, যদি আমি তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেই আর

তোমাকে ঐ সব অধিকার দেই যা একজন রাণী লাভ করে; তাহলে তুমি এখান থেকে চলে যাবে না!

ঃ আমাকে কি এই অধিকারও দিতে পারবেন, রাণীর ওপর রাগ উঠলে তাকে আমি চিতা বাঘের সামনে নিক্ষেপ করতে পারবো?

ঃ হ্যাঁ লুইজা, এটা সম্পূর্ণ তোমার এখতিয়ারে থাকবে। আর শুধু এটাই নয়, কখনও যদি তোমার মুড খারাপ হয়ে পড়ে তাহলে আমি রাজ্যের তাবৎ প্রজাদেরকে চিতা বাঘের সামনে দিয়ে দেয়ার অনুমতিও তোমাকে দেবো।

লুইজা হাসতে হাসতে বলল, কিন্তু এত চিতা আসবে কোত্থেকে?

ঃ বিদেশ থেকে চিতা বাঘ আমদানী করার জন্য আমি এ দেশের সকল সম্পদ ব্যয় করে ফেলবো।

ঃ আমার বিশ্বাস, এমন উদ্যোগ নেয়ার দরকার হবে না। আপনার প্রজাদের কাবু করার জন্য আপনার মন্ত্রীপ্রবররাই যথেষ্ট। তবে আমি অন্য এক বিপদের আশংকা করছি।

ঃ সেটা আবার কি?

ঃ আপনার রাজ্যে এত বেশী ক্ষুধা-দারিদ্র, বিদ্রোহ আর অসন্তোষ বিরাজ করছে যে, আমি একটা গণঅভ্যুত্থানের আশংকা করছি। জনসাধারণ আপনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে। কিছু সংখ্যক মন্ত্রী, যাদের পেশীর জোর ও দাপটের ওপর আপনি আপনার শক্তি ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান, বেশী দিন তারা এ তুফানের মোকাবেলা করতে পারবে না।

ঃ তুমি আমার শক্তি সামর্থের ভুল অনুমান করেছো। আমিই সবসময় এই তুফান সৃষ্টি করি আবার আমিই তুফানের গতি অন্য দিকে ফিরিয়ে দেই। যখন বুঝবো জনগণ আর এসব মন্ত্রীদের সহ্য করবে না, জনগণের হয়ে আমিই তাদের বরখাস্ত করবো। তারপর তুমি দেখবে, আমাকে জনগণ তাদের ত্রাণকর্তা মনে করছে এবং কিং সায়মন জিন্দাবাদ শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠছে। তারপর আমি আবার নতুন মন্ত্রীপরিষদ গঠন করবো। সেই মন্ত্রীরা জনগণের আশা আকাংখার প্রতিধ্বনি করে মাঠে ময়দানে গরম গরম বক্তৃতা করবে আর যে অপরাধে আগের মন্ত্রীরা বরখাস্ত হয়েছিল সে সব অন্যায় অপরাধকে আরো শতগুণ বাড়িয়ে দেবে। সেই সাথে তারা জনগণের জাতীয় ঐক্য সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেবে।

ঃ ইউর ম্যাজেস্টি! একটি কথা আমার বুঝে আসছে না। যদি নতুন মন্ত্রীরা

বর্তমান মন্ত্রীদের চাইতে বেশী অনুপযুক্ত হয় তাহলে তো জনগণের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে অধিকতর জনমত ও ঐক্য সৃষ্টি হবে।

সায়মন টেবিল থেকে একটা বই তুলে লুইজাকে দিতে দিতে বললেন, তোমার জানা নেই আমি কি করতে চাই। দেখো, এটি এ দেশের ইতিহাস। আমি অসুস্থ অবস্থায় এর প্রতিটি শব্দ আমার মন-মগজে গেঁথে নিয়েছি। এ গ্রন্থে এ দেশের সেইসব সুবিধাবাদী ও সুযোগ সন্ধানীদের আলোচনা করা হয়েছে, বিশৃংখল অবস্থায় যারা বিদেশীদের জন্য শেষ ভরসা হিসেবে বিবেচিত হতো।

এই উপদ্বীপ পঞ্চাশ ষাট বছর আগে ইংরেজদের অধীন ছিল। ইংরেজদের আগে কয়েক বছর এখানে কালো উপদ্বীপের অধিবাসীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাদেরও আগে আরো বহুদেশ এখানে তাদের বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করেছিল। প্রত্যেক বিদেশী আক্রমণকারীর জন্য পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে যারা তাদের বিস্তারিত ইতিহাস আছে এ গ্রন্থে। ইংরেজরা এ সব বংশের লোকদেরকে বড় বড় জায়গীর ও উচ্চ রাজপদ দান করেছিল। দুশ বছর লুটপাটের পর ইংরেজরা চলে এল সেখান থেকে। সেই দুঃখে কাঁদতে বসে তারা সব কিছু হারিয়ে ফেলল।

আমি সেই মুর্দাদেরকে কবরস্থান থেকে বের করে এনে আবার এ জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাই। আমি বিশ্বাস করি, ঐ লোকেরা এই অপরাধপ্রবণ মন্ত্রীদের চেয়ে আমাকে বেশী সহায়তা করতে পারবে।

এরা আঞ্চলিক ও ভৌগলিক জাতীয়তার দোহাই দিয়ে দেশটাকে দশটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত করার দাবী তুলবে। দেশ তখন বাস্তবে দশটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়ে যাবে। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার বদলে মুক্তি ও স্বাধীনতার দাবীতে জনগণ তখন দশ দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এরপর শুরু হবে আসল খেলা। একদল চাইবে শাদা উপদ্বীপের স্বাধীনতা অটুট থাকুক। অন্য দল চাইবে আঞ্চলিক স্বাধীনতা আসুক। ফলে নিজেদের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। পরে যখন গৃহযুদ্ধের সূচনা হবে তখন আমি আবারও তাদের মুক্তিদাতা ও রক্ষাকর্তারূপে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বো।

এদিকে জনসাধারণের মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত করানোর প্রচেষ্টা চালানো হবে যে, এখন দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সকলের ঐক্যবদ্ধ হয়ে উন্নয়নের রাজনীতি শুরু করা দরকার। জাতীয় ঐক্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নতুন মন্ত্রীপরিষদ গঠন করা হবে। ফলে লোকজন নিশ্চিন্ত ও আশাবাদী হয়ে যাবে।

আবার কয়েক বছর নিরাপদে নির্বিবাদে কেটে যাবে। তারপরও যদি দেখি জনগণের মধ্যে তখনো জীবনের কোন স্পন্দন আছে তখন অন্য কোন ষড়যন্ত্র কার্যকারী করা যাবে। দরকার হলে তাদের জন্য চিতা বাঘের ব্যাটেলিয়ান আমদানী করবো।

২

সামনের কামরা থেকে সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজের গলা শোনা গেল, লুইজা! লুইজা! তুমি কি করছো?

ঃ আমি কিছুই করছিনা হার ম্যাজেস্টি! লুইজা জবাব দিল। তারপর বাদশাহর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, আল্লার ওয়াস্তে আপনি শুয়ে পড়ুন!

সম্রাজ্ঞী বলল, হিজ ম্যাজেস্টি চিতা বাঘ সম্পর্কে কি যেন বলল শুনলাম?

ঃ ফার্স্টলেডি! হিজ ম্যাজেস্টি ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করছেন। লুইজা বাদশাহর দিকে তাকিয়ে বলল, আল্লার ওয়াস্তে এখুনি শুয়ে পড়ুন!

বাদশাহ বিছানায় উঠে সটান শুয়ে পড়ল।

সম্রাজ্ঞী লুইজাকে ডাকলেন, লুইজা, তুমি আমার রুমে এসে ঘুমিয়ে পড়ো।

ঃ খুব ভালো ইউর ম্যাজেস্টি! আমারও খুব ঘুম পাচ্ছে।

লুইজা উঠে যেতে চাইলে সায়মন তাড়াতাড়ি সামনে ঝুঁকে তার হাত ধরে ফিসফিস করে বললেন, আমার সাথে ওয়াদা কর, তুমি চলে যাবে না?

লুইজা ভীত কম্পিত কণ্ঠে বলল, আল্লার ওয়াস্তে আমায় যেতে দিন।

ঃ আগে কথা দাও।

ঃ ঠিক আছে, আমি ওয়াদা করছি।

সম্রাজ্ঞী কথাবার্তার আওয়াজ পেয়ে বললেন, কি হয়েছে লুইজা?

লুইজা হতভম্ব হয়ে বলল, হিজ ম্যাজেস্টি বসে পড়েছেন।

সামনের কামরার দরজা খুলে গেল। সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরে তাকালেন। সায়মন লুইজার হাত ছেড়ে দিল। লুইজা সাথে সাথে অন্য দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। সম্রাজ্ঞী সায়মনের কাছে এসে বললেন, তোমার লজ্জা করা উচিত।

যেন কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব করে সায়মন বললেন, কেন?

সম্রাজ্ঞী চোখে মুখে চরম ঘৃণা ফুটিয়ে বললেন, ছি! তুমি কিভাবে সামান্য একটা নার্সের হাত ধরলে?

সায়মন বালিশের উপর মাথা রাখতে রাখতে বললেন, তুমি মঙ্গলগ্রহের শালীনতা, শিষ্টাচার সম্বন্ধে জানো না। আমি তো তার সাথে করমর্দন করছিলাম।

সম্রাজ্ঞী চড়া গলায় বলে উঠলেন, আমি তোমাকে শতবার বলেছি, আমার সামনে মঙ্গলগ্রহের ফুটানি করো না। তোমার জানা উচিত, তোমার কোন কথা আমার কাছে গোপন নেই।

সায়মন মাথা নেড়ে ভারিক্কি গলায় বললেন, দেখো রোজ, তুমি যদি বার বার আমাকে ক্ষেপাতে চেষ্টা কর তাহলে আমার তো আবার সেই ব্যাধির শিকার হতে হবে। আর তাই যদি হয়, তবে এই যাত্রায় আমি শাহী বাগিচার সবচে উঁচু গাছটির চূড়ায় গিয়ে বসবো।

সম্রাজ্ঞী বললেন, এসব ধমকে কোন কাজ হবে না। ডাক্তাররা তোমার ব্রেন অপারেশনের সময় এমন সব ঔষধ ব্যবহার করেছেন, যার প্রতিক্রিয়া অনেক দিন পর্যন্ত থাকবে। তাই এখানে তোমার শাসনকালের অবশিষ্ট দিনগুলোতে সেই লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার আর কোন আশংকা নেই। কিন্তু উভয়ের কল্যাণের জন্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই উপদ্বীপ থেকে আমাদের কেটে পড়া উচিত।

ঃ যদি আমি এই উপদ্বীপ থেকে পালিয়ে যেতে প্রস্তুত না হই তাহলে?

ঃ তাহলে আল্লাহ আমাদের উভয়ের ওপর তার রহমত বর্ষণ করুণ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিন বছরের মেয়াদ পুরো হওয়ার সংগে সংগেই উপদ্বীপের সমস্ত জনগণ শাহীমহল অবরোধ করে ফেলবে। জনগণ আপনার ওপর এত বেশী অসন্তুষ্ট যে, এখন যদি আপনি উপদ্বীপের সবচে ভাল ব্যক্তিকেও আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন, তবু তা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

ঃ তাতে কি, মন্ত্রীরা তো আমার সাথেই রয়েছে।

ঃ জনগণ আপনাকে ও আপনার মন্ত্রীদেরকে একই রকম ঘৃণার যোগ্য বলে মনে করে।

ঃ জনগণ মন্ত্রীদেরকে ঘৃণার চোখে দেখতে পারে, কিন্তু জাতীয় সংসদ সমস্ত বড় বড় গোত্রীয় সরদারদের নিয়ে গঠিত। তাদের সহযোগিতা পেলে প্রজাদেরকে আমি আবারো বেকুব বানিয়ে দিতে পারবো।

ঃ আপনি তো কোন সরদারকেও এ অবস্থায় রাখেননি যাতে তারা তাদের

গোত্রের কাছে মুখ দেখাতে পারে।

ঃ এ কারণেই তো আমি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ। জনগণের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর কোন সরদারই আমার পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হওয়া পছন্দ করবে না।

সম্রাজ্ঞী বললেন, কিন্তু প্রজাদের ঘৃণা এখন শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে।

ঃ আমি যে কোন সময় জনগণের ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার গতি অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে পারি।

সম্রাজ্ঞী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, আপনি কি করতে চাচ্ছেন?

ঃ সেটা এখন বলা যাবে না।

ঃ কেন?

ঃ তুমি কোন গোপনীয়তা মনের ভেতর লুকিয়ে রাখতে পারো না।

সম্রাজ্ঞী অভিমানের স্বরে বললেন, আমি আপনার কোন গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছি?

ঃ তুমি ডাক্তারদেরকে বলে দিয়েছ যে, আমার মস্তিষ্কে বানরের মগজ আছে। হয়তো এও বলেছো যে, আমি মঙ্গলগ্রহের অধিবাসী নই।

ঃ আমি যদি তাদেরকে বানরের মগজের তথ্য না দিতাম তবে তারা তোমাকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দিত। এ জন্য আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে তুমি কিনা আমাকে দোষারোপ করছো!

ঃ যদি ইংরেজ ডাক্তার জেনে গিয়ে থাকেন, আমার মস্তিষ্কে বানরের মগজ ছিল তাহলে আর রক্ষে নেই। সে দেশে গিয়ে পৌঁছার সাথে সাথেই আমার সমস্ত গোমর ফাঁস হয়ে যাবে।

ঃ আমি তোমার অবগতির জন্য জানাতে চাই, সম্রাজ্ঞী বললেন, ইংল্যান্ড কিংবা ইউরোপ কোন দেশেই তোমার পরিচয় গোপন নেই। সেখানে সকলেই এটা ভাল করে জানে, যে রকেট মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিল তা বাহরুল কাহেল সাগরে গিয়ে পড়েছে। তারপর যখন তারা এই খবর পেল যে, এক অচিন মানব শাদা উপদ্বীপে গিয়ে পৌঁচেছে এবং সেখানকার অধিবাসীরা তাকে তাদের বাদশাহ মনোনীত করেছে, তখন কারোরই এটা বুঝতে বাকী রইল না, এই মহামান্য বাদশাহ বাহাদুর কে?

ঃ যদি তাই হতো তাহলে ইউরোপের লোকজন এখানকার জনসাধারণকে

আমার সম্পর্কে অবশ্যই সাবধান করতো।

ঃ এখানকার জনসাধারণের ব্যাপারে ইউরোপের কোন আগ্রহ নেই। তবে আমার বিশ্বাস, ইংল্যান্ডের অধিবাসীরা তাদের দুর্নামের ভয়েই তোমার ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করা ঠিক মনে করেনি। রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা প্রথমেই দাবী করে যে, ইংল্যান্ডের রকেট মহাশূন্যে ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আর বৃটেনের বিজ্ঞানীদের নির্বুদ্ধিতার কারণে একজন নিরীহ নিরাপরাধ মানুষকে জীবনের মায়া ত্যাগ করতে হল। উন্নত বিশ্বের অন্যান্য দেশের অধিবাসীরাও মঙ্গলগ্রহ থেকে তোমার আগমনের খবরকে অলীক কল্পকাহিনীর চাইতে বেশী গুরুত্ব দেয়নি।

ঃ কিন্তু আমেরিকাবাসীরা এটাকে হাসি-তামাশা মনে করেনি। তারা তো আমাকে দূরবীণ পর্যন্ত পাঠিয়েছে।

ঃ জনাব, সেই দূরবীণ তো শাহজাদী লিকাসিকার নির্দেশে পাঠানো হয়েছে। তিনি তখন আমেরিকা ভ্রমণ করছিলেন। আর দূরবীণ পাঠানোর মানে হচ্ছে, আপনি পুনরায় মঙ্গলগ্রহে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

৩

কিং সায়মন শাহী মহলের এক কামরায় বসেছিলেন। তার আসনের সামনে একটা প্রশস্ত টেবিলের উপর কয়েকটা সংবাদপত্র ও ফাইল বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়েছিল। প্রধানমন্ত্রী সুশীলং কামরায় ঢুকে তিনবার মাথা নুইয়ে সালাম করার পর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ঃ বসো। বললেন কিং সায়মন।

আজ্ঞা পেয়ে সুশীলং একটা চেয়ারে বসল।

কিং সায়মন একটা পত্রিকা তুলে নিয়ে বললেন, তুমি কি এটা পড়েছ?

ঃ জ্বি, আজ সকালে শহরের তিনটি পত্রিকাই আমার ঘরে পৌছে ছিল। পত্রিকা পেয়েই আমি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি, তিনটি পত্রিকার সম্পাদককেই যেন আমার কাছে হাজির করে। আমি অবাক হচ্ছি, এই পত্রিকাগুলোর কাগজের যোগান আমরাই দিয়ে থাকি.................

ঃ আমরা মানে কি? তোমার সরকার নাকি আমার সরকার?

ঃ জাঁহাপনা, আপনার সরকার। আমি তো শুধু আপনার এক নগন্য গোলাম

মাত্র। এই পত্রিকাগুলো সকল বিবেচনায় সরকারের দয়া ও অনুগ্রহের পাত্র। সরকারই তাদের কাগজের যোগান দিয়ে থাকে। আর যে সকল প্রেস থেকে এগুলো প্রকাশিত সেগুলোও তথ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। তারপর গত মাসে আমি আপনার কথামত পত্রিকাগুলোর সম্পাদকমন্ডলী ও মালিকদেরকে যথাক্রমে দুশো পাউন্ড করে আফিম এবং একশ পাউন্ড করে কোকেন আমদানীর লাইসেন্স দিয়েছি। আলামপনা! আমি বুঝতে পারছিনা, এই সম্পাদকদের এমন দুঃসাহস কি করে হল। তারা আমার মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে জঘন্যসব কথা লিখেছে। সম্পাদকরা এও বলেছে যে, আমরা যা কিছু লিখেছি সব কিছুই তথ্যমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে লিখেছি।

একটু বিরতির পর আবার মুখ খুলল সুশীলং, আমি তথ্যমন্ত্রীর সাথেও কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, সবকিছুই বাদশাহ আলামপনার ইংগীতেই ঘটেছে। মহাত্মন! আমি এর রহস্য কিছুই বুঝতে পারছি না। গালমন্দ আপনার এই অধম গোলামের জন্য কোন নতুন জিনিস নয়। এই মহলের বাইরে দেশের প্রতিটা যুবক-বৃদ্ধ আমাকে ও আমার সাথীদেরকে গালি দেয়া জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করে। কিন্তু সংবাদপত্রগুলো শুধুমাত্র আমাদের গুণগান লেখারই অনুমতিপ্রাপ্ত। জাঁহাপনা যদি নিজের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে এমন নিবন্ধ লেখানো যুক্তিযুক্ত মনে করেন তাহলে এই গোলামকে বললে এই গোলামই এর থেকেও কঠিন কঠিন প্রবন্ধ ছাপাবার দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত।

ঃ তার আর প্রয়োজন নেই। খুব শীঘ্রই আমাকে এই ঘোষণা দিতে হচ্ছে, আমি আমার প্রিয় প্রজাসাধারণের ইচ্ছা এবং দেশের পত্রিকাগুলোর বক্তব্য ও মন্তব্যের ওপর যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিচ্ছি।

ঃ না, না আলামপনা! আমি আমার মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাহচর্যে থাকতে চাই। আমার ওপর একটু অনুগ্রহ করুন। আমি এই দুনিয়ায় মন্ত্রীত্ব ছাড়া আর কোন কাজই করতে পারবো না।

সম্রাট কিং সায়মন বললেন, আমি বিশ্বাস করি, এখন তোমার আর অন্য কোন কাজ করার প্রয়োজন হবে না।

সুশীলং অনুনয়ের স্বরে বলল, জাঁহাপনা! আমাকে দয়া করে বলুন, আমি এমন কি অপরাধ করেছি যার জন্য আমাকে আপনার অনুগ্রহের অযোগ্য বিবেচনা করছেন? আপনার দেয়া দায়িত্ব পালনে আমি কি কোন ক্রটি বা অবহেলা

করেছি? আমি কি জুতা খাওয়ার পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হইনি? আমার আমলে এ দেশের জনগণ কি এক কণা খাদ্যশস্যের জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী হয়নি? আপনার বা ফার্স্টলেডির এমন কোন অভিলাষ কি বাকী রয়ে গেছে যা আমি পূরণ করিনি? আপনার সেবা করতে গিয়ে আমি ও আমার কেবিনেটের সদস্যরা কি জনগণকে মুখ দেখানোর যোগ্যতা হারায় নি?

ঃ আমি কৃতজ্ঞতার সাথে তোমার ও তোমার সাথীদের সেবার কথা স্মরণ করছি। কিন্তু এখন তোমাদের আরাম করা দরকার।

ঃ ইউর ম্যাজেস্টি! আমার বিশ্রাম বা অবসর গ্রহণের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। আমার শারীরিক অবস্থা আগের তুলনায় অনেক ভাল। ডাক্তারদের জিজ্ঞেস করে দেখুন, আমার ওজন ত্রিশ পাউন্ড বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঃ তুমি তো আমার সাথে এই অংগীকারই করেছিলে যে, তুমি আমার ইশারা অনুযায়ী চলবে।

ঃ আলামপনা! আমি তো সব সময়ই সেই অংগীকারের কথা মনে রেখেছি।

ঃ তাহলে তর্ক করছো কেন? এই তর্ক আমার কাছে সত্যি অসহ্য লাগছে।

ঃ বাদশাহ নামদার! আপনি যদি আমাকে জীবন্ত মাটিতে পুতে ফেলেন তবুও আমি উহু আহ্ করবো না। কিন্তু আপনার অনুগ্রহ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

ঃ আর আমি যদি অনুগ্রহ করে বলি, তুমি মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দাও, তাহলে?

ঃ জাঁহাপনা! আমি আপনার নির্দেশের সামনে কোন প্রকার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করবো না। কিন্তু সেই সাথে আপনাকে আমার আত্মহত্যার অনুমতি দিতে হবে।

ঃ যদি আমি তোমাকে আত্মহত্যার অনুমতি না দেই, তবে?

ঃ তবে তো আমাকে জীবিতই থাকতে হবে আলামপনা!

ঃ তাহলে এই আলোচনা এখানেই শেষ হোক।

সুশীলং চেয়ার থেকে উঠে টেবিলের নীচে ঢুকে হামাগুড়ি দিয়ে সায়মনের পা জড়িয়ে ধরে অনুনয় করে বলল, বাদশাহ বাহাদুর! আমার ওপর রহম করুন!

ঃ অপদার্থ, অথর্ব, আমার পা দুটো ছেড়ে দাও। নইলে আমি তোমাকে মহলের বাইরে বের করে জনগণের আদালতে সোপর্দ করে দেবো।

সুশীলং তাড়াতাড়ি টেবিলের নীচ থেকে বেরিয়ে বলল, না, না জাঁহাপনা। আমাকে মাফ করুন। আমার ভুল হয়ে গেছে।

সায়মন বললেন, বসো, আমি তো তোমাকে বলিনি যে, পুনরায় কখনো তোমাকে মন্ত্রীপরিষদ গঠন করার সুযোগ দেবো না।

সুশীলং চেয়ারে বসতে বসতে বলল, আলামপনা! আল্লাহ আপনাকে এক কোটি বছর জীবিত রাখুন। যদি এক হাজার বছর পরও মন্ত্রী হওয়ার আশা থাকে তাতেই আমি খুশী।

ঃ এত নিরাশ হচ্ছো কেন? আমার তো মনে হয়, আগামী বছরই আবার তোমাকে মন্ত্রীপরিষদ গঠনের জন্য আহবান করতে পারবো।

ঃ মহাত্মন! আপনার এই গোলাম ওয়াদা করছে, আজ থেকে আর কোনদিন আপনি আমার মুখে অভিযোগ শুনতে পাবেন না। কিন্তু যদি বেআদবী না নেন তবে জানতে চাই পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কে হবেন?

কিং সায়মন টেবিলের উপর থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে সুশীলং-এর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম ইচুলিচু!

সুশীলং হতচকিত হয়ে বলল, ইচুলিচু জাঁহাপনা?

ঃ হাঁ, তুমি তাকে চেনো?

ঃ তাকে কে না চেনে আলামপনা! সে এমন এক বংশের লোক যাদের গাদ্দারীর কাহিনীতে আমাদের অতীত ইতিহাসের আটশ বছরের পাতা পূর্ণ হয়ে আছে। এই বংশের ষড়যন্ত্রের ফলে বিগত তিনশ বছরে কমপক্ষে চারবার শাদা উপদ্বীপের স্বাধীনতার পতাকা ধূলায় গড়াগড়ি খেয়েছে। আলামপনা! এটা ঠিক, এ দেশের জনসাধারণের প্রতি আমার আদৌ কোন সহানুভূতি নেই। কিন্তু ইচুলিচুকে প্রধানমন্ত্রী বানালে যে কোনদিন এখানে বাইরের চোর-ডাকাত বিজয়ীর বেশে ঢুকে পড়বে। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, জাতীয় সংসদ কোন অবস্থায়ই এই ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী মেনে নেবে না।

সায়মন বললেন, জাতীয় সংসদকে আমার ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেই হবে। তিনি সুশীলং-এর দিকে তালিকাটি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, তুমি অন্যান্য মন্ত্রীদের নামও পড়ে নিতে পারো।

সুশীলং তালিকাটিতে চোখ বুলিয়ে দ্বিতীয় বার উঠে দাঁড়ায়, বাদশাহ নামদার, এই চব্বিশ ব্যক্তি এ দেশের নিকৃষ্টতম গাদ্দার। আমার কিছুতেই বুঝে আসছে না, আপনি ওদের দ্বারা কি কাজ নিতে চান?

সায়মন বললেন, আমার কথা মনযোগ দিয়ে শোন। আমি চাই, এ দেশের

জনসাধারণ যখন নতুন মন্ত্রীপরিষদের কার্যকলাপ দেখতে পাবে, তখন তোমার মন্ত্রীপরিষদকে তাদের জাতীয় ইতিহাসের সোনালী অধ্যায় মনে করবে। ইচুলিচুর মন্ত্রীসভা যে পরিমাণ দুর্নাম কুড়াবে ঠিক সেই পরিমাণ আমাদের জন্য তা থেকে মুক্তি লাভ করা সহজ হবে। আমি বলতে চাচ্ছি, তাহলে তোমাকে আর এক হাজার বছর অপেক্ষায় থাকতে হবে না।

সুশীলং টেবিলের পাশ ঘুরে এসে নতজানু হয়ে কিং সায়মনের হাতে চুমু খেয়ে বলল, শাহানশাহ, এই কথাটি প্রথমেই আমার বুঝে আসা উচিত ছিল! আসলেই আপনার এই গোলাম একটা আস্ত গাধা। কিন্তু জাঁহাপনা! যদি এটুকুও বলে দিতেন, জাতীয় সংসদ এই মন্ত্রণালয় বহাল করার পক্ষে কেন রায় দিবে?

ঃ জাতীয় সংসদের কোন সদস্য কি এমন আছে, যে আমাদের সাহচর্য ত্যাগ করে জনগণের কাতারে গিয়ে শামিল হওয়ার দুঃসাহস রাখে?

ঃ আলামপনা! আমি আমার বোকামী ও বেআদবীর জন্য ক্ষমা চাচ্ছি।

সায়মন বললেন, শুনে রাখো! আমি খুব শীঘ্রই এই ঘোষণা দিতে যাচ্ছি, জনগণের জোর দাবী ও জাতীয় সংসদের অনমনীয়তার কারণে বর্তমান মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়া হল। তারপর প্রজাদেরকে এই সুখবরও শুনিয়ে দেয়া হবে, জাতীয় সংসদ নতুন মন্ত্রীপরিষদ গঠন করার জন্য ইচুলিচু ও তার চব্বিশজন সংগীর নাম প্রস্তাব করেছে। তারা এও বলেছে, আমি যদি প্রস্তাবিত নামগুলি মঞ্জুর না করি তাহলে জাতীয় সংসদের সকল সদস্য একযোগে পদত্যাগ করবে। আমি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে জাতীয় সংসদের এই দাবী অনুমোদন করছি। তারপর জনগণ যদি উত্তেজনা প্রকাশ করে তাহলে আমি নতুন মন্ত্রীপরিষদও ভেঙ্গে দেবো।

ঃ তারপর কি হবে আলামপনা?

ঃ এরপর আর কি, তুমিই আবার প্রধানমন্ত্রী হবে আর তোমার তত্ত্বাবধানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ঃ জাঁহাপনা, আমি সাধারণ নির্বাচনের অর্থ বুঝতে পারিনি।

ঃ সাধারণ নির্বাচন মানে জনগণের ভোটে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচন।

ঃ কিন্তু আলামপনা! এটা খুবই বিপদজনক। জনগণ আপনার অনুগত খাদেমদেরকে কখনোই ভোট দেবে না।

ঃ যদি তুমি একেবারে গর্দভ না হও তাহলে জনগণের ভোটে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। তুমি আমার ইচ্ছার প্রতিচ্ছবি ও মানসপুত্র। প্রার্থী নির্বাচনের জন্য

তোমাকে দুটো প্রক্রিয়ার কথা বলে দেব, যা জনগণের চিন্তা-চেতনায় কখনোই আসবে না।

ঃ কিন্তু জাঁহাপনা! এ খেলায় কি লাভ হবে?

ঃ এতে লাভ হবে অনেক। কিন্তু তা এখন তোমার বুঝার দরকার নেই। একজন বাদশাহর এটা কর্তব্য যে, তিনি সর্বদা জনগণের দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ রাখবেন। এবার তুমি যেতে পার।

সুশীলং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি কোথায় যাব জাঁহাপনা? আপনি জানেন, এ মহলের চর দেয়ালের বাইরে আমার জন্য কোন জায়গা নিরাপদ নয়।

ঃ আমার অবশ্যই জানা আছে। আর তাই তো আমি শাহী মহলের খাদেমকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছি, বরখাস্তকৃত মন্ত্রী সাহেবদেরকে শাহী বাগানে তাঁবু লাগানোর অনুমতি দিয়ে দিন। তারপর দেশের অবস্থা বুঝে তোমাদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেয়া যাবে।

ঃ আলামপনা! মন্ত্রীত্ব থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর আমার ও আমার অন্যান্য সঙ্গীদের সরকারী মর্যাদা কি হবে?

ঃ পরিষ্কার করে বল, কি বলতে চাও তুমি?

ঃ জাঁহাপনা, আমি বলতে চাইছি, আমি জাতীয় সংসদের সদস্য নই, শুধু মন্ত্রী হিসাবে পদাধিকার বলে সংসদের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে পারতাম।

ঃ আর এখন তুমি চাচ্ছো যে তোমাকে পরিপূর্ণভাবে জাতীয় সংসদের মেম্বার বানিয়ে দিই?

ঃ ঠিক তাই জাঁহাপনা। তাহলে আমি শাহী মহলের ভেতরে থাকতে লজ্জা অনুভব করব না। আর এতে করে আপনার লাভ হবে, জাতীয় সংসদে আপনার জন্য জীবন বাজি রাখা লোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে। আলামপনা! আমি ভাবি না যে, জাতীয় সংসদের কোন সদস্য আপনার সান্নিধ্য ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু দুর্দিনে তাদের তুলনায় মন্ত্রীদের অংশগ্রহণের সুযোগ মেলে বেশী। জাতীয় সংসদের সদস্যরা হয়তো এ ভুল করবে না যে, জনগণ তাদের অত্যাচার-উৎপীড়নের কাহিনী ভুলে যাবে। কিন্তু মন্ত্রীদের মনে যে দৃঢ়তা থাকবে এমন দৃঢ়তা তাদের নাও থাকতে পারে। এ জন্যই আপনার আনুগত্যের ব্যাপারে আমরা সকল অবস্থাতেই সংসদ সদস্যদের থেকে কয়েক ধাপ এগিয়ে থাকব।

ঃ আমি তোমার এ আবেদন মঞ্জুর করছি।

ঃ জাঁহাপনা! আপনার এ অধম গোলাম আর একটা দরখাস্ত পেশ করার অনুমতি কামনা করছে। মন্ত্রীত্বের আসন ছেড়ে দেয়ার পর বেকার বসে খাওয়া আমার জন্য হবে এক কঠিন পরীক্ষা। তাই আমি আরজ করছি, আমাকে কোন কাজে লাগিয়ে দিন।

ঃ মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হওয়ার আগে তুমি কি করতে?

সুশীলং বলল, আলামপনা! আপনার কাছে তো আমার কোন কথাই গোপন নেই। মন্ত্রী হওয়ার আগে আমি ছিলাম কয়েদখানায়। আর জেলে যাওয়ার আগে আমার পেশা ছিল চুরি করা, পকেট মারা ও জুয়া খেলা।

ঃ তুমি তো বেশ কাজের লোক হে। মনে হয়, তোমাকে আমার বার বার প্রয়োজন পড়বে। আপাততঃ ইউরোপে বেড়াতে যেতে পার। কয়েক মাস পর আশা করি প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার তোমার প্রতীক্ষায় থাকবে।

ঃ মহাত্মন! আপনার নির্দেশ যদি এই হলে আমি ইউরোপ যেতে প্রস্তুত।

ঃ এখন তুমি বুদ্ধিমানের মত কথা বলছো। তোমাদের রাণীমার শরীরটাও বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। তারও একটু বিদেশ ভ্রমণ দরকার। তা, তুমি এক কাজ করো না, তুমি ইউরোপ যাবার সময় তাকেও একটু সাথে নিয়ে যাওনা কেন? ঠিক আছে, তুমি অবিলম্বে ইউরোপ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও, আমি দেখি তোমার রাণীমা এখন যেতে রাজি আছে কি না।

৪

সামনের কামরার দরজায় ঝুলানো পর্দার আড়াল থেকে সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজের আওয়াজ শোনা গেল, আমার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ঠিক আছে। আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য আমার ইউরোপ যাওয়ার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই।

সায়মন একটু অপ্রস্তুত হয়ে সুশীলং-কে বললেন, আচ্ছা, তুমি এখন যাও।

সম্রাজ্ঞী পর্দা তুলে কামরার ভিতর এসে পড়ায় পিছনের দরজা দিয়ে সুশীলং বাইরে বেরিয়ে গেল।

সম্রাজ্ঞী কামরায় ঢুকেই বললেন, আমি কবে আপনার কাছে আবেদন করেছিলাম যে, আমার শরীর খারাপ?

ঃ তোমার বলার দরকার কি? তোমার চেহারা দেখে কি আমি বুঝি না তোমার শরীর খারাপ? তাছাড়া এখানে যা ঘটছে তাতে তোমার মনের ওপর বিরাট চাপ পড়ছে। আমার ভয় হচ্ছে, আগামী কিছু দিন আরো যে সব ঘটনা ঘটবে তাতে তোমার স্বাস্থ্যের ওপর তা আরো খারাপ প্রভাব ফেলবে।

ঃ দেখো বেশী চালাকি করোনা। আমি তোমার কথাবার্তা সবই শুনেছি। তোমাকে আমি শেষ বারের মত সাবধান করে দিতে চাই, তুমি আগুন নিয়ে খেলা করছো।

ঃ যদি তুমি আমার কথাবার্তা সব শুনে থাকো তাহলে তো তোমাকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই যে, তোমার জন্য কিছুদিন দেশের বাইরে গিয়ে থাকাই উত্তম হবে। আমি এখন বড় রকমের এক জুয়া খেলায় মেতে উঠেছি। যদি আমি বাজিমাৎ করতে পারি তাহলে এ উপদ্বীপে আমাদের ভবিষ্যৎ চিরদিনের জন্য নিরাপদ হয়ে যাবে। তখন তুমি খুশী মনে দেশে ফিরে আসতে পারবে। আর যদি হেরে যাই তবে অন্ততঃ এটাই হবে আমার সান্ত্বনা যে, তোমার কোন ভয় নেই।

ঃ এখন আর তোমার জয়-পরাজয়ের ব্যাপারে আমার কোন আকর্ষণ নেই। এ দেশটা আমার জন্য জাহান্নাম হয়ে গেছে। তাই বলে ভেবোনা, তোমার এসব অপকর্ম দেখে আমি এখান থেকে পালিয়ে যাব আর তুমি লুইজার সাথে ফষ্টিনষ্টি করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে বর্তে যাবে।

ঃ লুইজার ব্যাপারে আমার কোন দুর্বলতা নেই।

ঃ তুমি আমাকে বোকা বানাতে পারবে না। তুমি তাকে এখানে রাখার জন্য এ দেশের নাগরিকত্ব দিয়েছো। মেহমানখানার পরিবর্তে তাকে শাহী মহলে জায়গা দিয়েছো। তুমি কি মনে করো, এটা বুঝা এতই কঠিন যে, তুমি তার সাথে কি ওয়াদা করেছো? তুমি ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে আছো। আমি তোমার সকল ধৃষ্ঠতা সহ্য করতে পারি, কিন্তু যদি সে মেয়েটি এখানে থেকে যায় তবে নিশ্চিত জেনো, তোমার কপালে খারাবী আছে।

লুইজা কক্ষে প্রবেশ করে পকেট থেকে একটা থার্মোমিটার বের করে কিং সায়মনের মুখে পুরে দিল। সম্রাজ্ঞী ক্ষেপে গিয়ে এক ঝটকায় তার মুখ থেকে থার্মোমিটার কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এরপর লুইজার দিকে তাকিয়ে বললেন, উনি পুরোপুরি সুস্থ আছেন। তাকে আর সেবা করার প্রয়োজন নেই।

সায়মন বললেন, লুইজা, আমার পরিবর্তে সম্রাজ্ঞীর দিকে তোমার নজর দেয়া উচিত। আজ তার মেজাজ আমার থেকেও বেশী খারাপ। যাও, ডাক্তারদের ডেকে নিয়ে এসো।

লুইজা মুচকি হেসে বেগমের দিকে তাকিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

ঃ আমি এ মেয়েটিকে গলা টিপে হত্যা করব। আর তোমাকে এত বেশী অস্থির করে তুলব যে, তুমি পুনরায় গাছের ওপর গিয়ে বসে থাকতে বাধ্য হবে। উত্তপ্ত কন্ঠে বললেন সম্রাজ্ঞী।

ঃ খামোশ! তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয়, তুমি একজন বাদশাহর সাথে কথা বলছো।

ঃ বাদশাহ! থু! আমার দৃষ্টিতে তুমি একজন ভিখারী অপেক্ষাও ঘৃণার যোগ্য। তোমার প্রজারা তোমার সম্পর্কে কি ভাবে তা কি তুমি জান?

সায়মন মৃদু হেসে বললেন, আমার জানা আছে। তুমি দেখে নিও, কিছুদিন পর এ নির্বোধ লোকগুলোর মধ্যে এই ভাবনা করার যোগ্যতাটুকুও থাকবে না।

ঃ তুমি কিছুই জান না। তোমার জানা নেই, এ দেশের জনসাধারণ যখন কোন লাশের কফিন দেখতে পায় তখন বলাবলি করে, এটা যদি আমাদের বাদশাহর কফিন হতো! যখন কোন নৌকা সাগরে নিমজ্জিত হয়, তখন তারা বলে, আহা! এ নৌকায় আমাদের মহামান্য বাদশাহ যদি থাকতো! যখন মোটর দুর্ঘটনা ঘটে তখন বলে, যদি কিং সায়মন এ মোটর গাড়ীতে থাকতো! তারা তিন বছরের মেয়াদ পূর্তির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তারপর তুমি দেখতে পাবে, এ মহলের প্রতিটি ইট তোমার দুশমন হয়ে আছে। আল্লাহর ওয়াস্তে এখান থেকে পালিয়ে যাও।

সায়মন তিক্ত কন্ঠে বললেন, মাথা খারাপ মেয়ে, আল্লাহর ওয়াস্তে একটু চুপ করো, ওই দেখো ডাক্তাররা এসে পড়েছেন।

ঃ আমি তোমার ডাক্তারদের হাড্ডি চিবিয়ে খাব। আমি তাদের বলে দেব, তুমি কে? তোমার পরিচয়পত্র আমি এখনো যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

ঃ ডাক্তাররা আমার সম্বন্ধে সব কিছুই জানেন। আমাকে রেখে তোমার এখন নিজের চিন্তাই করা উচিত। যদি তারা তোমার সম্পর্কে কোন ভুল সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে এ ঘোষণা দিতে হবে যে, প্রজাদের জোর দাবী ও ডাক্তারদের পরামর্শে মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে সম্রাজ্ঞীকে সাম্রাজ্যের সকল

দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হল।

ঃ তোমার ডাক্তাররা আমার দিকে চোখ তুলে তাকাবার দুঃসাহসও দেখাতে পারবে না। তুমি তাদেরকে আহাম্মক ভেবো না। তারা জানে, বানরের মগজ কার মাথায় রয়েছে।

ঃ ডার্লিং, বোকামী করোনা। এক মিনিটের মধ্যেই তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে একজন সম্রাজ্ঞী হিসেবে ইউরোপ সফরে যাবে, না মানসিক হাসপাতালের এমন এক কক্ষে জীবন কাটাবে, যার বাইরে লেখা থাকবে, 'সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, তারা যেন এ বিপজ্জনক রোগীনীর নাগালের ভেতর না আসেন।'

ঃ তুমি ঠাট্টা করছো!

ঃ তুমি জান, আমি প্রতিটি কাজ অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনার পর করি।

ডাক্তারদের সাথে নিয়ে লুইজা কামরায় প্রবেশ করল। একজন ডাক্তার সম্রাটের কাছে গিয়ে বললেন, কি হয়েছে ইউর ম্যাজিস্টি?

সায়মন বললেন, না, তেমন কিছু নয়, হার ম্যাজেস্টি আপনাদের সাথে ইউরোপ যেতে চাচ্ছেন। আমারও মনে হচ্ছে আবহাওয়ার পরিবর্তন তার স্বাস্থ্যের ওপর খুব ভাল প্রভাব ফেলবে। এ ব্যাপারে আপনাদের পরামর্শ চাচ্ছি।

ঃ হার ম্যাজিস্টি আমাদের সাথে যাবেন এতো খুব আনন্দের কথা।

নিত্য নতুন মন্ত্রণালয়

পরদিন সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ ডাক্তারদের সাথে প্লেনে করে ইউরোপ রওয়ানা হয়ে গেলেন। সরকারী তথ্য বিবরণী অনুযায়ী ফার্স্টলেডি প্রজাদের পক্ষ থেকে আমেরিকা ও ইউরোপের জনগণের জন্য শুভেচ্ছা বাণী নিয়ে যাচ্ছিলেন।

সম্রাজ্ঞী রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর শাহী মহল থেকে ঘোষণা করা হল, এইমাত্র শাদা উপদ্বীপের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধিদল হিজ ম্যাজেস্টির খেদমতে এক দরখাস্ত পেশ করেছেন। তারা দেশের অর্থনৈতিক দুরাবস্থার প্রেক্ষিতে মি. সুশীলং-এর অযোগ্য মন্ত্রীপরিষদ বরখাস্ত করার দাবী জানিয়েছেন।

দ্বিতীয় দিন খবর বেরোল, জাতীয় সংসদের সদস্যরা ঐক্যবদ্ধভাবে সুশীলং-এর মন্ত্রীসভা অবিলম্বে ভেঙ্গে দেয়ার সুপারিশ করেছেন। তার কয়েক ঘন্টা পর রেডিওতে প্রধানমন্ত্রী সুশীলং-এর একটি বিবৃতি প্রচার করা হয়। বিবৃতিতে তিনি বলেন, জাতীয় সংসদের কোন সদস্য ঐ সকল অভিযোগ থেকে মুক্ত নন যা কিনা আমার মন্ত্রীসভার ওপর আরোপ করা হয়েছে। জাতীয় সংসদের এ দাবীর প্রেক্ষিতে আমি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে পদত্যাগ করতে প্রস্তুত। কিন্তু সাথে সাথে মহামান্য সুলতানের নিকট এ দাবীও করবো যে, একইভাবে দেশ ও জাতির স্বার্থে জাতীয় সংসদও ভেঙ্গে দেয়া হোক।

তারপর একাধারে চারদিন ধরে দেশের সকল গণমাধ্যম তথা সংবাদপত্রে ও রেডিওতে মন্ত্রীসভা ও জাতীয় সংসদের বিরুদ্ধে এমন সব গুণীজন ও বুদ্ধিজীবীর বক্তৃতা-বিবৃতি প্রচার হতে থাকল যাদের নামের সাথে জনগণ আদৌ পরিচিত ছিল না। পঞ্চম দিন উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলায় মহামান্য বাদশাহ মন্ত্রীবর্গ এবং জাতীয় সংসদের সমন্বয়ে এক যৌথ অধিবেশন আহ্বান করলেন। অধিবেশনে তিনি দেশের সাম্প্রতিক অবস্থা তুলে ধরে সকলের পরামর্শ আহবান করেন। জাতীয় সংসদের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীপরিষদকে এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী করে। অপরদিকে মন্ত্রী মহোদয়রা জাতীয় সংসদের সদস্যদের ওপর

পাল্টা অভিযোগ করে। বাক-বিতন্ডা থেকে শুরু হল হাতাহাতি, হাতাহাতি থেকে চেয়ার ছোড়াছুড়ি। মন্ত্রীরা ছিলেন সংখ্যায় কম। স্বাভাবিকভাবেই এ মারামারিতে জাতীয় সংসদের সদস্যরা বিজয় লাভ করলে মহামান্য বাদশাহ তাতে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হলেন।

অধিবেশন শেষে মহামান্য সম্রাট শাহী ফরমান জারী করলেন, আমি আমার প্রিয় প্রজাসাধারণের ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বর্তমান মন্ত্রীপরিষদকে বরখাস্ত করছি। জাতীয় সংসদের পরামর্শক্রমে বিদায়ী মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য মি. ইচুলিচুকে নতুন মন্ত্রীপরিষদ গঠন করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

এ ঘোষণার কিছুক্ষণ পর মি. ইচুলিচু প্রধানমন্ত্রী এবং তার চব্বিশজন সাথী মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন।

সুশীলং-এর পদত্যাগের ফলে জনগণকে যেমন উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল তেমনি নতুন মন্ত্রীদের নাম শুনে তারা ছিল শংকিত। মন্ত্রীসভা গঠন করার ঘোষণা দেয়ার কিছুক্ষণ পর হাজার হাজার লোক বিশাল প্যারেড চত্বরে এসে সমবেত হল। একজন অনলবর্ষী বক্তা মঞ্চে উঠে বক্তৃতা শুরু করলেন।

উপস্থিত সুধী মন্ডলী! আমি বিশ্বাস করি, কিং সায়মন মঙ্গলগ্রহের কোন পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে এখানে এসেছিলেন! আর জাতীয় সংসদের সদস্যরা আমাদেরকে আমদেরই অতীত অপকর্মের শাস্তি দেয়ার জন্য তাকে আমাদের ঘাড়ের ওপর বসিয়ে দিয়েছেন। শুরু থেকেই সায়মনের কাছ থেকে আমরা কখনো কোন কল্যাণেকর কিছু পাইনি। কিন্তু অতীতের এ তিক্ত অভিজ্ঞতার পরও জাতীয় সংসদের সদস্যরা দেশকে চোরদের হাত থেকে ছিনিয়ে ডাকাতদের হাতে তুলে দেবে আমরা এটা আশা করিনি। ইচুলিচু কালো উপদ্বীপের গোয়েন্দা ও দালাল। তার বেশীর ভাগ সংগী সাথী ঐসব বংশের সন্তান, যারা বিগত শতাব্দীগুলোতে আমাদের দেশকে বিদেশের গোলাম বানানোর জন্য একে অন্য থেকে অগ্রসর হয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। কিং সায়মন হয়ত বলতে পারেন, আমি এ লোকদের অতীত সম্পর্কে জানতাম না; কিন্তু জাতীয় সংসদের সদস্যরা এ নির্বাচনে সহায়তা করে দেশ ও জাতির স্বার্থের সাথে সরাসরি গাদ্দারী করেছে।

এক ব্যক্তি এতক্ষণ একটা চাদরে মুখ ঢেকে মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এবার তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত নেড়ে চীৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন, সুধী মন্ডলী! আমি জাতীয় সংসদের পক্ষ থেকে কিছু বলতে চাই।

উপস্থিত জনতা তাকে চিনতে পেরে সাথে সাথে তার টুটি চেপে ধরার জন্য ছুটে গেল। কিন্তু বক্তার হস্তক্ষেপে তিনি উত্তেজিত জনতার হাত থেকে কোনমতে রক্ষা পেলেন। তিনি মঞ্চে উঠে বলতে লাগলেন, ভাইসব! আমি স্বৈরাচারী কিং সায়মনের আশ্রয় থেকে তোমাদের আশ্রয়ে ফিরে এসেছি। আমি আমাকে কোন প্রকার উত্তম আচরণের যোগ্য বলে মনে করি না। কিন্তু আমি তোমাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেয়া জরুরী মনে করি যে, এই ব্যাপারে জাতীয় সংসদ ছিল একেবারেই অপারগ ও অসহায়। মন্ত্রীপরিষদ গঠনে তাদের কোন হাত ছিল না।

বাদশাহ নিজে তার পকেট থেকে একটি তালিকা বের করে আমাদেরকে এই বলে ধমক দিয়েছিল যে, তোমরা যদি আমার নির্বাচনের ওপর কোন আপত্তি কর, তাহলে আমি তোমাদের সব ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করে দেব। জাতীয় সংসদের প্রত্যেক সদস্য এটা ভালভাবেই বোঝে যে, দেশের জনগণের সাথে তাদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। এর জন্য কিং সায়মনের হাঁ-এর সাথে হাঁ এবং না-এর সাথে না সুর মিলানো ছাড়া তাদের কোন গত্যন্তর ছিল না।

তোমরা কিং সায়মনকে পাগল মনে করে থাকো, কিন্তু আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারি, তার প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত সুচিন্তিত এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ীই হয়ে থাকে। তিনি তোমাদের জন্য এতটুকু উদ্বেগ ও সমস্যা সৃষ্টি করে দিতে চান, যাতে করে তোমাদের মধ্যে তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার ও সোচ্চার হওয়ার কোন ক্ষমতা ও যোগ্যতাই না থাকে। আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি, তোমাদের ভবিষ্যৎ তোমাদের অতীত অপেক্ষা অনেক বেশী যাতনাদায়ক, কষ্টকর এবং ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষা সংকুল হবে।

তার বক্তব্য শেষ হলে সভাপতির আসন থেকে মাননীয় ধর্মগুরু উঠে দাঁড়ালেন। তিনি তার বক্তব্যে আবেগমথিত স্বরে বললেন, ভাইসব, আপনাদের এ সীমাহীন দুর্গতির জন্য আমিই দায়ী। আমাদের প্রয়াত বাদশাহ আমার কাছে যে অসিয়তনামা রেখেগিয়েছিলেন তাতে তিনি উজির চেরাগ সিংকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি এক নাজুক মুহূর্তে দেশকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচানোর আশায় তার অনুমতির অপেক্ষা না করেই কিং সায়মনের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, তিনি মঙ্গলগ্রহের উন্নত মানুষ। দেশকে তিনি ন্যায় ও কল্যাণের পথে ঠিকই পরিচালিত করতে পারবেন। আমার সে ভুলের কারণেই আজ আপনাদের জীবনে নেমে

এসেছে এ কঠিন দুর্গতি। এ জন্য আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। গভীর অনুশোচনা ও মর্মযাতনায় আমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত।

প্রিয় দেশবাসী, মহামান্য সম্রাটকে আমি অনেক বুঝিয়েছি। অপরাধীচক্রের হাতে কর্তৃত্ব দিয়ে জনজীবনকে বিষিয়ে না তুলতে তাকে বিনীত অনুরোধ করেছি। বলেছি, এমন অধর্মের কাজ করবেন না। কিন্তু তিনি অধর্মের রাজনীতি ছাড়া কিছুই বুঝেন না। তিনি আমার কোন কথাই কানে তুলতে রাজি হননি। সততা ও ন্যায় নীতির পরিবর্তে অসাধুতা ও প্রতারণাই তার রাজনীতির মূল। নিত্য নতুন ধোকা ও প্রতারণার অভিনব সব পদ্ধতি তার মাথায় গিজগিজ করছে। এ অবস্থায় আমি কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছিনা। একমাত্র আল্লাহই আমাদের এ কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। আসুন তারই কাছে করজোড়ে মিনতি জানাই, তারই কাছে চাই নাজাত ও রহমত।

প্রিয় দেশবাসী, আল্লাহ বলেছেন, কোন জাতি নিজে তার ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট না হলে তিনি কখনো কারো ভাগ্য পরিবর্তন করেন না। তাই আমাদের ভাগ্য পাল্টানোর জন্য আমাদেরকেই সচেষ্ট হতে হবে। তবেই আমাদের ওপর নাজিল হবে আল্লাহর রহমত।

আমি আমাদের বিচক্ষণ উজির চেরাগ সিং-এর সাথে এ নিয়ে আলাপ করেছি। আশা করছি তিনি এ বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য অবশ্যই কোন না কোন উপায় বের করবেন। এ ব্যাপারে আমি আমাদের সেনাবাহিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কেবল দেশের সীমান্ত রক্ষাই নয়, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করাও তাদের দায়িত্ব। আমরা লক্ষ্য করছি, যারাই কিং সায়মনের বিরোধিতা করছে তারাই গুম-খুনের শিকার হচ্ছে। এ ধরনের হত্যা, নির্যাতন ও সন্ত্রাস বন্দের জন্য তারা কি পদক্ষেপ নেয় তাই এখন দেখার বিষয়।

আমি আপনাদেরকে আন্দোলন চালানোর ক্ষেত্রে আরো সতর্ক হওয়ার আহবান জানাচ্ছি। প্রয়োজনে মাদ্রাসা, মসজিদ, খানকাসহ প্রতিটি ইবাদতখানাকে সন্ত্রাস প্রতিরোধের দূর্গ হিসাবে গড়ে তুলুন। আপনারা নিরাশ হবেন না। মনে রাখবেন প্রতিটি রাতের পর আবার সূর্যোদয় হয়। আপনারা সজাগ হলে অধর্মের এ রাজনীতি একদিন বন্ধ হতে বাধ্য। এ দুঃশাসন একদিন অবশ্যই কাটবে ইনশাআল্লাহ।

২

নতুন মন্ত্রীপরিষদ শাদা উপদ্বীপের জনগণের জন্য নতুন নতুন সমস্যা এবং নিত্য নতুন মুসিবত সৃষ্টি করতে শুরু করল। কিছুদিন সম্রাজ্ঞী রোজ ও বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীর ইউরোপ যাওয়া সম্পর্কে জোর কানাঘুষা চলতে থাকল। কিন্তু তারপর জনগণের দৃষ্টি নতুন মন্ত্রীসভার কার্যকলাপের ওপর নিবদ্ধ হল। ইছুলিচু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর জনগণের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দেন তাতে তিনি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, জীবিকা অর্জন ও শিক্ষা ক্ষেত্রের তাবৎ সমস্যা তুলে ধরে তা সমাধানের আশ্বাস প্রদান করেন।

তিনি বলেন, এসব সমস্যা সমাধানের জন্য আমার মন্ত্রীপরিষদ যে সব প্রস্তাব করেছে মহামান্য সম্রাট সেগুলো মঞ্জুর করেছেন। আমরা দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করতে চাই। এই পরিবর্তন বিভিন্ন এলাকার ঐ সব বাস্তববাদী নেতাদের দাবীর সাথে হবে পুরোপরি সংগতিপূর্ণ যারা দীর্ঘদিন থেকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে আসছেন যে, দেশের দশটি জেলায় বসবাসরত গোত্রগুলোর সমস্যার স্বরূপ ও প্রকৃতি এক নয়। সব জেলাগুলোকে একই প্রশাসনের অধীন রেখে এসব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। আমার সরকার তাই দেশের প্রত্যেক গোত্রকে নিরংকুশ সায়ত্তশাসন প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ জন্য সবকটি জেলাকে প্রদেশের মানে উন্নীত করে দেয়া হবে।

বেশীর ভাগ নেতার দাবী এই যে, দেশে সত্যিকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু করার জন্য প্রত্যেক প্রদেশের একশ লোকের জন্য এসেম্বলীতে একজন প্রতিনিধি এবং এক হাজার লোকের জন্য একজন মন্ত্রী হওয়া উচিত। মহামান্য বাদশাহ এই দাবীর বাস্তবতা ও যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা এই মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য বাস্তবায়নের অনুকূল নয়। এ জন্য আমাদেরকে নতুন প্রদেশগুলোর জন্য হালকা ধরণের মন্ত্রীসভা ও এসেম্বলীর ওপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যখন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হয়ে যাবে, তখন আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা হবে যাতে প্রতিটি বেকার লোককে কোন এসেম্বলী কিংবা কোন মন্ত্রীপরিষদের সদস্য বানিয়ে দেয়া যায়। এই মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য যদি আমাদেরকে আরো কিছু প্রদেশ বানাতে হয়; তবু আমরা ইতস্ততঃ করবো না। এই মহতি প্রস্তাবও জাতীয় সংসদের কাছে পেশ করা হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জাতীয় সংসদের কোন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী সদস্য এর

বিরোধিতা করবেন না।

দেশের বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোকজন এ পরিকল্পনাকে শাদা উপদ্বীপের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক বলে মনে করতে বাধ্য হলেন। প্রাক্তন জাতীয় সংসদের কতিপয় সদস্য যারা এতদিন লোভ কিংবা ভয়ের কারণে কিং সায়মন এবং তার মন্ত্রীদের সাথে সহযোগিতা করে আসছিলেন তাদেরও কেউ কেউ এই প্রস্তাবের কথা শুনে ভয়ে শিউরে উঠলেন। এ পরিকল্পনার মধ্যে তারা শাদা উপদ্বীপের সংহতি ও স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিপর্যয় দেখতে পেলেন।

কিন্তু প্রাক্তন সংসদের অধিকাংশ সদস্য ও প্রাক্তন মন্ত্রী, যারা কিং সায়মনের সাথে তাদের ভাগ্য জুড়ে দিয়েছিল সকলেই পরিপূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এই পরিকল্পনা সমর্থন করল। তিনদিন পর শাদা উপদ্বীপের অসহায় জনগণ শুনল, দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে দশটি নতুন প্রদেশ এবং সেই সাথে দশজন নতুন গভর্নর আর দশটি ক্ষুদ্রাকার এসেম্বলী ও মন্ত্রীসভা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরকারী ঘোষণায় হালকা-পাতলা মন্ত্রীসভা ও এসেম্বলী সম্পর্কে বলা হল যে, মোটামুটি প্রত্যেক প্রাদেশিক এসেম্বলীর সদস্য সংখ্যা দেড়শ এবং মন্ত্রীর সংখ্যা ত্রিশ-এর বেশী হবে না।

৩

যেদিন নতুন প্রদেশ গঠন সম্পর্কিত বিল পাশ হয়ে গেল সেদিনই সন্ধ্যায় কালো উপদ্বীপের প্রধানমন্ত্রী তার এক বিশেষ ভাষণে কিং সায়মন ও তার নতুন মন্ত্রীপরিষদকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সাথে সাথে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি একটি তারবার্তাও প্রেরণ করেন। তাতে তিনি বলেন, আমার সরকার দীর্ঘদিন থেকে আশা করছে, শাদা উপদ্বীপের সাথে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো জোরদার হবে। হিজ ম্যাজেস্টি কিং সায়মন এবং মি. ইচুলিচু সত্যিই মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য যে, তারা আমাদেরকে আশান্বিত করেছেন। আমার দেশের জনগণ তাদের অত্যন্ত নিকট প্রতিবেশী হিসাবে ঐ রাষ্ট্রের সকল আনন্দে সমান অংশীদার। আপনারা দশটি নতুন প্রদেশ স্থাপন করে দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তাকে আমরা অভিনন্দিত করছি।

আমাদের কাছে এই পরিস্থিতি ছিল খুবই অসহনীয় যে, শাদা উপদ্বীপের

জনসাধারণকে দেশের ঐক্য ও সংহতির নামে ঐসব জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল যেগুলো ছাড়া মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে পারে না। শাদা উপদ্বীপের বিভিন্ন গোত্রগুলোর উন্নতি, অগ্রগতি ও সুখ-সমৃদ্ধির উপায়-উপকরণ সমভাবে সরবরাহ করার জন্য এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশ প্রতিষ্ঠা ছিল খুবই জরুরী। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব থাকবে নামে মাত্র। রাজনৈতিক এই অতি সুক্ষ্ম তত্ত্ব আমার পুরানো বন্ধু কাচুমাচু অনেক দিন থেকে উপলব্ধি করে আসছিলেন। আর আমি এজন্য খুবই আনন্দিত যে, এই সাদামাটা কথাটা উপদ্বীপের সরকারের বুঝে এসেছে।

আমরা আশাবাদী, শাদা উপদ্বীপের সরকার শুধু মাত্র দশটা নতুন প্রদেশ গঠনকেই যথেষ্ঠ মনে করবে না, এই প্রক্রিয়ায় কম করে হলেও ত্রিশটি প্রদেশ কায়েম করবে। হিজ ম্যাজেস্টি কিং সায়মন-এর সরকার শাদা উপদ্বীপের জন্য উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ খুলে দিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে শাদা উপদ্বীপের প্রতিটি তহসিল এবং প্রত্যেকটা থানা একটা প্রদেশ হয়ে যাবে। তারপর কোনদিন আবার এই অগণিত অসংখ্য প্রদেশ স্বায়ত্বশাসিত সরকারে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আমি আমাদের বন্ধু দেশের সরকারকে এই সংস্কারের যারা বিরোধী সেইসব লোকদের সম্পর্কে সদাসতর্ক থাকার পরামর্শ দেয়াকে আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

যারা এ প্রপাগান্ডা করে যে, নতুন প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে শাদা উপদ্বীপে বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে এবং এই বিশৃংখলা ও অরাজকতার সুযোগে আমরা তাদের ওপর আক্রমণ করব, তারা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অবাস্তব আতংক ছড়াচ্ছে। আমরা শাদা উপদ্বীপের সাথে এমন বন্ধুত্ব বজায় রাখতে চাই যাতে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোন অভিযান পরিচালনা করার প্রয়োজন দেখা না দেয়। লড়াই তো ঐ সব লোকদের সাথেই হয়ে থাকে যাদের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশংকা থাকে। যখন আমাদের বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হবে তখন কোন আক্রমণের প্রশ্নই থাকবে না। আমরা আমাদের ছোটখাট সমস্যা আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে যুদ্ধ ছাড়াই সমাধানে আগ্রহী।

শাদা উপদ্বীপের ভাগ্য খুবই ভাল যে, তারা কিং সায়মনের মত শাসনকর্তা পেয়েছেন। কিং সায়মনেরও সৌভাগ্য যে ইচুলিচু ও কাচুমাচুর মত জাগ্রত বিবেক ও উর্বর মস্তিষ্কের লোককে তিনি পরামর্শের জন্য পেয়েছেন। আমার

সবসময়ই ইচ্ছে করে, আমি স্বয়ং শাদা উপদ্বীপে গিয়ে ঐ সকল লোকদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করি, যারা আমাদের বন্ধুত্ব ও ঐক্যের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু এটা তখনই সম্ভব যখন শাদা উপদ্বীপের প্রতিটি প্রদেশ মি. কাচুমাচুর মত দূরদর্শী ও বিচক্ষণ নেতার নেতৃত্বে আসবে। আমি অধীর আগ্রহে সে প্রত্যাশিত দিনের অপেক্ষা করছি।

৪

নতুন প্রাদেশিক বিল পাশ করার পর মি. ইচুলিচুর মন্ত্রীসভার সামনে প্রত্যেক প্রদেশে সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য যথাযোগ্য কর্মকর্তা নিয়োগের বিষয়টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের সংখ্যা প্রায় হাজারে গিয়ে উন্নীত হয়েছিল। কাজেই এসব শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্দেশ দেয়া হল, দেশের সমস্ত স্কুল ও কলেজে শিক্ষাবর্ষকে ত্বরান্বিত করে দেয়া হোক এবং পরীক্ষায় পাশের হার শতকরা একশ ভাগে উন্নীত করা হোক। সাথে সাথে প্রত্যেক ছাত্রকে বছরে কমপক্ষে চার ক্লাশ পাশ করিয়ে দেয়া হোক। তারপর অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা প্রাদেশিক সরকারের উৎপাদনের অনুমান করে দেখতে পান যে, দেশের সমস্ত আয় যদি প্রদেশগুলোর মধ্য বন্টন করে দেয়া হয় তবু তা কয়েক মাসের বেতনের জন্য যথেষ্ট হবে না। অতএব জাতীয় সংসদের জরুরী অধিবেশন আহ্বান করা হল এবং নতুন কর আরোপ করার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব ও পরামর্শ বিবেচনা করা হল।

ইতিপূর্বে জনসাধারণের সকল প্রকার আমদানীর ওপর ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছিল। অবশেষে একজন উপমন্ত্রী প্রস্তাব পেশ করলেন যে, জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু এবং দাফন-কাফনের ওপরও ট্যাক্স ধার্য করা হোক। অন্য এক সদস্য বললেন, জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু ছাড়াও মানুষের জীবনে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আছে। অনেক শিশু বিয়ের বয়সে উপনীত হওয়ার আগেই এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যায়; ফলে সরকারকে তাদের বিবাহ ট্যাক্স থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এ জন্য আমার প্রস্তাব হচ্ছে, শিশুর জন্মের পর প্রথম পরিধেয় বস্ত্র পরানোর ওপরও ট্যাক্স ধার্য করা হোক। তারপর প্রতি বর্ষপূর্তির ওপর কর আরোপ করা হোক। এছাড়া দাঁত উঠা এবং দাড়ি-মোছ গজানোর ওপরও ট্যাক্স ধার্য হোক।

একজন মন্ত্রী, যিনি এতক্ষণ একটা সিনেমা সাময়িকী পড়ছিলেন, এ আলোচনায় খুবই বিরক্তিবোধ করে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগলেন, সুধী মন্ডলী! আপনারা এ আলোচনায় বেকার সময় নষ্ট করে চলেছেন। আমাদের আল্লাহর ওপর ভরসা করে প্রদেশগুলো গঠন করে ফেলা উচিত। উৎপাদন ও আমদানীর বিষয় পরে দেখা যাবে।

যখন জাতীয় সংসদে নতুন নতুন কর আরোপের প্রস্তাব ও পরামর্শের ওপর তুখোড় আলোচনা হচ্ছিল, তখন একজন প্রতিমন্ত্রী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, সুধী মন্ডলী! আশংকা হচ্ছে, নতুন প্রদেশ গঠনের অব্যবহতি পরই যদি জনগণের কাছে অতিরিক্ত ট্যাক্স দাবী করা হয়, তবে জনগণ এ মহতী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্দোলনে চলে যেতে পারে। তাতে এ দেশ সঠিক অর্থে গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারবে না।

আমি বলতে চাই, তারা যেন আবার বলে না বসেন যে, আমাদের অতিরিক্ত প্রদেশের প্রয়োজন নেই, আর আমরা বেশী ট্যাক্সও দিতে পারবো না, বরং আমাদের জন্য শুধু একটা কেন্দ্রীয় এসেম্বলী ও একটি মন্ত্রীসভাই যথেষ্ট। এজন্য আমি এ বিকল্প প্রস্তাব পেশ করতে চাই যে, মন্ত্রীদেরকে বেতনের পরিবর্তে আমদানী ও রপ্তানী লাইসেন্স প্রদান করা হোক। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদেরকে বাস, ট্রাক ও রিক্সার রুট পারমিট দিয়ে দেয়া হোক। সরকারী কর্মচারীদের বেতন নামমাত্র ধার্য করা হোক এবং তাদের এ ব্যাপারে অনুমতি দেয়া হোক যে, তারা তাদের ইচ্ছামত ঘুষ নিতে পারবে। যেমন একজন পুলিশ সার্জনের ন্যুনতম মাসিক খরচ যদি লাগে দশহাজার টাকা তবে তার বেতন এক হাজার টাকা ধার্য করা হোক। ফলে সে নিজে ঘুষ খেতে শিখবে এবং আমাদেকে কেন অবৈধ আয় করতে হয় বুঝবে। এভাবে সরকারের সাথে জড়িত সকল পর্যায়ের লোকদের মধ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক ও সম্প্রীতি গড়ে উঠবে।

অন্য একজন সদস্য এ প্রস্তাবের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন, আমদানী ও রপ্তানী লাইসেন্স শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদ পর্যন্তই সীমিত রাখা উচিত। প্রাদেশিক মন্ত্রীদের জন্য ভোগ্যপণ্যের পারমিট দেয়া যেতে পারে।

খাদ্যমন্ত্রী এ প্রস্তাবে অত্যন্ত অসন্তোষ ব্যক্ত করে বললেন, ভোগ্যপণ্যের খাত আমার মন্ত্রণালয়ের আয়ের সবচে বড় মাধ্যম। যদি আমাকে সেটা থেকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে আমি বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রী ও তাদের পরিবার পরিজন এবং

আত্মীয়-স্বজনদের কোন খেদমত করতে পারবো না। এ জন্য আমি সংশোধনী পেশ করছি, দেশের শতকরা আশি ভাগ খাদ্য সামগ্রী ও ভোগ্যপণ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার জন্য ওয়াকফ করে দেয়া হোক, অবশিষ্ট অংশ দেয়া হোক প্রদেশগুলোকে। আমার বিশ্বাস, ভেজাল দেয়ার পর এ খাদ্যশস্য দ্বারা যে সমস্ত রুটি তৈরী করা যাবে, সেগুলোর আমদানী প্রাদেশিক মন্ত্রীদের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হবে। আর একান্তই যদি তাতে সংকুলান না হয় তবে আমি পরামর্শ দেব, প্রাদেশিক সরকারগুলোকে এ রুটির রেশনের ক্ষমতা দেয়ার সাথে হজমীর ট্যাবলেট বন্টন করার অনুমোদনও দিয়ে দেয়া হোক।

এ প্রস্তাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী চোখ কপালে তুলে বললেন, আপনাদের মধ্যে সর্বদাই আমার পকেটে ডাকাতি করার দুষ্টবুদ্ধি কাজ করে। অথচ আপনারা জানেন, হজমীর বড়িগুলোই আমার আয়ের বড় মাধ্যম। আমি বড়জোর এতটুকু কোরবানী স্বীকার করতে পারি, হজমীর ট্যাবলেটগুলোর মূল্য শতকরা বিশ ভাগ বৃদ্ধি করে এ অতিরিক্ত অর্থ প্রাদেশিক সরকারদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী ইচুলিচু এই অপ্রীতিকর আলোচনার সমাপ্তি টানতে গিয়ে বললেন, সুধী মন্ডলী! দেশের উন্নতি অগ্রগতির এই সংহত পরিকল্পনা সফল করার জন্য আমাদের প্রত্যেককেই অল্প বিস্তর ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

আমি এ ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করার লক্ষ্যে ঘোষণা দিচ্ছি, আজ থেকে আমি আর কোন ভাতা নেবো না। আমার খরচপত্র ও ব্যয়ভার বহন করার জন্য আমদানী ও রপ্তানী লাইসেন্স বিক্রেতাদের আমদানীর শতকরা পাঁচ ভাগই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি আপনাদের সকলের কাছেও অনুরূপ কোরবানীর আশা করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার সাথীরা আমাকে মহামান্য সম্রাট কিং সায়মনের সামনে লজ্জিত করবেন না। আপনাদের জেনে রাখা উচিত, মাহামান্য বাদশাহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় অন্ততঃ পক্ষে আরো বিশ জন মন্ত্রী বৃদ্ধি করতে চাচ্ছেন। আর তাদের ব্যয়ভার বহন ও পরিতোষণের জন্য আমাদেরকে আরো বেশী কোরবাণীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

সপ্তাহ ধরে এ বিষয়ের ওপর আলোচনা পর্যালোচনা অব্যাহত থাকে। মি, ইচুলিচু ও তার সাথীরা যে পরিমাণ নতুন ট্যাক্স ধার্য করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন; ঠিক ততটুকুই জনসাধারণের বিরোধিতার আশংকায় ছিলেন ভীত। অধিকাংশ মন্ত্রীবর্গ এবং জাতীয় সংসদের সদস্যদের এটা মোটেই পছন্দনীয় ছিল না যে,

তাদের অবাধ উপার্জনের কিছু অংশ প্রাদেশিক সরকারগুলোর দিকে ঠেলে দেয়া হোক। অনেক এসেম্বলী সদস্য নিজেদের আয় উপার্জনের পরিমাণ কমে যাওয়ার ভয়ে নতুন প্রদেশ গঠনের বিরোধিতায় বিরোধী দলের সাথে গিয়ে গোপন আঁতাতে মিলিত হচ্ছিল।

মহামান্য সম্রাট কিং সায়মন উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে কম চিন্তান্বিত ছিলেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন ঐ সব লোকদের অন্তর্গত যারা খারাপ পরিস্থিতিকেও নিজেদের অনুকূল বানিয়ে নিতে পারেন। অতএব যখন এসেম্বলী কক্ষে গরম গরম বাদানুবাদ ও তর্ক-বিতর্ক চলছিল, তখন মহামান্য বাদশাহ নীরবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিলেন। তিনি সকাল ও সন্ধ্যায় বিদায়ী মন্ত্রী এবং সারা দেশের প্রখ্যাত ব্লাক মারকেটার ও স্মাগলারদের সাথে তাস খেলছিলেন। সম্মানিত তাস খেলোয়াড়দেরকে বিশেষ মেহমান রূপে আমন্ত্রণ করা হতো আর মহামান্য সম্রাট তাদের খেলায় মেতে উঠার অব্যবহিত আগে বলে দিতেন, আমার জরুরী অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য তোমাদের সহায়তা দরকার। আর এই সহযোগিতার উত্তম পন্থা হচ্ছে, তোমরা তোমাদের হারাম উপার্জনের কমপক্ষে অর্ধেক অর্থ আমার সাথে জুয়া খেলে খুইয়ে দাও। তারপর যখন দেশের অবস্থা ভাল হয়ে যাবে তখন তোমাদের এই ত্যাগ ও কোরবানীর প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে।

কোন মেহমান এতে ইতস্ততঃ করলে মহামান্য সম্রাট তাকে ধমক দিয়ে বলতেন, যদি দেশের অবস্থা আরো বেশী খারাপ হয়ে যায় তবে আমাকে এখান থেকে পালিয়ে যেতে হবে। আর যখন তোমরা আমার পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে, তখন এ দেশের জনগণ তোমাদের সাথে কি আচরণ করবে তা তোমাদের ভালই বুঝা উচিত। অমনি সম্মানিত মেহমানরা মহামান্য সম্রাটকে খুশী করতে তাদের অর্ধেক সম্পদ খেলাচ্ছলে তাঁর হাতে তুলে দিতেন।

একাধারে সাত দিন আলোচনার পরও যখন জাতীয় সংসদের সদস্যরা কোন পরিণতিতে পৌঁছতে পারলেন না, তখন মহামান্য বাদশাহ ইচুলিচুকে ডেকে সুখবর দিলেন, এখন আর তোমাদের অতিরিক্ত ট্যাক্স সম্পর্কে বাদানুবাদ করার প্রয়োজন নেই। আমি তাসের বদৌলতে গত সাত দিনে যে পরিমাণ অর্থ জমা করেছি তা অন্ততঃ আগামী এক বছরের ব্যয়ভার বহন করার জন্য যথেষ্ট হবে। আমি প্রাদেশিক সরকারগুলোকে ঋণ হিসাবে এই অর্থ প্রদান করবো। তাও

আবার এই শর্তে যে, পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত ভাল হয়ে গেলেই কেবল এই অর্থ আমাকে ফেরৎ দিতে হবে।

ইচুলিচু বলল, জাহাঁপনা! এখন আর আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হবে এমন আশা করতে পারছি না। বরং এক বছর পর আমাদের আবার নতুন কর আরোপ করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

কিং সায়মন জবাবে বললেন, এতে অস্থির হওয়ার কোন কারণ নেই। আমার মনে হয় না, এই সব প্রাদেশিক সরকার এক বছরের বেশী আমাদেরকে চিন্তাগ্রস্থ করবে। এক বছরের সুদীর্ঘ সময়ে আমি এমন আরো কত পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবো, যা তোমাদের কল্পনায়ও কখনো আসবেনা।

৫

আরো কয়েক মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। জনসাধরণ কিং সায়মন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা বাদ দিয়ে নিজেদের অন্তহীন সমস্যা ও ক্ষুধা-দারিদ্র নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। সরকার একটার পর একটা অধ্যাদেশ জারী করতে থাকল আর জনগণ সমস্যার পর সমস্যায় হাবুডুবু খেতে থাকল। কেন্দ্রীয় সরকার সাবেক সব জেলাগুলো প্রদেশে উন্নীত করে দিল, সাথে সাথে প্রাদেশিক সরকার সমূহ ঘোষণা করল, প্রদেশগুলোর ক্ষমতা ও এখতিয়ার বিভিন্ন গোত্রের জনসংখ্যার অনুপাতে হবে। কিন্তু, কোন কোন গোত্র বিভিন্ন প্রদেশে এমনভাবে বিক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, তাদের অধিকার কোন এলাকায়ই কার্যকরী হওয়ার সুযোগ পেল না।

এ জন্য তারা দাবী তুলল, তাদেরকে একত্রিত করে প্রদেশগুলোর নতুন সীমানা নির্ধারণ করা হোক। এই প্রস্তাবও মঞ্জুর করে নেয়া হল। তখন আবার দাবী উঠল, দেশের সব এলাকায় সব জিনিস সমানভাবে পাওয়া যায় না। বৃষ্টি হয় পাহাড়ী এলাকায় কিন্তু সে বৃষ্টির পানিতে ফসল ফলায় নিম্নাঞ্চলের কৃষকরা। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে, তারা হয় সেই পানি আটকে রাখার জন্য কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে নইলে আমাদেরকে সমতল অঞ্চলের উৎপাদিত শস্যের অংশ দিতে হবে।

কেন্দ্রে পাহাড়ী অঞ্চলসমূহের প্রতিনিধি এবং মন্ত্রীবর্গ এই দাবীর সমর্থনে বক্তব্য রাখলেন আর নিম্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিরা এই দাবীর বিরোধিতায় সর্বশক্তি

প্রয়োগ করলেন। উপকূলীয় এলাকার জনগণ দাবী তুলল, বৃষ্টি বর্ষণকারী হাওয়া, আর্দ্র বায়ু ও শীতল বাতাস নদী ও সাগর থেকে ছুটে যায় বলেই পাহাড়ী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় এবং তা সমতল ভূমি সিক্ত করে। কিন্তু তাতে আমাদের কোন লাভ হয় না। এ নদী ও সাগরের যে সমস্ত নেয়ামত দেশের মানুষ লাভ করে তাতে আমাদেরও রয়েছে সমান অংশ। এ জন্য পাহাড়ী এলাকার গাছ-গাছালী ও ঝোপ-জঙ্গল এবং সমতল অঞ্চলে কৃষি উৎপন্য ফসলে আমাদেরও সমান অধিকার দিতে হবে।

উপকূলীয় এলাকার জনগণ সবেমাত্র এই দাবীর স্বপক্ষে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল, ইতিমধ্যে তারা আবার এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হল। উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের এক গোত্র অপর গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল, তারা আমাদের এলাকা থেকে মাছ শিকার করে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় গোত্র এই অভিযোগের জবাবে বলল, ভাটির টানে উজানের সমস্ত মাছ তোমাদের এলাকায় চলে গেছে, তাই সেগুলো ধরার ন্যায্য অধিকার আমাদের রয়েছে।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার মৎস্যজীবীদের এ সমস্যার কোন সন্তোষজনক সমাধান না দেয়ায় সেখানে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল। গোত্র দুটো পরস্পর ঝগড়া বিবাদ ও মারামারি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। সরকারী কর্মকর্তারা সালিশের মাধ্যমে এর সুরাহা করতে চাইলেন। সালিশ রায় দিল, অভিযোগকারীদের এলাকায় অন্য এলাকার কেউ মাছ ধরতে পারবে না, তবে তারা যে মাছ ধরবে তার অর্ধেক অপর গোত্রকে দিতে হবে। সালিশের এ রায় অভিযোগকারীদের আরো উত্তেজিত করে তুলল। কিন্তু তারপরও দুগোত্র প্রত্যক্ষ মারামারিতে জড়িয়ে পড়তে ইতস্তত করতে লাগল। দেশের জনসাধারণ এরকম উত্তেজনাকর মুহূর্তেও একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ছে না দেখে মহামান্য বাদশাহ পেরেশান হয়ে পড়লেন।

জেলেদের মতো সমতল ভূমি ও পাহাড়ী এলাকার কৃষক এবং রাখালরাও একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ করতে শুরু করল। বাদশাহ আলামপনা অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে এই পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছিলেন। অবস্থার আলোকে কখন কি করা দরকার সে ব্যাপারে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারকে নিয়মিত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছিলেন। একদিন এক দলের নেতৃবৃন্দকে লাঞ্চের জন্য দাওয়াত দিলে পরের দিন ডেকে পাঠাতেন প্রতিপক্ষকে।

ধীরে ধীরে সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রই এককেটি রাজনৈতিক দলের মর্যাদা লাভ করল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এসেম্বলীতে প্রত্যেক দলের নেতাই মহামান্য বাদশাহকে সমভাবে তাদের হিতাকাংখী ও পৃষ্ঠপোষক মনে করছিল।

মহামান্য সুলতান ছিলেন পেরেশান। তার রাজত্বকাল প্রায় শেষ হয়ে আসছে, অথচ তার পরিকল্পনা মত দেশে এখনো গৃহযুদ্ধ শুরু হচ্ছে না। তিনি এই আশাই বুকে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন যে, কোন না কোন দিন তার প্রয়াস সফল হবে এবং বিভিন্ন এলাকার কিষাণ, মজুর, রাখাল, জেলে, শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষ একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এদিকে কালো উপদ্বীপের সরকার তাদের সমস্ত রেডিও ষ্টেশন থেকে শাদা উপদ্বীপের জনগণের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করছিল। এই সকল অনুষ্ঠানসূচীতে শাদা উপদ্বীপের বিভিন্ন এলাকার অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে এমনসব বাণী প্রচার করা হতো যাতে তারা পরস্পর উত্তেজিত এবং আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আঞ্চলিক ও জন্মগত অধিকার সংরক্ষণের দাবীতে পরস্পরের বিরুদ্ধে তারা যেন মরিয়া হয়ে ওঠে এবং সেসব লোকদেরকে দুশমন মনে করতে থাকে, যারা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের কথা বলে আঞ্চলিক স্বার্থ রক্ষার দাবীতে গড়ে উঠা গণআন্দোলনের বিরোধিতা করে। তারা বুঝাতে থাকে যে, শাদা উপদ্বীপের জনগণের সার্বিক সফলতা ও উন্নতির মূল চাবিকাঠি হচ্ছে, দেশকে ছোট ছোট স্বাধীন, সার্বভৌম ও স্বায়ত্বশাসিত সরকারে পরিবর্তিত করার মধ্যে। নিজেদের ক্ষমতা নিজেদের হাতে না থাকলে কেউ নিজেদের উন্নতি করতে পারে না। আমাদের প্রতিবেশী দেশের বীর জনতা নিজেদের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হলে আমরা মানবিক কারণে তাদের সহায়তা করতে বাধ্য। শাদা উপদ্বীপের সরকার সে দেশের বীর সন্তানদের স্বীকৃতি দিতে কোন প্রকার কার্পণ্য করলে মানবিক কারণে কালো উপদ্বীপের সরকার তাদের আশ্রয় ও সাহায্য করবে।

কিং সায়মন অস্থির চিত্তে কামরার ভিতর পায়চারী করছিলেন। তার চেহারায় দুর্ভাবনার চিহ্ন পরিষ্কার ফুটে উঠছিল। লুইজা কক্ষে প্রবেশ করে কিং সায়মনকে চিন্তামগ্ন দেখে বলল, আপনাকে এত পেরেশান দেখাচ্ছে কেন?

ঃ তুমি কোন খবর শোননি?

ঃ আমি তো শুনেছি যে এখন আর দেশে গৃহযুদ্ধের কোন আশংকা নেই। এ সংবাদে তো আপনার আনন্দিত হওয়া উচিত।

সায়মন বললেন, লুইজা, তুমি জেনে বুঝেও আমার সাথে তামাশা করো কেন? তুমি ভালভাবেই জানো, আমি এখন কি কঠিন বিপদের মধ্যে আছি।

লুইজা বলল, কিন্তু আমি বুঝতে পারি না, জনসাধারণের মধ্যে গৃহযুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়লে তাতে আপনার কি লাভ?

ঃ তোমাকে এসব কথা বুঝিয়ে বলার সময় এখনো আসেনি। গৃহযুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলে এখানকার প্রতিটি বিবেকবান মানুষ জোড় হাতে আমার কাছে আবেদন জানাতে বাধ্য হতো, বাদশাহ সালামত, এ সমস্যা আপনি ছাড়া কেউ সমাধান করতে পারবে না। আল্লার ওয়াস্তে আমাদের ওপর দয়া করুন। আমরা শুধু বেঁচে থাকার অধিকার চাই।

তখন আমি তাদেরকে বলবো, দেখো, আমার নির্ধারিত শাসনকাল শেষ হওয়ার পর আমার কাছে এসব দুঃখ কষ্ট বলে কি লাভ? এসব তো তোমাদের অযোগ্য মন্ত্রীবর্গই সৃষ্টি করেছে। তারা বিনীতভাবে প্রার্থনা করবে, জাহাঁপনা! আপনি আমাদের মা-বাপ, আপনি এখানেই থাকুন। আপনি আমাদেরকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যেতে পারেন না।

আমি তাদেরকে বলবো, আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অপারগ। তোমাদের দেশের আইন অনুযায়ী আমার এখানে তিন বছরের বেশী অবস্থান করার অনুমতি নেই। তারপরও তারা চীৎকার দিয়ে করুণ সুরে আর্তনাদ করে বলতে থাকবে,

আমাদেরকে এ বিপদের হাত হতে বাঁচানোর জন্য আপনার প্রয়োজন।

আমি তখন বাধ্য হয়ে নিতান্ত অনিচ্ছায় এই ঘোষণা দেবো যে, আমার প্রিয় প্রজাদের ঐকান্তিক অনুরোধে আমি আরো তিন বছরের জন্য শাদা উপদ্বীপের শাসনভার গ্রহণ করলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি আমার সমস্ত অভিসন্ধি মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী ইচুলিচু কামরায় প্রবেশ করল। সায়মন লুইজাকে ইশারা করতেই সে পাশের কক্ষে চলে গেল। ইচুলিচু নতজানু হয়ে সায়মনের হাতে চুমু খেল। সায়মন বললেন, তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুমি আমার মানসিক যাতনা আরো বাড়িয়ে দিতে চাচ্ছো?

ইচুলিচু বলল, আলামপনা! আমি বিশ্বাস করি, বিচলিত হওয়ার জন্য আপনার জন্ম হয়নি। আপনি শুধু আমাকে বলুন, এখন আমার কি করা দরকার?

ঃ আগে বল দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি কি? আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না, জনসাধারণকে নিশ্চিত গৃহযুদ্ধে নিমজ্জিত করার জন্য আমাদের সকল প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেছে।

ঃ বিশ্বাস তো আমার নিজেরও হতে চায় না জাঁহাপনা! কিন্তু এখন আর গৃহযুদ্ধের কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে করতে পারছি না।

ঃ এর অর্থ কি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তুমি নিজের অযোগ্যতার স্বীকৃতি দিচ্ছ?

ঃ আলামপনা! আমার অযোগ্যতা সম্বন্ধে আমার কোন দুঃখ বা উল্লাস নেই। আমি তো শুধু আপনার নির্দেশ পালন করেছি। আমি জানতামও না, জাঁহাপনা গৃহযুদ্ধ থেকে কি ফায়দা লাভ করতে চাচ্ছেন?

ঃ আমি তোমার বংশের ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে তোমার যোগ্যতা অনুমান করতে গিয়ে আমি ভুল করেছি। তোমার বাপদাদারাও আমার পূর্ব পুরুষদের মতো ভয়াবহ পরিস্থিতিকে নিজেদের অনুকূল করে নিতেন। কিন্তু তুমি একটা আস্ত গাধা!

ঃ জাঁহাপনা! দীর্ঘদিন ক্ষমতার মসনদ থেকে দূরে থাকার ফলে আমার বংশগত সমস্ত যোগ্যতার অপমৃত্যু হয়েছে। তবু আমি আমার জন্য এটুকু সম্মানকেই যথেষ্ট মনে করি যে, আমি আপনার গর্দভ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

ঃ তুমি জানো, যে গাধা তার মালিকের বোঝা বহন করতে পারে না তার

সাথে কেমন আচরণ করা হয়?

ঃ আলামপনা! আমি তো কখনো আমার মনিবের গুরুভার বহন করতে অনীহা প্রকাশ করিনি। দেশের জেলাগুলোকে প্রদেশ বানানো; বংশ, গোত্র ও আঞ্চলিক ঘৃণা বিদ্বেষ সৃষ্টির যে কর্মসূচী আপনি দিয়েছিলেন আমার মন্ত্রীপরিষদ নিষ্ঠার সাথে তা পালন করেছে। আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার পরও প্রত্যাশিত ফলোদয় হয়নি, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। জনগণের মধ্যে একটা আশংকাজনক পরিবর্তন এসে গেছে। লোকজনকে উত্তেজিত করে তোলার জন্য আমি যেসব নেতাদের লাগিয়েছিলাম তারাও এখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

ঃ মানুষের এই পরিবর্তনের কারণ তুমি কি কিছু বুঝতে পেরেছো?

ঃ জি জাঁহাপনা! কিন্তু আপনাকে তা বলে আরো চিন্তায় ফেলতে চাই না।

সায়মন অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, যদি তুমি মনে কর আমি এখনো চিন্তায় পড়িনি, তাহলে তুমি একটা নির্বোধ মাত্র।

ঃ আলামপনা! আমি আপনার এক নালায়েক গাধা হতে পেরে গর্বিত!

সায়মন বললেন, তাহলে এখন পরিষ্কার করে বলো কি হয়েছে?

ইছুলিচু পকেটে হাত দিয়ে একটা লিফলেট বের করে সায়মনের হাতে দিতে দিতে বলল, জাঁহাপনা! পুলিশের মাধ্যমে এ লিফলেটটি আমি পেয়েছি। আমি আরো জানতে পেরেছি, গত এক সপ্তাহ ধরে কোন এক অজ্ঞাতনামা মাধ্যমে সারা দেশে এটা বিলি করা হচ্ছে।

ঃ নির্বোধ! তুমি তো জানো আমি তোমাদের ভাষা পড়তে পারি না। এতে কি লেখা আছে?

ইছুলিচু বলল, বাদশাহ নামদার! এ লিফলেটে জনৈক ব্যক্তি জনসাধারণকে এটা বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে, দেশ অবধারিত ধ্বংসের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। মন্ত্রীবর্গ ও জাতীয় সংসদের অধিকাংশ সদস্যরা দেশ ও জাতির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে এক জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। মহামান্য সম্রাট! এই লিফলেটে আপনার ব্যাপারেও অত্যন্ত নির্লজ্জ ভাষায় হামলা করা হয়েছে।

ঃ আমার সম্বন্ধে কি লিখেছে?

ঃ মহামান্য বাদশাহ! সে কথা আমি এ মুখে উচ্চারণ করতে পারব না!

ঃ কিন্তু আমি যে শুনতে চাই।

ঃ এ লিফলেটে লেখা আছে, আপনি এ দেশের জঘন্যতম দুশমন। আপনিই

অপরাধীচক্রকে জনগণের ওপর শাসনকর্তারূপে নিয়োগ করেছেন। আপনি একাধারে চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী, স্মাগলার, জুয়াড়ী ও বদমাশ লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন। আপনি আপনার শাসনকালের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য জনগণকে অসংখ্য এ বিপদ-মুসিবতের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। আলামপনা! আপনি দেশের বহিঃশত্রুদের সাথে হাত মিলাতে চেষ্টা করছেন বলেও এতে অভিযোগ করা হয়েছে। আর এর শেষ বাক্যটি তো একেবারেই অসহনীয়।

ঃ সেটা কি?

ঃ মহামান্য সুলতান! শাদা উপদ্বীপের সিংহাসনের চাইতে কারাগারের অন্ধকার কক্ষই নাকি আপনার জন্য বেশী উপযুক্ত।

ঃ এ লিফলেটে তোমার সম্পর্কে কি লেখা আছে?

ঃ আলামপনা! শাদা উপদ্বীপের ভাষায় এমন কোন গালি নেই যা আমাকে দেয়া হয়নি! এ লিফলেটের অর্ধেকটাই আমার বংশের বিবরণে ভরপুর।

ঃ এ লিফলেট কারা বের করেছে? কোত্থেকে প্রকাশিত হয়েছে?

ঃ জাঁহাপনা! এ লিফলেট আমাদের দেশের কোন প্রেসে ছাপা হয়নি। কারা বের করেছে সে সম্পর্কেও আমরা কিছু জানি না। জনগণের এ নীরবতা আমার কাছে কোন বড় রকমের বিপর্যয়ের পূর্বাভাস বলে মনে হচ্ছে। একটু আগে খবর পেলাম, জাতীয় সংসদের যে চৌদ্দজন সদস্যকে সীমান্ত এলাকায় গৃহযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পাঠিয়েছিলাম তাদের পাঁচজন জনগণের সাথে মিলে আমাদের বিপক্ষে বক্তৃতা দিয়ে ফিরছে। আর বাকী নয়জন তাদের সফরসূচী মুলতবী করে ফিরে এসেছে। এদের তিনজনকে রাস্তায় ধরে নির্দয়ভাবে ধোলাই দেয়া হয়েছে। প্রদেশগুলোর চুয়াল্লিশজন মন্ত্রী ও প্রায় দেড়শ মেম্বারও এখানে এসে পৌঁচেছে। তিনজন মন্ত্রী এবং আটজন সদস্য জানিয়েছে, তারা উত্তেজিত জনতার হাত থেকে কোন মতে আত্মরক্ষা করে জীবন নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে। তারা আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার দাবী জানিয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে, এভাবে পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকলে জাঁহাপনার আরো বেশ কিছু ভক্ত এখানে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হবেন। এ জন্য আমি শাহী বাগানে সম্মানিত মেহমানদের জন্য পাঁচশ তাবু টানানোর নির্দেশ দিয়েছি।

গত কয়েক ঘন্টায় বেশ কিছু প্রাদেশিক সদস্য ও মন্ত্রীদের পদত্যাগপত্র এসে পৌঁচেছে। এদের দেখাদেখি কেন্দ্রেও কেউ কেউ ইস্তফা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

ঃ এতসব কান্ড-কারখানার পরও তুমি পলায়নপর সদস্য ও মন্ত্রীদেরকে কেল্লার ভেতর প্রবেশের অনুমতি দিয়েছো? তুমি কি করে এত বড় নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলে?

ঃ মহামান্য সম্রাট! যদি আমি ছোট বড় নির্বুদ্ধিতার মধ্যে পার্থক্য করতে পারতাম তাহলে কি আর আপনার প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম?

ঃ তুমি এ পলাতকদের এখানে আশ্রয় দিয়ে এটা প্রমাণ করেছো যে, আমি দেশের অমঙ্গলকারীদের আশ্রয়দাতা। যদি তোমার মধ্যে অল্পবিস্তর কান্ডজ্ঞান থাকতো তাহলে তুমি তৎক্ষণাৎ ঘোষণা দিতে, সরকার দেশ ও জনগণের স্বার্থ বিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত থাকার অপরাধে কতিপয় দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে।

ঃ আলামপনা! তাদের গ্রেফতার করা হলে আমার ভয় হয়, জাতীয় সংসদের অধিকাংশ সদস্য আপনার আশ্রয় ছেড়ে জনগণের সারিতে গিয়ে সামিল হবে।

ঃ বেকুব! আমি তো তাদেরকে গ্রেফতার করতে বলিনি। আমি বলেছি, তাদের গ্রেফতারীর ঘোষণা দিয়ে দাও যাতে তাদের ওপর থেকে জনসাধারণের ক্ষোভ কমে যায়।

ঃ মহামান্য সম্রাট! আমি আপনার দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি। কিন্তু এ লিফলেটে জনগণকে বারবার সাবধান করে দেয়া হয়েছে, যেন তারা আপনার চালাকি থেকে সতর্ক থাকে এবং ততদিন পর্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস না ফেলে যতদিন জাঁহাপনা এখান থেকে বিদায় না নেন।

সায়মন বললেন, আমি জানি জনসাধারণ নিশ্চিন্তে বসে থাকবে না। কিন্তু তাদের অস্থিরতা নিয়ে কয়েকদিন আমার আর কোন ভয় থাকবে না। কাচুমাচু এখন পর্যন্ত কেন কোন খবর পাঠাল না এ জন্য আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। আমি গত এক সপ্তাহ যাবত কালো উপদ্বীপের দিকে তাকিয়ে আছি। যদি কালো উপদ্বীপের সরকার আমাদের সীমান্তে একবার হামলা করে, তবে জনগণের সমস্যা আমার জন্য কোন দুশ্চিন্তার কারণ হবে না।

ঃ জাঁহাপনা! কাচুমাচু ফিরে এসেছে। আমি তার সাথে কথা বলেই আপনার খেদমতে এসেছি।

ঃ বেকুব! তুমি এখানে আসার সাথে সাথেই আমাকে এই খবর কেন দওনি? কাচুমাচু কালো উপদ্বীপের সফর শেষে প্রত্যাবর্তন করেছে অথচ তোমার

কাছে এ মহতি কাজের কোন গুরুত্ব নেই?

ঃ মহামান্য বাদশাহ! আজকের দিনটি বড়ই অমংগলের। কাচুমাচু কোন ভাল খবর নিয়ে আসেনি। তাই আমি আপনাকে আরো সমস্যায় ফেলতে চাচ্ছিলাম না। সে বলেছে, কালো উপদ্বীপের সরকার আমাদের সীমান্ত আক্রমণের প্রস্তাবকে ধন্যবাদের সাথে নাকচ করে দিয়েছে।

সায়মন হতভম্ব হয়ে বললেন, কিন্তু সে তো আমাকে বারবার এ আশ্বাস দিয়েছিল যে, তার সেখানে গিয়ে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সীমান্ত এলাকায় প্রলয়কান্ড শুরু হয়ে যাবে!

ঃ আলামপনা! কালো উপদ্বীপের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমি তোমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু সেনাবাহিনী সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। কাচুমাচু বলেছেন, যদি সেনাবাহিনী প্রধান এবং সেনাবাহিনীর বড় বড় অফিসারদেরকে বরখাস্ত করে অথবা অন্য কোন অজুহাতে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়, তাহলেই কেবল কালো উপদ্বীপের সরকার সীমান্তে হামলা করতে রাজি আছে।

ঃ তুমি তো জান, সামরিক বাহিনীর অফিসার ও সৈনিকদের মাঝে বেশ নিবিড় সম্পর্ক। আমি তাদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারব না। এছাড়া দেশের জনগণ সেনাবাহিনী প্রধানকে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখে। আমার শুধু দরকার, কালো উপদ্বীপের যুদ্ধ জাহাজগুলো আমাদের উপকূলীয় এলাকায় কয়েক ঘন্টা গুলীবর্ষণ করে ফিরে যাবে। আমি জনগণের মধ্যে একটা আতংক ছড়িয়ে দিয়ে সে বিপদ থেকে তাদের বাঁচিয়ে দিতে চাই। যাতে তারা বুঝতে পারে, আমি ছাড়া তাদেরকে এ বিপদ থেকে বাঁচাবার আর কেউ নেই। কালো উপদ্বীপের যুদ্ধংদেহী মনোভাবের কারণে আমার আরো কয়েক বছর ক্ষমতায় থাকা জরুরী।

ঃ মহামান্য সম্রাট! কাচুমাচু বলেছে, কালো উপদ্বীপের সরকার আপনার দুশ্চিন্তায় কোন রকম উৎসাহবোধ করে না। এ ব্যাপারে তাদের কোন আন্তরিকতা ও অনুরাগ নেই। তাদের বিশ্বাস, শীঘ্রই আমাদের দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি এতবেশী খারাপ হয়ে যাবে যে, কদিন পর তারা কোন প্রকার বাঁধা ছাড়াই এদেশকে তাদের পদানত করে নিতে পারবে।

কালো উপদ্বীপের প্রধানমন্ত্রী কাচুমাচুকে নাকি বলে দিয়েছে, এমন কোন দেশের সাথে আমাদের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নেই, যারা তাদের

সরকারের হাতেই নিগৃহীত হয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এখনও তোমাদের জনগণের মধ্যে জীবনের কিছু চিহ্ন বাকী আছে। আমরা অপেক্ষা করে আছি কবে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে দেশের মানুষের আগ্রহ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আজ যদি আমরা হামলা করি তাহলে তোমাদের সেনাবাহিনী মোকাবেলার জন্য রুখে দাঁড়াবে এবং জনগণ তাদের সহযোগিতায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসবে।

ঃ কাচুমাচু এখন কোথায়?

ঃ আলামপনা! তিনি শাহী মেহমান খানায় আপনার পদধূলি গ্রহণের জন্য অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছেন। আদেশ করেন তো তাকে ডেকে পাঠাই।

ঃ সে কার অনুমতি নিয়ে মহলে প্রবেশ করেছে?

ঃ জাঁহাপনা! তার কারো অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয়নি। মহলের পাহারাদাররা জানে, এখানে আসতে তার অনুমতির দরকার হয়না। তবে আপনি যদি তার এখানে থাকা বিপজ্জনক মনে করেন, তাহলে এক্ষুণি তাকে মহল থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছি। কিন্তু আমার ভয় হয়, মহলের বাইরে কোন জায়গাই তার জন্য নিরাপদ নয়। কালো উপদ্বীপে যে জাঁকজমকের সাথে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে, তাতে এখানকার জনসাধারণ তার প্রতি কি পরিমাণ ক্ষিপ্ত তা সহজেই অনুমেয়। শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে, সে কালো উপদ্বীপের সরকারের সাথে আমাদের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করতে গিয়েছিল। কাচুমাচু ভয়ে একজন জেলের পোশাক পরে এখানে এসে পৌচেছে।

কিং সায়মন অস্থির হয়ে কিছুক্ষণ কামরার মধ্যে পায়চারী করলেন। তারপর টেলিফোনের রিসিভার তুলে বললেন, তথ্য বিভাগের পরিচালক এবং প্রচার বিভাগের পরিচালককে জলদি লাইন লাগাও।

কয়েক সেকেন্ড পর টেলিফোন বেজে উঠল। কিং সায়মন রিসিভার হাতে নিয়ে বললেন, হ্যালো! তুমি এক্ষুণি রেডিওতে এ খবর প্রচার করে দাও যে, কাচুমাচু এবং তার পার্টির আরো কয়েকজনকে দেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বিরোধী এক জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমি নিজেই সন্ধ্যা সাতটায় এ প্রসঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেব। আরে না, না নির্বোধ, তাদের গ্রেফতার করা হয়নি। তোমাকে শুধু এটা প্রচার করতে হবে।

ইচুলিচু বলল, জাঁহাপনা! তথ্য বিভাগের পরিচালকের পরিবর্তে আমি নিজেই এ ঘোষণা দিলে ভাল হতো না?

ঃ তুমি কি হিসেবে এ ঘোষণা দিতে চাও?

ঃ আলামপনা! আমি তো আপনার প্রধানমন্ত্রী।

সায়মন মসনদে বসতে বসতে বললেন, এখন আর তুমি প্রধানমন্ত্রী নও।

ইচুলিচু অবাক হয়ে বলল, জাঁহাপনা, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছিনা।

সায়মন শান্ত কণ্ঠে বললেন, তোমাকে পদচ্যুত করা হয়েছে। আমি তোমার অযোগ্য ও অপদার্থ সকল সাথীদেরকেও বরখাস্ত করে দিয়েছি।

ঃ কিন্তু আমাদের অপরাধ জাঁহাপনা!

ঃ এ প্রশ্নের জবাব তোমার প্রজাদের কাছে চাওয়া উচিত।

ইচুলিচু মসনদের সামনে নতজানু হয়ে হাত জোড় করে বলল, আলামপনা! আমি স্বীকার করি আমি অযোগ্য ও অপদার্থ। আমি আস্ত গর্দভ। কিন্তু আপনার তো গাধারও প্রয়োজন আছে।

ঃ আমার প্রজারা তোমাকে ঘৃণা করে।

ঃ মহামান্য সম্রাট! প্রজাদের সাথে আমি যে আচরণ করেছি তাতো ছিল আপনারই নির্দেশে।

সায়মন বললেন, তুমি খুব মোটা বুদ্ধির মানুষ।

ঃ আলামপনা! আমি তো সবসময়ই আপনার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় ভরসা করেছি। কিন্তু আমার পদচ্যুত হওয়ার কারণ বুঝতে পারছি না।

ঃ তুমি স্বীকার কর কী না যে, জনগণ তোমাকে ঘৃণার চোখে দেখে।

ঃ জ্বি, জাঁহাপনা! আমি অকপটে এ তিক্ত সত্য স্বীকার করছি।

ঃ তুমি এটাও জান যে, তোমার কারণে জনসাধারণ আমার প্রতিও ঘৃণা বিদ্বেষের ভাব পোষণ করতে শুরু করেছে।

ঃ জ্বি আলামপনা! কিন্তু এ ঘৃণা তো আমরা যৌথ প্রচেষ্টায়ই অর্জন করেছি।

সায়মন বললেন, এটা কি ঠিক নয় যে, আমার প্রতিটি পদক্ষেপের পিছনে এমন কিছু কারণ থাকে যা তোমার বুঝে আসে না?

ইচুলিচু বলল, জ্বি জাঁহাপনা! কিন্তু আমি জানতে চাই সে রহস্যটা কি?

ঃ শোন তাহলে! তোমাকে পদচ্যুত করা আমার সেই পরিকল্পনার অন্তর্গত যে পরিকল্পনায় তোমাকে এক কবরস্থান থেকে তুলে এনে একেবারে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসিয়ে দিয়েছিলাম। আমি জানতাম, জনগণ যখন গৃহযুদ্ধে নাজেহাল হয়ে যাবে, তখন তাদের পক্ষ নিয়ে তোমার মন্ত্রীপরিষদকে পদচ্যুত করে আমি তাদের

ত্রাণকর্তা হয়ে যাবো।

ঃ কিন্তু মহামান্য সম্রাট! এতটুকু উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য দেশের মধ্যে গৃহযুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে দেয়ার কি প্রয়োজন ছিল? জনগণ তখনও আমাদের ঘৃণা করত, এখনো করে। যদি আপনি মন্ত্রীত্বের শপথ গ্রহণের পাঁচ মিনিট পরই আমাকে পদচ্যুত করতেন তবুও জনগণ আমার পক্ষে কোন আওয়াজ তুলত না।

ঃ হতভাগা! তুমি আমার সমস্যা বুঝতে পারছ না। এখন আমার প্রধান কাজ হচ্ছে জনগণের ঘৃণার দৃষ্টি আমার দিক থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়া। আমার বিশ্বাস, জনগণের সব বিপদ-মুসিবতের দায়-দায়িত্ব তোমার মন্ত্রীপরিষদ এবং জাতীয় সংসদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবো।

জনগণ বিপ্লবের শ্লোগান দিচ্ছে, আমি এ বিপ্লবে তাদের সাথে হাত মিলাবো। জনগণের মনে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করছে। আমি সে আগুনের ইন্ধন বানাবো তোমাদের। তোমরা জনগণের সামনে যেতে পারবে না, তোমাদের পাকড়াও করে আমি যাবো তাদের কাছে। আমি তাদেরকে বুঝাবো, এ অযোগ্য মন্ত্রীসভাই তোমাদের সব দুর্গতির কারণ। এসব মন্ত্রী ও সংসদের সদস্যরাই আমাকে ভুল পরামর্শ দিয়ে এ অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

ইচুলিচু বলল, জাঁহাপনা! সত্যি আমি আপনার এক নাখান্দা গোলাম। যদি আপনি আমাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে আপনার বাগানের মালি নিয়োগ করেন তবু আমার কোন আপত্তি থাকবে না। আমার ক্যাবিনেটের অন্যান্য সদস্যদের অবস্থাও তাই। কিন্তু আপনি যদি জাতীয় সংসদও ভেঙ্গে দেন তবে তারা জনতার সারিতে গিয়ে মিলিত হবে।

ঃ এখনো আমি জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার চিন্তা করিনি। কিন্তু তার কারণ এই নয় যে, আমি জাতীয় সংসদের সদস্যদের পক্ষ থেকে কোন প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের ভয় করছি। আমি জানি, তাদের মাঝে এমন লোক খুব কমই আছে যারা জনগণের সাথে গিয়ে মিলিত হওয়ার দুঃসাহস করবে। আমি জনগণের সামনে জাতীয় সংসদ পুর্নগঠন করার অঙ্গীকার করবো। কুখ্যাত সদস্যদেরকে বহিষ্কার করবো। তাদের পরিবর্তে এমন লোকদের নিয়োগ করবো যাদের ওপর জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। তারপর জনসাধারণের উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভাটা পড়লে জনগণের নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত লোক কারা তা নির্ধারণ করার ভার তো আমাকেই নিতে হবে।

ঃ আলামপনা! ইচুলিচু বলল, আমি স্বীকার করছি, মন্ত্রীপরিষদের মত জাতীয় সংসদের মেম্বাররাও মহোদয়ের সামনে নিঃশ্বাস ফেলার সাহস করবে না। জাঁহাপনা যখন আগমন করেছিলেন তখন জাতীয় সংসদের প্রত্যেক সদস্যই বাদশাহ হওয়ার স্বপ্ন দেখতো। আর এখন তাদের কেউ মহাত্মনের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বের হয়ে জনগণের কাছে যাওয়ারও যোগ্য থাকেনি। আমরা সবাই দোয়া করি, আপনি কেয়ামত পর্যন্ত এ দেশের শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করুন। আমরা বুঝি, দেশ থাকুক বা না থাকুক আপনার শাসন ক্ষমতা অবশ্যই থাকবে।

ঃ আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি থাকতে তোমাদের নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। যদিও তোমাদের কুখ্যাতির কারণে তোমাদেরকে মন্ত্রীত্ব থেকে পদচ্যুত করছি তারপরও যতদিন আমি এখানে থাকবো ততদিন কোন অবস্থায়ই তোমাদেরকে এটা অনুভব করতে দেবো না যে, তোমরা ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছো। নতুন মন্ত্রীসভায় তোমাদের নিজেদের জায়গায় এমন একজন করে সদস্যের নাম প্রস্তাব করার অধিকার থাকবে, যাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার। জাতীয় সংসদের নতুন রূপ দানের জন্য আমি যে ফর্মুলা চিন্তা করেছি তাও তোমাদের আশা-আকাংখাই পূরণ করবে।

ঃ মহাত্মন! কি সেই ফর্মুলা?

ঃ সেই ফর্মুলা হচ্ছে, নতুন জাতীয় সংসদ পুরাতন জাতীয় সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবে।

ঃ জাঁহাপনা! যদি বর্তমান জাতীয় সংসদের সদস্যরা ইলেকশনে কনটেস্ট করে কবে তো প্রত্যেক সদস্য তার নিজের ভোটেই নির্বাচিত হবে।

ঃ আরে না বেকুব! এই নির্বাচনে প্রত্যেক প্রার্থীকে তার নিজের ভোট ছাড়া আরও একটা করে ভোট লাভ করতে হবে।

ইচুলিচু খুশী হয়ে বলল, আলামপনা! আমি আমার নিজের জন্য শুধু এক ভোট নয় দশ ভোট লাভ করতে পারবো।

সায়মন বললেন, মাথা খারাপ নাকি? আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে শান্ত করা। যে ব্যক্তি জনগণের দৃষ্টিতে খুব বেশী কুখ্যাত তাকে ইলেকশানে দাঁড়াবার অনুমতিই দেয়া হবে না। তোমাদের শুধু নিজের কোন সাথীর পক্ষে ভোট দেয়ার অনুমতি থাকবে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, নতুন এসেম্বলীতে বর্তমান জাতীয় সংসদের শতকরা পঞ্চাশজন সদস্য নেয়া হবে।

ঃ মহামান্য সম্রাট! এতক্ষণে আমি আপনার কথা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু বর্তমান সংসদ সদস্যদের মধ্যে কে বেশী কুখ্যাত এই সিদ্ধান্ত করবে কে?

ঃ এই ফয়সালা আমি নিজেই করবো। কিন্তু এটা থাকবে অত্যন্ত গোপন। জনগণের মনে এই প্রভাব সৃষ্টি করতে হবে যে, জাতীয় সংসদকে অধিকতর কার্যকরী ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য আমি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি তার ফলাফল যথার্থই হয়েছে। শতকরা পঞ্চাশজন মেম্বার, যাদের প্রতি জনগণের দারুণ ক্ষোভ ও ঘৃণা ছিল তারা ইলেকশানে পরাজিত হয়ে গেছে।

ঃ আর আপনার এই অধম গোলাম শতকরা সেই পঞ্চাশজন সদস্যের অন্তর্ভুক্ত থাকবে যাদেরকে বেশী কুখ্যাত মনে করে জাতীয় সংসদের সদস্যপদ থেকে বরখাস্ত করে দেয়া হবে।

ঃ তুমি এই প্রথম বুদ্ধিমানের মতো কথা বললে।

ঃ কিন্তু মহাত্মন! মন্ত্রীত্বের সাথে সাথে জাতীয় সংসদের সদস্যপদ থেকেও বঞ্চিত হওয়ার আঘাত আমার জন্য হবে খুবই অসহনীয়।

ঃ তোমার শান্তনার জন্য বলি, আমি তোমাকে এই সুযোগ দেবো যে, মন্ত্রীসভার মত এসেম্বলীতে যে সমস্ত আসন শূন্য হবে সেখানে তুমি তোমার নিজের পছন্দমত লোক ঢুকাতে পারবে। যদি তুমি এটা চাও যে নব নিযুক্ত মেম্বার তোমার ইংগীতেই নাচবে তাহলে তোমাকে এমন লোকদের পক্ষেই সুপারিশ করতে হবে যে তোমার থেকে বেশী অনুপযুক্ত ও গর্দভ।

ইচুলিচু বলল, মহামান্য সম্রাট! আমার পক্ষ থেকে এমন সদস্য খুঁজে বের করার আন্তরিক প্রচেষ্টায় কোনরূপ ত্রুটি হবে না। কিন্তু মন্ত্রীপরিষদ এবং জাতীয় সংসদের সদস্যপদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার পর আমার সরকারী মর্যাদা কি হবে? আপনি তো জানেন, আমি মহলের বাইরে গিয়ে জনগণকে মুখ দেখাতে পারবো না।

ঃ জনগণকে তোমার চেহারা দেখাবার কোন প্রয়োজন হবে না। অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত তুমি মহলের ভিতরেই মেহমান হিসেবে থাকবে। নতুন মন্ত্রীসভা ও সংসদের তুমি উপদেষ্টা হবে, তবে সরকারীভাবে তা প্রচার করা হবে না। মহলের বাইরে জনগণ জানবে, তুমি আমার কারাগারে বন্দী। আমার এই আশ্বাসবাণীতে যদি তুমি শান্ত্বনা খুঁজে না পাও তাহলে তুমি জনগণের কাছে ফিরে যেতে পার। আমি তোমার পথ আগলে দাঁড়াবো না!

ঃ জাঁহাপনা! আমাকে বন্দী করে নিন। দরকার হলে আমার ফাঁসির আদেশ দিন, কিন্তু জনগণের কাছে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেবেন না।

সায়মন বললেন, সাবাস, এই তো বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছো। এবার তুমি আসতে পারো, আমার অনেক কাজ আছে।

ঃ আলামপনা! আমি বিশ্বাস করি, আপনি জনগণকে শান্ত করার এ উদ্যোগে সফল হবেন। কিন্তু তারপর আপনার কর্মসূচী কি?

সায়মন ঠোঁটে হাসি এনে বললেন, এ ব্যাপারে আমি রেডিওতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবো; তখন তুমি জানতে পারবে আমার পরবর্তী প্রোগ্রাম কি?

২

কিছুক্ষণ পর শাদা উপদ্বীপের রেডিও স্টেশন থেকে সামান্য বিরতি দিয়ে বারবার এই ঘোষণা প্রচার করা হচ্ছিল যে, আজ বিকেল পাঁচটায় মহামান্য সম্রাট কিং সায়মন জাতির উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বেতার ভাষণ দেবেন। মহামান্য বাদশাহর এই বাণী শাদা উপদ্বীপের জাতীয় ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের শুভ সূচনা করবে।

এই ঘোষণার ফলে জনগণের মধ্যে প্রচন্ড ব্যাকুলতা ও আলোড়ন সৃষ্টি হল। তারা জানতে চাচ্ছিল, শাদা উপদ্বীপের জাতীয় ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ে তাদেরকে আর কোন কোন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। সেই নেতা, যিনি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, জনসাধারণকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, কিং সায়মন তোমাদেরকে পুনরায় আরো একবার বেকুব বানাতে চাচ্ছেন। তার ওপর তোমাদের যে রাগ ও ক্ষোভ আছে তা ঠাণ্ডা করার জন্য তিনি নানা কথার ফুলঝুরি ছড়াবেন। তাই তোমরা পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের কানে অংগুল ঢুকিয়ে দিও। কোন অবস্থাতেই তোমরা এই জালিমের কথা শুনো না!

জনগণ কয়েক ঘন্টা ধরে বাজারে, চৌরাস্তায় এবং এখানে ওখানে বিদ্রোহী নেতাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনল এবং কিং সায়মনকে মনের সাধ মিটিয়ে গালাগালি দিতে থাকল। কিন্তু চারটে বাজার আগেই তারা যে সমস্ত ঘর, দোকান এবং হোটেলে রেডিও সেট আছে সেদিকে দ্রুত ছুটে যেতে লাগল।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, প্রত্যেকেই একে অন্যকে উপদেশ দিচ্ছিল, কিং সায়মনের ভাষণ তোমাদের শোনা উচিত নয়। লোকজনের কাছ থেকে এই ওয়াদাও আদায় করা হচ্ছিল যে, তারা তাদের রেডিও বন্ধ রাখবে। কিন্তু পাঁচটা বাজার কয়েক মিনিট পূর্বে দেখা গেল প্রতিটি রেডিও সেটের পাশে জনতার ঢল। তারা বলাবলি করছিল, রেডিও সেট অফ রাখাই উচিত। কিং সায়মনের বক্তৃতা কারোরই শোনা ঠিক হবে না। কিন্তু পাঁচটা বাজতেই লোকেরা বলতে লাগল, ঠিক আছে রেডিও অন করে দাও, কিং সায়মন বাজে কথা বললে সেগুলো আমরা শুনবো না, দরকার হলে কানের মধ্যে আংগুল ঠেসে ধরবো। কিন্তু কিং সায়মনের ভাষণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো কান উৎকর্ণ হয়ে উঠল। সকলেই নিবিষ্ট মনে ভাষণ শুনতে লাগল।

শাদা উপদ্বীপের অধিবাসী ভাই ও বোনেরা! আমি আপনাদের এই বিষয়টি বুঝিয়ে বলার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতির কি পরিমাণ অবনতি ঘটেছে। আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদ এবং প্রাদেশিক সরকারগুলোর ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে ক্ষমার অযোগ্য বলে মনে করি, যারা আমার সরলপ্রাণ, নিরীহ ও বিশ্বস্ত জনগণের ওপর ক্ষুধা, দারিদ্র এবং বেকারত্বের অভিশাপ চাপিয়ে দিয়েছে। দেশবাসীর ঐক্য, শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজন রয়েছে। এ জন্য আমি প্রদেশগুলোর ঐ সকল সীমানা উঠিয়ে দিচ্ছি, যার কারণে জনগণ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

আপনারা হয়ত শুনে থাকবেন যে, দেশের কতিপয় গাদ্দার যারা কালো উপদ্বীপের সরকারের ইংগিতে জনগণকে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করছিল, তাদের সকলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দেশের প্রয়োজন হচ্ছে এমন কর্তব্যপরায়ণ একটা মন্ত্রীপরিষদ যার যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার ওপর ভরসা করা যেতে পারে। এ জন্য আমি বর্তমান মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিচ্ছি। আমি আমার প্রিয় প্রজাসাধারণকে এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, বিদায়ী মন্ত্রীসভার সদস্যদের সমস্ত অনিয়ম, বিশৃংখলা ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত তদন্ত করা হবে।

নবগঠিত মন্ত্রীসভার সদস্যদের নাম খুব শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। আর এই ক্ষেত্রে আমার সযত্ন প্রচেষ্টা থাকবে, যাতে করে তারা জাতির আস্থাভাজন, বিশ্বাসী ও যোগ্য হয়। আমি অকপটে আরো স্বীকার করি যে, জাতীয় সংসদও দায়িত্বশীলতা ও স্বদেশপ্রেমের কোন উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি।

এমনকি কোন কোন সদস্য একেবারেই অবিশ্বস্ত প্রমাণিত হয়েছেন। খুব সম্ভব তার কারণ এই হতে পারে যে, জাতীয় সংসদে অধিকাংশই ছিল ঐ সকল গোত্রীয় সরদার; জনগণের সমস্যার সমাধানে যাদের কোন আন্তরিকতা থাকতো না। আমি এই ঘাটতি পূরণ করার জন্য জাতীয় সংসদে কিছু নতুন লোকও অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারাও আমার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি।

যদি জাতীয় সংসদ দায়িত্ব সচেতন ও কর্তব্যপরায়ণ হতো তাহলে তারা আমাকে এমন মন্ত্রীসভা গঠনের পরামর্শ দিতো যার প্রত্যেক সদস্যকে দেশের আপামর জনতা নিতান্ত ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র মনে করতো না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, আমি যদি মন্ত্রীসভার মত জাতীয় সংসদও বিলুপ্ত করে দেই তাহলে জনগণ আমার এই পদক্ষেপের উচ্ছসিত প্রশংসা করবে। কিন্তু আমার শাসনকাল শেষ হওয়ার পথে। আমি চাইনা যে, আমি বিদায় গ্রহণ করতে না করতেই দেশে এমন একটা আইনগত শূন্যতা সৃষ্টি হয়ে যাক যার ফল হবে জনগণের জন্য অত্যন্ত অবাঞ্চিত ও অপ্রত্যাশিত।

অবশ্য আমাকে এ এখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে, আমি যেনো আমার দেশ মংগলগ্রহে যাওয়ার পূর্বেই আমার উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে যাই। কিন্তু আমার গণতন্ত্র প্রীতি ও অনুরাগের দাবী হচ্ছে এই যে, আমি পুরোপুরি আমার দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে এই পবিত্র কর্তব্য ও গুরুদায়িত্ব এমন কোন কাউন্সিল কিংবা জাতীয় সংসদের ওপর অর্পণ করবো যা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবে। যারা তাদের কথা ও কাজের জন্য আইনগতভাবে না হলেও অন্ততপক্ষে নৈতিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে জনগণের কাছে জবাবদিহী করবে।

আমি জানি বর্তমান জাতীয় সংসদের অস্তিত্ব জনসাধারণের জন্য একেবারে অসহনীয় হয়ে পড়েছে। তবু এটা ভেঙ্গে দেয়ার পরিবর্তে আমি এটাকে এমনভাবে পূনর্গঠিত করতে চাই যাতে তা জনগণের কাছে অপেক্ষাকৃত বেশী গ্রহণযোগ্য হয়। আমার একান্ত ইচ্ছা, জাতীয় সংসদের যে সকল সদস্য খুবই অযোগ্য ও অবিশ্বস্ত প্রমাণিত হয়েছে তাদের ছাটাই করা হবে এবং তাদের জায়গায় ভালো লোকদেরকে জনগণের সেবা করার সুযোগ দেয়া হবে। জাতীয় সংসদের নবরূপ দানের জন্য আমি যে ফর্মুলা তৈরি করেছি তার বিশদ বিবরণ আপনাদের সামনে এসে যাবে। যদি আমার মধ্যে এ উপলব্ধি না আসতো যে, আমি খুব শীঘ্রই চলে

যাচ্ছি, তাহলে আমি একটা অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য সাময়িক রদবদলের পরিবর্তে এখন থেকেই সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে দিতাম। কিন্তু আমার হাতে এত সময় নেই। তাই এই কাজ আমাকে কোন দায়িত্বান সংস্থার ওপর অর্পণ করতে হবে। তবে আমি চেষ্টা করবো, যাতে জাতীয় সংসদ স্বাধীন ও ন্যায়সংগতভাবে নির্বাচনের দায়-দায়িত্ব পালন করতে পারে।

আমি ঐ সকল গাদ্দারদের তৎপরতা সম্বন্ধে আদৌ বে-খবর নই যারা বহিঃশত্রুদের সাথে শাদা উপদ্বীপের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। কালো উপদ্বীপে মি. ইচুলিচুর মিশন এই ছিল না যে, সে সেখানকার সরকারকে শাদা উপদ্বীপ আক্রমণ করার জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণীত করবে। কিন্তু কালো উপদ্বীপে গিয়ে সে তাই করেছিল, যদিও সৌভাগ্যবশতঃ তার ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। তাকে যথাসময়ে গ্রেফতার করা না গেলে কি ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো ভাবতেও আমার গা শিউরে উঠে। এমন মারাত্মক ও জঘন্য অপরাধীদের ওপর কড়া নজর রাখার প্রয়োজন রয়েছে। এ জন্য আমি কাচুমাচুকে মহলের ভিতরেই নজরবন্দী করে রেখেছি।

আমার আশংকা হচ্ছে, যারা জনগণের কল্যাণে সর্বদা নিজেদের লোকসান দেখতে পায়, আমাদের এ মহতি উদ্যোগেও তারা বিরোধিতার চেষ্টা করবে। আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার গুঞ্জন ও মিথ্যা অপবাদ ছড়াবে। তবু আমি এ দেশকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনা, সুদ-ঘুষ, মজুদদারী ও চোরাচালানীর অভিশাপ থেকে মুক্ত করার ইস্পাত কঠিন শপথ করেছি। আমার বিশ্বাস, বিশ্বস্ত জনগণ আমার সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করবেন। এ দেশকে বিদায় অভিনন্দন জানানোর পূর্বে আমি অন্তত এতটুকু শান্ত্বনা অবশ্যই পেতে চাই যে, আমি আমার প্রিয় প্রজাবৃন্দকে হতাশা এবং দুশ্চিন্তার দোদুল্যমান অবস্থা থেকে মুক্ত করে উন্নতি, অগ্রগতি, স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির রাজপথে পৌঁছে দিয়েছি।

শাদা উপদ্বীপের প্রাণপ্রিয় জনগণ! আপনারা অনেক দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত সহ্য করেছেন। কিন্তু আজ থেকে আপনাদের জাতীয় ইতিহাসে সোনালী অধ্যায়ের শুভ সূচনা হবে বলে আমি আশাবাদী। আজ থেকে আপনারা ঐ সকল অযোগ্য ও অবিশ্বস্ত মন্ত্রীদের হাত থেকে মুক্ত, যারা এ দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আমি ঐ সমস্ত গাদ্দারদের কোনরূপ অনুকম্পা দেখাতে পারি না, যারা আপনাদেরকে কালো উপদ্বীপের গোলাম বানাতে চেয়েছিল। এ জন্য আসুন

আমরা 'নাজাত সপ্তাহ' পালন করি।

আমি জানি আমার প্রজারা অকৃতজ্ঞ নন। একজন শাসনকর্তার জন্য মন্ত্রীসভা গঠন করার পর তা ভেঙ্গে দেয়া খুবই কষ্টদায়ক ব্যাপার। আমার জন্য এটা আরো বেশী কষ্টদায়ক যে, আমাকে এ দায়িত্ব আমার সামান্য যোগ্যতা দিয়ে একান্ত নীরবে একাকীই করতে হয়। আমার পাশে এমন কেউ নেই যে, এ মহতী কাজে আমাকে সাহায্য করতে পারে। তবুও আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই, যে গুরু দায়িত্ব আপনারা আমার ওপর অর্পণ করেছেন তা যে কোন মূল্যেই হোক আমি পূরণ করবো। আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে, সবসময়ই আপনারা আমার কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আমি আপনাদের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করে আমার ভাষণ সমাপ্ত করছি। আল্লাহ হাফেজ।

কিং সায়মনের ভাষণ ছিল ইংরেজীতে। যেসব লোক অল্প-বিস্তর ইংরেজী জানতো তারা তা তন্ময় হয়ে শুনছিল। আর যাদের ইংরেজী জানা ছিল না তারা বিচলিতভাবে ইংরেজী জানা লোকদের দিকে গভীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়েছিল। তারপর যখন তার ভাষণের অনুবাদ প্রচার শুরু হল তখন অনেকেই আনন্দে হাততালি দিতে শুরু করল। অনুবাদ প্রচার শেষ হলে অলিতে-গলিতে, হাটে-বাজারে সর্বত্র জনগণকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। কেউ বলছিল, ইচুলিচুর উচিত বিচার হয়েছে। কেউ বলছিল, অমুক মন্ত্রীর অহংকারে মাটিতে পা পড়তো না, এবার বাছাধনের শিক্ষা হবে।

ঃ তোমরা সায়মনকে যা-ই বলো, একথা স্বীকার করতেই হয়, সে ইস্পাত কঠিন ব্যক্তিত্বের অধিকারী লৌহমানব। আর এমন অপরাধপ্রবণ মন্ত্রীবর্গ ও অসৎ রাজনীতিবিদদের সাথে বুঝাপড়া করার জন্য আমাদের এমন একজন শাসকেরই দরকার ছিল।

ঃ ঠিকই দোস্ত! কিং সায়মন বড় দেরীতে জানতে পেরেছিলেন এ মন্ত্রীরা কেমন কুখ্যাত ও অযোগ্য। তা না হলে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হত না।

ঃ আরে উল্লুক! সে তো তোমাদেরকে বেকুব বানাতে চেষ্টা করছে। এ ধরনের মন্ত্রীদেরকে সে নিজেই তো সারা দেশ খুঁজে জোগাড় করেছিল। আগে নাজাত সপ্তাহ পালন করে নাও, তারপর তোমাদের চক্ষু ঠিকই খুলে যাবে।

এ ধরনের নানা রকম মন্তব্য করতে করতে জনগণ যে যার ঘরে ফিরে গেল।

সংলাপের রাজনীতি

শাহী মহলের এক প্রশস্ত কামরায় কিং সায়মনের সভাপতিত্বে বিদায়ী মন্ত্রীবর্গ ও জাতীয় সংসদের বিশ্বস্ত সদস্যদের এক গোপন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী মি. ইচুলিচু মহামান্য বাদশাহকে লক্ষ্য করে বললেন, মহামান্য সম্রাট! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জাঁহাপনার কোন কাজই বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার বাইরে নয়। কিন্তু 'নাজাত সপ্তাহ' চলাকালে জনসাধারণ দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আপনার এ গোলামদের বিরুদ্ধে যে মারমুখী ও উত্তেজনাকর বক্তব্য রেখেছে তা খুবই দুশ্চিন্তার কারণ। জনসভা ও মিছিলে আমাদের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়েছে।

গত পরশু মহোদয়ের মহলের সদর দরজার সামনে দিয়ে অগণিত লোকের যে মিছিল গিয়েছিল তাতে প্রায় তিনশ গাধা ছিল এবং প্রত্যেক গাধার গলায় কোন মন্ত্রী বা কোন প্রখ্যাত নেতার নামের ফলক ঝুলছিল। শহরের উৎসাহী যুবকদল সে অসহায় গাধাগুলোকে ধরে লাঠিপেটা করছিল। দুটি দুর্বল গাধা, যার একটার গলায় আমার এবং অপরটির গলায় আমার আগের প্রধানমন্ত্রী মি. সুশীলং-এর নামের ফলক ঝুলছিল, লাঠির সে কঠিন আঘাত সহ্য করতে পারেনি। গাধা দুটি শাহী মহলের সামনে এসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল।

ঃ জনগণের দৃষ্টি যে তোমাদের পরিবর্তে জীর্ণশীর্ণ গর্দভগুলোর দিকে নিবদ্ধ ছিল এ জন্য আমার প্রতি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

ইচুলিচু বলল, আমরা জাঁহাপনার প্রতি অবশ্যই কৃতজ্ঞ। কিন্তু আলামপনা! তারা যে তাদের ক্রোধ শুধু গাধাগুলোর ওপরই ঝাড়বে এর নিশ্চয়তা কি?

ঃ এ নিশ্চয়তা আমি দিতে পারি। যতদিন এ দেশের ওপর আমার শাসন কর্তৃত্ব থাকবে ততদিন তোমাদের একটা পশমও কেউ বাঁকা করতে পারবে না।

কাচুমাচু বলল, জাঁহাপনা! আমাদের সামনে এখন সীমাহীন বিপদ। আপনি নিঃসন্দেহে বড়ই ভাগ্যবান। এখন আর অলিতে-গলিতে, মাঠে-ময়দানে 'কিং

সায়মন ফিরে যাও' শ্লোগান শোনা যায় না। বরং কিছু কিছু লোক আপনাকে দেশের ত্রাণকর্তা মনে করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা বলছে, নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে এখানে থাকতে হবে।

কিন্তু আমাদের ব্যাপারটি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ দুর্গের বাইরে আমাদের জন্য মাথা গুঁজবার কোন জায়গা নেই। আর দুর্গের ভিতরেও আমরা আপনার দয়া ও অনুগ্রহের ওপর বেঁচে আছি। আমাদের ভয়, জনগণ যে কোন সময় দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়ে আমাদের টুকরো টুকরো করে ফেলবে। আরো ভয়, কখন না জানি মহোদয়ের দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের ব্যাপারে বদলে যায় আর আমাদেরকে এখান থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হয়। মহোদয় জনগণকে নাজাত সপ্তাহ পালনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ থেকে তারা বুঝে নিয়েছে যে, সপ্তাহ শেষে জাঁহাপনা আমাদের ঘাড়ে রশি লাগিয়ে তাদের হাতে সোপর্দ করে দেবেন। এ জন্যই তারা নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি। তাছাড়া এ ব্যাপারেও তারা নিশ্চিত যে, এখানে আমরা আপনার বন্দী হিসাবে আছি। কিন্তু যে দিন তারা জানতে পারবে, জাঁহাপনা খাদেমদেরকে মেহমান হিসেবে এখানে রেখেছেন, সেদিন কি তারা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে না?

সায়মন বললেন, যদি তোমরা এটা মনে কর যে, তোমরা এখানে থেকে আমার কোন বিরাট উপকার করে চলেছ, তাহলে তোমরা সানন্দে এ দুর্গ থেকে চলে যেতে পার। আমার অবাক লাগে, তোমরা কি করে ভুলে যাও যে, আমি তোমাদেরকে কয়েদখানা থেকে বের করে এনে নতুন জীবন দিয়েছিলাম।

কাচুমাচু বিনীত কণ্ঠে বলল, আলামপনা! আমরা আপনার দয়া ও মেহেরবানী কোনদিন ভুলতে পারব না। আমি তো শুধু এটুকুই চাচ্ছিলাম যে, যদি আপনার দৃষ্টিতে আমাদের জীবনের কোন মূল্য থেকে থাকে তাহলে সাময়িকভাবে জনগণের উত্তেজনা প্রশমিত করাই যথেষ্ট মনে করবেন না। আল্লার ওয়াস্তে এমন কোন পদক্ষেপও নিন যাতে আপনার প্রাক্তন খাদেমরা জনগণের অসন্তোষ ও ক্রোধ থেকে নিরাপদ হতে পারে।

ঃ তুমি বসো। আমার একটা পদক্ষেপ সঠিক হলে অন্যটাও ভুল হবে না।

কাচুমাচু বসে যায়। এবার উঠে দাঁড়ায় সুশীলং।

ঃ জাঁহাপনা! যদি মি. কাচুমাচুর বক্তব্যে কোন অপরাধ ও বেআদবী হয়ে থাকে তাহলে আমি তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি, আপনি আমাদের

সর্বশেষ আশ্রয়, আপনিই আমাদের মা-বাপ। কিন্তু এটা খুবই স্বাভাবিক, অল্পবয়স্ক শিশু যখন রাতের অন্ধকারে ভয় পায় তখন সে তার পিতা-মাতার কোলে আশ্রয়ের সন্ধান করে। আমি আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানা প্রকার উদ্বেগ আতংকে আছি, কিন্তু তা অকারণে নয়। আমার বিশ্বাস, যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তবে আমাদের কারো নির্বাচিত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। যারা জনগণকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারবে, বিজয়ী হবে তারাই। অবশেষে জনগণের ইচ্ছানুযায়ী যে নতুন সরকার গঠিত হবে তারা আমাদের নাস্তানাবুদ করে দেবে। জাঁহাপনা নিশ্চয়ই তা পছন্দ করবেন না। তাই আমি জানতে চাচ্ছি, এমতাবস্থায় আমাদের বাঁচার উপায় কি হবে?

সায়মন অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তুমি ইচুলিচু এবং কাচুমাচুর চেয়েও অনেক বেশী নির্বোধ। কোন লোক তার গাধাকে ঘোড়ার ওপর চড়ায় না। যদি আমি তোমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সামান্য উদ্বিগ্নও হতাম তাহলে আর নির্বাচনের পাঁয়তারা করতাম না।

ইচুলিচু বলল, আলামপনা! আমি তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে, মহোদয় আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদাসীন নন। কিন্তু তাতে তারা প্রবোধ মানছে না। তারা আপনার পবিত্র জবানীতে শুনতে চায়, যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহলে আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনা কতটুকু?

ঃ তোমরা শুধু নির্বোধ নও অকৃতজ্ঞও! আমি দেশের সমস্ত ধন-সম্পদ তোমাদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছি। তোমাদের জানা উচিত, টাকায় বাঘের চোখও মিলে। ভোট তো বাঘের চোখের চেয়ে বেশী দুর্লভ বা দামী নয় যে তোমরা তা কিনতে পারবে না। ভুখা-নাংগা জনগণের এ দেশে, সহায়-সম্পদহীন প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় তোমরা যদি জিততেই না পারো, তাহলে তোমাদেরকে জনগণের দয়া ও কৃপার ওপর ছেড়ে দেয়া ছাড়া উপায় কি! তোমাদের কাছে আছে সম্পদ আর জনগণের কাছে ভোট। তোমাদের হাতে রুটি আর জনগণ ক্ষুধার্ত। তোমাদের কাছে আছে কাপড় আর জনগণ উলঙ্গ। আমি চেষ্টা করব যেন জনগণ আরো বেশী দরিদ্র, অসহায় ও নিরন্ন হয়ে যায়। যাতে তোমরা চারগজ কাপড় কিংবা এক টুকরা রুটির বিনিময়ে চরম শত্রুর ভোটও খরিদ করতে পারো।

জনৈক মন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মহামান্য সম্রাট! নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য সম্পদের সাথে শ্লোগানেরও প্রয়োজন হয়। আমাদের কাছে টাকা আছে কিন্তু

শ্লোগানের লোক নেই। শ্লোগান রয়েছে শুধুমাত্র জনগণের কাছে।

ঃ ভাত ছিটালে কাকের অভাব হয়না। টাকা ছড়ালে শ্লোগানের লোকের অভাব কেন হবে আমার বুঝে আসে না। গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চোর, বাটপার, টাউট ও গুন্ডাদেরকে বেকার বসিয়ে না রেখে এবার একটু কাজে লাগাও। জনগণতো তারাও। তাদেরও ভোটের মূল্য আছে, বাহুর মূল্য আছে। তোমাদের কাজ শুধু উচিত মূল্য দিয়ে তা কিনে নেয়া।

তা ছাড়া, যখন নির্বাচনের সময় আসবে তখন তোমরা দেখতে পাবে, জনসাধারণ ক্ষুধার জ্বালায় শ্লোগানও দিতে পারছে না। তারপরও যদি তাদের কই মাছের প্রাণ হয় তবে আমার ওপর তোমাদের আস্থা রাখা উচিত, আমি জনগণের ভোট ছাড়াই আমার পছন্দের প্রার্থীদেরকে কামিয়াব করিয়ে দিতে পারি।

জনৈক মন্ত্রী বলল, জাঁহাপনা! এটা তো তখনই সম্ভব যখন জনমত আমাদের পক্ষে কাজ করবে?

ঃ পাগল আর কাকে বলে! যে নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তা কি জনগণ গঠন করবে, না আমি গঠন করবো? তোমাদের তো কাজ কেবল, আমার কাছে এমন লোকদের নাম পেশ করা যারা থাকবে আমাদের হাতের মুঠোয়। যারা দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের চাইতে নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বেশী। তোমরা যদি বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ কর তবে তোমাদের তো কোনো চিন্তার কারণ দেখি না। আমাকে এটা কতবার বুঝিয়ে বলতে হবে, তোমাদের কাজ এখন দেশের আনাচে-কানাচে গিয়ে এমন লোকদের খুঁজে বের করা, যারা তোমাদের ইংগীতে কাজ করতে প্রস্তুত।

তোমরা শুধু এমন নির্বোধ লোকদের দ্বারা কাজ নিতে পারবে, যারা একেবারে অখ্যাত ও অপরিচিত। জনগণ এ ধরনের অখ্যাত লোকদের বিরোধিতা করার প্রয়োজনই বোধ করবে না। তারপর যখন জনগণের দৃষ্টি নতুন মন্ত্রীসভা এবং জাতীয় সংসদের দিকে নিবদ্ধ হবে তখন তোমরা স্বাভাবিকভাবেই জনতার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবে। জনগণের পক্ষ থেকে কোন প্রকার বাধা আসার আগেই সেই লোকদেরকে তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করতে পারবে। পদচ্যুত প্রত্যেক সদস্যের দায়িত্ব হচ্ছে, আমাকে এ ব্যাপারে অবহিত করা যে, মন্ত্রীপরিষদ অথবা জাতীয় সংসদে তার উত্তম বিকল্প কে হতে পারে?

এই প্রসঙ্গে তোমাদেরকে আরো একটা কথা বলে রাখা জরুরী বলে মনে

করছি, আগামীকাল থেকে জনগণের পছন্দনীয় প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে আমার একান্ত সাক্ষাতকার শুরু হতে যাচ্ছে। এই সাক্ষাতকার চলাকালে এমন সব বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হবে, যাতে জনগণ বুঝতে পারে তাদের প্রিয় নেতাদের পরামর্শকে আমি খুবই গুরুত্ব দিচ্ছি। এতে তোমাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ার কোন কারণ নেই। আমি প্রত্যেক নেতাকে বলবো, তোমরা মন্ত্রীপরিষদ এবং জাতীয় সংসদের জন্য উপযুক্ত লোকের নাম প্রস্তাব করো।

এভাবে হাজার হাজার লোকের নামের একটা বিরাট তালিকা তৈরী হয়ে যাবে। তারপর যখন আমি দেখবো, পরিস্থিতি শান্ত হয়ে গেছে, তখন এই লিষ্ট অকেজো ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে তোমাদের পছন্দনীয় লোকদের নাম ঘোষণা করে দেবো। কিন্তু জনগণ শেষ পর্যন্ত মনে করবে, আমি তাদের প্রিয় নেতাদের সাথে সংলাপ ও শলাপরামর্শ করেই জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার তাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ করে দিয়েছি। এ কেয়ারটেকার সরকার নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য তোমাদের পথ পরিষ্কার করে দেবে। কিন্তু জনগণ মনে করবে, এতে করে তারা পছন্দ মত সরকার গঠনের মহা সুযোগ লাভ করেছে।

ইবুলিচ্ছু ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, কিন্তু জাঁহাপনা! জনগণ যখন জেনে ফেলবে যে, কেয়ারটেকার সরকার তাদের জন্য প্রাক্তন সরকার অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর তখন কি হবে?

ঃ বেকুব, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র নির্বাচন পরিচালনা করা। এ ছাড়া তারা ভালও কিছু করবে না, খারাপও করবে না। নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তারা আমাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবে না, এটাই ওদের একমাত্র কাজ। ইতিমধ্যে আমার বর্তমান মেয়াদের তিন বছর শেষ হয়ে যাবে এবং যেহেতু তিন বছরের কম সময়ের জন্য বাদশাহ বানানো যায় না, সে জন্য আমার মেয়াদকাল আরো তিন বছরের জন্য নবায়ন করতে হবে।

জনগণের সমর্থনের মাধ্যমেই হোক, সন্ত্রাসের মাধ্যমেই হোক আর প্রশাসনিক ক্যুর মাধ্যমেই হোক– যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সফলতা শতকরা একশত ভাগ নিশ্চিত না হয়ে যায় টাল-বাহানা করে নির্বাচন ঐ সময় পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে হবে।

আমার তিন বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পথে। এ জন্য আমি চাচ্ছি, এখন থেকেই পত্রিকা, প্রচারপত্র এবং পোস্টারের সাহায্যে সর্বত্র এ দাবীকে গণদাবীতে

পরিণত করা যে, শাদা উপদ্বীপকে অস্থিতিশীল ও অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে রেখে মহামান্য বাদশাহর এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত অবশ্যই বাতিল করতে হবে। বিভিন্ন প্রতিনিধিদল আমার সাথে দেখা করে নির্বাচন পর্যন্ত আমাকে এখানে থেকে যাওয়ার জন্য জোর দাবী জানাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে সমস্ত লোক নতুন সরকারের গৃহীত রীতি-নীতিতে বিচলিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যাবে তারা এই দাবীর পক্ষে সহায়তা করতে বাধ্য হবে। এই দাবী জোরদার করার জন্য তোমাদেরকে কিছু হুঁশিয়ার বক্তা ভাড়া করতে হবে। আমি অর্থমন্ত্রণালয়কে এসব বক্তার চাহিদামত অর্থ সরবরাহ করার নির্দেশ দিয়ে রেখেছি।

জনৈক সদস্য বলল, আলামপনা! আপনার মেধা ও প্রজ্ঞা, আপনার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার জন্য ভবিষ্যৎ বংশধররা চিরকাল গৌরব বোধ করবে। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এ দেশ আপনার রাজনৈতিক খেলার জন্য খুবই ছোট। মংগলগ্রহের অধিবাসীরা কতই দুর্ভাগা যে, তারা এই প্রতিভা দ্বারা কোন উপকার লাভ করতে পারেনি। মহোদয় যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি জানতে চাই, আমাদের ভাবী প্রধানমন্ত্রী কে হচ্ছেন?

সায়মন বললেন, নতুন প্রধানমন্ত্রী হবে এমন এক গাধা যে তোমাদের সকলের পাপের বোঝা একাই কাঁধে তুলে নিতে পারে। তাকে মি. সুশীলং অপেক্ষা অধিক ধৈর্যশীল, ইচুলিচু থেকে অপরাধপ্রবণ, কাচুমাচু থেকে দেশদ্রোহী আর তোমাদের সকলের চেয়ে বেশী লোভী হতে হবে। এ লোক যে পরিমাণ নির্বোধ ও বেকুব হবে সে পরিমাণ তোমাদের জন্য উপকারী হবে। এখন এটা তোমাদের দায়িত্ব যে, এমন দুর্লভ রত্ন তোমরা কোথায় খুঁজে পাবে।

সুশীলং দাঁড়িয়ে বলল, মহামান্য সম্রাট! আমি দাবী করে বলতে পারি, আমার মধ্যে যদি ইতিপূর্বে কোন কমতি থেকেও থাকে তবে তা ইতিমধ্যে পূরণ হয়ে গেছে। এখন আমি ঐ সমস্ত সৌন্দর্য ও সৌকর্যের অধিকারী যা আপনি বর্ণনা করেছেন। তাই আপনার কোন নতুন লোক খোঁজ করার প্রয়োজন নেই।

ঃ কিন্তু তোমার নামে যে অনেক দুর্নাম ও কুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে!'

ঃ মহামান্য বাদশাহ! আমি নাম পাল্টে ফেলতে প্রস্তুত। আপনি চাইলে প্লাস্টিক সার্জারীর সাহায্যে আমার আকৃতিতেও পরিবর্তন আনা যেতে পারে। আমাকে আর একবার সুযোগ দিন, জাঁহাপনা!

ঃ ঠিক আছে, ঠিক আছে, এত উতলা হওয়ার দরকার নেই। আরেকটু

সবর করো, পরে দেখা যাবে।

ইচুলিচু বলল, জাঁহাপনা! আমি আপনাকে অকারণে ব্যস্ত করে তুলেছি এজন্য দুঃখিত! আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আপনি আমার সমস্ত উদ্বেগ আশংকা দূর করে দিয়েছেন। তবে এখন কোন উপায় কি নেই, যাতে করে আপনার এই অধম গোলাম আরেকবার আপনার সেবা করার সুযোগ পায়?

সায়মন বললেন, শোন, তোমরা খুব অস্থিরপ্রাণ। আমার বিচার বিবেচনায় তোমাদের আস্থা রাখা উচিত। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো, যাতে করে জনসাধারণের নির্বাচনের প্রতি কোন আকর্ষণ না থাকে। কিন্তু যতদূর বুঝতে পারছি, নির্বাচন ছাড়া জনগণকে শান্ত করা সহজ হবে না। তাই তোমাদের কাছ থেকে এই ওয়াদা নিতে চাই, যখন আমাদের ওপর নির্বাচন বৈতরণীর অভিশাপ এসে পড়বে, তখন তোমরা তোমাদের বিপুল পরিমান হারাম কামাই আগলে রাখার চেষ্টা করবে না। আমি তোমাদেরকে গ্যারান্টি দিচ্ছি, নির্বাচনে জয়লাভ করার কয়েক মাসের মধ্যেই তোমাদের লোহার সিন্দুকগুলো আবার ভরে যাবে।

উপস্থিত সকলে সমস্বরে বলে উঠল, জাঁহাপনা! আমরা ওয়াদা করছি। আমরা আপনাকে কথা দিচ্ছি।

২

শাদা উপদ্বীপে কিং সায়মনের তিন বছরের শাসনকাল শেষ হয়ে গেল। মহামান্য সম্রাট জনগণের উপর্যুপরি দাবীতে বাধ্য হয়ে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত ক্ষমতায় থেকে যেতে সম্মত হলেন। মেয়াদকাল শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি তার প্রিয় প্রজাসাধারণকে উদ্দেশ্য করে এক গুরুত্বপূর্ণ বেতার ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি বললেন, প্রিয় শাদা উপদ্বীপের অধিবাসীগণ! আমি বিগত তিন বছর আমার বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী আপনাদের অকৃত্রিম সেবা করেছি।

এ সুদীর্ঘ সময়ে অগণিত শারীরিক এবং মানসিক কষ্টের ফলে আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে। আমি আমার পূর্ব পুরুষের দেশ অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহের নির্মল আলো-বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলার জন্য অস্থির ছিলাম। কিন্তু আপনাদের উপর্যুপরি দাবী, ঐকান্তিক আগ্রহ আর সীমাহীন ভালবাসার টান আমাকে আমার সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য করেছে। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, আপনাদেরকে এ অনিশ্চিত অবস্থায়

ফেলে রেখে যাওয়া অমানবিক। নিজের সামান্য ব্যক্তি স্বার্থে আপনাদের ভালবাসার দাবীকে উপেক্ষা করা আমার কিছুতেই উচিত হবে না।

তা ছাড়া দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এমন কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকেও খুঁজে পেলাম না যার হাতে এ দেশ এবং এ দেশের প্রাণপ্রিয় জনসাধারণকে সোপর্দ করে যেতে পারি। আমি নির্বাচনের আগেই ফেরত চলে গেলে যদি পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে, সে জন্য আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না। হয়ত এটাই আল্লার ইচ্ছা ছিল। মানুষ যা ভাবে সব সময় তা পূরণ হয় না। নইলে কয়েক মাস আগে আমি যখন ফিরে যাওয়ার কথা জানিয়েছিলাম তখন কি আমি জানতাম যে আমার এ আশা পূরণ হবে না।

মানুষ বিধিলিপি এড়াতে পারে না। আপনারা শুনলে অবাক হবেন, কয়েক সপ্তাহ আগে রেডিওর সাহায্যে মঙ্গলগ্রহ সরকারের কাছে আমি আবেদন জানিয়েছিলাম, আমাকে ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য যেন একটি রকেট পাঠিয়ে দেন। মঙ্গলগ্রহ সরকার আমার পয়গাম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা রকেট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুমাস পর আমি সংবাদ পাই, মহাশূন্যে সে রকেটের যন্ত্রপাতিতে সহসা গোলযোগ দেখা দেয়। ফলে সে রকেট ফেরত চলে যায়।

খবর পেয়ে আমি অন্য রকেট পাঠাতে অনুরোধ করি। মঙ্গলগ্রহ সরকার জানিয়েছেন, বর্তমানে সেখানে খুবই খারাপ আবহাওয়া বিরাজ করছে। লক্ষ মাইল অবধি ছোট ছোট অসংখ্য গ্রহ চক্রাকারে পরিভ্রমণ করছে। এগুলোর বৃত্তাকারে আবর্তনের গতিবেগ এত বেশী যে, কোন মহাশূন্যযানই এগুলো থেকে আত্মরক্ষা করে চলতে পারে না। এ জন্য মঙ্গলগ্রহবাসীরা বাধ্য হয়ে রকেট প্রেরণের প্রোগ্রাম মুলতবী করে দিয়েছে।

আমি রেডিওর সাহায্যে মঙ্গলগ্রহের বিজ্ঞানীদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তারা আমাকে বলেছেন, এ বিপজ্জনক গ্রহগুলো মিছিল করে আস্তে আস্তে পথ পরিবর্তন করছে এবং কয়েক মাসের মধ্যেই এগুলো মঙ্গলগ্রহ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী মহাশূন্য পরিভ্রমণের রাস্তা থেকে সরে যাবে। আমার ইচ্ছা ছিল, এ সুযোগে আমি পৃথিবীর কিছু উন্নত দেশ ভ্রমণ করবো। বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের আগ্রহ আমার অনেক দিনের। কিন্তু আপনাদের মহব্বত এবং আপনাদের খেদমত করার আবেগ আমাকে এতটাই দুর্বল করে ফেলেছে যে, শেষ পর্যন্ত আমি এখানেই থাকার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি।

আমার বিদায়ের আগের এ কয়টা দিন যেন আমি আপনাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য নিবেদিত চিত্তে কাজ করে যেতে পারি সে জন্য আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ আমাদের সকলের ওপর শান্তি বর্ষণ করুন। আমীন।

৩

শাদা উপদ্বীপের জনগণ হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ করে ভবিষ্যতের ভীতিপ্রদ পরিস্থিতির কল্পনা করছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে বিদ্রোহ করার কোন শক্তি-সামর্থ ছিল না। মহামান্য বাদশাহর এ আশংকাও দূর হয়ে গিয়েছিল যে, তাকে তিন বছরের মেয়াদ পুরো হতে না হতেই শাদা উপদ্বীপ ছেড়ে চলে যেত বাধ্য করা হবে। তিনি এখন তার সেই সব সঙ্গী-সাথীদেরকে শান্ত্বনা দিচ্ছিলেন; আসন্ন নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার ভয়ে যারা মৃত্যুর প্রহর গুণছিল।

নতুন মন্ত্রীসভা বিদায়ী মন্ত্রীপরিষদের ইচ্ছা মতই সম্পন্ন হয়েছিল। বাদশাহর ইচ্ছামতই জাতীয় সংসদের রদবদলও সম্পন্ন হয়েছিল। আর প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়ে দেয়া হয়েছিল এমন এক ব্যক্তিকে যিনি কিং সায়মন থেকে শুরু করে মহলের সাধারণ কর্মচারীদেরকেও তার মনিব মনে করছিল। মহামান্য সম্রাট রেডিওতে ঘোষণা দিলেন, নতুন সরকারের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আসন্ন নির্বাচনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। মহামান্য বাদশাহ নতুন মন্ত্রীপরিষদকে বোঝালেন, তোমাদের মৌলিক দায়িত্ব জনগণের জন্য এত বেশী জটিলতা সৃষ্টি করা, যাতে করে বরখাস্তকৃত মন্ত্রীদের বৈতরণী পার সহজ হয়।

নতুন মন্ত্রীপরিষদ খুব ভালভাবেই বুঝে ছিল যে, দেশপ্রেমিক জনগণ তাদের জন্য বিশেষ আতংক। অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীরাই তাদেরকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিতে পারবে। এ জন্য নতুন মন্ত্রীপরিষদ দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদেরকে দ্রুত প্রমোশন দেয়ার ব্যবস্থা করল।

মহামান্য বাদশাহ প্রমোশনপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের সমাবেশে আশংকা করে বললেন, নির্বাচনের পর যদি দেশ শাসনের ক্ষেত্রে জনগণ হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পায়, তাহলে তারা তোমাদেরকে দেশ সেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে দিতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে বললেন, আমাকে এ চিন্তা খুবই ভাবিয়ে তুলছে যে,

মহামান্য সম্রাট খুব হতাশ হয়ে পড়েছেন। ফলে তিনি ইলেকশান পর্যন্ত এখানে থাকবেন কী না বলা মুশকিল। এর মাঝেই তিনি কয়েকবার ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে বের হবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। হয়তো ওখান থেকেই তিনি তার স্বদেশে চলে যাবেন। আর যদি এমনটি হয় তাহলে আমরা তো একেবারেই নিরাশ্রয় হয়ে যাবো।

কর্মচারী লীগের সভাপতি বললেন, যদি অবস্থা এই হয় তাহলে মহামান্য সম্রাটের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনাই হবে আমাদের প্রধান কাজ। এ ব্যাপারে আপনারা আমাদের কাছ থেকে সব ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা পাবেন। আমি বিশ্বাস করি, এখানে কোন অকৃতজ্ঞ বান্দা উপস্থিত নেই।

কর্মচারীরা সবাই হাত তুলে তাকে সমর্থন জানাল। তিনি মন্ত্রীদের আশ্বাস জানিয়ে বললেন, আপনাদের আদেশ যৌক্তিক কি অযৌক্তিক, ন্যায় কি অন্যায় আমরা কখনো তা খতিয়ে দেখতে যাবো না। আপনাদের যে কোন নির্দেশ বিনা প্রশ্নে, বিনা দ্বিধায় আমরা প্রাণ দিয়ে হলেও পালন করে যাবো।

প্রধানমন্ত্রীকে দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে প্রতিটি খারাপ কাজে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদানের মাধ্যমে এ সমাবেশ সমাপ্ত হল।

একজন সরকারী কর্মকর্তা তার এলাকার মন্ত্রীর কাছে গিয়ে বলল, জনাব, আমি আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

ঃ তা কি জন্য?

ঃ আপনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। আপনার সুপারিশে পদোন্নতি পেয়ে আমি এখানকার দায়িত্ব লাভ করি।

ঃ আমি তোমাকে আমার বন্ধু বলে মনে করি। আর বন্ধুর সহযোগিতা করা প্রতিটি ভদ্রলোকের কর্তব্য।

ঃ জনাব আমি আপনার কি খেদমত করতে পারি?

ঃ আমি তোমার ওপর কোন অযাচিত বোঝা চাপিয়ে দিতে চাই না। মহামান্য সম্রাট চাচ্ছেন আমি যেন আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, সরকার বিরোধী লোক এ এলাকায় একটু বেশী। তারা আমার বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে।

ঃ জনাব আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যখন সময় আসবে দেখবেন তাদের

বন্দোবস্ত হয়ে গেছে।

ঃ হয়ত তারা অমুক অমুক লোককে আমার প্রতিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দেবে।

ঃ এ নিয়েও আপনি ভাববেন না। তার বন্দোবস্তও যথাসময়ে হয়ে যাবে।

ঃ শুনেছি তাদের সাথে আপনার দপ্তরের অমুক ব্যক্তির খুব খাতির।

ঃ মহোদয়, ভাববেন না, আজই তারও ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ঃ আমার এক ভ্রাতুষ্পুত্র কয়েকবার ফেল করার পর স্কুল ছেড়ে পালিয়েছে। যদি তার জন্য কোন উপযুক্ত চাকরির ব্যবস্থা হয়ে যেত তবে খুবই ভাল হত।

ঃ মহাত্মন! যদি আপনি পছন্দ করেন তাহলে তাকে সে স্কুলেরই শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

ঃ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি আমার সব কারবার আমার গিন্নী ও সন্তানদের হাতে দিয়ে দিয়েছি। এখন আমার নিজের আয়-উপার্জন খুবই সীমিত হয়ে গেছে।

ঃ জনাব, যদি আপনার পছন্দ হয় তাহলে আমি আপনাকে আরো কয়েকটা ঠিকাদারী দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারি।

ঃ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আজকাল জনগণ খুবই উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত। তাই আমি চাচ্ছি এ ঠিকাদারী আমার ভাবী জামাতার নামে করে দিন।

ঃ বহুত আচ্ছা, খুব ভাল। এবার আমারও একটা দরখাস্ত আছে।

ঃ সেটা কি?

ঃ মহোদয়, আপনি যখন পুনরায় মন্ত্রী হয়ে যাবেন, তখন এ অধম খাদেমের প্রতি একটু খেয়াল রাখবেন।

মন্ত্রণালয় আর মন্ত্রণালয়

পুরাতন দুর্গ ও শাহী মহলের পরিধি ছিল কয়েক বর্গমাইল। কিং সায়মন এর পরিধি আরো কয়েক মাইল বাড়িয়ে নিলেন। তিনি শহরের বিস্তীর্ণ এলাকার বসতি উচ্ছেদ করে দিয়ে আশে-পাশের কয়েকটি মহল্লা হুকুম দখলের মাধ্যমে কেল্লার অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। ফলে এটার আয়তন আগের তুলনায় চারগুণ বেড়ে গেল। অধিকাংশ সরকারী দপ্তর, যা এতদিন দুর্গের বাইরে ছিল তা কেল্লার মধ্যে স্থানান্তরিত হল। যে সমস্ত মন্ত্রীবর্গ এবং জাতীয় সংসদ সদস্য মহামান্য সম্রাটের বিশেষ মেহমানরূপে ছোট ছোট তাঁবুতে বাস করছিলেন তাদের জন্য কেল্লার ভেতর প্রশস্ত কোয়ার্টার নির্মিত হলো।

ফলে কেল্লার চার দেয়ালের ভেতর একটি অভিজাত পল্লী গড়ে উঠল। বর্তমান ও সাবেক মন্ত্রী এবং জাতীয় সংসদের সদস্যরা ওখানেই থাকার সুযোগ লাভ করল। এখানে জাঁহাপনাকে বাদশার পরিবর্তে সম্রাট বা রাজাধিরাজ উপাধিতে সম্বোধন করা হতো। জনগণের ওপর স্থায়ী কর্তৃত্ব লাভ করার জন্য নিত্য নতুন প্রস্তাব, কুমন্ত্রণা ও ষড়যন্ত্রের আড্ডাখানা ছিল এ পল্লী।

এখানে সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু করে মধ্যরাত পর্যন্ত চলত জুয়ার আসর। যিনি খেলায় হেরে যেতেন তাকে বাদশাহ বাহাদুর অকপটে জনগণের রক্ত শোষণ করার অভিনব পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া শিখিয়ে দিতেন। আবার যিনি জিতে যেতেন তাকে মহামান্য সম্রাটের সাথে বাজি খেলতে হতো। এ বাজিতে মহামান্য বাদশাহই সবসময় জয়ী হতেন। একবার এক আহম্মক মন্ত্রী তার কাছ থেকে মোটা অংকের এক দাও জিতে গিয়েছিলেন। মহামান্য সম্রাটের নির্দেশে তার মুখে চুনকালি মেখে তাকে গাধার পিঠে তুলে ব্যান্ডপার্টিসহ মহলের বাইরে বের করে দেয়া হল। তারপর থেকে মহামান্য সম্রাটের সাথে খেলতে গিয়ে আর কেউ জেতার চেষ্টা করেনি।

হিজ ম্যাজেস্টি খেলার সময় সাধারণতঃ মদের সাগরে আকণ্ঠ ডুবে

থাকতেন। ফলে যখন তিনি মদের নেশায় বুঁদ হয়ে কোন ভুল চাল দিতেন তখন প্রতিপক্ষ তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে সে গুটি আবার সঠিক জায়গায় নিয়ে রেখে দিতো। মহামান্য সম্রাট তার বিজিত অর্থের একটা অংশ নির্বাচন ফান্ডে জমা দিতেন। এই তহবিল গঠনের উদ্দেশ্য ছিল, নির্বাচনে যাতে জনগণকে তাদের ভোটের মূল্য নগদ অর্থে আদায় করা যায়। ওয়াকিফহাল মহল এই তহবিলকে 'সায়মন ফান্ড' নামে অভিহিত করতো। যে কেউ এই ফান্ডে তার উপার্জনের শতকরা বিশভাগ জমা দিলে তার আয়ের ব্যাপারে আর কারো কোন প্রশ্ন করার অধিকার থাকতো না, এমনকি সুপ্রীম আদালতেরও নয়।

শাদা উপদ্বীপকে ক্ষুধা-দারিদ্র, অরাজকতা, বিশৃংখলা ও অন্যায় অপরাধের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে মহামান্য বাদশাহ যারপরনাই মানসিক তৃপ্তি বোধ করছিলেন। ফলে মহামান্য সম্রাট নতুন এক চিত্তাকর্ষক খেলায় মেতে উঠলেন। খেলার নাম দিলেন মন্ত্রী-মন্ত্রণালয় খেলা। মন্ত্রণালয় গঠন করা, মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়া কিংবা মন্ত্রীপরিষদে রদবদল করা তার নিয়মিত রুটিন হয়ে দাঁড়াল। এই মন্ত্রীসভাগুলোর বয়স কখনো কয়েক মাস এমন কি কোন কোন সময় সপ্তাহর বেশী হতো না। এ কারণে শাদা উপদ্বীপের কোন ঐতিহাসিক মন্ত্রীদের নামের কোন তালিকা তৈরী বা সংরক্ষণের কোন প্রয়োজন বোধ করেননি। কোন স্মরণিকায় ছোট বড় কোন মন্ত্রীর নাম উল্লেখ করা হতো না বা তাদের বাণী নেয়া হতো না। কারণ সে বাণী ছাপা হওয়ার আগেই মন্ত্রীবর বরখাস্ত হয়ে যাবেন না এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারতো না।

মহামান্য সম্রাট খুবই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা তাঁকে তাদের পৃষ্ঠপোষক মনে করে। বিরোধী দলের কতিপয় সদস্য মহামান্য বাদশাহর খামখেয়ালীপনায় অসন্তুষ্ট হয়ে পদত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। অবশিষ্ট কয়েকজন সদস্যের বিরোধিতা মহামান্য সম্রাটের জন্য কোন প্রকার অস্বস্তির কারণ ছিল না। তাদের মধ্যে কেউ জাতীয় সংসদের অধিবেশনে সরকারের গৃহীত কোন নীতির সমালোচনা করতে চাইলে সায়মনের অনুরাগীরা সমস্বরে চীৎকার দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে দিতো। ফলে, কিছুদিন পর বিরোধী দলের বাদবাকী সদস্যরাও জাতীয় সংসদের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করা ছেড়ে দিল।

মহামান্য সম্রাট এই ঘাটতি পুরণ করার জন্য প্রভাবশালী দলগুলোকে বহু

উপদল ও প্রতিদলে বিভক্ত করে দিলেন। এসব উপদল বিরোধী দলের ভূমিকায় অভিনয় করলেও কিং সায়মনের ইশারা ছাড়া তারা কখনো কোন পদক্ষেপ নিতো না। কারণ এরা সবাই কিং সায়মন ফান্ড থেকে নিয়মিত মাসোহারা পেতো। এ ছাড়া মন্ত্রীদের মতোই এরাও নানা রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করতো। বিরোধী জনগণতন্ত্র পার্টির লীডার ছিল দেশের প্রখ্যাত স্মাগলার। সমাজবাদী দলের নেতা ছিল সারা দেশে পকেটমারদের উস্তাদ। ন্যাশনালিস্ট পার্টির নেতা ছিল জুয়াড়ী দলের প্রধান। এইভাবে অন্যান্য পার্টির নেতারাও অপরাধপ্রবণ লোকদের কোন না কোন পক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। মহামান্য সম্রাট জনগণকে শান্ত্বনা দেয়ার জন্য জাতীয় সংসদে কৃষক, শ্রমিক, জেলে, মজুর প্রভৃতি পেশাজীবীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যও কয়েকটি পার্টি বানিয়ে রেখেছিলেন। আর এরা সবাই ছিল কিং সায়মনের আজ্ঞাবহ ও অনুগত বিরোধী দল।

২

মহামান্য সম্রাট বিভিন্ন পার্টি গঠনের দায়িত্ব তার নিজের হাতেই রেখে দিয়েছিলেন। দলগুলো গঠন করার পর তিনি কোন বিশেষ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সেই পার্টিগুলোর আকৃতি ও প্রকৃতিতে রদবদল করতে থাকতেন। এমন লোকদের ওপর ছিল তার সীমাতিরিক্ত বিতৃষ্ণা, যারা একই অবস্থানে স্থায়ী হয়ে থাকতে চাইতেন। এজন্য তিনি কাউকে পরামর্শ দিতেন, তুমি গিয়ে অমুক দলে যোগদান কর। কয়দিন পর তাকেই আবার বলতেন, তুমি এই পার্টি ত্যাগ করে ঐ দলে গিয়ে ভিড়ে যাও, তাহলে তোমাকে মন্ত্রী বানিয়ে দেয়া হবে। কেউ যদি মন্ত্রীত্বের টোপে না গলতো তবে তাকে প্রধানমন্ত্রীর ভেট পেশ করা হতো।

এক পার্টির মন্ত্রীসভা গঠনের পর মহামান্য বাদশাহ কিছুদিন আরাম করতেন। কয়েকদিন পর দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কোন নতুন পার্টিকে মন্ত্রীত্বের শীর্ষে নিয়ে আসতেন। নয়তো কোন না কোন অজুহাতে কিছু সংখ্যক মন্ত্রীকে বরখাস্ত করে দিয়ে তাদের জায়গায় সেই ভাগ্য পরীক্ষার্থীদের ভর্তি করে দিতেন যারা মন্ত্রীত্বের টোপ গেলার জন্য সর্বদা নিজের পার্টি ছেড়ে দিতেও সর্বান্তকরণে প্রস্তুত থাকতো।

মহামান্য সম্রাটের সুদীর্ঘ পাঁচ বছরের শাসনকালে মন্ত্রীপরিষদ, কূটনীতি

এবং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভের জন্য পার্টি পরিবর্তনের ব্যাধি এত ব্যাপক হয়ে গিয়েছিল যে, স্বয়ং মহামান্য বাদশাহরও এটা স্মরণ থাকতো না যে, কোন লোক কোন পার্টির সাথে সম্পর্ক রাখে। এ জন্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করা হলে বিভিন্ন পার্টিকে পৃথক পৃথক সারিতে আসন গ্রহণ করতে হতো। প্রত্যেক সারির সামনে পার্টির নামের প্লেট লাগিয়ে রাখা হতো। অধিবেশন চলাকালেও এই সারিগুলোর মধ্যে রদবদল অব্যাহত থাকতো। একজন প্রতিনিধি তার সারি থেকে উঠে গিয়ে অপর সারিতে বসে পড়তো। তখন এর অর্থ এই ধরে নেয়া হতো যে, সে তার দল বদল করে ফেলেছে। অধিবেশন চলাকালীন সময়ে প্রথম সারি থেকে দ্বিতীয় সারি আবার দ্বিতীয় সারি থেকে সরে গিয়ে তৃতীয় সারিতে বসার প্যারেড চলতে থাকতো।

মহামান্য সম্রাট মঞ্চে বসে অধিবেশনের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করতেন। জাতীয় সংসদের সদস্যরা অবাক চোখে জাঁহাপনাকে দেখতো। তিনি কারো দিকে আংগুল তুলে ইংগীত করলে সেখানকার পুরো সারি নড়ে উঠতো। সদস্য মহোদয়রা নিজ নিজ আসন ছেড়ে দিয়ে অন্য সারিতে গিয়ে বসতো। মহামান্য সম্রাটের চেহারায় মুচকি হাসির আভা দেখা যেতো আর সারি পরিবর্তনকারী সদস্যরা মনে করতেন, তারা মন্ত্রীত্বের খুব কাছাকাছি পৌছে গেছেন।

একদিন স্পীকার বললেন, যখন সদস্য মহোদয়রা তাদের আসন পরিবর্তন করেন তখন তাদের পায়ের আওয়াজ মহামান্য বাদশাহর কান মোবারকে খুবই অস্বস্তিকর বোধ হয়। তারপর থেকে সদস্যরা আসন পরিবর্তনের সময় জুতো হাতে নিয়ে খালি পায়ে এক আসন থেকে অন্য আসনে গিয়ে বসা শুরু করল।

একদিন মহামান্য সম্রাটের মেজাজ বিগড়ে গেল। তিনি জাতীয় সংসদের অধিবেশনের নীতি পদ্ধতি সংশোধন করার প্রয়োজনবোধ করলেন। তিনি এসেম্বলী হলকে একটা সার্কাস হলে রূপান্তরিত করার নির্দেশ দিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই হলের দুই প্রান্তে দুটি প্রশস্ত গ্যালারি নির্মাণ করা হল। ছাদ থেকে কিছু আসন ঝুলিয়ে দেয়া হল। জাতীয় সংসদের সদস্যরা বাজিকরদের মত ঢিলাঢালা পোষাক পরে গ্যালারীতে দাঁড়িয়ে গেল। স্পীকার সাহেব ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দেয়া মঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন। তার মাথার কাছে আলোকমালায় সজ্জিত সিংহাসনের মত কারুকার্যময় গদিতে বসে মহামান্য সম্রাট তার বাজিকরদের অভিনয় প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন।

সদস্যদেরকে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করার জন্য কার্পেটের উপর শক্ত জাল বেঁধে দেয়া হয়েছিল। অধিবেশন চলাকালে পার্টি পরিবর্তনের খেলাও চলতে থাকত। স্পীকার ঘোষণা করতেন, যারা নতুন মন্ত্রী হতে চান তারা ঝুলন্ত চেয়ারে গিয়ে আসন গ্রহণ করুন। শুরু হয়ে যেতো দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে চেয়ারে বসার হুলুস্থুল প্রতিযোগিতা। পলকের মধ্যেই ত্রিশ-চল্লিশ ফুট নীচে জালের মধ্যে ছিটকে পড়তো অনেকে। কেউ কেউ পায়ে হেঁটে, বুকে হেঁটে, ঝুলতে ঝুলতে কোন রকমে কোন চেয়ার ধরে তাতে উঠে বসতো। এভাবেই সে হয়ে যেতো নতুন মন্ত্রীসভার সদস্য।

কখনো কখনো পাঁচ-দশ জন একই সময় গিয়ে পৌঁছতো কোন চেয়ারের কাছে। তারপর বিভিন্ন দিক থেকে চেয়ার ধরে শুরু হতো টানাটানি। একজন চেয়ারে বসতো তো বাকীরা ধাক্কাধাক্কিতে গড়িয়ে পড়তো নীচে। কৌতূহলী চোখে সম্রাট এ খেলা দেখতেন আর উচ্ছসিত প্রশংসা করতেন নতুন মন্ত্রীদের।

কয়েক মাসের মধ্যে রশির ওপর দিয়ে দৌড়ানোতে এ সব লোক এতবেশী পারদর্শী হয়ে গেল যে, সার্কাসের লোকেরাও তাদের কাছে হার মানতে বাধ্য হবে। এ বিষয়ে আরো ব্যুৎপত্তি অর্জন করার জন্য তারা বিরতির সময়ও সমানে কসরৎ করে যেতো।

একবার এক জাপানী সার্কাস দল শাদা উপদ্বীপ সফরে এল। মহামান্য সম্রাট তাদেরকে তার-এসেম্বলী সদস্য এবং মন্ত্রীদের কৃতিত্ব দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। জাপানী দলের ম্যানেজার এক বৃদ্ধ মন্ত্রীর ডিগবাজিতে প্রভাবিত হয়ে মহামান্য সম্রাটকে বলল, আলামপনা! এ বৃদ্ধ জোয়ানদেরকেও মাত করে দিয়েছে। আমাদের সার্কাস দলেও এমন চৌকস খেলোয়াড় নেই। যদি আপনি সম্মত হন তাহলে আমি তাকে আমাদের সাথে নিয়ে যাবো। আমাদের সার্কাস খুব শীঘ্রই ইউরোপ এবং আমেরিকা যাচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ লোকের উসিলায় সেখানে এ দেশের নাম সে দেশের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়বে। এতে শাদা উপদ্বীপের সুখ্যাতি ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

মহামান্য সম্রাট জবাব দিলেন, এমন চৌকস লোক আমার এখানেই বেশী প্রয়োজন। আমি তাকে প্রধানমন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি। যদি আজ কিংবা কাল হাড়পাঁজর ভেঙ্গে না যায় তাহলে পরশু সে হবে আমার ত্রিশতম প্রধানমন্ত্রী। তুমি যদি চাও তবে আমার বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে সাথে নিয়ে যেতে পার। পরশু

দুপুরে তার মন্ত্রীত্বের দুসপ্তাহ পূর্ণ হবে, আর আমার পক্ষ থেকে তার জন্য সার্কাসে চাকরি করার অনুমতি থাকবে।

জাপানী ম্যানেজার বলল, আরে না জনাব, ওরকম খেলোয়াড় তো আমাদের সার্কাসেই রয়েছে।

সায়মন জবাব দিলেন, তুমি যদি এ বুড়োকেই নিতে চাও তাহলে তোমাকে পনর-বিশ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এর মধ্যেই আমি তাকে মন্ত্রীত্ব থেকে অব্যাহিতি দেব।

৩

মহামান্য সম্রাট মন্ত্রীদেরকে বরখাস্ত করার সময় প্রতিবারেই তার প্রিয় প্রজাদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিতেন। এই ভাষণে বরখাস্তকৃত মন্ত্রীর অযোগ্যতা, দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও দেশের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত বর্ণনা থাকতো। নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী সাধারণতঃ জনগণের সম্পূর্ণ অপরিচিত হতো এবং কেবিনেটে সবসময় অর্ধেকেরও বেশী প্রাক্তন মন্ত্রী থাকতো। যে কয়জনকে নতুন মন্ত্রীত্ব দেয়া হত, তাদেরকে প্রাক্তনদের ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী চলতে হতো। যে সমস্ত লোক কিং সায়মনের সাথে তাদের ভবিষ্যৎ জুড়ে দিয়েছিল তাদের কাছে কয়েকদিনের মন্ত্রীত্বও আল্লাহতায়ালার বড় ইনাম মনে হতো। কিন্তু নতুনরা কয়েকদিনের কর্তৃত্বের বিনিময়ে জনগণের দৃষ্টিতে সব সময়ের জন্য অভিশপ্ত হয়ে যাওয়া পছন্দ করতো না।

বাদশাহর জন্য প্রত্যেক মন্ত্রীসভায় কিছু নতুন মুখ অন্তর্ভূক্ত করা ছিল বাধ্যতামূলক। কয়েকবার এমন হয়েছে, কোন ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকের কাছে মহামান্য সম্রাটের পক্ষ থেকে মন্ত্রীসভায় শামিল হওয়ার জন্য দাওয়াত পৌছানো হয়েছে, আর অমনি সে রাতের অন্ধকারে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। তারপর মহামান্য বাদশাহ কৌশল পাল্টালেন। কাউকে মন্ত্রীত্বের আমন্ত্রণ জানানোর আগে একদল পুলিশ পাঠিয়ে তাকে মহলে ডেকে নিয়ে আসতেন এবং যতক্ষণ সে মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব নিতে রাজি না হতো ততক্ষণ তাকে শাহী মেহমানখানায় আটকে রাখতেন।

মহামান্য সম্রাট তার পঁচিশতম মন্ত্রীসভা পাল্টাবার সময় দেশব্যাপী যথেষ্ট

আলোড়ন সৃষ্টি হয়। জায়গায় জায়গায় জনসভা ও মিছিল হয়। পুলিশ কিং সায়মনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় থামাতে অপারগ হয়ে পড়ে। মহামান্য সম্রাট জনগণের আস্থা লাভের জন্য এমন এক ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর প্রয়োজনবোধ করলেন যাকে জনগণ তাদের পক্ষের মনে করতো। এর নাম ছিল চিকমিক। চিকমিক ছিল শহরের নামকরা ব্যবসায়ী। মহামান্য বাদশাহর গুপ্তচর জানিয়েছিল, জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও চিকমিকের অতীত এমন নয় যে, সে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে মহামান্য বাদশাহর বিরাগ ভাজন হতে সাহস করবে। সুতরাং একদিন মহান সম্রাটের পক্ষ থেকে মি. চিকমিককে খানার দাওয়াত দেয়া হল। দস্তরখানে মাদাম লুইজা ছাড়াও সেই সব প্রাক্তন মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন যাদেরকে মহান সম্রাট দুঃসময়ে স্মরণ করতেন।

খাওয়ার সময় কুশলাদি বিনিময়ের পর সম্রাট হঠাৎ মি. চিকমিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, মি. চিকমিক! আমি আপনাকে একটা সুসংবাদ শোনাতে চাই। আমার প্রজাদের প্রধানমন্ত্রী রূপে আপনার খেদমতের প্রয়োজন।

মি. চিকমিকের মুখের গ্রাস গলায় আটকে গেল। সে তাড়াতাড়ি এক ঢোক পানি খেয়ে আলামপনার দিকে তাকিয়ে বলল, জাঁহাপনা, আমাকে পরশুই একজন গণক বলেছিল, আমার ওপর বিপদ অত্যাসন্ন।

মহামান্য সম্রাট বললেন, তুমি প্রধানমন্ত্রীত্বকে একটা মুসিবত মনে কর?

ঃ আলামপনা! আমি আপনার গোলাম, আমার জন্য এই সম্মানই যথেষ্ট।

একজন সাবেক মন্ত্রী বললেন, মি. চিকমিক! আজ পর্যন্ত মহামান্য সম্রাটের চোখ চোখ রেখে প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রস্তাব নাকচ করার দুঃসাহস কারো হয়নি।

চিকমিক মাথা নত করে বলল, আলামপনা! যদি আমার চক্ষু থেকে কোন বেআদবী প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে আমি সে জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু আমার সাথে এমন মশকরা করবেন না।

ঃ আমি সবদিক চিন্তাভাবনা করেই আপনাকে সালতানাতের এ গুরু দায়িত্ব পেশ করছি।

ঃ মহাত্মন! যদি আমি কোন অপরাধ করে থাকি তাহলে আমাকে শাস্তি দিন। দরকার হলে জেলে পাঠান। আমার মুখে ছাই লাগিয়ে আমাকে গাধার উপর তুলে অলি-গলিতে ঘুরান। কিন্তু আমাকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর শাস্তি দেবেন না। আমি চিরকালের জন্য আমার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের ছেড়ে দিতে

পারবো না। আমি জনগণের সাথে জীবিত থাকতে চাই এবং নিজের স্বাভাবিক জীবন পার করে তাদের কাঁধে চড়েই কবরে যেতে চাই।

কিং সায়মন পকেট থেকে একটুকরা কাগজ বের করে দেখলেন এবং চিকমিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি জনসাধারণকে ধোকা দিতে পারলেও আমাকে বোকা বানাতে পারবে না। সত্যি করে বলতো, শাদা উপদ্বীপে আমার আগমনের আগে তুমি সরকারী কর্মচারী ছিলে না?

ঃ জ্বি জাঁহাপনা! আমি তখন একজন পুলিশ অফিসার ছিলাম।

ঃ ঘুষ খাওয়ার অপরাধে তোমার পদচ্যুতি ও ছয় মাসের জেল হয়েছিল?

ঃ সঠিক বলেছেন আলামপনা!

ঃ সুশীলং প্রধানমন্ত্রী থাকা কালে তুমি সরকারী অফিসের ঠিকাদার ছিলে?

ঃ বড় হক কথা জাঁহাপনা!

ঃ সুশীলং থেকে পঞ্চাশ ভাগ ভেজাল দেয়ার অনুমতিও লাভ করেছিলে?

ঃ সম্পূর্ণ সত্য কথা আলামপনা! কিন্তু মি. সুশীলং অন্যান্য দোকানদারকে শতকরা একশভাগ ভেজাল দেয়ার পারমিট দিয়েছিল।

ঃ আর তুমি অনুমোদন ছাড়াই শতকরা একশ ভাগ ভেজাল দিতে?

ঃ বিলকুল ঠিক কথা, আলামপনা!

ঃ তারপর তুমি তরকারী ক্রয়-বিক্রয়ের কারবার শুরু করেছিলে?

ঃ জ্বি জাঁহাপনা! কারণ আফিম বিক্রির প্রতি আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছিল।

ঃ তুমি এখান থেকে দু জাহাজ চাল কালো উপদ্বীপে বিক্রি করে দিয়েছিলে আর সেখান থেকে দু জাহাজ ভর্তি পচাগলা তরকারী নিয়ে এসেছিলে?

ঃ ঠিক ধরেছেন জাঁহাপনা! কিন্তু আপনার হয়ত জানার সুযোগ হয়নি, এ ব্যবসায় খাদ্যমন্ত্রী আমার সাথে অংশীদার ছিল।

ঃ আমার জানা আছে। এখন তুমি বল, মি. ইচুলিচুর মন্ত্রীত্বের আমলে তুমি তিনটি হাসপাতালের ইমারত নির্মাণের ঠিকাদারী নিয়েছিলে?

ঃ নিয়েছিলাম জাহাঁপনা।

ঃ এখন সে ইমারতগুলো কোথায়?

ঃ মহাত্মন! সে দালানগুলো ঐ বছরই বর্ষার মওসুমে ধ্বসে পড়েছিল।

ঃ কেন পড়ে গিয়েছিল?

ঃ আলামপনা! সে বিল্ডিংগুলো ধ্বসে পড়ার কারণ ছিল, একজন মন্ত্রী

আমার ভাগীদার ছিল। সে অধিক মুনাফার জন্য আমাকে সিমেন্টের পরিবর্তে শুধু বালু ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিল।

ঃ এতসব নেপথ্য কাহিনীর নায়ক হয়েও তুমি কিনা এখন প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করতে অস্বীকার করছো?

ঃ আলামপনা! আমি আমার অতীত সকল অন্যায়-অপরাধ থেকে তওবা করে নিয়েছি। আমি আমার কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে আমার সারা জীবনের হারাম কামাই সব জনসাধারণের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছি।

ঃ তোমার কি জানা আছে, তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করে এ দেশে শান্তিতে জীবন-যাপন করতে পারবে না?

ঃ জ্বি জাহাঁপনা! আমি ভালভাবেই জানি, এখন আর এ দেশে কোন ভদ্রলোক নিরাপদে বসবাস করতে পারবে না।

ঃ আমি তোমাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডের শাস্তি দিতে পারি?

ঃ মহোদয়, তাতে কোন লাভ হবে না। আমি ঐ সব লোকদের অন্তর্গত যাদের কাছে জাহাঁপনার ছত্রছায়ায় স্বাধীন জীবন যাপন করার চেয়ে সশ্রম কারাবাসই অধিক প্রিয়।

ঃ তাহলে তো তোমার মত লোককে জনগণের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া যায় না। দিলে বিদ্রোহীদের সাথে মিলে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজনাকর লিফলেট ছড়াবে না তার নিশ্চয়তা কি?

ঃ আলামপনা! আপনি কি আমাকে বন্দী করতে চাচ্ছেন?

ঃ এরপরও কি তুমি আশা করো, তুমি এই কেল্লার বাইরে যেতে পারবে? তবে তুমি যদি একটা প্রশ্নের সঠিক জবাব দাও তাহলে তোমার বন্দী জীবন বেশী কষ্টকর হবে না। একটা প্রশস্ত কামরা এবং শাহী কিচেন থেকে দুবেলার খানা পেয়ে যাবে। তোমার চেহারা বলছে, এখনও তুমি খাটি আটার রুটি খাও। আর যদি আমার প্রশ্নের সঠিক জবাব না দাও তবে তোমাকে সাধারণ তন্দুরের রুটি দেয়া হবে। কিন্তু তোমার হজম শক্তি তা কবুল করবে বলে মনে হয় না।

ঃ জাহাঁপনা! আমার সবগুলো দাঁত নড়বড়ে হয়ে আছে। যদি আমাকে তন্দুরের রুটি চিবোতে বাধ্য না করেন, তাহলে আমি আপনার সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি।

ঃ আমি জানতে চাই, মন্ত্রী হতে তোমার এত আপত্তি কেন?

ঃ আলামপনা! আমার দাদা একশ দশ আর আমার পিতা নিরানব্বই বছর হায়াত পেয়েছিলেন। আমার বয়স এখন ষাট চলছে। যদিও আপনার শাসনাধীন দেশে কোন লোকের বেশী দিন জীবিত থাকার আশা করা উচিত নয়, তবুও আমার ক্ষীণতম সম্ভাবনা আছে যে, আমি আরো ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর জীবিত থাকব। আর আপনার সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, আপনার রাজত্বকাল খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। আপনার পর সে সব লোকদের পরিণতি খুবই দুঃখজনক হবে যারা তাদের ভবিষ্যৎ আপনার সাথে জুড়ে দিয়েছে।

ঃ তুমি কিভাবে বুঝলে যে, আমার শাসনকাল সমাপ্তির পথে? অবশ্যই আমার বিরুদ্ধে কোন মারাত্মক ষড়যন্ত্রের তথ্য তোমার জানা আছে।

ঃ কোন ষড়যন্ত্রের কথা আমার জানা নেই আলামপনা! আমি শুধু এতটুকু জানি যে, এ দেশের জনগণের ধৈর্যের শক্তি শেষ হয়ে এসেছে। তারা আপনাকে আর বেশী দিন বরদাশত করবে না। দেশের সচেতন জনগণের কথা বাদ দিন; আমি শিশু-কিশোরদেরও বলতে শুনেছি, আপনি শীঘ্রই এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। আপনার মন্ত্রীরা জানি না আপনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কি ভাবছেন। কিন্তু আমার জীবন-মরণ জনগণের সাথে। আমি কয়েকদিন মন্ত্রীত্বের আসনে বসার আগ্রহে সারা জীবনের জন্য তাদের অভিশাপ কুড়াতে চাই না।

একজন মন্ত্রী আপত্তি জানিয়ে বললেন, মহোদয়! এই লোক আমাদের স্বার্থে আঘাত হানতে চায়। আপনি তার কথা শুনবেন না। আমরা জনগণকে সর্বদা আমাদের পিছনে লাগিয়ে রাখতে পারি।

সম্রাট প্রহরীদের ডাকলেন। তারা কড়া নিরাপত্তায় মি. চিকমিককে ডাইনিং হলের বাইরে নিয়ে গেল। ডাইনিং হলে কিছুক্ষণ পিনপতন নীরবতা বিরাজ করল। অবশেষে সায়মন উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, এটা আমার দুর্ভাগ্য যে, আমার মত আমার মন্ত্রীরাও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে ষড়যন্ত্রকারীরা এই প্রপাগান্ডা করার সুযোগ পেয়েছে যে, এখন আমার রাজত্ব সমাপ্তির পথে। এই দুর্বলতার প্রতিকার জরুরী ভিত্তিতে করা আবশ্যক। এখন থেকে মন্ত্রীরা প্রতি সপ্তাহে পর্যায়ক্রমে জাতির উদ্দেশ্যে জাতীয় গণমাধ্যমগুলোতে ভাষণ দেবেন। আমিও মাঝে মধ্যে তাদের সামনে বক্তব্য পেশ করবো।

একজন প্রাক্তন প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, জাহাঁপনা! জনগণকে জমায়েত করার জন্য আমরা যে পন্থা অনুসরণ করেছিলাম তা খুবই

ফলপ্রসূ হয়েছিল। আমরা জনসভার দিন আশপাশের সমস্ত শহর ও বস্তিতে সরকারী তন্দুর বন্ধ করে দিতাম এবং ঘোষণা করে দিতাম যে, আজ রুটি শুধু জনসভায় অংশগ্রহণকারীদেরকেই দেয়া হবে। যখন ক্ষুধার্ত মানুষ সভাস্থলে বসে রুটি খাওয়া শুরু করে দিতো তখন আমাদের বক্তৃতা শোনানোর সুযোগ মিলে যেতো। প্রথম বেশ কিছু দিন এ পদ্ধতি খুবই ফলপ্রসু হয়েছিল। কিন্তু তারপর দুষ্ট লোকেরা বক্তব্য পেশ করার সময় সভায় হট্টগোল বাধিয়ে দিত। এখন যদি গন্ডগোল প্রতিরোধ করার কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা যায় তাহলে লোকজন জড়ো করা আদৌ কোন কঠিন কাজ নয়।

সায়মন জানতে চাইলেন, তোমরা ভাষণ দানকারীদের নিরাপত্তার জন্য কি ব্যবস্থা করেছিলে?

ঃ আলামপনা! আমরা বক্তাদের নিরাপত্তার জন্য পনেরো ফুট উঁচু মঞ্চ তৈরী করতাম। স্টেজের আশেপাশে কাঁটাযুক্ত ঝোপঝাড় লাগিয়ে দিতাম। নিরাপত্তা বেষ্টনী ধরে সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় থাকতো।

ঃ আমি আশ্চর্য হচ্ছি, এত চমৎকার পরিকল্পনা কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মাথায় কেন আসল না। আমি সমাবেশের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তোমার ওপর অর্পণ করছি। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদ তোমার সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করবে।

৪

কিছুদিন পর। দুর্গের পাশে একটা উঁচু মঞ্চ তৈরী করা হল। শাহী ঘোষক দিন রাত রাজধানীর অলিগলি ও হাট-বাজারে ঘোষণা করছিল, মহামান্য সম্রাট আগামী মাসের পয়লা তারিখে জনগণের উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন।

সরকারী কর্মচারীদেকে সরকারী উদ্যোগে আয়োজিত সকল মিটিং, মিছিল ও জনসভায় হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়া হল। প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধানকে বলা হল, তিনি যেন মিছিল ও জনসভায় তার অধীনস্থ আমলাদের হাজিরা নেন। জনসাধারণকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে সভাস্থলের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুলিশকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হল।

সমাবেশের সময় সমস্ত কল-কারখানা এবং স্কুল-কলেজ বন্ধ করে সবাইকে

সমাবেশে হাজির হতে বলা হল, যাতে ছাত্র-জনতা, মজুর, শ্রমিক তথা সর্বস্তরের জনগণ তাদের প্রাণপ্রিয় শাসনকর্তার বক্তৃতা শুনতে পারে। এছাড়া জনসভায় অংশ গ্রহণকারীদেরকে ন্যায্যমূল্যে রুটি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হল। এই রুটিগুলোতে মাত্র বিশ ভাগ ভেজাল থাকবে, কিন্তু দাম প্রচলিত বাজার মূল্যের চেয়ে দশভাগ কম হবে।

নির্ধারিত সময়ে যখন মহামান্য বাদশাহ ভাষণ দেয়ার জন্য মঞ্চে আরোহণ করলেন, তখন তিনি এই দৃশ্য দেখে খুবই সন্তুষ্ট হলেন যে, পাচিলের বাইরে বিশাল মাঠের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত লোকে-লোকারণ্য হয়ে গেছে। তাছাড়া আশপাশের বাড়ী ও দোকানের ছাদের উপরও ছিল হাজার হাজার মানুষ। সরকারী কর্মকর্তারা জনসভার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য শত শত কয়েদীকে জেলখানা থেকে বের করে এনে একদম সামনের সারিতে বসিয়ে দিয়েছিল। সম্রাট তার ভাষণের শুরুতেই তার প্রজাদেরকে এই সুখবর শোনাল যে, এখন থেকে তোমাদের সকল দুঃখ-কষ্টের অবসান হয়ে যাবে। আমি আমার মন্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিয়েছি, তারা যেন ঘরে ঘরে গিয়ে তোমাদের সমস্যাবলী চিহ্নিত করেন এবং জানতে চেষ্টা করেন।

সামনের সারিতে বসা লোকেরা প্রত্যেক বাক্যের শেষে কিং সায়মন জিন্দাবাদ শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলছিল। কিছুক্ষণ পর দূর-দূরান্তের বাড়ী ঘরের ছাদের উপর সমবেত জনতার পক্ষ থেকে শোরগোল শোনা যেতে লাগল। ক্রমশঃ এ আওয়াজ সাগরের ঢেউয়ের মত সামনের দিকে ধেয়ে আসতে লাগল, কিং সায়মন ফিরে যাও, কিং সায়মন ফিরে যাও। গগণ বিদারী শ্লোগানে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠল। কিন্তু মহামান্য সম্রাট তার ভাষণের সমাপ্তি পর্যন্ত এটাই মনে করছিলেন যে, তার ওপর শুভেচ্ছার পুষ্প বর্ষণ করা হচ্ছে। তিনি আগামীতেও প্রতি মাসের পয়লা তারিখে জনগণের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ রাখবেন বলে ওয়াদা দিয়ে বক্তৃতা শেষ করলেন।

৫

পরবর্তী মাসে মহামান্য সম্রাট পুনরায় মঞ্চে আরোহন করলেন। এ সমাবেশে পূর্বের তুলনায় শ্রোতাদের সংখ্যা ছিল কম। তৃতীয় মাসে দেখা গেল,

সাধারণ নাগরিকদের সংখ্যা হাতে গোণা যায় আর সরকারী আমলাদের সংখ্যাও আগের তুলনায় অনেক কম। মহামান্য সম্রাট অবস্থার এ অবনতি দেখে ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং অগ্নিশর্মা হয়ে পুলিশ অফিসারদেরকে শ্রোতা সংগ্রহের জন্য হুকুম দিলেন। এরপর তিনি স্টেজে বসে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কয়েক ঘন্টা পর পুলিশের জোয়ানরা দূর দূরান্ত থেকে প্রায় তিন হাজার লোককে তাড়া করে শাহী মহলের দরজার সামনে নিয়ে এল। অবস্থা দেখে মহামান্য বাদশাহ খুবই নিরাশ হলেন এবং নিজে বক্তৃতা করার পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রীকে সুযোগ দেয়াই অধিক উপযোগী মনে করলেন।

প্রধানমন্ত্রী মঞ্চের উপর গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই উপস্থিত জনতা চীৎকার করে পুলিশের বেষ্টনী ভেঙ্গে এদিক ওদিক পালাতে লাগল। পুলিশের লাঠিপেটা ও হৈহুট্টগোলের মধ্যে সভা পন্ড হয়ে গেল।

পরদিন মহামান্য সম্রাট কেবিনেটের জরুরী অধিবেশন আহ্বান করলেন। জনসাধারণের আচরণে সীমাহীন দুশ্চিন্তা প্রকাশ করা হল। কোন কোন মন্ত্রী মন্তব্য করল, এসব দেশদ্রোহী গাদ্দারদের কাজ। তারাই জনগণকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। কেউ বলল, কিছুদিনের জন্য জাঁহাপনার ভাষণ দেয়া বন্ধ রাখা উচিত। কিন্তু কিং সায়মন তার প্রিয় দেশবাসীর সামনে মন ভুলানো ভাষণ দেয়ার সিদ্ধান্তে থাকলেন অটল, অবিচল। তিনি বার বার বলতে লাগলেন, ঘুষ, দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার ও স্মাগলিং-এর অভিশাপ এ দেশের সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি এ সব দুর্নীতির অভিশাপ থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্তি দেয়ার ব্যবস্থা করবো। শাদা উপদ্বীপকে সুখী-সুন্দর আদর্শ রাষ্ট্র বানাতে দরকার হলে আমি আমার শেষ রক্ত বিন্দু ঢেলে দেবো।

এরপর প্রায় দুমাস ধরে সরকার মহামান্য বাদশাহ বাহাদুরের সমাবেশকে সফল করে তোলার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকে। পরিকল্পনা মত মহলের দরজার সামনে বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে চার পাশে মজবুত বেড়া দেয়া হল। তৃতীয় মাসে হিজ ম্যাজেস্টির ভাষণের বার ঘন্টা আগে থেকে সাবেক ও বর্তমান মন্ত্রীবর্গ এবং জাতীয় সংসদের সদস্যদের ভাড়া করা গুন্ডাবাহিনী এবং পুলিশের লোকজন জনসাধারণকে চারদিক থেকে হাঁকিয়ে এনে সেই বেড়ার ভিতর ঢুকিয়ে দিতে লাগল। এ জনসভাকে সর্বাত্মক সফল করার জন্য ব্যারাক খালি করে পুরো পুলিশ বাহিনী সেখানে সমবেত হল। তারা সভার

স্থানে স্থানে জনগণের মাথার উপরে লাঠি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

দেশের প্রখ্যাত স্মাগলার এবং অপরাধীচক্র মহামান্য সম্রাটকে যে কোন প্রকার জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য পাঁচশ গুন্ডা বাহিনী যোগান দিয়েছিল। তারা মহামান্য বাদশাহর মঞ্চের ডান ও বাম দিকে বন্দুক উঁচিয়ে পাচিলের উপর দাঁড়িয়ে থাকল। তাদের পিছনে বর্তমান ও সাবেক মন্ত্রীবর্গ এবং জাতীয় সংসদের সদস্যদের সারি দেখা যাচ্ছিল। মঞ্চের ওপর মহামান্য সম্রাটের ডানে ও বামে প্রধানমন্ত্রী ও পুলিশ প্রধান দাঁড়িয়েছিলেন।

হিজ ম্যাজেস্টি ভাষণ শুরু করলেন। জনগণ কিছুক্ষণ অসহায়ভাবে বসে রইল। কিন্তু যখন আলামপনা অন্যায়, অনাচার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি আর অর্থনৈতিক টানাপোড়নের প্রতিকার এবং আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে তার সাবেক ওয়াদাসমূহের পুনরাবৃত্তি করতে লাগল, তখন জনগণের সহ্য শক্তির বাঁধন টুটে গেল। তারা তাদের কানে আংগুল ঠেসে দিয়ে নানা বিচিত্র স্বরে চিৎকার করতে আরম্ভ করল। এতে কিং সায়মন ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং চীৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন, তোমরা শোরগোল বাঁধিয়ে আমাকে আমার দায়িত্ব পালন থেকে বিরত করতে পারবে না। তোমাদেরকে আমার বক্তৃতা অবশ্যই শুনতে হবে। যদি তোমরা না শোন তবে তোমাদের লাশ আমার বক্তব্য শুনবে।

মুহূর্তের মধ্যে একদল গুন্ডা জনসাধারণের ওপর ঝাপিয়ে পড়ল। জনসাধারণও তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াল। এক বৃদ্ধ তার বুকে করাঘাত করতে করতে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়ে চীৎকার করে বলতে লাগল, সায়মন, তুমি একজন প্রতারক, স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছাচারী, আমি তোমার বক্তৃতা শুনবো না। আমাকে মেরে ফেলো। আল্লার ওয়াস্তে আমাকে হত্যা করো। এখন আমার কাছে মৃত্যুই জীবনের চেয়ে উত্তম।

লোকজন চারদিকে উঠে দাঁড়িয়ে গেছে। তাদের চিৎকা্র ও আহাজারীতে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। রাগে, ক্ষোভে ও দুঃখে তারা তাদের মাথার চুল ছিড়তে লাগল। লাউড স্পীকারের আওয়াজ জনগণের এই গগণ বিদারী শ্লোগানের আড়ালে হারিয়ে গেল। তারা চিৎকার করে বলছিল, আমাদের মেরে ফেলো, আমাদের খুন করো, আমরা তোমার ভন্ডামী আর দেখতে চাই না।

সায়মনের আওয়াজ তার কণ্ঠের মধ্যেই বসে গেল। চোখ ছানাবড়া করে তিনি নীচের দিকে দেখতে লাগলেন। পুলিশের জোয়ানরা জনসাধারণের ওপর

লাঠি চার্জ না করে নির্বিকার হয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল।

মহামান্য সম্রাট প্রধানমন্ত্রী এবং পুলিশ প্রধানের দিকে তাকালেন। পুলিশ প্রধান বলল, মহাত্মন! আপনার আরাম করা দরকার।

প্রধানমন্ত্রী বলে উঠল, না জাহাঁপনা, আপনি যদি এখান থেকে চলে যান তাহলে এই লোকেরা হায়নায় পরিণত হয়ে যাবে। পাচিলের উপর আমাদের সুসজ্জিত লোকেরা আপনার ইশারার অপেক্ষা করছে। কয়েকটা গুলি খেলেই এদের তেজ ঠান্ডা হয়ে যাবে। আপনার অনুমতি পেলে আমি তাদেরকে নির্বিচারে ফায়ার করার নির্দেশ দেবো।

এ সময় কিং সায়মন দেখতে পেলেন একটি দ্রুতগামী জীপ মঞ্চের দিকে ছুটে আসছে। পুলিশ প্রধান বলল, অপেক্ষা করুন! মনে হচ্ছে, সেনাবাহিনী প্রধান আসছেন।

মহামান্য সম্রাট পেরেশান হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন। জীপ বেষ্টনীর দরজায় এসে থামল। পুলিশের লোক অগ্রসর হয়ে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। রাস্তা থেকে লোকজন এদিক ওদিক সরে দাঁড়াল। সভাস্থলে পিনপতন নীরবতা নেমে এল। জীপ একেবারে মঞ্চের দরজায় গিয়ে থামল। দরজায় দাঁড়ানো রক্ষীরা কিছুক্ষণ ইতস্তত করে দরজা খুলে দিল। সেনাপতি জীপ থেকে নেমে দ্রুত মঞ্চে উঠে গেলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল সেনাপতি কিং সায়মনের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে কি যেন বুঝানোর চেষ্টা করছেন।

সেনাপতি পাচিলের উপর সশস্ত্র লোকদের দেখে পুলিশ প্রধানকে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা?

প্রধানমন্ত্রী জবাব দিল, এরা আমাদের রক্ষী বাহিনী।

সায়মন বললেন, যদি তুমি রাষ্ট্রীয় কাজে আমার নির্দেশ পালন করতে তাহলে আজ এই লোকদের প্রয়োজন হতো না।

সেনাপতি পুলিশ প্রধানের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ দাও জনগণকে মুক্ত করে দিতে। তারপর তিনি সায়মনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার দায়িত্ব দেশের নিরাপত্তা বিধান ও শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করা। আমি এজন্য এখানে এসেছি, এই পরিস্থিতি দেশের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছে।

সায়মন বললেন, তোমার জানা নেই যে, এই লোকেরা কি পরিমাণ বেয়াড়া হয়ে গেছে, তারা আমার বক্তব্য শুনতেও অস্বীকার করে।

সেনাপতি জবাবে বললেন, এই ভুখা-নাংগা মানুষগুলোকে আপনার বক্তৃতা শোনানো আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, এই লোকেরা বিদ্রোহ করার জন্য মুখিয়ে আছে। কোন ব্যবস্থা না করলে এ বিদ্রোহের আগুন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে।

সেনাপতি প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, এখান থেকে চলে যাওয়ার মধ্যেই তোমার কল্যাণ নিহিত। ফৌজ ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লে তোমার মত লোকদের তারা নিষ্কৃতি দেবে না। সেনাবাহিনী এটা কখনও বরদাশত করবে না যে, গুন্ডাবাহিনী লেলিয়ে তুমি জনগণের রক্ত চুষে খাও, আমাদের শান্তিপ্রিয় নগরবাসীদের ওপর গুলি চালাও।

সায়মন জিহ্বা দিয়ে তার শুকনো ঠোঁট চেটে নিয়ে বললেন, তুমি তাদেরকে বলছো শান্তিপ্রিয়, অথচ এরা একটু আগেও আমার বিরুদ্ধে শ্লোগান দিচ্ছিল।

সেনাপতি শান্ত স্বরে বললেন, তাদের আহাজারিতে আপনার কোন অসুবিধে হয়নি। কিন্তু পুলিশ যদি কোন সীমা অতিক্রম করে বসতো কিংবা এই গুন্ডাবাহিনী গুলি চালাত তাহলে সারা দেশে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়তো।

কিং সায়মন বললেন, এটা আমার সৌভাগ্য যে আমি এখন পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে। সেই লোকদের হাত আমার কাছ পর্যন্ত পৌছবে না। নইলে তারা আমার ওপর আক্রমণ করতে কালবিলম্ব করতো না।

ঃ মহাত্মন! আমাদের দেশে জনগণের বিদ্রোহ শুধুমাত্র শ্লোগান পর্যন্তই সীমিত থাকে। সেনাপতি বললেন, আজ পর্যন্ত তারা চরম মুহূর্তেও আইনকে নিজের হাতে তুলে নেয়নি। আমি জানি, জনগণ আপনাকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে। কিন্তু তারা আপনার ওপর হামলা করবে না। তারা বড়জোর আপনার বিরুদ্ধে শ্লোগান দেবে বা আপনাকে মুখ ভেংচিয়ে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করবে।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, আপনি তাদের সামনে একটু বক্তৃতা দিয়ে দেখুন।

ঃ তাদের সামনে আমার বক্তৃতা করার কোন দরকার নেই। তারা আমাকে জানে। সেনাপতি জবাব দিলেন।

জনসাধারণ নীরবে নিঃশব্দে মঞ্চের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে দেখছিল। অকস্মাৎ কে যেন চিৎকার করে বলে উঠল, মাননীয় সেনাপতি, আপনি আমাদেরকে এ আযাব থেকে নাজাত দিন। এ জালিম বাদশাহকে মংগলগ্রহে ফেরত পাঠিয়ে দিন। সায়মন তুমি ফিরে যাও; এখানে তোমার প্রয়োজন নেই।

তোমার প্রধানমন্ত্রীকেও সাথে করে নিয়ে যেতে পারো।

উপস্থিত জনতা সমস্বরে বলে উঠল, কিং সায়মন ফিরে যাও, কিং সায়মন ফিরে যাও।

সেনাপতি হাত উঁচু করে তাদেরকে শান্ত হতে ইংগিত করলেন। ইশারা পেয়ে তারা নীরব হয়ে গেল। সেনাপতি মাইক্রোফোনের কাছে গিয়ে বললেন, আমি তোমাদেরকে তোমাদের শাসনকর্তার সামনে কোন সংগত দাবী পেশ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চাই না। কিন্তু তিনি তোমাদের দাবী শুনেছেন। আমি একই কথার বার বার পুনরাবৃত্তিতে লাভের কিছু দেখি না। আমি চাই, এখানে অযথা সময় নষ্ট না করে তোমরা দশ মিনিটের মধ্যে এখান থেকে চলে যাও।

জনগণ সিপাহসালার জিন্দাবাদ শ্লোগান দিতে দিতে সেখান থেকে বিদায় নিল।

কিং সায়মনের কর্মব্যস্ততা

সম্রাট সায়মনের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে ততদিনে রাশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ কয়েকটি রকেট 'মংগলগ্রহে' পাঠিয়ে দিয়েছে। কেউ কেউ এই দাবীও করছিল যে, তাদের উৎক্ষিপ্ত মহাশূন্যযান মংগলগ্রহে অবতরণ করেছে। এই সমস্ত রকেটে চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ার ও কীট-পতংগ পাঠানো হয়েছিল। তাদের ব্যাপারে অনেকের ধারণা ছিল, সেগুলো পথেই ধ্বংস হয়ে গেছে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা অদূর ভবিষ্যতে জীবন্ত মানুষ মংগলগ্রহে পাঠানোর চিন্তা করছিল; এমন কি মঙ্গলগ্রহ ছাড়াও বুধ, শুক্র, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহের ওপরও তারা তাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন করার ইস্পাত কঠিন প্রত্যয় ঘোষণা করছিল।

কবি সাহিত্যিকরা মাটির পৃথিবীর পরিবর্তে সুদূর মহাশূন্যে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহের কল্পকাহিনী লিখছিল। রাজনীতিবিদরা সেখানে তাদের সামরিক ঘাটি স্থাপন করার পরিকল্পনা করছিল। অনেকেই অনুমান করছিল, সেখানকার মাটি আমাদের পৃথিবীর মাটি অপেক্ষা অনেক বেশী উর্বর এবং সেখানকার আবহাওয়া দুনিয়ার জলবায়ুর তুলনায় অধিক উপভোগ্য। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যও এখানকার দৃশ্যের চাইতে অধিক চিত্তাকর্ষক, মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয়।

মানুষের মনে এই অশান্তি বিরাজ করছিল যে, যদি তাদের আয়ু হয় হাজার বছর, তাদের রকেটের গতি হয় ঘন্টায় লক্ষ মাইল, তবু ঐ মহাশূন্যের অসীম দূরত্ব কোন ক্রমেই অতিক্রম করা সম্ভব হবে না, যা পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহপুঞ্জ ও ছায়াপথের মধ্যে অন্তরায় হয়ে আছে। বিজ্ঞানীরা এই বাধার ওপর বিজয় লাভ করার জন্য নতুন নতুন পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করছিল। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা ঘোষণা দিল, এ জন্য তারা রকেটের পরিবর্তে বিরাটকায় মহাশূন্যযান তৈরী করতে যাচ্ছে। এ মহাশূন্য খেয়াগুলোতে বহু বছর জীবন ধারণ করার মত প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে দেয়া হবে

প্রতিটি মহাশূন্যযানে কয়েক জোড়া বিবাহিত নর-নারী আরোহণ করতে পারবে। স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল শেষ করে এক পুরুষের মৃত্যু হলে অধঃস্তন বংশধররা তার অসম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদনে নিয়োজিত থাকবে। এভাবে কয়েক পুরুষ পর্যন্ত পরিভ্রমণের পর কোন না কোন দিন তারা তাদের মঞ্জিলে মকসুদে গিয়ে পৌঁছবে। ভ্রমণের সময় এটা বিশেষ লক্ষ্য রাখা হবে যেন বংশ বিস্তারের ধারা অব্যাহত থাকে। এতে আরোহীদের জীবন-যাপনের সামগ্রী যোগান দেয়ার বিষয়টি ছিল খুবই জটিল ও সমস্যাসংকুল। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এ জন্য এমন কেমিক্যাল খাদ্যের ব্যবস্থা করল যার একটা ক্ষুদ্রকণাই কয়েকদিনের জন্য যথেষ্ট। তারা আরো দাবী করল, মহাশূন্যে বসবাসকারীরা হবে দীর্ঘায়ু।

এদিকে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা দাবী করল, রাশিয়ার ডাক্তাররা এমন ঔষধ আবিষ্কার করেছে, যা সেবন করলে মানুষ দীর্ঘদিন হিমাগারে বন্দী থাকলেও মারা যাবে না। উষ্ণ আবহাওয়ায় আনলে সে আগের মতই সতেজ ও সজীব হয়ে উঠবে। রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা একজনকে একাধারে সুদীর্ঘ আঠার মাস হিমাগারে আটকে রেখে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখেছে। এরপর তারা আরেকজনকে বাইশ বছরের জন্য হিমাগারে পাঠিয়ে দিয়েছে।

বিশ্ববাসীর কাছে এসব তথ্য ছিল সবই বিশ্বাসযোগ্য। মানুষ বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ছুটছিল। মানুষ যখন বিদ্যুৎ ও আণবিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই অধ্যায়ে প্রবেশ করছিল শাদা উপদ্বীপের অধিবাসীরা তখন মহামান্য সম্রাট কিং সায়মনের কূটকৌশলে নাস্তানাবুদ হচ্ছিল। কিং সায়মনের অগণিত মন্ত্রীরা তাদের দরজার ওপর মৃত্যুর প্রহরী মোতায়েন করে রেখেছিল। ক্ষুধা, দারিদ্র ও বেকারত্বের অভিশাপ তাদের সামনে নৃত্য করছিল। কিন্তু এতকিছুর পরও তাদের জীবন প্রদীপ টিমটিম করে জ্বলছিল।

তাদের বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ছিল এই যে, তারা সকাল ও সন্ধ্যায় ইবাদতখানাগুলোতে সমবেত হতো। সেখানে তারা বার বার কুদরতের কাছে এই দোয়া করতো, ওগো আকাশ ও পাতালের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক! তুমি আমাদের ওপর রহম কর। আমাদেরকে এই মহাবিপদ থেকে মুক্তি দাও।

ওগো পরওয়ার দিগার! যদি সায়মন মঙ্গলগ্রহ থেকেই এসে থাকে তাহলে তাকে পুনরায় সেখানে ফিরিয়ে নাও। আর যদি অন্য কোথাও থেকে এসে থাকে তবুও তাকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নাও। তোমার নামে আমাদের কোন

অভিযোগ নেই। তুমি তো সবসময়ই আমাদের ওপর দয়াবান ছিলে; আমরা নিজেরাই এই বিপদ বরণ করে নিয়েছিলাম। একটা হায়েনাকে আমাদের শাসক বানিয়ে নিয়েছিলাম। আমরা আমাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছি। কিন্তু পরওয়ার দিগার! আমরা তো মানুষ; আর মানুষেরই তো ভুলভ্রান্তি হয়।

আমরা কিং সায়মনের আগমনের আগে থেকেই নানান ভুল-ত্রুটি ও পাপে নিমজ্জিত ছিলাম। পরওয়ার দিগার! তুমি তো রাহমান, রাহীম, পরম দয়াবান ও মেহেরবান। তুমি আমাদের সব অপরাধ মাফ করে দাও। তোমার রহমতই এখন আমাদের শেষ ভরসা। আমাদের উলংগ শরীর, আমাদের ক্ষুধাতুর পেট আর আমাদের অশান্ত অতৃপ্ত আত্মা তোমার রহমত লাভের প্রত্যাশী খোদা।

আমরা অকপটে আমাদের সব অপরাধ স্বীকার করছি খোদা, আমরা কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই আমাদের ভাগ্য একজন জালিম ও অত্যাচারীর হাতে সঁপে দিয়েছিলাম। কিন্তু ওগো পুরস্কার ও শাস্তি দেয়ার মালিক, তুমি যদি একটি বারের জন্য আমাদের এই কঠিন আযাব থেকে নাজাত দাও, তাহলে আমরা ওয়াদা করছি, ভবিষ্যতে চিন্তা-ভাবনা না করে কাউকে আর আমাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করবো না। বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস না করে, খেয়ালের বশে, প্রতারণার ফাঁদে পরে আর কখনো কারো হাতে নেতৃত্ব তুলে দেবো না। এমনকি কোন ব্যক্তিকে চাপরাশি পদে নিয়োগ করার সময়ও তার জন্ম ও বংশ পরিচয় ভালভাবে তদন্ত করে নেবো। তার অতীত দিনের স্বভাব চরিত্রের খোঁজ নিয়ে নেবো।

ওগো আমাদের মালিক! যদি আমাদের এই শাস্তি এ জন্যই দিয়ে থাকো যে, আমরা একজন মানুষের বাহ্যিক আকার আকৃতি দেখে প্রতারিত হয়ে তাকে আমাদের শাসনকর্তা বানিয়ে নিয়েছিলাম তাহলে তার পর্যাপ্ত শাস্তি আমরা পেয়েছি। এবার একটি বারের জন্য আমাদেরকে এই মুসিবত থেকে রক্ষা করো। আমরা তওবা করছি, আগামীতে আর কখনো এমন ভুলের পুনরাবৃত্তি করবো না। আমরা সবদিক থেকে নিরাশ ও হতাশ হয়ে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি আমাদেরকে কিং সায়মনের হাত থেকে রক্ষা করো মালিক।

মসজিদে মসজিদে যখন এমন কাতর কণ্ঠে দোয়া চলতো তখন কোন কোন লোকের অবস্থা এমন হয়ে যেতো যে, কাঁদতে কাঁদতে মাটির ওপর গড়াগড়ি দিত আর নাক ঘষতে শুরু করতো।

শুক্রবারে জুমার জামাতের আগে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এ বিপদ থেকে বাঁচার

জন্য জনতার ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে মর্মস্পর্শী ভাষণ দিতেন। তাদের ভাষণ শুনে জনগণ বুঝতে পারতো তাদের বর্তমান দুর্গতির মূল কারণ হচ্ছে কিং সায়মনের অধর্মের রাজনীতির চর্চা। ফলে অধর্মের রাজনীতি বন্ধ করে রাজনীতিতে সততা ও ন্যায়পরায়নতা প্রতিষ্ঠার দাবী গণদাবীতে পরিণত হতে শুরু করল।

মহামান্য সম্রাট যখন মন্ত্রীসভা গঠন কিংবা ভেঙ্গে দেওয়া বা রদবদল করার ব্যস্ততা থেকে অবসর পেতেন; তখন তার প্রিয় দেশবাসীর শান্ত্বনার জন্য রেডিওতে ভাষণ প্রচার করতেন। সে সব ভাষণে তিনি বলতেন, আমি জানতে পেরেছি আমার অনুগত প্রজারা এই ধরণের গুজবে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছেন যে, আমি শাদা উপদ্বীপের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নৈরাজ্য এবং অস্থিতিশীলতা দূর না করেই এখান থেকে চলে যাবো। না, তা ঠিক নয়। তবে এটা ঠিক, আমি এখানে খুবই অশান্তি ও যারপরনাই অস্বস্তি বোধ করছি। তবুও আমি জনসাধারণকে এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, এ গুরুদায়িত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কোন ইচ্ছাই আমার নেই, যার বোঝা আমার দুর্বল কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা আমার প্রজাদের সৌভাগ্য যে, মংগলগ্রহের পথ এখনো পরিষ্কার হয়নি। তাই আমি চাইলেও মহাশূন্যের সফর এখন সম্ভব হবে না।

পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের এই দাবী সঠিক নয় যে, তাদের কোন কোন রকেট মঙ্গলগ্রহে গিয়ে অবতরণ করেছে। যদি প্রকৃত ঘটনা এমন হতো তাহলে মঙ্গলগ্রহ সরকার আমাকে অবশ্যই অবহিত করতো। প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে প্রেরিত রকেটগুলো ঘূর্ণায়মান ছোট ছোট গ্রহরাজির সাথে ধাক্কা খেয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য আমি এ ব্যাপারে খুবই দুঃখিত যে, আমাকে বাধ্য হয়ে কিছুদিন এখানে অবস্থান করতে হচ্ছে। কিন্তু কুদরতের ইচ্ছা এই যে, আমাকে এই দেশের খেদমতের জন্য আরো কিছু দিন সুযোগ দেয়া হবে। আমি আশা করি, আমার প্রজারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অধিকতর লাভবান হতে চেষ্টা করবে।

শাদা উপদ্বীপে মহামান্য সম্রাট কিং সায়মন-এর অবতরণের ষষ্ঠ বর্ষ শুরু হয়েছে। তার শাসনের পঞ্চম বর্ষপূর্তির ভাষণে মহামান্য বাদশাহ জনসাধারণকে এই সুখবর দিলেন যে, আমি নববর্ষের শুরুতেই দেশবাসীকে এমন এক মন্ত্রীপরিষদ উপহার দেবো, যা প্রাক্তন মন্ত্রীসভা থেকে অধিকতর মজবুত এবং আকর্ষণীয় হবে।

অতএব নববর্ষের প্রথম দিনের সূর্যোদয়ের সাথে সাথে নবনির্মিত এসেম্বলী হলে সংসদ সদস্যরা মহা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ঐ খেলা শুরু করে দিত, যা নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের সময় প্রত্যেকবারই অনুষ্ঠিত হতো। জাতীয় সংসদের এগারটি পার্টির মধ্যে দশটিই মন্ত্রীত্বের জন্য উপযুক্ত সাব্যস্ত হয়েছিল। এগারতম পার্টি এমন কতিপয় ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত ছিল যাদেরকে কিং সায়মনের বিরোধী ও বিদ্রোহী বলে অনুমান করা হচ্ছিল। তারা কেবলমাত্র ছিদ্রান্বেষণের সুযোগ গ্রহণের জন্য জাতীয় সংসদের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতো। বাকী দশটি পার্টিই ছিল কিং সায়মনের একান্ত নিজস্ব দল।

তাদের প্রত্যেকেই দৃঢ়ভাবে লটারীতে তাদের নামই উঠবে বলে বিশ্বাস করতো। তাদের মধ্যে পাঁচটি পার্টি ছিল এক গ্যালারিতে আর অন্য পাঁচ দল ভিন্ন গ্যালারিতে। মধ্যবর্তী স্থানে ছাদের সাথে ঝুলছিল মন্ত্রীত্বের চেয়ার। প্রত্যেক লিডার তার সঙ্গীদেরকে বুঝাচ্ছিল, আজ মহামান্য সম্রাট আমাদের ছাড়া আর কাউকে মন্ত্রীপরিষদ গঠনের আমন্ত্রণ জানাবেন না। দেশের অমুক অমুক গণকও এই সুসংবাদই দিয়েছে। তাই আমার সংগ ত্যাগ করে অন্য কোন পার্টিতে যাওয়া তোমাদের উচিত হবে না।

পার্টির মেম্বাররা কখনো এই আবার কখনো ওই নেতার সাথে শামিল হচ্ছিল। এক গ্যালারিতে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে রদবদল শেষ হওয়ার আগেই অন্য গ্যালারিতে রদবদল আরম্ভ হয়ে যেতো। মহামান্য সম্রাট অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে তার ছাদ সংলগ্ন আসনে বসে এই তামাশা দেখছিলেন। যখন এক পার্টি অপর পার্টির মেম্বারদেরকে জোর করে নিজের দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করতো তখন পরস্পরের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যেতো। এই খেলা অবশ্য খুব বিপজ্জনক ছিল না। বড়জোর মেম্বারদের কোর্ট কিংবা জামা ছিড়ে যেতো! এক সময় এই খেলা শেষ হল। মহামান্য সম্রাট লটারী করে এক পার্টিকে মন্ত্রীপরিষদ গঠন করার আহবান

জানালেন। এবার শুরু হল বিপজ্জনক খেলা।

মন্ত্রীত্ব লাভের জন্য গ্যালারি থেকে বেরিয়ে ঝুলন্ত চেয়ারে চড়ার তুমুল প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। দড়ির ওপর দিয়ে ছুটতে গিয়ে অনেকেই ছিটকে পড়ল নীচে। কেউ কেউ ছুটতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে নীচে পড়ার সময় থাবা দিয়ে ধরে ফেলল রশি। তাদের হাতে কষে লাথি চালাল যারা তখনো পড়ে যায়নি। কেউ আবার ঝুলন্ত অবস্থায় থেকেই উপরের কারো পা ধরে টেনে তাকে নীচে ফেলে দিল। কেউ কেউ প্রায় পৌঁছে গেল চেয়ারের কাছাকাছি।

তিনজন তরুণ মেম্বার অনেক বাধা মাড়িয়ে একই সময় গিয়ে পৌঁছল এক চেয়ারের কাছে। একজন থাবা দিয়ে ধরে ফেলল চেয়ারের হাতল। অন্য একজন তাকে জোরে ধাক্কা মারল। তাল সামলাতে না পেরে পাশের জনকে নিয়ে সে সটান নীচে পড়ে গেল। টানানো জালের ওপর পড়ার কারণে মেম্বাররা প্রাণে বেঁচে যেতো। কিন্তু কেউ কেউ জাল থেকে পিছলিয়ে কার্পেটের ওপর গড়িয়ে পড়তো। তার ফলে তাদের হাত, পা বা পাঁজরের হাড় ভেঙ্গে গেলেও সেদিকে নজর দেয়ার কেউ থাকতো না।

মহামান্য সম্রাট ঘোষণা দিয়েছিলেন, নবগঠিত মন্ত্রীসভার মেয়াদকাল প্রাক্তন মন্ত্রীপরিষদের তুলনায় বেশী হবে। এই জন্য মন্ত্রীত্ব লাভে আগ্রহীদের তৎপরতা ছিল আরো ব্যাপক ও আকর্ষণীয়। প্রায় দুঘন্টা মারামারি, হাতাহাতি ও লাথালাথির পর সাতজন মেম্বার মারাত্মক আহত অবস্থায় হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছল। এ দেখে মহামান্য সম্রাট ঘোষণা করলেন, এদের দিয়ে হবে না. আমি অন্য কোন পার্টি দিয়ে মন্ত্রীপরিষদ গঠন করতে চাই।

তারপর তিনি ঘোষণা করলেন, এবারের মন্ত্রীপরিষদ হবে বহুদলীয়। সবার জন্য মন্ত্রীত্ব লাভের পথ এখন উন্মুক্ত। মন্ত্রীত্বের চেয়ার যে দখল করতে পারবে তাকেই মন্ত্রী করা হবে, সে যে দলেরই হোক না কেন। সুতরাং আবার জমে উঠল খেলা। বাইশজন সদস্য হাসপাতালে পাঠানোর পর এই খেলা সাঙ্গ হল। প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য মহামান্য বাদশাহ এমন একজনকে মনোনীত করলেন যিনি বিদায়ী প্রায় সবকটি মন্ত্রীপরিষদেই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার বড় গুণ ছিল, তিনি চোখে কম দেখতেন এবং সরকারী কাগজপত্র না পড়েই সই করে দিতেন।

মন্ত্রীসভা গঠিত হল। কিন্তু নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী দপ্তর বন্টন করতে গিয়ে খুবই জটিলতায় পড়লেন। সমস্ত মন্ত্রীরাই চাচ্ছিল সেই সব দপ্তর যাতে অধিক

মালপানি কামানো যায়। প্রধানমন্ত্রী প্রায় দুইদিন মাথা ঘামানোর পর অপারগ হয়ে মহামান্য সম্রাটের সমীপে দরখাস্ত করলেন, আপনি এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন। মহামান্য সম্রাট কয়েকজন উপদেষ্টাকে সাথে নিয়ে যেখানে কমিটি মিটিং হয় সেখানে চলে গেলেন।

ফিরে এসে তারা হলের ভিতর সমস্ত মন্ত্রীদেরকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে বললেন, আমরা কমিটি রুমে সাজানো চেয়ারে বিভিন্ন দপ্তরের লেবেল এঁটে দিয়েছি। এখন আমি এক, দুই, তিন বলে হাত উঁচু করলে ছুটে গিয়ে যে যে দপ্তরের চেয়ারে বসতে পারবে তাকেই সে দপ্তরের মন্ত্রী বানিয়ে দেয়া হবে। যাও, রেডি, এক, দুই, তিন।

মহামান্য সম্রাটের হাতের ইশারা পেয়ে মন্ত্রীরা যখন কমিটি রুমের দিকে ছুটল তখন সিঁড়িতে চলাচলরত কর্মচারী ও লোকদের সাথে ধাক্কা খেয়ে কয়েকজন নীচে গড়িয়ে পড়ল। একজন কমিটি রুমের দরজায় গিয়ে পিছন থেকে অন্য একজনের ধাক্কা খেয়ে কার্পেটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পেছনের লোকটি তাকে মাড়িয়ে ভিতরে গিয়ে এক চেয়ারে বসে পড়ল। এদিকে কমিটি রুমের ভিতরে একজন একটা চেয়ারে বসার চেষ্টা করছিল, আরেকজন সেই চেয়ারের পায়া ধরে তাকে চিৎপটাং করে ফেলে দিল।

এক জায়গায় একজন শক্তিশালী এবং আরেকজন দুর্বল প্রার্থী এক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের চেয়ার নিজের দখলে নেয়ার প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় মেতে উঠল। দুর্বল ব্যক্তির হাত থেকে চেয়ারের পায়া ছুটে গেলে শক্তিশালী প্রার্থীর মুখের ওপর গিয়ে তা এত জোরে আঘাত করল যে, সাথে সাথে তার তিনটি দাঁত মাটিতে গিয়ে পড়ল। অন্য জায়গায় দুজন প্রার্থী একটি চেয়ারের জন্য পরস্পর শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল। একজন অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তার সঙ্গীর হাতের কব্জীতে কামড় বসিয়ে দিল।

সবচে বেশী টানাটানি হল ঐ চেয়ার নিয়ে, যাতে খাদ্য মন্ত্রীর লেবেল লাগানো ছিল। এখানে পরিস্থিতি ছিল এই যে, একজন চেয়ারে বসলে অন্যজন তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিত, সাথে সাথে সে চেয়ারে আরেকজন বসে পড়তো। পড়ে যাওয়া ব্যক্তি আবার উঠে বসে পরা লোকটির সাথে মারামারি শুরু করলে সেই সুযোগে আরেকজন এসে তাতে বসে পড়তো। সে বসার সাথে সাথে দেখা যেতো আরো দুইজন তার কোলের ওপর বসে রয়েছে। তাদের তিনজনের ভারে

এবং ধাক্কাধাক্কিতে চেয়ারটির পায়া আলগা হয়ে গেল এবং অন্য একজন এসে সেই পায়া সরিয়ে নিল। দেখতে দেখতে চেয়ারটি টুকরো টুকরো হয়ে গেল এবং এককে টুকরায় একেকজন বসে পড়ল।

প্রধানমন্ত্রী শান্ত্বনা ছিল এটুক যে, তার নিজের চেয়ার নিরাপদ আছে এবং তাকে আর চেয়ার দখল করার এই খেলায় জড়াতে হচ্ছে না। এই জন্য তিনি প্রশান্ত মনে এক কোণে দাঁড়িয়ে এই তামাশা দেখছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ধস্তাধস্তিকারীদের কারো হাত থেকে একটুকরো কাঠ ছুটে গিয়ে তার মুখে লাগল। ফলে তার চশমা মাটিতে পড়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী চশমা কুড়িয়ে নেয়ার জন্য নিচের দিকে ঝুঁকলেন, এসময় দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত একজনের ধাক্কা খেয়ে অন্যজন গিয়ে পড়ল প্রধানমন্ত্রীর ওপর। তিনি উপুড় হয়ে কার্পেটের উপর পড়ে গেলেন। কয়েকজন তার গায়ের ওপর দিয়ে মাড়িয়ে ছুটল অন্য পাশের এক চেয়ারের দিকে। প্রধানমন্ত্রী উঠে বসার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার দুর্বল শরীর এ ধকল সইতে পারল না। কিছুতেই তিনি উঠে বসতে পারলেন না। মন্ত্রীত্ব লোভীদের জুতোর নীচে প্রধানমন্ত্রীর দুর্বল শরীর পিষে যেতে লাগল। চেয়ারগুলো দখল হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর সংজ্ঞাহীন দেহ ওখানেই পড়ে রইল।

একজন দশাসই মন্ত্রী পালোয়ানের মত শরীর নিয়ে নিজের পছন্দমত একটা চেয়ারে দখল করে বসল এবং আরো দুটি চেয়ারের উপর পা তুলে দিল। তারপর আরো একটা চেয়ার তুলে নিয়ে মাথার উপর রাখল। এ চারটি চেয়ারে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের লেবেল লাগানো ছিল।

যারা এখনো পর্যন্ত কোন চেয়ার দখল করতে পারেনি তারা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল, আপনার জন্য একটা বিভাগই যথেষ্ট তাই বেশী লোভ না করে অতিরিক্ত চেয়ারগুলো আমাদের দিয়ে দিন। কিন্তু সে কাউকে খাতির করতে প্রস্তুত ছিল না। একজন প্রার্থী হাঁটু গেড়ে বসে তার পায়ের নীচের একটা চেয়ার নিয়ে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু সে তার মাথার চেয়ার তুলে তার কাঁধে বাড়ি মারল। আর যায় কোথায়, সঙ্গে সঙ্গে সে মরে গেলাম রে, বাবা রে বাঁচাও রে বলে আর্তচীৎকার করে পিছনে সরে গেল।

এ খেলা আরম্ভ হওয়ার এক ঘন্টা পর মহামান্য সম্রাট সেখানে আগমন করেন। ততক্ষণে তার অধিকাংশ মন্ত্রীই আহত হয়ে পড়েছে। আট-দশখানা চেয়ার ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। সেগুলোর বিভিন্ন অংশ মন্ত্রী প্রবররা

নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়ে রেখে দিল। মহামান্য সম্রাট এ ব্যাপারে খুবই নিরাশ হয়ে পড়লেন যে, তিনজন মন্ত্রী বাহাদুর এ পবিত্র খেলার পরিসমাপ্তির অপেক্ষা না করেই পালিয়ে গিয়ে জনগণের সারিতে আশ্রয় নিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রথমেই প্রশ্ন করল, আমি কি বেঁচে আছি?

এরপর প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধক্রমে মহামান্য সম্রাট চেয়ার বন্টন কাজের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করলেন এবং ডাক্তারদের রিপোর্টের ভিত্তিতে যিনি বেশী আহত হয়েছেন তাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর প্রদান করলেন।

৩

একদিন রাতে কিং সায়মন ও মাদাম লুইজা সবেমাত্র খেতে বসেছেন, এমন সময় প্রধানমন্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে কামরায় ঢুকে কুর্ণিশ করে বলতে লাগলেন, জাহাঁপনা, আমি বেআদবীর জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনার খাওয়া শেষ হলে আপনার সাথে আমার একটু জরুরী আলাপ ছিল।

সায়মন তার দিকে তাকিয়ে বললেন, যদি আমার আরাম আয়েশের দিকে তোমার কোন খেয়াল থাকত তাহলে এমন পড়িমরি এখানে ছুটে আসতে না। বল, কি বলতে চাও তুমি?

ঃ জাহাঁপনা, কয়েকদিন আগে সংবাদ এসেছিল, আমাদের ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত মি. চেরাগ সিং ইউরোপ ভ্রমণ শেষে লন্ডন পৌছে মহান সম্রাজ্ঞী ও শাহজাদী লিকাসিকার সাথে কয়েক দফা সাক্ষাত করেছেন।

ঃ এ খবর আমি বিশ বার শুনেছি। আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছি, সেখানে পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সে এ সম্পর্কে আমাকে রিপোর্ট করে।

ঃ আলামপনা! আমি তো এ জন্যই এসেছি যে, আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লন্ডন পৌছে গেছেন। এইমাত্র তিনি টেলিফোনে আমার সাথে কথা বলেছেন।

ঃ কি বলেছে সে?

ঃ মহামান্য সম্রাট! তিনি আমাকে বলেছেন, সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ একটা গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর এই বই একযোগে লন্ডন ও নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আরো বলেছেন, শীঘ্রই ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদও প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

কিং সায়মন একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আমার জানা ছিল না, সে বই লিখতে পারে। কিন্তু এ খবরের সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি তো শুধু জানতে চাচ্ছি, তারা আমার সম্পর্কে কি ষড়যন্ত্র করছে?

ঃ মহামান্য সম্রাট! পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে বলেছেন, সম্রাজ্ঞী, মি. চেরাগ সিং ও শাহজাদী লিকাসিকার সাথে তার সাক্ষাতের সুযোগ মেলেনি। তার কারণ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেখানে গিয়ে পৌছার আগেই তারা আমেরিকা চলে যান।

ঃ তবে আর এত বিচলিত হওয়ার কি আছে? মি. চেরাগ সিং আমাদের ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূতরূপে কতবার আমেরিকা গিয়েছে।

ঃ কিন্তু জাহাঁপনা! এবার সম্রাজ্ঞী ও শাহজাদী তার সঙ্গে রয়েছেন।

ঃ শাহজাদী লিকাসিকাও কয়েকবারই সে দেশ সফর করেছে। আমিও চাচ্ছিলাম, চেরাগ সিং শাহজাদীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা করুক, যাতে করে তারা এখানে এসে আমাকে পেরেশান না করে। আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রীকেও এ নির্দেশ দিয়েছিলাম, যে কোন উপায়েই হোক তাদেরকে যেন এখানে আসতে না দেয়। এখন যদি তারা স্বেচ্ছায় আমেরিকা চলে গিয়ে থাকে, তাতে আমাদের জন্য কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, জাহাঁপনা! আপনি মি. চেরাগ সিংকে এ অনুমতিও দিয়েছিলেন, প্রয়োজনে তিনি ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অন্যান্য ব্যাংক থেকে আমাদের সরকারী অর্থ তুলতে পারবে।

ঃ হাঁ! কিন্তু তোমার মত আহম্মক কি করে বুঝবে, সে কতটুকু বিশ্বস্ত। বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা যে সমস্ত ঋণ পেয়েছি তা শুধু তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছে।

ঃ আলামপনা! আপনি জানেন তিনি যে সব ঋণ লাভ করেছেন তার অধিকাংশ অর্থই এখনো ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যাংকগুলোতে পড়ে আছে।

ঃ হাঁ, তুমি কি চাচ্ছ যে সে ঐ অর্থ এনে তোমার হাতে তুলে দিক?

প্রধানমন্ত্রী মাথা নত করে বললেন, জাহাঁপনা! আমি আপনাকে জানাতে এসেছি যে, এখন আর ইউরোপ ও আমেরিকার কোন ব্যাংকে আমাদের অর্থের এক কানাকড়িও অবশিষ্ট নেই। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, মি. চেরাগ সিং সমস্ত অর্থই সে সব ব্যাংক থেকে তুলে ফেলেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমার কাছে বিনীত অনুরোধ জানিয়েছেন, আমি যেন তার ফেরত আসার ভাড়ার ব্যবস্থা করি। আমার আশংকা

হচ্ছে, আমেরিকা আমাদের জন্য যে ঋণ মঞ্জুর করেছিল সে অর্থ হয়ত বা তিনি তার নিজের ব্যক্তিগত হিসেবে জমা করে নিয়েছেন।

সায়মন নিশ্চিন্ত মনে জবাব দিলেন, যদি তোমার খবর এতটুকুই হয় তবে তুমি যেতে পার। আমি চেরাগ সিং সম্পর্কে এমন কোন খবরেরই অপেক্ষায় ছিলাম। সে তোমাদের থেকে ব্যতিক্রম ছিল। তার বিশ্বস্ততা কোন দিন আমার জন্য অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে এ ভয় আমার বরাবরই ছিল। এখন আর সে ভয় নেই, এখন সেও তোমাদের সারিতে শামিল হল। তাইতো আমি তার ওপর ভরসা করতে পারি। এখন সে আর শাদা উপদ্বীপে ফিরে আসবে না। একান্তই যদি এসেও যায় তবুও আমাকে আর কোন বেকায়দায় ফেলতে পারবে না। আমি এমন হুঁশিয়ার লোককে শত্রু না বানানোর জন্য আমার সমুদয় ধনাগার উজাড় করে দিতে পারি। তুমি পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে খবর পাঠাও, সে যেন ফিরে না এসে আমেরিকা গিয়ে তার সাথে দেখা করে আর আমার পক্ষ থেকে তাকে বলে, আমি তার কাছে থেকে পিছনের অনাদায়ী টাকার কোন হিসেব চাই না। সে অন্যান্য দেশ থেকে আরও ঋণ লাভের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করলে আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

ঃ আলামপনা! এ পদক্ষেপ মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। এ দেশের কোন মানুষ চেরাগ সিং সম্পর্কে এমনটি চিন্তাও করতে পারে না যে, তিনি সরকারী অর্থ আত্মসাত করতে পারে। আমার আশংকা হচ্ছে, তিনি কোন মারাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। এখন আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে প্রচারপত্র বিলিকারী দলের সাথে তার অবশ্যই গোপন আঁতাত রয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে, তার হাতে যে সমস্ত টাকা কড়ি আছে তা সে শাদা উপদ্বীপের কল্যাণে ব্যয় করবে। যেসব লোক শাদা উপদ্বীপের স্বার্থ চিন্তা করে তাদের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ প্রচেষ্টা হবে আমাদের বিছানো জাল গুটিয়ে দেয়া।

সায়মন রাগে দাঁত কটমট করে বললেন, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আমার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে তুমি কি কাজ করতে?

ঃ মহোদয়, আমি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে একজন মন্ত্রী ছিলাম।

ঃ মন্ত্রী হওয়ার আগে কি করতে?

ঃ জনাব, তার আগেও আমি একজন মন্ত্রী ছিলাম। আপনার অনুগ্রহে আমি কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের স্বাদ নেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

ঃ হতভাগা, আমি বলতে চাই, যখন তুমি মন্ত্রীত্ব পাওনি তখন কি করতে?

ঃ আলামপনা! যতদিন পর্যন্ত মহোদয় আমাকে মন্ত্রী হওয়ার যোগ্য বিবেচনা করেননি, ততদিন আমি ইনকাম ট্যাক্স অফিসে কেরানীর কাজ করতাম।

ঃ আর এখন কিনা তুমি আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছো?

প্রধানমন্ত্রী করজোড়ে বললেন, জাহাঁপনা! আমি প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে শুল্ক বিভাগের ক্লার্ক অপেক্ষা অধিক অধম মনে করি! কিন্তু আমি যদি কোন বিপদ দেখি তাহলে জাঁহাপনাকে তা জানানো আমার কর্তব্য মনে করি। নইলে আমার আশংকা, জাহাঁপনা কোন দিন হয়তো ফেরত চলে যাবেন। তখন আবগারী বিভাগের কেরানীগিরিও আমার ভাগ্যে জুটবেনা। আলামপনা! আমাকে কথা বলার সুযোগ দিন। হতে পারে, আমার কথা শোনার পর আপনি আমাকে ক্ষমার যোগ্য মনে করবেন। আমি বলছিলাম, সম্রাজ্ঞী যে গ্রন্থ লিখেছেন তা.....

ঃ আরে উল্লুক, তুমি আবারো সেই বইয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে এলে!

প্রধানমন্ত্রী হাত জোড় করে বললেন, আলামপনা! আল্লাহর ওয়াস্তে আমার কথা শুনুন। সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ যে গ্রন্থ রচনা করেছেন তা আপনার সম্পর্কে। সে বইয়ের শিরোনাম 'কিং সায়মনের সাথে এক বছর'। আপনি চিন্তা করতে পারেন, তিনি সেই বইতে কি লিখতে পারেন? পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে টেলিফোনে শুধু এতটুকু বলেছেন যে, সে বইয়ের ভূমিকা লিখেছে মি. চেরাগ সিং! মুখবন্ধে তিনি মানবতার দোহাই দিয়ে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে আবেদন করেছেন, তারা যেন শাদা উপদ্বীপের অসহায় ও নিরীহ জনগণকে একজন পাগলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে আরো বলেছেন, লন্ডনস্থ আমাদের দূতাবাসের কর্মচারীরা এ বই পড়ে তাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। তারা বলেছে, আমাদের কাছে এমন কোন খবর আসেনি যে, তুমি আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী। তারা আরো বলেছে, আলামপনার তিন বছরের নির্ধারিত মেয়াদপূর্তির পর তিনি আর এ দেশের বৈধ শাসনকর্তা নন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে এও বলেছে, যখন এই বই এখানে এসে পৌছবে তখন সারা দেশে আহাজারী পড়ে যাবে। জাহাঁপনা! এই অধমের কথার প্রতি লক্ষ্য করুন। সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ আপনার নিকৃষ্টতম দুশমন। তিনি চেরাগ সিংকে সাথে নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। আমি জানিনা, আমেরিকা

পৌঁছে ওরা কি করবে, তবে অবস্থা যে খুবই নাজুক তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সায়মন বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি এসব কথা আমাকে আগে বলনি কেন? অবিলম্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই নির্দেশ পাঠাও, সে যেন লন্ডন থেকে আমেরিকা চলে যায়। সেখানে গিয়ে দেরী না করেই যেন আমাকে জানায়, সেখানে আমার বিরুদ্ধে কি কি ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

ঃ জাহাঁপনা! আমার বিশ্বাস ছিল আপনি আমাকে এ নির্দেশই দেবেন। তাই আমি তাকে এই হুকুমই দিয়ে এসেছি। আমি তার আসারও বন্দোবস্ত করেছি।

লুইজা তাদের আলাপে বাঁধা দিয়ে বলল, জাহাঁপনা, অনুমতি দেন তো এ প্রসঙ্গে আমি কিছু বলতে চাই।

সায়মন বললেন, বলতে পারো।

ঃ আমি বলি কি, উক্ত বইয়ের এক কপি এখুনি চেয়ে পাঠান।

প্রধানমন্ত্রী লুইজার দিকে তাকিয়ে বললেন, ম্যাডাম, আমি আগেই এই ব্যবস্থা করেছি। আশা করছি, দুদিনের মধ্যেই ঐ গ্রন্থের পাঁচটি কপি বিমান ডাকে এখানে এসে পৌঁছে যাবে।

৪

এর কদিন পর। সকাল প্রায় দশটা। মহামান্য সম্রাট কিং সায়মন তখনো গভীর ঘুমে অচেতন। মাদাম লুইজা এসে প্রবেশ করলেন কামরায়। তারপর সম্রাটের হাতের কব্জি ধরে ঝাকুনি দিলেন। লুইজার ধাক্কায় মহামান্য সম্রাট ঘুম থেকে জেগে উঠে হুড়মুড় করে বসে পড়লেন।

ঃ ইউর ম্যাজেস্টি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিরে এসেছেন।

ঃ কখন এসেছে?

ঃ তিনি রাতেই এসে পৌঁচেছেন এবং সকাল থেকে সাক্ষাতের কামরায় আপনার জন্য বসে আছেন।

ঃ তুমি আমাকে রাতেই খবর দাওনি কেন?

ঃ আপনি তখন গভীর ঘুমে অচেতন বলে জাগানো ঠিক মনে করিনি।

সায়মন বিছানা থেকে উঠে স্যান্ডেল পরে তড়িঘড়ি দরজার দিকে ছুটলেন। লুইজা বলল, জাহাঁপনা দাঁড়ান, আপনি এখনো রাতের পোশাক পাল্টাননি।

ঃ আমার এখন পোশাক পাল্টানোর সময় নেই।

এক মিনিট পর মহামান্য সম্রাট সাক্ষাতকার কক্ষে তার পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। সায়মন প্রথমেই বললেন, তুমি খুব দেরী করে ফেলেছো। আমি ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী জবাবে বলল, জাঁহাপনা, আমি ইউরোপ বা আমেরিকা কোথাও এক মিনিট সময়ও নষ্ট করিনি। লন্ডন, ওয়াশিংটন এবং নিউইয়র্কের পর জরুরী তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাকে প্যারিস এবং ব্যার্লিনেও যেতে হয়েছিল।

সায়মন বিচলিত হয়ে বললেন, ভূমিকার প্রয়োজন নেই। আগে বল, ওরা আমার বিরুদ্ধে কি চক্রান্তের জাল পাকাচ্ছে?

ঃ আলামপনা! আমি অনেক চেষ্টা করেও ষড়যন্ত্রের কোন নিদর্শন আবিষ্কার করতে পারিনি। তবে এটা ঠিক যে, মি. চেরাগ সিং সকল বিদেশী ব্যাংক থেকে আমাদের সমুদয় অর্থ তুলে নিয়েছেন। আমাদের সম্পর্কে লন্ডন, ওয়াশিংটন, বার্লিন এবং প্যারিসস্থ আমাদের দূতাবাসগুলোর কর্মচারীগণের মন-মানসিকতা খুবই বিদ্রোহাত্মক। তারা আমার নির্দেশ মান্য করা তো দূরের কথা, আমার সাথে কথা বলা পর্যন্ত সহনীয় মনে করেনি। কিন্তু তারপরও আমি কোন ষড়যন্ত্রের তথ্য উদ্ধার করতে পারিনি।

আলামপনা! এটা কি ঠিক যে, আপনি মি. চেরাগ সিংকে একটা প্লেন কেনার অর্ডার দিয়েছিলেন?

ঃ হ্যাঁ, আমি গত বছর এ নিয়ে চেরাগ সিং-এর সাথে আলাপ করেছিলাম। চেরাগ সিং জানিয়েছিল, আমেরিকায় অত্যাধুনিক মডেলের এমন কিছু জাহাজ বানানো হচ্ছে যার ওপর এখনো পর্যন্ত কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রীর চড়ার সৌভাগ্য হয়নি। আমি ওরকম একটা প্লেন কেনার জন্য তাকে বলেছিলাম।

ঃ তাহলে তো আমার সংবাদ ঠিকই আছে। আপনার দেখাদেখি এখানকার কোন কোন মন্ত্রীও তাদের জন্য জাহাজের প্রয়োজন বোধ করেন। এ উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার চেক তারা মি. চেরাগ সিংকে দিয়েছিল। সে চেকগুলোও চেরাগ সিং ভাঙ্গিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আজ পর্যন্ত কোন কোম্পানীকে তিনি উড়োজাহাজের অর্ডার দেননি।

ঃ টাকা পয়সার প্রতি আমার কোন টান নেই; তুমি বরং আমাকে বল, তারা ওখানে কি করছে?

ঃ আলামপনা! আমি কেবল এটুকুই জানতে পেরেছি, তারা আমেরিকাতে একটা বিশাল রকেট তৈরী করাচ্ছে। তাদের যত টাকা পয়সা ছিল তা সবই একটা রকেট নির্মাণকারী কোম্পানীকে দিয়ে দিয়েছে। আমি নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে সে কোম্পানীর সাথে আটবার মিলিত হয়েছি। আমি তাদের মনের কথা জানার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই বলিনি যে, আমি শাদা উপদ্বীপের পররাষ্ট্র মন্ত্রী। আমি তাদের সাথে একজন সাধারণ পর্যটক হিসেবে কথা বলেছি। তাদেরকে বলেছি, আমি হুজুরে আলার সরকারের বিরোধী এবং জনগণের পৃষ্ঠপোষক। তাদের কথাবার্তা থেকে আমি এতদূর বুঝেছি, চেরাগ সিং-এর মাথায় একটা রকেট কেনার খেয়াল পাগলামীর সীমায় গিয়ে উপনীত হয়েছে।

ঃ কেমন ও কি ধরনের রকেট?

ঃ জাহাঁপনা! চেরাগ সিং এমন এক রকেট কিনতে চায় যা সহজে মঙ্গলগ্রহ পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে।

ঃ সে কি মঙ্গলগ্রহ যেতে চায়?

ঃ এটা হতেও পারে আলামপনা! কিন্তু আমি এ রকম কোন ইচ্ছার কথা শুনিনি। শুধু শুনেছি, মঙ্গলগ্রহের দিকে সে রকেটের উড্ডয়নরে সাথে সাথে নাকি শাদা উপদ্বীপের সমুদয় বালা-মুছিবত দূর হয়ে যাবে। আমার জানা মতে, ওরা যে পরিমণ অর্থ এ পর্যন্ত কোম্পানীকে দিয়েছে তা রকেটের মোট মূল্যের এক পঞ্চমাংশেরও কম। তবু যে পরিমাণ দৃঢ়তার সাথে তারা এ কাজে লেগে আছে তাতে অসম্ভব নয় যে, খুব শীঘ্রই তারা অর্থের একটা ব্যবস্থা করেই ফেলবে।

সবচে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ এবং শাহজাদী লিকাসিকাও রকেট ক্রয়ের ব্যাপারে খুবই উৎসাহ যোগাচ্ছে। তারা তাদের সমস্ত গয়নাপত্র চেরাগ সিং-এর হাতে তুলে দিয়েছে।

সম্রাজ্ঞী রোজ তার বই-এর সমুদয় রয়াল্টি রকেট ফান্ডে জমা দিয়েছে। আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন, সম্রাজ্ঞী রোজ যে বই আপনার সম্বন্ধে লিখেছে তার প্রায় এক লাখ কপি আগাম বিক্রি হয়ে গেছে। ইউরোপের বেশ কয়েকটা ভাষায় তার অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি হলিউডের এক কোম্পানী দশ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে তার ফিল্ম করার অধিকার কিনে নিয়েছে। আমি আশা করিনি যে, এমন বাজে বই এত বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

ঃ আমি বইটি দেখেছি, কাজেই বারবার তা উল্লেখ করার দরকার নেই।

ঃ মহামান্য সম্রাট! বইটির উল্লেখ আমি এ জন্য করছি যে, বইটি সমাপ্তির পর সম্রাজ্ঞী সভ্য দুনিয়ার জনগণের কাছে এ আবেদন জানিয়েছে, তাদের যদি শাদা উপদ্বীপের জনগণের প্রতি কোনরূপ আন্তরিকতা ও সহানুভূতি থেকে থাকে তাহলে যেন চেরাগ সিং-এর রকেট ফান্ডে উদার হস্তে দান করেন। আমেরিকার জনসাধারণ এ ব্যাপারে খুবই উৎসাহী বলে মনে হচ্ছে।

বর্তমানে সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ বড় বড় শহরগুলোতে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন এবং লোকজনকে এখানকার জনগণের ওপর পরিচালিত অত্যাচার-উৎপীড়নের লোমহর্ষক কাহিনী বর্ণনা করে চাঁদা সংগ্রহ করছেন। মহিলারা তার বক্তব্যে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকেন। আমি নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় দেখেছি, একজন ধনাঢ্য বিধবাকে রকেট ফান্ডের জন্য পাঁচ হাজার ডলারের চেক প্রদান করতে।

আমেরিকার কোন কোন সংবাদপত্র সরকারকে বাধ্য করতে চেষ্টা করছে যাতে তারা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের সাহায্য ফান্ড থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ চেরাগ সিং-এর রকেট ফান্ডে দান করে। এমনটি হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা আছে যে, আমেরিকার সরকার তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাবে এবং তারা অন্যান্য দেশের কাছ থেকেও সহযোগিতা লাভ করার চেষ্টা করবে।

ঃ কিন্তু সে নির্বোধ রকেট ক্রয় করে কি করবে?

পররাষ্ট্র মন্ত্রী জবাবে বললেন, জাঁহাপনা! আমি তাদের কাছে কয়েকবার এ প্রশ্ন করেছি। কিন্তু প্রত্যেকবারই তারা বলেছে নির্দিষ্ট সময়ের আগে এ তথ্য ফাঁস করা যাবে না। করলে নাকি শাদা উপদ্বীপের বিপদে ইন্ধন যোগানো হবে।

সায়মন বললেন, এটা উপলব্ধি করা মোটেও কঠিন নয় যে, এ রকেট সে আমার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করবে। কিন্তু বুঝতে পারছি না কিভাবে করবে? সে কি ঐ রকেট আমেরিকা থেকে উড়িয়ে আমার মহলের ওপর নিক্ষেপ করতে চাচ্ছে?

ঃ এমন কোন সম্ভাবনা নেই জাহাঁপনা! আমি এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়েছি যে, এ রকেট শুধু মহাশূন্যে উড্ডয়নের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমার এক প্রশ্নের জবাবে বলেছে, আমরা এখন থেকে কোন দেশকে এমন কোন রকেট কেনার অনুমতি দেব না যা যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। তবু এমন কোন ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে যা মি. চেরাগ সিং এখন প্রকাশ করতে চাচ্ছেন না। আমাদের দেশেরই এগারজন বিজ্ঞানী ঐ

ফ্যাক্টরীতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন যেখানে এ রকেট তৈরী হচ্ছে।

ঃ তোমাদের দেশের এগারজন বিজ্ঞানী! তারা সেখানে পৌছল কিভাবে?

ঃ আলামপনা! আপনার আগমনের আগে এখানকার সরকার কতিপয় নওজোয়ানকে বিজ্ঞানের ওপর উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করার জন্য স্কলারশিপ দিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকা পাঠিয়েছিল। চেরাগ সিং তাদের থেকে এগারজন শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে রকেট পরিচালনার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ লাভ করার জন্য আমেরিকার কারখানায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি সে ছাত্রদের সাথে দেখা করেছি এবং তাদেরকে দেশে ফিরে আসার জন্য বলেছি। কিন্তু তারা বলেছে, আমরা এখানে থেকেই শাদা উপদ্বীপের অধিক খেদমত করতে পারছি।

ঃ আমার সম্পর্কে সে নওজোয়ানদের ধারণা কেমন?

ঃ আসি সে সব কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারবো না। তারা সবাই সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজের বই পড়েছে।

ঃ যদি আমি জানতে পারতাম, ঐ রকেটের সাথে আমার ভবিষ্যতের সম্পর্ক কি? কিং সায়মনের কণ্ঠে হতাশা সুর ধ্বনিত হল।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন, আলামপনা! আমি এ ব্যাপারে যা বুঝতে পারছি, তাতে আমার অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তাই বাড়ছে শুধু। মনে হয় চেরাগ সিং আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছেন। তাই তিনি এখানার জনসাধারণকে তার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য রকেটকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লাভের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করবেন। কিংবা তিনি মনে করছেন, সে রকেটে আরোহণ করে শাদা উপদ্বীপে অবতরণ করার পর এখানকার জনগণ তাকে বিনা বাক্যে তাদের বাদশাহ রূপে মেনে নিবে। কিন্তু আমি জাহাঁপনাকে এ আশ্বাস দিতে পারি, আমি এমন কোন ষড়যন্ত্র সফল হতে দেবো না। অন্তত কেল্লা ও শাহী মহলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এত বেশী মজবুত করবো যেন কোন রকেট এখানে অবতরণ করতে না পারে।

সায়মন বললেন, তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পেয়েছে। তুমি বরং এখন গিয়ে বিশ্রাম কর। আমি পরিস্থিতি সম্পর্কে একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করতে চাই।

শাদা উপদ্বীপে আবার রকেট

কিং সায়মন সম্পূর্ণ অসাড় ও অবসন্ন হয়ে একটা চেয়ারে বসেছিলেন। সামনের টেবিলের ওপর কিছু ছড়ানো কাগজপত্র। লুইজা কামরায় প্রবেশ করে বলল, আমি নাস্তা খাওয়ার জন্য সেই কখন থেকে আপনার জন্য বসে আছি। বলেই সম্রাটের চিন্তাক্লিষ্ট চেহারার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার, আজ আপনাকে এত বিষণ্ণ মনে হচ্ছে কেন?

সায়মন টেবিলের উপর থেকে কয়েক টুকরো কাগজ তুলে লুইজাকে দিয়ে বললেন, তুমি এসব প্রচারপত্র পড়ে দেখেছ?

ঃ না, আপনি তো জানেন, আমি এ দেশের ভাষা পড়তে পারি না?

ঃ কোন অজ্ঞাতনামা উড়োজাহাজ বিগত পাঁচ দিন থেকে শাদা উপদ্বীপের বিভিন্ন শহর, নগর, বস্তি ও জনপদে এসব ইস্তেহারের বৃষ্টি বর্ষণ করে চলেছে।

ঃ এগুলোতে কি লেখা আছে?

ঃ এসব ইস্তেহারে জনসাধারণকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে।

ঃ এতে ঘাবড়াবার কি আছে? আপনি তো জানেন, এখানকার জনগণ চরম উত্তেজনাকর মুহূর্তেও তাদের শাসনকর্তার ওপর হাত তোলে না।

ঃ কিন্তু এসব ইস্তেহারে বলা হয়েছে, আমি আমার শাসনকালের ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের পর শাদা উপদ্বীপ ছেড়ে চলে যাব। তাই আমাকে 'আল্লাহ হাফেজ' বলার জন্য জনগণকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। আমার ষষ্ঠ বর্ষপূর্তির আর মাত্র একমাস দশ দিন বাকী আছে।

ঃ ইস্তেহার ছড়ানোর এ উড়োজাহাজ কোত্থেকে আসে?

ঃ যদি আমি তা জানতাম! সায়মন বিষন্ন কণ্ঠে বললেন, রাতের অন্ধকারে শহর-গ্রামে ইস্তেহার ছড়িয়ে দিনের বেলা কোথায় যেন আত্মগোপন করে থাকে।

ঃ এর অর্থ হচ্ছে বিদ্রোহীরা কোথাও গোপন এয়ারপোর্ট বানিয়ে নিয়েছে।

ঃ বিদ্রোহীদের গোপন এয়ারপোর্ট বানানোর কোন প্রয়োজন নেই। জনগণ

তাদের সাথে আছে। জানি না মহলের বাইরে কি ঘটছে। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জরুরী অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছিলাম কিন্তু এখনো তার রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।

ঃ যদি এসব ইস্তেহারে ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের পর আপনি বিদায় নিয়ে চলে যাবেন বলা হয়ে থাকে, তবে তার অর্থ দাঁড়ায় আপনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেয়ার চক্রান্ত চলছে। তার থেকে এটাই কি উত্তম নয় যে, আপনি বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের আগেই এ উপদ্বীপকে বিদায় অভিবাদন জানাবেন?

ঃ লুইজা, তোমার মুখ থেকে এমন অশুভ কথা বের করো না। তুমি আমাকে আত্মহত্যার পরামর্শ দিতে পার না।

ঃ আপনি যদি জনগণকে তাদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেন তাহলে মৃত্যু কিংবা আত্মহত্যার প্রশ্ন দেখা দেবে না।

ঃ জনগণকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি কোথায় যাবো?

ঃ আপনি ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার প্রজাগণ তাতে উল্লাস প্রকাশ করবে।

ঃ কিন্তু আমি সেখানে গিয়ে কি করব?

ঃ আপনার কোন কাজ করার দরকার নেই। আপনি যদি এখান থেকে কোন কিছু নিয়ে যেতে না পারেন, তবুও আমি আপনার বাকী জীবনের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করতে পারবো।

সায়মন অবাক হয়ে বললেন, কি বলছো তুমি? তা কিভাবে সম্ভব?

ঃ আপনিতো জানেন, সম্রাজ্ঞী রোজ তার বই বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ ডলার আয় করেছেন।

ঃ হ্যাঁ, কিন্তু তার কামাইয়ের সাথে আমার কি সম্পর্ক?

ঃ তার উপার্জনের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমি তার থেকে কয়েকগুণ বেশী কামাতে পারব।

ঃ কিভাবে?

ঃ আমি সে রহস্য এখন ফাঁস করতে চাচ্ছিলাম না। তবু আপনার শান্তনার জন্য বলছি, সম্রাজ্ঞী 'কিং সায়মনের সাথে এক বছর' লিখেছেন। আর আমি লিখেছি 'কিং সায়মনের সঙ্গে পাঁচ বছর'। যখন মানুষ আমার বই পাঠ করবে তখন তারা উপলব্ধি করতে পারবে আপনার সম্বন্ধে সম্রাজ্ঞী রোজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল খুবই সীমিত। সম্রাজ্ঞীর বই দিয়ে হলিউড ওয়ালারা শুধু একটা

ফিল্ম তৈরী করছে আর আমার বই তাদের অন্তত পাঁচটি ফিল্মের উপাদান যোগাবে। আমি এখানে আমার সময় বৃথা কাটাইনি।

ঃ আমি তোমাকে এ বই প্রকাশ করার অনুমতি দেব না। আমি তোমার পাণ্ডুলিপি সরকারের পক্ষ থেকে বাজেয়াপ্ত করবো।

ঃ পাণ্ডুলিপি এখন আমেরিকার এক প্রকাশকের কাছে জমা আছে। তাই আপনার পক্ষে তা বাজেয়াপ্ত করার কোন প্রশ্নই উঠে না।

ঃ সম্রাজ্ঞীর মতো তুমিও আমার সাথে বেঈমানী করবে?

ঃ সম্রাজ্ঞীর বই আমি পড়েছি। তিনি কোন অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেননি। আমিও প্রকৃত ঘটনা প্রবাহের ওপরই আমার কলমকে সীমিত রেখেছি।

সায়মন আক্ষেপের স্বরে বললেন, মনে হচ্ছে, দুনিয়াতে আমার কোন বন্ধু থাকছে না। তোমার প্রকৃত ঘটনা উদ্ধারের প্রচেষ্টা আমার জন্য উত্তেজনাকর ইস্তেহারগুলোর চেয়েও অধিক ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে। সত্যি করে বলতো, এ বই তুমি কার ইশারায় লিখেছো?

লুইজা বলল, কারো প্ররোচনায় এ বই আমি লিখিনি। আমি এখানে এসে পৌঁছার পর থেকেই আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করছিলাম। আমার মনে হল, আপনার সান্নিধ্যের চেয়ে একটা আকর্ষণীয় বই আমার ভবিষ্যতের উত্তম নিরাপত্তা দিতে পারে।

ঃ কিন্তু আমি তো তোমাকে বিয়ে করার ওয়াদা করেছি। আমার এ ওয়াদাই কি তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না?

ঃ পুরুষরা শুধু বিয়ে নিয়েই চিন্তা করে। মেয়েদেরকে বিয়ের পরের সমস্যা নিয়েও চিন্তা করতে হয়। আমি জানতাম, একদিন আপনাকে এ দেশ থেকে বিদায় নিতে হবে। আপনি যেমন আরামপ্রিয় ও বিলাসী তাতে এ ব্যবস্থা করা ছাড়া আমি আর কি করতে পারতাম? এখন তুফান আসার আগেই এ দেশকে বিদায় জানিয়ে দেয়ার মধ্যেই আপনার কল্যাণ।

ঃ আমি এতটা আহাম্মক নই যে, স্বেচ্ছায় নিজের রাজত্ব ও রাজমুকুট ছেড়ে চলে যাবো। তবে যদি আমাকে এমন কোন দেশের সন্ধান দিতে পারো যার বাদশাহ মারা গেছে, সেখানকার আমীর ওমরাহরা এত বেশী অদূরদর্শী যে, তারা একজন অচেনা লোককে ক্ষমতার মসনদে বসাতে রাজি, সেখানকার জনগণ এত বেশী নির্বোধ যে, তাদেরকে বার বার ধোকা দেয়া যায়, তাহলে আমি তোমার

সাথে সেখানে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি সারা পৃথিবীতে এমন কোন দেশ দেখছি না যেখানকার জনসাধারণ আমার শাসন ক্ষমতার বোঝা উঠাতে পারে।

ঃ আপনার কি মনে হয় এ দেশের দুর্ভাগা জনগণকে যেটুকু শাস্তি আপনি দিয়েছেন তা এখনো যথেষ্ট হয়নি?

ঃ আমি জনসাধারণকে কোন শাস্তিই দিইনি। আমি তাদের সাথে এমন আচরণই করেছি যেমনটি তাদের পাওনা ছিল। আল্লাহ তাদের ওপর ছিল অসন্তুষ্ট। তিনিই আমাকে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ সবসময় জনগণকে তাদের পছন্দমত শাসকই দেন। যদি তারা কোন উত্তম আচরণের উপযুক্ত হতো তবে আমাকে আল্লাহ তাদের বাদশাহ বানাতেন না। তাই, এখন আমি আমার দায়িত্ব থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারি না।

ঃ এ পরিস্থিতির পরও কি বিশ্বাস করেন, আপনি এখানে থাকতে পারবেন?

ঃ করি। যখন আমি উড়োজাহাজের অর্ডার দিয়েছিলাম তখন আমার সন্দেহ ছিল যে, জনগণ কোনদিন হঠাৎ আমার ওপর চড়াও হতে পারে; তখন আমাকে পালাতে হবে। কিন্তু এখন দুশ্চিন্তা মুক্ত হওয়ার কারণ এই যে, আমি বুঝে গেছি, এখানকার লোকজন তাদের বাদশাহর ওপর হাত তোলাকে অন্যায় মনে করে।

ঃ এখন পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। তারা খুব বেশী দিন নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে বলে আমার মনে হয় না।

ঃ আমি সব সময় তাদেরকে শান্ত করতে পারবো। এখনো এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি যে, তারা আমাকে শেষ ভরসা মনে করতে বাধ্য হবে।

ঃ যদি আপনি এই দুর্ভাগা লোকদের জন্য কোন নতুন শাস্তির চিন্তা করে থাকেন তাহলে আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। আমার পক্ষে আর আপনাকে সঙ্গ দেয়া সম্ভব নয়। এটা ঠিক, যখন আমি এখানে এসেছিলাম তখন আমার মনে একজন বাদশাহর সান্নিধ্য লাভের কৌতূহল ছিল। কিন্তু আমি একটা অসহায় জাতির বিরুদ্ধে আপনার অপরাধের অংশীদার হতে পারবো না।

ঃ লুইজা! আমি দুঃখিত যে, আমি তোমার আশা পূরণ করতে পারিনি। দেশের পরিস্থিতি আমাদের বিয়ের অনুকূল ছিল না। তবে আমি আমার ওয়াদার উপরে এখনো অবিচল আছি। আর আমার বিশ্বাস, সেদিন খুব দূরে নয় যখন আমি সমস্ত বিপদ মুক্ত হয়ে তোমাকে আমার সম্রাজ্ঞী বানিয়ে নিতে পারবো।

জনগণ আর সম্রাজ্ঞী রোজ-এর পক্ষে আওয়াজ তুলবে বলে মনে হয় না।

লুইজা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। বলল, আপনি মনে করছেন, আমি সম্রাজ্ঞী রোজ-এর স্থান দখল করলে জনসাধারণ আমাকেও তাদের দলে মনে করবে?

সায়মন লা-জওয়াব হয়ে বললেন, তোমার হাসি আমার ভাল লাগছে না।

ঃ তা লাগবে কেন? আমি জানি আপনি শুধু অশ্রুই পছন্দ করেন। অনেক অনেক অশ্রু। আপনজন, জনগণ সকলের অশ্রুই আপনার দরকার।

সায়মন অসহায়ের মত বললেন, লুইজা, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার সাথে ভদ্র ভাষায় কথাবার্তা বলো। এভাবে টিটকারী দেয়া তোমার পক্ষে শোভা পায় না।

লুইজা বলল, সায়মন, শাদা উপদ্বীপে ভদ্রতার কোন স্থান নেই। দেশটাকে তুমি জাহান্নাম বানিয়ে ছেড়েছো। তাই তো আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।

ঃ তুমি আমার সঙ্গ ত্যাগ করবে?

ঃ হ্যাঁ, এই পাগলগারদে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ঃ তুমি ভেবেছো, আমি বাজিতে হেরে গেছি?

ঃ আমার এখন আর আপনার হার-জিতের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। শুনুন, একজন বাদশাহকে কাছে থেকে দেখার আগ্রহ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল। আপনি ছিলেন অসুস্থ। আমার সাথে যেসব ডাক্তাররা এসেছিল তারা আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল, আমি যেন কিছুদিনের জন্য এখানে থেকে যাই। আমি আপনাকে অনুগ্রহের পাত্র মনে করেছিলাম। যেদিন আপনি আতশবাজিতে ভয় পেয়ে গাছে চড়েছিলেন সেদিনও আপনার জন্য আমার করুণা হয়েছিল। তারপর যখন আমি জানতে পারি, আপনার মাথায় বানরের মগজ কাজ করছে তখনও আপনার প্রতি আমি মানবিক সহানুভূতি বোধ করি।

কিন্তু আমি এখানে থেকেছি আরো একটা কারণে। আমার সাথে আসা চিকিৎসকরা আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, আমি যেনো এখানে থেকে একটা চিত্তাকর্ষক বই লিখি। এই লোভেই এতদিন আমি সে সব কথা সহ্য করেছি; যা কোন মানুষ সহ্য করতে পারে না। আমি আশা করেছিলাম, কোনদিন হয়ত আপনার মানসিক ভারসাম্য ফিরে আসবে। আমি তখন গৌরব বোধ করতে পারবো যে, এখানে আমার সময় বৃথা নষ্ট হয়নি। কিন্তু এখন আর সে দুরাশা নেই। যদিও আপনার আর পুরোনো রোগের সম্ভাবনা নেই, তবু আপনার মধ্যে যে ধ্বংসাত্মক প্রবণতা আছে তাতেই আপনি সহস্র বানর অপেক্ষাও বিপদসংকুল ও

মারাত্মক হয়ে গেছেন।

সায়মন ক্লান্ত হয়ে একটা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, লুইজা, এখন রসিকতা করার সময় নয়। আমি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য করে বলতো, তুমি কি আসলেই আমার সম্বন্ধে কোন বই বের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ?

লুইজা নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিল, হ্যাঁ, আমার শুধু আফসোস, সম্রাজ্ঞী রোজ প্রতিযোগিতায় আমার থেকে এগিয়ে গেছেন।

ঃ এটা বেঈমানীর এক নিকৃষ্টতম উদাহরণ। তোমার কাছ থেকে এমনটি আমি আশা করিনি।

ঃ আমি মনে করেছিলাম, আপনি আমাকে জিনিয়াস মনে করবেন। আমি জানি একদিন এদেশ থেকে আপনাকে অবশ্যই চলে যেতে হবে। এ দেশের মানুষ আপনার সকল স্মৃতি মুছে ফেলবে। এমনকি কেউ আপনার নাম নেয়াও সহ্য করবে না। অথচ বই-এর বদৌলতে আপনার নাম তখনো বেঁচে থাকবে।

ঃ কিন্তু আমার তো মৃত্যুর পরে নামের দরকার নেই। আমি একজন বাদশাহ হিসাবে বেঁচে থাকতে চাই, তুমি তাতে বাগড়া দিচ্ছো। আমি তোমাকে আমার রাণী বানাতে চাই, তোমার কাছ থেকে এমন প্রতারণা আশা করি না।

ঃ আমিও এমনটি চাইনি। কিন্তু যখন দেখলাম এ দেশের সরলপ্রাণ নিরীহ জনসাধারণ আপনার ওপর যত ইহসান করছে আপনি ততই তাদের ধোকা দিচ্ছেন, তখন আমার মন আমাকে তিরস্কার করল। বিবেকের দাবী আমি অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। তবে আমি আমার বইতে কোন অসত্য কথা লিখিনি, আমার এ দাবীর সত্যতা আপনি চেরাগ সিংকে দিয়ে যাচাই করাতে পারেন।

সায়মন একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, চেরাগ সিং তোমার বই সম্বন্ধে জানল কিভাবে?

ঃ আমি তো পাণ্ডুলিপি তাকে দিয়েই প্রকাশকের কাছে পাঠিয়েছি। সে এ বইয়ের ভূমিকাও লিখে দিয়েছে।

ঃ তুমি তাকে কতদিন থেকে চেন?

ঃ আমি এখানে আসার আগে বার্লিন, প্যারিস এবং লন্ডনে তার সাথে কয়েক বার সাক্ষাত হয়েছে।

ঃ তাহলে তার অর্থ হচ্ছে, তুমি আমার জঘন্যতম দুশমনের গোয়েন্দা হিসেবে এখানে এসেছিলে। আর এই বইও সেই লিখিয়েছে?

ঃ সে যদি আপনার দুশমন হতো তবে আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে সে এত ব্যস্ত হতো না। ইউরোপের সেরা ডাক্তারদেরকে আপনার চিকিৎসার জন্য পাঠাতো না। আপনার অসুস্থতার কারণ তার জানা ছিল, তাই সে মনে করেছিল সঠিক চিকিৎসা হলে আপনি ভাল হয়ে যাবেন। কিন্তু তার আশা সফল হল না।

সায়মন চেয়ার থেকে উঠে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, সে আমার বিরুদ্ধে কোন মারাত্মক ষড়যন্ত্র করছে। সে ষড়যন্ত্রে তুমিও জড়িত। সত্যি করে বলো সে কি করছে?

ঃ আমার কিছু জানা নেই।

ঃ আমি জানি, শোন, সে একটা রকেট কিনেছে। আমার বিশ্বাস, আমার বিরুদ্ধে ইস্তেহার প্রচার করার ব্যাপারেও তার হাত রয়েছে। বাঁচতে চাও তো সব আমাকে খুলে বল। নইলে আমি তোমাকে খুন করে ফেলবো।

সায়মন হাত বাড়িয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। লুইজা সংকুচিত হয়ে এক দিকে সরে গেল। সায়মন হুংকার দিয়ে বললেন, বলো, আমার বিরুদ্ধে কি কি চক্রান্ত করা হচ্ছে?

ঃ আমি কিছুই জানি না। আপনি মাথা ঠান্ডা করুন। আপনার এখন ঘুমের ঔষধ প্রয়োজন। আল্লাহর ওয়াস্তে আয়নার দিকে দেখুন। আপনার চেহারা বানরের মত ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।

সায়মন পাশ ফিরে দেয়ালের সাথে লাগানো মানুষ সমান উঁচু আয়নার দিকে তাকালেন। এই সুযোগে লুইজা পাশের কামরায় পালিয়ে গিয়ে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। সায়মন দ্রুত সামনে অগ্রসর হয়ে দরজায় করাঘাত করতে করতে ডাকলেন, লুইজা! দরজা খোল লুইজা!

২

প্রধানমন্ত্রী একটা ফাইল বগল দাবা করে কামরায় ঢুকেই কিং সায়মনের সামনে পড়ে গেল। সায়মন বললেন, এমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটছো কেন?

ঃ জাঁহাপনা, এইমাত্র খবর পেলাম, চেরাগ সিং এসে পৌছেছে।

ঃ কোথায় পৌছেছে?

ঃ আলামপনা! পূর্ব-উপকূলের এক বন্দরে, এখান থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল

দূরে। সম্রাজ্ঞী রোজ এবং শাহজাদী লিকাসিকাও তার সাথে রয়েছে।

ঃ নির্বোধ, আমাকে আগে বলো, তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে কিনা?

ঃ না জাহাঁপনা! তারা তো গ্রেফতার হয়ইনি, উল্টো আমাদের প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উভয়েই গ্রেফতার হয়ে গেছেন।

ঃ তাদেরকে কে গ্রেফতার করল?

ঃ মহামান্য সম্রাট! তাদেরকে সেখানকার পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

ঃ কার নির্দেশে?

ঃ সেনাপতির আদেশে জাঁহাপনা। আপনি ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনুন, তাহলেই আপনার সকল পেরেশানী দূর হয়ে যাবে। আজ ভোরে এ আতংকজনক খবর শোনার সাথে সাথেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী বন্দরের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। তারা সেখানে পৌঁছে দেখতে পান সেখানে সেনাপতি ও কয়েকজন সেনা অফিসার উপস্থিত। চেরাগ সিং জাহাজ থেকে নেমে তাদের সাথে কথা বলছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেখানে পৌঁছেই চেরাগ সিংকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিল। কিন্তু সেনাপতি তাতে হস্তক্ষেপ করলেন। ফলে পুলিশরা আর অগ্রসর হওয়ার সাহস পায়নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী একযোগে তাকে বুঝাতে চেষ্টা করল, চেরাগ সিং শাদা উপদ্বীপের দুশমন। তাই আপনি তাকে গ্রেফতারের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন না।

সেনাপতি মুচকি হেসে পুলিশের লোকদের প্রতি তাকিয়ে বললেন, যদি তোমরা এখানে শাদা উপদ্বীপের কোন দুশমন পাও, তাহলে তাকে গ্রেফতার করতে পারো। কিন্তু মনে রেখো, যদি তোমরা দোস্ত-দুশমন চিনতে ভুল করো তবে তোমাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পুলিশের একজন অফিসার তার সিপাইদের সাথে কথা বলল এবং তারপর এগিয়ে গিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। বন্দরে আনুমানিক ত্রিশ হাজার মানুষ ভীড় করে এ তামাশা দেখছিল। তারা সবাই 'ফৌজ জিন্দাবাদ', 'সিপাহসালার জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিচ্ছিল।

সায়মন বললেন, বন্দরে এতবড় সমাবেশের অর্থ হচ্ছে, চেরাগ সিং-এর আগমন সংবাদ জনগণ আগে থেকেই জানতো।

ঃ আলামপনা! কাল সারারাত দুটো উড়োজাহাজ শাদা উপদ্বীপের ওপর ইস্তেহারের বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। এই দেখুন সে ইশতেহার।

ঃ এতে কি লেখা আছে তাড়াতাড়ি বলো, আমার সময় নষ্ট করো না।

ঃ জাহাঁপনা! এ ইশতেহারে লেখা হয়েছে, প্রিয় দেশবাসী! যদি তোমরা অপরাধপ্রবণ শাসকের হাত থেকে নাজাত পেতে চাও তাহলে এক্ষুণি পূর্বাঞ্চলীয় বন্দরে গিয়ে সমবেত হয়ে যাও। এটা তোমাদের জন্য সর্বশেষ সুযোগ।

ঃ চেরাগ সিং-এর সিদ্ধান্ত কি? সে আমার সাথে কি আচরণ করতে চায়?

ঃ আলামপনা! আমার মনে হয় এখন এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর একমাত্র সেনাপতিই দিতে পারবেন। গোয়েন্দা পুলিশ সূত্রে আমি জানতে পেরেছি, চেরাগ সিং এবং তার সঙ্গীরা, যাদের মধ্যে রয়েছেন সম্রাজ্ঞী রোজ, শাহজাদী লিকাসিকা এবং আমাদের দেশের সেই এগার জন বিজ্ঞানী যারা তাদের শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর আমেরিকায় রকেট তৈরীর প্রশিক্ষণ লাভ করেছিল, একটি বিদেশী জাহাজে করে এখানে এসেছেন। জাহাজটি শেষ রাতে আমাদের উপকূলে এসে নোঙ্গর করে। তার আগেই সেনাবাহিনীর কয়েক ডিভিশন সৈন্য এবং ধর্মগুরুর নেতৃত্বে শহরের হাজার হাজার জনতা সেখানে গিয়ে সমবেত হয়। সে জাহাজের ওপর বিশাল এক রকেট আছে এবং এখন তা নামানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

ঃ এই রকেট নিশ্চয়ই আমাদের কেল্লার ওপর আঘাত হানবে। তুমি এখুনি ঘোষণা করে দাও, দেশের শত্রুরা শাহী মহল ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছে। জনগণকে বুঝাও যে, তোমাদের শাসনকর্তার জীবন এখন বিপদের সম্মুখীন।

ঃ জাহাঁপনা! আমার ভয় হচ্ছে, জনসাধারণ এই সংবাদে খুশীই হবে।

ঃ তুমি তাদের বুঝাও যে, তোমাদের দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। চেরাগ সিং, সম্রাজ্ঞী রোজ, শাহজাদী লিকাসিকা এবং তাদের অন্যান্য সাথীরা বিদেশী শক্তির ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করছে।

ঃ মহামান্য সম্রাট! আপনার নির্দেশ পালনে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এখন আমার কোন ঘোষণাই জনগণ শুনবে না। মানুষ এখন শহর, নগর, বস্তি, ছেড়ে পিপড়ার সারির মত বন্দরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি এইমাত্র শাহজাদী লিকাসিকা, সম্রাজ্ঞী রোজ এবং ধর্মগুরুর বক্তৃতা শুনেছি। এমন আর কয়েকটা ভাষণ দিতে পারলে আমাদের বিরুদ্ধে সারাদেশে আগুন জ্বলে উঠবে।

ঃ তুমি কি বন্দর হয়ে এসেছো?

ঃ না আলামপনা! আমি আমার রুমে বসেই তাদের বক্তব্য শুনতে পেয়েছি। তারা যে রেডিও ট্রান্সমিটার ব্যবহার করছে, তা আমাদের ট্রান্সমিটার অপেক্ষা

অনেক বেশী শক্তিশালী।

সায়মন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, তাহলে তুমি কি করতে চাও?

ঃ জাহাঁপনা! রাজনীতিবিদের সাথে এখন আর এ দেশের জনগণের কোন সম্পর্ক নেই। তারা নিজেদের ভাগ্য তুলে দিয়েছে ধর্মগুরু ও সেনাবাহিনীর হাতে। আমাদের ভাগ্যও এখন আর আমাদের হাতে নেই। আমাদের ভাগ্যও তুলে দিতে হবে ওদের হাতেই। আমরা বড়জোর এখন তাদের করুণা ভিক্ষা চাইতে পারি।

ঃ আহাম্মক! তুমি দেখছি একটা আস্ত গাধা! যাও, জলদি কাচুমাচুকে খুঁজে নিয়ে আসো। তাকে এই মুহূর্তে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আর দুর্গের অধিনায়ককে বলো, সে যেন আমার হেলিকপ্টার প্রস্তুত রাখে।

৩

প্রধানমন্ত্রী বাইরে বেরিয়ে গেল। সায়মন কামরার ভিতর কয়েক মিনিট পায়চারী করে সামনের কামরার দরজায় করাঘাত করতে করতে ডাকল, লুইজা! লুইজা!! বোকামী করোনা, আল্লাহর ওয়াস্তে দরজা খুলে দাও।

দরজায় করাঘাতের শব্দ শুনে একজন পরিচারিকা অন্য দরজা দিয়ে কামরায় ঢুকে বলল, কি হয়েছে মহামান্য সম্রাট?

সায়মন দরজায় ধীরে ধীরে আঘাত করতে করতে বললেন, কিছু না, তুমি যাও। লুইজা! লুইজা!!

পরিচারিকা বলল, আলামপনা! মাদাম লুইজা কিছুক্ষণ আগে পূবের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেছেন। আমি তাকে হেলিকপ্টারে চড়তে দেখেছি।

সায়মন ঝড়ের গতিতে বাইরের দিকে ছুটলেন। বেরিয়েই দেখতে পেলেন, পঞ্চাশ কদম দূরে একটা হেলিকপ্টারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন গার্ড। হেলিকপ্টারের পাখা ঘুরার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সায়মন দৌড়ে গিয়ে চীৎকার করে বলতে লাগলেন, ওকে থামাও। লুইজা! লুইজা! দাঁড়াও; তোমার পালানোর দরকার নেই। আমি একটা চমৎকার কৌশল বের করে ফেলেছি।

হেলিকপ্টার এরই মাঝে আস্তে আস্তে উপরে উঠতে শুরু করেছে। সায়মনের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে গার্ডদের কাছে গিয়ে থামলেন তিনি। তারপর গার্ডদের লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমাদের সবাইকে ফাঁসিতে

ঝুলাবো। আমার হেলিকপ্টার উড়ানোর অনুমতি কে দিয়েছে?

একজন গার্ড এগিয়ে বলল, জাঁহাপনা! মাদাম লুইজা হাওয়া খাওয়ার জন্য বেরিয়েছেন। তিনি পাইলটকে বলেছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবেন।

ঃ গাধার দল! তোমরা সবাই পাগল হয়ে গেছো। বললেন কিং সায়মন। তারপর হেলিকপ্টারের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ডাকলেন, লুইজা! লুইজা! ফিরে এসো! আমিও তোমার সাথে যেতে প্রস্তুত।

কিন্তু সে ডাক লুইজার কানে পৌঁছল না। সায়মন একজন গার্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি এয়ারপোর্টে টেলিফোন করে বলে দাও সেখানে যত উড়োজাহাজ আছে কোনটাকেই যেনো উড়তে দেয়া না হয়।

ঃ জাহাঁপনা! বিমান বন্দর একেবারে ফাঁকা। সেনাপতির নির্দেশে সেখান থেকে সমস্ত উড়োজাহাজ সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

ঃ তাহলে তুমি গিয়ে চেষ্টা করে দেখো, যদি কোন বিদেশী প্লেন এসে পড়ে তবে সেটাকে যেন আটক করা হয়।

ঃ সুলতান, সিপাহসালারের পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত শাদা উপদ্বীপে কোন বিদেশী জাহাজ অবতরণ করতে পারবে না। তবু আমি চেষ্টা করে দেখছি।

অফিসার কুর্নিশ করে একদিকে কেটে পড়ল।

৪

কিছুক্ষণ পর। কিং সায়মন তার কামরায় পায়চারী করছিলেন। কাচুমাচু কামরায় প্রবেশ করে বলল, আলামপনা! আপনি আমাকে স্মরণ করেছেন?

ঃ চেরাগ সিং-এর আগমন সম্পর্কে তুমি কিছু শুনেছো?

ঃ জ্বি জাহাঁপনা! এইমাত্র শুনলাম, মাদাম লুইজাও পালিয়েছেন।

ঃ আমরা এখন কি পরিমান বিপদে আছি তুমি কি বুঝতে পারছো?

ঃ হাঁ আলামপনা! কিন্তু আপনার বিপদ আমাদের সকলের চেয়ে বেশী।

ঃ আমি তোমাদের বুদ্ধির ওপর ভরসা করতে গিয়ে ভুল করেছি!

ঃ মহাত্মন! আমি যদি তেমন বুদ্ধিমান হতাম তবে কি আজ এখানে পড়ে থাকতাম! আমরা তো সবাই গাধা, কেবল মাদাম লুইজা ছিলেন বুদ্ধিমতি। তাইতো তিনি তুফান আসার আগেই এখান থেকে সরে পড়েছেন।

ঃ তুমি কি বিশ্বাস কর, আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছে?

ঃ আপনি কি মনে করেন?

সায়মন বললেন, আজ আমার মাথা মোটেই কাজ করছে না! আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বল, তারা আমার সাথে কেমন আচরণ করবে। এখানে এতবড় রকেট নিয়ে আসার পিছনে তাদের উদ্দেশ্য কি?

কাচুমাচু বিনয়ের সাথে বলল, এটা আমার জানা নেই জাঁহাপনা। তবে এটুকু বলতে পারি, শাদা উপদ্বীপের জনসাধারণ চরম উত্তেজনার মুহূর্তেও আপনার ওপর হাত তুলবে না। প্রাচীনকাল থেকেই এ দেশে এই প্রথা চলে আসছে যে, জনগণ কোন শাসকের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়লে তাঁকে খুবই ইজ্জতের সাথে একটা নৌকায় বসিয়ে দেশ থেকে বহু দূরে নিয়ে কোন উপদ্বীপে রেখে আসে। আমার মনে হচ্ছে, আপনার প্রতি অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করে নৌকার পরিবর্তে জনগণ এবার রকেটের ব্যবস্থা করেছে।

৫

সুশীলং এবং ইচুলিচু জাতীয় সংসদের কয়েকজন সদস্যকে সাথে নিয়ে কামরায় প্রবেশ করল। মহামান্য সম্রাটের সামনে কুর্নিশ করে ইচুলিচু বলল, আলামপনা! এখন কি হবে?

সায়মন বললেন, এখনও কিছু হতে বাকী আছে নাকি? গর্দভের দল, আমাকে পেরেশান করো না। বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

সুশীলং বলল, আমরা কোথায় যাবো আলামপনা?

ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমার ওপর রহম করো! আমাকে একটু চিন্তা করতে দাও। বললেন সায়মন। এরপর তিনি পাশের কামরায় গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ইচুলিচু দরজায় খটখট করতে করতে অনুনয় করে বলতে লাগল, আলামপনা! এই বিপদে আমাদের আপনার পরামর্শের প্রয়োজন। আল্লাহর ওয়াস্তে দরজা খুলে দিন।

একজন পুলিশ অফিসার কক্ষে প্রবেশ করে বলল, হিজ ম্যাজেস্টি কোথায়?

সুশীলং বলল, হিজ ম্যাজেস্টি এখন কারো সাথে দেখা করতে পারবেন না। কি বলতে চাও আমাকে বলো।

ঃ আপনি বন্দরের ট্রান্সমিটার থেকে নতুন ঘোষণা শুনেছেন?

ঃ না তো!

ঃ রকেট নিরাপদে জাহাজ থেকে নামিয়ে এখন তা এখানে নিয়ে আসছে!

ঃ এটা অসম্ভব! এতবড় রকেট স্থলপথে এখানে কি করে আনবে?

অফিসার বলল, জনাব, তা টেনে আনার মেশিনও এর সাথেই এসেছে। চেরাগ সিং ঘোষণা করেছেন, শহরের বাইরে খোলা মাঠে একটা জাঁকজমকপূর্ণ রকেট স্টেশন নির্মাণ করা হবে।

ইচুলিচু বলল, এসব কি হচ্ছে? এতসব ছাইপাশ আমার মাথায় ঢুকছে না। মহল উড়িয়ে দেয়ার জন্য মি. চেরাগ সিং-এর এত আয়োজনের কি দরকার ছিল?

একজন মন্ত্রী টিপ্পনী কেটে বলল, যদি এটাই বুঝতে তাহলে এ দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে কিভাবে?

ইচুলিচু বলল, দেখো, এটা ইয়ার্কি করার সময় না। তবে আমার মন্ত্রীসভা বর্তমান মন্ত্রিপরিষদের চেয়ে অনেক ভাল ছিল।

পুলিশ অফিসার বলল, মি. চেরাগ সিং তার ঘোষণায় এটাও বলেছেন, এই রকেট তৈরীর কাজে আমাদের নিজেদের দেশের এগারজন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেছেন। হিজ ম্যাজেস্ট্রি কিং সায়মনের শাসনামলের ষষ্ঠ বার্ষিকী উপলক্ষে এটা মংগলগ্রহের দিকে যাত্রা করবে। এটা উড্ডয়নের সাথে সাথেই আমাদের জাতীয় ইতিহাসের বর্তমান কলংকজনক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

জনৈক সদস্য প্রশ্ন করল, দেশের অই এগারজন বিজ্ঞানী কারা?

ঃ তারা ইউরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষালাভ করছিল। চেরাগ সিং তাদেরকে ব্যবহারিক শিক্ষা লাভের জন্য রকেট নির্মাণকারী কারখানায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

সুশীলং পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করল, মাদাম লুইজার কোন সংবাদ পেয়েছো?

ঃ জ্বি, এইমাত্র রেডিওতে বলা হয়েছে, মাদাম লুইজা বন্দরে গিয়ে পৌঁচেছেন। সেখানে মি. চেরাগ সিং, শাহজাদী লিকাসিকা, ধর্মগুরু ও সম্রাজ্ঞী রোজ তাকে উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন। আজ সন্ধ্যায় মাদাম লুইজা মহামান্য বাদশাহ সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন। তার এই বক্তৃতা দেশের সকল রেডিও স্টেশন থেকে একযোগে প্রচারিত হবে।

কিং সায়মন হঠাৎ দরজা খুলে তার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন,

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ রকেটের সামনে আমাদের সবাইকে বলি দেয়া হবে। তোমরা এমন কোন উপায় খুঁজে বের করো, যাতে এই অমঙ্গলজনক রকেট পথিমধ্যেই ধ্বংস হয়ে যায়।

পুলিশ অফিসার হাত জোড় করে বলল, আলামপনা! এটা সম্ভব নয়। রকেটের নিরাপত্তায় রয়েছে সেনাবাহিনী। তাছাড়া প্রায় দুলাখ মানুষ সেখানে সমবেত হয়ে গেছে। আগামীকাল পর্যন্ত কত লোক জমায়েত হবে তা অনুমান করাও কঠিন। এসব লোক একটা বিশাল কাফেলার মত রকেটের সাথে আসবে। এ অবস্থায় আমাদের কোন লোক রকেটের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবে না।

ঃ তোমরা দেশের সমুদয় সম্পদ এই মহলে জমা করে রেখেছো। তোমাদের এত সোনা রূপা দিয়েও কি এক দুজন বিজ্ঞানীর বিবেক কিনে ফেলা কোন রকমেই সম্ভব নয়? দরকার হলে আমরা এই উদ্দেশ্যে আমাদের ইলেকশান ফান্ডও ব্যবহার করতে পারি!

ঃ আলামপনা! বর্তমান অবস্থায় আমাদের কোন লোকের পক্ষে বিজ্ঞানীদের পর্যন্ত পৌঁছা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ওখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই শক্ত।

সায়মন বিরক্ত হয়ে বললেন, এখানে বসেই তুমি সব কথা জেনে ফেললে?

ঃ মহাত্মন! আমি তাদের রেডিওর সমস্ত বিজ্ঞপ্তি শুনেছি। সেখানে আমাদের গুপ্তচরও রয়েছে। তারা ওয়ারলেসে প্রতি মুহূর্তে খবর দিয়ে চলেছে। এখন সবচে দুশ্চিন্তা হচ্ছে মন্ত্রীদের জন্য, আপনার সম্বন্ধে ফৌজের মনোভাব জনগণের মতই।

সুশীলং বলল, জাহাঁপনা! এখন সারাদেশ আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। রকেটে আমাদের ধ্বংসের জন্য কি সরঞ্জাম লুকিয়ে রাখা হয়েছে আল্লাহই ভাল জানেন। আপনি মঙ্গলগ্রহ সরকারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছেন না কেন?

সায়মন বললেন, হায়রে কপাল, আমার আপন হাতে গড়া গাধাই আজ আমার সাথে রসিকতা করছে!

সুশীলং বলল, আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি আলামপনা! কিন্তু আমি আমার মাথার দিব্যি দিয়ে বলতে পারি, আমি কোন ইয়ার্কি করিনি। আমি উপলব্ধি করছি, এখন মঙ্গলগ্রহই আমাদের শেষ আশ্রয়স্থল।

ঃ তোমরা জান যে, মঙ্গলগ্রহ কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। ইদানীং মহাশূন্যে কিছু কিছু পরিবর্তনের ফলে যাতায়াতের সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। তাই সেখান থেকে কোন রকেট আমাদের সাহায্যের জন্য আসতে পারবে না।

ইচুলিচু বলল, জাহাঁপনা! যদি এটাই প্রকৃত ব্যাপার হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের পেরেশান হওয়ার প্রয়োজন নেই। এ রকেট চেরাগ সিং-এর রাজনৈতিক চাল। তার হয়তো ইচ্ছা, এ রকেট মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে পাঠিয়ে সে জনগণের মাঝে অসাধারণ স্বীকৃতি লাভ করবে। আপনার ঘোষণা সত্য হলে সে নিশ্চিত ফেল মারবে। যার ফলে মানুষ তাকে নির্বোধ ও অপয়া ভেবে তার সঙ্গ ত্যাগ করবে। আবার এমনও হতে পারে যে, চেরাগ সিং শাদা উপদ্বীপের হিরো হওয়ার উদগ্র বাসনায় নিজেই রকেটে করে উড়াল দিতে চাইবে।

সায়মন নিজের কপালে সজোরে হাত মারতে মারতে বললেন, আল্লাহ তোমাদের ধ্বংস করুক, তোমরা এটুকুও বুঝতে পারছো না যে, সে রকেটে করে উড়ার আগেই জনগণের মাথার মুকুট হয়ে গেছে।

সুশীলং বলল, আলামপনা! আমি আমার মন্তব্য ফিরিয়ে নিচ্ছি।

ঃ হায়! চেরাগ সিং যদি আমার প্রধানমন্ত্রী হত এবং আমি তাকে এ নির্দেশ দিতে পারতাম যে, এসব গর্দভগুলোকে রকেটে ভরে মঙ্গলগ্রহে পাঠিয়ে দাও। হায়! আমি কত দেরীতে এ সত্য বুঝলাম! একথা বলেই সায়মন পুলিশ অফিসারের দিকে ফিরলেন। তুমি বলছিলে, এ রকেট আমাদের ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ছেড়ে দেয়া হবে!

ঃ হাঁ আলামপনা! আমি নিজ কানে এ ঘোষণা শুনেছি।

সায়মন সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার তোমরা যেতে পার। এখন আর কোন কথা আমার জন্য হেঁয়ালি থাকেনি। এ রকেট আমার জন্যই নিয়ে আসা হয়েছে। চেরাগ সিং আমাকে বাধ্য করবে যাতে আমি তাতে সওয়ার হয়ে মঙ্গলগ্রহে ফিরে যাই।

ঃ তারপর আমরা কোথায় যাব, আলামপনা! ইচুলিচুর কণ্ঠে ভয় ও হতাশা।

সায়মন তাচ্ছিল্য ভরে জবাব দিলেন, তোমরা এখানেই থাকবে। তোমাদের জন্য খুব সম্ভব এ মাটির মধ্যেই কোন গভীর গর্ত খোঁড়া হবে। তোমাদের জন্য তো আর রকেটের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এমন জাঁকজমকপূর্ণ বাহন তো কেবলমাত্র রাজা বাদশাহদের ভাগ্যেই জুটে থাকে!

সম্রাট কিং সায়মনের বিদায়

কিং সায়মনের মহল অবরুদ্ধ অবস্থায়। যে ট্রান্সমিটার মি. চেরাগ সিং তার সাথে নিয়ে এসেছেন তা এখন রাজধানী থেকে পাঁচ মাইল দূরে রকেট স্টেশনের কাছে বসানো হয়েছে। দূর দূরান্ত থেকে জনগণ রাজধানীতে এসে সমবেত হয়েছে। রকেট স্টেশন ও শহরের মাঝে যে রাজপথ তার ওপর দিবারাত্র লোকজন বাদ্যযন্ত্রের তার বাঁধায় নিয়োজিত। মানুষ শাহী মহলের চার দেওয়াল ঘুরে আবার রকেট স্টেশনের দিকে ফিরে চলে যায়। আবার রকেট স্টেশন থেকে ফিরে আসে শাহী মহলের পাশে। রকেট স্টেশনে জাপান ও রাশিয়া থেকে আনা সার্কাস পার্টি ও যাদুকররা তামাশা দেখাচ্ছে। কোথাও স্থানীয় খেলোয়াড়রা সাপ ও বাঁদর নাচের প্রদর্শনী করছে। সাংস্কৃতিক কর্মীরা গান বাজনা ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছে।

উপাসনালয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও প্রার্থনা চলছে। সায়মন বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা সভা, সমাবেশ ও মিছিল করছে। তাদের অনলবর্ষী বক্তৃতায় জনতার মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে ক্ষোভ ও উত্তেজনা। এসব বক্তৃতায় কিং সায়মন সরকারের আমলা ও মন্ত্রীদের জন্য নতুন ও অভিনব সব শাস্তির প্রস্তাব করা হচ্ছে। একস্থানে মাঠের মধ্যে মস্ত বড় স্ক্রীন লাগিয়ে তাতে রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে উড্ডয়ন সম্বন্ধে তথ্যবহুল ফিল্ম প্রদর্শন করা হচ্ছে।

মি. চেরাগ সিং-এর সাথে দেশী-বিদেশী বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়াররা ছাড়াও ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন মিডিয়ার ত্রিশজন সাংবাদিকও এসেছেন। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের বহু সাংবাদিকও সেখানে এসে জড়ো হয়েছেন। জাপান কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিদল ছাড়াও বিজ্ঞানী, সাংবাদিক ও পর্যটকদের সমন্বয়ে একটা সামুদ্রিক জাহাজ পাঠিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড থেকেও দুটো সামুদ্রিক জাহাজ রওয়ানা হওয়ার সংবাদ এসে পৌঁছেছে। পাকিস্তান, ইরান এবং আরব বিশ্বের অন্যান্য দেশের সরকারী প্রতিনিধি ও

বিজ্ঞানীরা সেখানে এসে জড়ো হয়েছেন।

শাদা উপদ্বীপের বিমান বন্দরে আবার ভিনদেশী উড়োজাহাজ উঠানামা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। দূর-দূরান্তের বিভিন্ন দেশের পর্যটকরা অত্যন্ত কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে ছুটে আসছে। কেবলমাত্র কালো উপদ্বীপই ছিল এমন একটা দেশ, যে এ আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণের অনুমতি লাভ করেনি।

একটা জাপানী কোম্পানী বিদেশী মেহমানদের থাকার জন্য তাঁবুর যোগান দেয়ার ঠিকাদারী নিয়েছিল। রকেট স্টেশনের আশেপাশে প্লাস্টিকের হাজার হাজার ছোট তাঁবু খাটানো হয়েছে। যেসব মেহমান রকেট স্টেশনের ধারে কাছে থাকার কোন জায়গা পাননি তারা শহরের বাড়ীঘর ভাড়া নিচ্ছেন। শহরের লোকেরা নিজেদের থাকার জায়গা গুটিয়ে যে যতটুকু জায়গা বের করতে পারছে তাই ভাড়া দিয়ে দিচ্ছে। আবার কেউ কেউ পুরো বাড়ী ভাড়া দিয়ে নিজেরা কোন ময়দানে, খোলা জায়গায় অথবা কোন সড়কের পাশে ডেরা তুলে নিচ্ছে।

রকেট স্টেশনের কাছে একটা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হল। দূর দূরান্তের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা সময়ের স্বল্পতা হেতু তাদের তৈরী সামগ্রী প্লেনে করে সেখানে পাঠাতে লাগল। বিদেশী পর্যটকরা শাদা উপদ্বীপের দুর্লভ কোন কিছু স্মৃতি হিসাবে সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাজারগুলো চষে ফিরছিল। হঠাৎ তারা এক আশ্চর্যজনক জিনিস পেয়ে যায়। বিদেশীরা দলে দলে তা ক্রয় করতে শুরু করে।

এ ছিল সেই ঐতিহাসিক সরকারী রুটি যা শাদা উপদ্বীপের জনগণ মি. চেরাগ সিং-এর আগমনের আগ পর্যন্ত খেয়েছে। মি. চেরাগ সিং এসেই খাদ্য বন্টনের দায়িত্ব সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সরকারের সমস্ত খাদ্য গুদামে রাখা তৈরী রুটি বাজেয়াপ্ত করা হল। সিপাহসালার ঘোষণা দিলেন, যদি কেউ খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেয় তবে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে।

ব্যবসায়ীরা বাতিল রুটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা করল। যে সব লোকের ঘরে পুরোনো দিনের সরকারী রুটি ছিল তারাও সেগুলো আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ পেল। পর্যটকরা প্রত্যেকেই এ রুটি হন্যে হয়ে কিনছিল। তারা পুরো রুটি না পেলে অন্ততপক্ষে একটা টুকরা হলেও কেনার জন্য ছিল পাগলপারা। এ রুটিগুলোর রঙ, স্বাদ ও পুষ্টিমান

বিবেচনা করে বিদেশী সাংবাদিক এবং ডাক্তাররা প্রত্যেক সভ্য দেশগুলোকে তাদের যাদুঘরে তা সংরক্ষণের জন্য পরামর্শ দিল। এতে বিভিন্ন দেশ থেকে যাদুঘরের পরিচালকরা ছুটে এলেন শাদা উপদ্বীপে। এমন কি কোন কোন যাদুঘরের ইনচার্জ সস্ত্রীক এ রুটিগুলো ক্রয় করার জন্য এসে পৌছলেন।

একজন বিদেশী কবি 'সায়মনের রুটি' শিরোনামে একটা আকর্ষণীয় কবিতা লিখে ফেলল। সভ্য দুনিয়ার কয়েকটা সংবাদপত্রে তার অনুবাদ ছাপা হল। একজন জার্মান বিজ্ঞানী দেড়শো পৃষ্ঠার এক প্রবন্ধ লিখে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করল যে, কিং সায়মনের রুটি পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য জিনিস। যদি শাদা উপদ্বীপের কয়েকজন লোক আমাকে এ রুটি খেয়ে না দেখাতো তাহলে আমার কখনো বিশ্বাস হতো না যে, মানুষের পাকস্থলী এমন খাদ্যও গ্রহণ করতে পারে।

এ রুটি ছিল এত শক্ত, যে তা খেতে পারে তার দাঁতের প্রশংসা না করে উপায় নেই। এতে আর কোন উপকার হউক বা না হউক, এটা নিশ্চিতরূপে বলা যায়, এতে দাঁত খুবই মজবুত হয়। এতে অজ্ঞাত পুষ্টিজাত এমন কোন পদার্থ অবশ্যই রয়েছে যা মানুষের দাঁতের জন্য বিশেষ উপকারী। যদি তা উত্তম রূপে মিহি করে পিশে মাজন হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে নড়বড়ে দাঁতও লোহার মত মজবুত হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। যদি তার পাউডার খেজাব রূপে ব্যবহার করা যায়, তবে পশম এমন কালো হবে যা একধারে কয়েক সপ্তাহেও উঠবে না।

অবশ্য নতুন সরকার খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেয়াকে জঘন্যতম অপরাধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে, যে সব লোক এসব রুটি খেতে অভ্যস্ত ছিল তাদের পক্ষে খাঁটি ও বিশুদ্ধ সামগ্রী গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে প্রচুর সময় লাগবে।

২

মি. চেরাগ সিং ও ধর্মগুরুর ব্যক্তিগত অনুরোধ এবং দেশপ্রেমিক জনগণের সোচ্চার দাবীতে সিপাহসালার দেশ পরিচালনার ভার নিজের হাতে তুলে নেন। প্রথমেই তিনি শাদা উপদ্বীপের প্রশাসনকে দুর্নীতি মুক্ত করার জন্য শুদ্ধি অভিযান শুরু করেন।

মি. চেরাগ সিং, ধর্মগুরু, শাহজাদী লিকাসিকা, সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ এবং মাদাম লুইজা রকেট স্টেশনের কাছে প্রশস্ত তাবুতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের কাছে শহরের মহিলারা ছাড়াও বহিরাগত পর্যটক, কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিগণের আনাগোনা অব্যাহত থাকল।

রকেট স্টেশনের পাশে আন্তর্জাতিক মেলার অগণিত চিত্তাকর্ষণের কারণে জনগণের দৃষ্টি কিং সায়মন থেকে সরে যায়। তখনো তার শাহী মহল নিরাপদ ছিল। সেনাবাহিনী দেশের আইনের প্রতি কঠোরভাবে আনুগত্য প্রদর্শন করছিল। সেনাপতি দেশের অস্ত্রশস্ত্র দেশের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে পারে না বলে ঘোষণা করলেন। তবু এমন কিছু লোক ছিল যারা মহলের প্রতি লক্ষ্য রাখা তাদের জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করছিল। তারা রকেট স্টেশনে ঘুরাঘুরির ফাঁকে মহলের সিপাইদের কাছে গিয়ে নিশ্চিত হতে চেষ্টা করতো যে, কিং সায়মন এবং তার সংগীরা এখনো সেখানে আছে কি না।

কিং সায়মন ও তার সাথীরা মহলের মধ্যে অত্যন্ত উদ্বেগের ভেতর দিয়ে সময় পার করছিল। যতই মহামান্য সম্রাটের বর্ষপূর্তির দিন ঘনিয়ে আসছিল ততই তাদের আতংক বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

মি. চেরাগ সিং-এর আগমনের বাইশ দিন পর একটা হেলিকপ্টার মহলের ভিতর অবতরণ করে। মহামান্য সম্রাট হেলিকপ্টারের শব্দে খালি পায়েই আঙ্গিনায় ছুটে আসেন। তার কোন কোন সাথীও তাদের কামরা থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি আঙ্গিনার দিকে ছুটে আসছিল, কিন্তু ততক্ষণে হেলিকপ্টার আবার আকাশে উঠে পড়ে। খোঁজ-খবর নেয়ার পর মহামান্য সম্রাট জানতে পারেন, মি. কাচুমাচু সপরিবারে মহল থেকে পালিয়ে গেছে।

কিন্তু শহরে গুজব রটলো তার উল্টো। রাতের মধ্যেই শহর থেকে আরম্ভ করে রকেট স্টেশন পর্যন্ত খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, কোন অজ্ঞাতনামা হেলিকপ্টারে চড়ে কিং সায়মন পালিয়ে গেছেন। অতএব ভোর না হতেই লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল সদর দরজা ভেঙ্গে মহলের ভিতর গিয়ে পৌঁছল। এ ছিল সিপাহী-জনতার সম্মিলিত অভিযান। সেনাবাহিনীর বাছাই করা অফিসাররা ছিল সামনে। তারা মহলে তল্লাসী করে জানতে পারে, মহামান্য সম্রাট মহলের সবচে উঁচু গাছের চূড়ায় গিয়ে উঠেছেন। অনেক কষ্টে সেখান থেকে তাকে নামিয়ে আনা হল।

ইতিমধ্যে ধর্মগুরু, সিপাহসালার ও চেরাগ সিং ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছলেন।

তারা জনসাধারণকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে মহল থেকে বের করে দিলেন। এ হাঙ্গামা চলাকালে মহামান্য সম্রাটের সংগীরা তাদের কক্ষ ও তাঁবুর বাইরে ঝুঁকে দেখারও কোন সাহস করেনি। সেনাপতি মহামান্য সম্রাটের দেখাশোনা করার জন্য তিনজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডাক্তারকে রকেট স্টেশন থেকে ডেকে পাঠালেন। তারা সানন্দে কিং সায়মনের স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়া পর্যন্ত মহলে থাকার প্রস্তাব কবুল করলেন।

সেনাবাহিনীর কয়েকটা ডিভিশন মহলের তত্ত্বাবধানের জন্য মোতায়েন করে দেয়া হল। সরকার কোন ফয়সালা না করা পর্যন্ত কেউ যেন মহলের কাউকে উত্যক্ত করতে না পারে সে জন্য তাদেরকে বিশেষভাবে নজর রাখতে বলা হল।

এ ঘটনার সময় সুযোগ পেয়ে মহলের অধিকাংশ পাহারাদার, চাকর, বেয়ারা, খানসামা, গায়ক ও নর্তকীরা জনগণের সাথে মিশে মহলের বাইরে চলে গেল। এমনকি নিজেদের রক্ষা করার জন্য মন্ত্রীরা যে সব গুণ্ডাদের জড়ো করে রেখেছিল তাদেরও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এই সুযোগে পালিয়ে গেল।

মি. চেরাগ সিং, ধর্মগুরু ও সিপাহসালারের লক্ষ লক্ষ ভক্ত অনুসারীরা কিং সায়মন ও তার অপকর্মের দোসরদের শাস্তি প্রদানের মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল বলে আফসোস করতে লাগল। পরদিন দুপুরে কয়েকজন উত্তেজিত যুবক মি. চেরাগ সিং-এর তাবুর কাছে গিয়ে কিং সায়মনের গ্রেফতারের দাবীতে শ্লোগান দিতে শুরু করল। চেরাগ সিং তাদের শোরগোল শুনে বাইরে বেরিয়ে এসে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগলেন, কি হচ্ছে এসব? তোমরা তো বেশ বেকুব দেখছি। আমি একটা আইনানুগ বিপ্লবের রাস্তা সুগম করছি আর তোমরা কি না একটা বে-আইনী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য উস্কানী দিচ্ছ?

একজন যুবক চীৎকার করে উঠল, জনাব, আপনি কি জানেন না এ দুরাচার আমাদের সাথে কি আচরণ করেছে?

চেরাগ সিং জবাব দিলেন, যদি তা-ই না জানতাম তাহলে এতবড় রকেট কেন এখানে নিয়ে এসেছি? দেখো, আমার ওপর তোমাদের বিশ্বাস ও ভরসা রাখা উচিত। আমি ওয়াদা করছি, কিং সায়মন ও তার সাথীদের এমন শাস্তির ব্যবস্থা করবো যেমনটি পাওয়ার তারা যোগ্য। তবে গাদ্দার কাচুমাচু পালিয়ে গেছে বলে আমার আফসোস হচ্ছে। কিন্তু এখন আর কাউকে পালানোর সুযোগ দেয়া হবে না। মহলের ভেতরে ও বাইরে সেনাবাহিনী কড়া পাহারা বসিয়েছে।

বিক্ষুব্ধ যুবকরা তাদের ঔদ্ধত্যের জন্য ক্ষমা চাইল এবং বিপ্লবের পক্ষে শ্লোগান দিতে দিতে ফিরে গেল।

পরদিন জানা গেল, কাচুমাচু হেলিকপ্টারে করে নিরাপদে কালো উপদ্বীপে গিয়ে পৌঁচেছে। সেখানকার রেডিও স্টেশন থেকে সে বলল, শাদা উপদ্বীপের জনগণ পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। চেরাগ সিং বিদেশী শক্তির ইংগিতে সৎ, যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য জনগণকে উস্কানি দিচ্ছে।

৩

কিং সায়মনের ষষ্ঠ বর্ষপূর্তির দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল ততই জনগণের মধ্যে আবেগ ও আগ্রহের নতুন নতুন তরঙ্গ ভেঙ্গে পড়তে লাগল। সে আবেগের আতিশয্য ও রূপ বর্ণনাতীত। শাহী মহল থেকে রকেট স্টেশন পর্যন্ত সর্বত্র বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় জনগণ আন্দোলিত হচ্ছিল।

ষষ্ঠ বর্ষপূর্তির আগের রাতে জনগণ তাদের বহু প্রতীক্ষিত সকালের অপেক্ষায় শাহী মহল থেকে রকেট স্টেশন পর্যন্ত ঘুরাফেরা করতে করতে সারারাত নির্ঘুম কাটিয়ে দিল। গত এক সপ্তাহ ধরে রেডিওতে বার বার প্রচার করা হচ্ছিল যে, ঐ দিন ঠিক বেলা এগারটা ছাব্বিশ মিনিটে কিং সায়মন মংগলগ্রহের দিকে রওনা দেবেন। এটাই ছিল সে অমংগলময় মুহূর্ত যখন কিং সায়মন জঘন্য বিপদ হয়ে শাদা উপদ্বীপের ওপর উড়ে এসে জুড়ে বসেছিলেন। এদিন জনসাধারণের আবেগ ও উৎসাহ ছিল এত প্রচন্ড যে, সূর্যোদয়ের আগেই সারাশহরের সমস্ত বাড়ীঘর জনমানব শূন্য হয়ে পড়ে।

সাতটার সময় সেনাবাহিনীর সশস্ত্র সৈনিকদের তিনটি জীপ শাহী মহলের ভেতর প্রবেশ করল। প্রথম দুটোতে ছিল সেনাপতিসহ ফৌজের আটজন পদস্থ অফিসার আর তৃতীয়টিতে মি. চেরাগ সিং, ধর্মগুরু, শাহজাদী লিকাসিকা, সম্রাজ্ঞী রোজ ও মাদাম লুইজা। মহলের দেউড়ি থেকে শুরু করে সায়মনের বাসস্থান পর্যন্ত সদাসতর্ক সশস্ত্র সৈনিকরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল।

কিং সায়মন তার বাসস্থানের বারান্দায় মি. সুশীলং, মি. ইচুলিচু ও আরো কতিপয় সাবেক মন্ত্রীদের মাঝে দাঁড়িয়েছিল। অলিন্দের নীচেই এক প্রশস্ত চত্বরে তার অবশিষ্ট সংগীরা।

চেরাগ সিং-এর সঙ্গীরা জীপ থেকে নেমে সশস্ত্র সিপাইদের অভিবাদন গ্রহণ করলেন এবং আস্তে আস্তে কিং সায়মনের দিকে অগ্রসর হলেন। যখন তারা চত্বরে পা রাখলেন, তখন সায়মনের সহযোগী অপরাধপ্রবণ রাজনীতিকরা নতজানু হয়ে হাত জোড় করে তাদেরকে কুর্নিশ করল। চেরাগ সিং, ধর্মগুরু, সেনা অফিসার, ওয়ায়েট রোজ, লিকাসিকা ও মাদাম লুইজা এদের দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ না করেই বারান্দার দিকে অগ্রসর হলেন। বারান্দায় হিজ ম্যাজিস্টির ডানে ও বামে প্রাক্তন মন্ত্রীদের অনেকেই নতজানু হয়ে বসেছিল।

একজন পদস্থ সামরিক অফিসার সায়মনের দিকে অগ্রসর হয়ে বলল, ইউর ম্যাজিস্টি! আপনার বাহন প্রস্তুত।

ঃ তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাচ্ছো?

ঃ আমরা আপনাকে মংগলগ্রহে যাবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছি।

ঃ যদি আমাকে হত্যা করা তোমাদের উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে আমি আরজ করছি, আমার জন্য একটা প্লেনের ব্যবস্থা করা হোক।

চেরাগ সিং বললেন, এখন পর্যন্ত মঙ্গলগ্রহে যেতে পারে এমন কোন প্লেন আবিষ্কার হয়নি। হলে আমরা সানন্দে আপনার এ অভিলাষ পুরো করতাম। আপনি রকেটে করেই এখানে তাশরীফ এনেছিলেন, তাই আমরা আপনাকে রকেটে করেই যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

ঃ তোমরা তো জান, আমার রকেট মঙ্গলগ্রহ থেকে আসেনি।

চেরাগ সিং বললেন, আমরা জানি ঠিকই কিন্তু দেশের জনগণ জানে না।

ঃ আমি যদি প্রস্তাবিত রকেটে আরোহণ করতে অসম্মতি জানাই তাহলে?

সেনাপতি বললেন, দেখুন! আমাদের সময় নষ্ট করবেন না। আপনি যদি আমাদের প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মত হন তাহলে আমরা বাধ্য হয়ে আপনাকে জনগণের হাতে তুলে দেব। উত্তেজিত জনতা আপনাকে কিভাবে অভ্যর্থনা জানাবে তা নিশ্চয় আপনি অনুমান করতে পারছেন। আপনার জন্য এখন দুটো পথ খোলা আছে। একটা মাটির নীচে কবরের দিকে চলে যাওয়া, অপরটা মাটির ওপর আকাশে উড়ে যাওয়া।

ঃ রকেটে করে কতজন মানুষ যেতে পারবে?

ঃ রকেটে পাঁচজন আরোহণ করতে পারবে। কিন্তু আমরা আর কাউকে আপনার সাথে যাওয়ার জন্য বাধ্য করতে পারছি না।

ঃ অনুমতি হলে আমি একান্তে আমার বেগমের সাথে কয়েক মিনিট কথা বলতে চাই। সায়মন সম্রাজ্ঞী রোজ-এর দিকে করুণ চোখে তাকাল।

ওয়ায়েট রোজ এক পা সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন, একা হওয়ার প্রয়োজন নেই। তুমি যা কিছু বলতে চাও, এখানেই বলে ফেল।

ঃ রোজ, আমার দুঃখ হচ্ছে, আমি তোমাকে খুশী রাখতে পারিনি। তাই এখন আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমাকে আমার সাথে মংগলগ্রহে যাওয়ার দাওয়াত দিচ্ছি।

ঃ তোমার মন এতই কুৎসিত যে এখনও কোন ভাল কথা ভাবতে পার না?

সায়মন লুইজার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার যে আমার খুবই প্রয়োজন লুইজা! আমি মঙ্গলগ্রহে এক বড় সালতানাতের বাদশাহ হওয়ার জন্য যাচ্ছি। সেখানে হয়ত একজন লাবণ্যময়ী মহারাণীর আসন খালি হয়ে থাকবে।

লুইজা বলল, আমি যদি এটা বিশ্বাস করতে পারতাম যে, তোমার সাথে গেলে আমি আরও একটা চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ রচনা করতে পারবো তাহলে আমি তোমার আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করতাম।

সায়মন আশান্বিত হয়ে বললেন, লুইজা! তুমি সেখানে বিশটা অসাধারণ বই লিখার উপকরণ পেয়ে যাবে। মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়া খুবই ভাল। সেখানকার দৃশ্য এ পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর ও নয়নাভিরাম। এমনকি ওখানকার অধিবাসীদের স্বভাব-চরিত্র এখানকার লোকের তুলনায় অনেক বেশী আকর্ষণীয়।

লুইজা বলল, যদি মঙ্গলগ্রহে আল্লাহর এমন কোন বান্দাদের বসতি থেকে থাকে যারা আল্লাহর আযাবকে স্বাগত জানায়, তাহলে আমার বিশ্বাস, সেখানকার রাজমুকুট ও রাজসিংহাসন তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার এখন আর তোমাকে সঙ্গ দেয়ার কোন আগ্রহ নেই।

সায়মন সুশীলং-এর দিকে ফিরে বললেন, তোমার ইচ্ছা কি?

সুশীলং হাত জোড় করে বলল, জাহাঁপনা! এখন আর আমার দিকে লক্ষ্য করবেন না!

সায়মন ইচুলিচুর দিকে তাকালেন। ইচুলিচু, তুমি তো জানো, তোমাকেই আমি আমার সবচে নিকটতম সাথী মনে করি। আমি তোমাকে কয়েদখানা থেকে বের করে এনে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়েছিলাম। মঙ্গলগ্রহের সালতানাত চালানোর জন্য আমার তোমাকে খুব প্রয়োজন পড়বে। অন্ততপক্ষে তুমি অবশ্যই

আমার সাথে রওয়ানা দেবে?

চেরাগ সিং অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, দেখুন, অনেক হয়েছে, এবার যাত্রা করুন। এত ন্যাকামী দেখার সময় আমাদের হাতে নেই।

ঃ তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে না কাউকে আমার সাথে দেয়ার ব্যবস্থা করো। আমার ওপর সামান্য রহম করো। আমি কিভাবে নিঃসঙ্গ ভ্রমণ করবো?

সেনাপতি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, হিজ ম্যাজেস্টি, এক্ষুণি আপনাকে রকেট স্টেশনে এক প্রেস কনফারেন্সে ভাষণ দিতে হবে। তাই আর দেরী না করে রওনা করুন।

ঃ আমাকে আমার মুকুট সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে?

ধর্মগুরু বললেন, হাঁ, যদি আপনি ইচ্ছা করেন তাহলে আপনার সিংহাসনও রকেটের মধ্যে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এখানকার জনগণ এখন আর কাউকে তাদের বাদশাহ বানানোর মত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেবে না। ফলে এখানে রাজমুকুট আর রাজসিংহাসনের কোন দরকার নেই।

ঃ তোমরা আমাকে খুন করছো না কেন?

ঃ এ দেশের আইনে কোন শাসনকর্তার রক্তপাত ঘটানো অবৈধ। আমাদের আক্ষেপ যে, সিপাহী-জনতার জোর দাবীর পরও, এমনকি আপনার সীমাহীন অপকর্ম চাক্ষুষ দেখেও নেতৃবৃন্দ এ আইনে কোন সংশোধনী আনতে রাজি হননি। বলল এক সেনা অফিসার।

ঃ তাহলে আমাকে বন্দী করে রাখ।

ঃ আমাদের আইনে একজন বাদশাহকে কয়েদও করা যায় না।

ঃ কিন্তু তোমরা জান যে, রকেটের মধ্যে আমার মৃত্যু অনিবার্য।

চেরাগ সিং বললেন, এ রকেট কয়েক মিনিটেই শাদা উপদ্বীপ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে চলে যাবে। তারপর যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তবে আমরা এটুকু শান্তনা পাবো যে, আমাদের দেশের মাটিতে আপনার রক্তপাত হয়নি। আবার এমনও হতে পারে যে, এ ভূ-পৃষ্ঠেরই কোন দূর্ভাগা দেশে শাসনকর্তার আসন খালি হয়ে আছে। আপনি মঙ্গলগ্রহের পরিবর্তে সেখানে গিয়ে পৌচেছেন। যাই হোক, আমরা আপনাকে পুরোপুরি ইজ্জত ও সম্মানের সাথে এখান থেকে বিদায় দিতে চাচ্ছি। আমরা আপনার কাছ থেকেও এমন আচরণই আশা করছি যে আপনি একজন বাদশাহর মত সাহসিকতা ও নির্ভীকতা প্রদর্শন করবেন।

ধর্মগুরু বললেন, যদি আপনি বিদেশী মেহমানদের কাছে এ মনোভাব ব্যক্ত করেন যে, আপনি স্বেচ্ছায় রকেটে করে এ দেশকে বিদায় জানাচ্ছেন, তাহলে বহিঃর্বিশ্ব আপনাকে হিরো মনে করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ দেশের জনগণ যখন জানতে পারবে, আপনি মঙ্গলগ্রহে শাদা উপদ্বীপের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছেন তখন তারাও তাদের অতীতের সমস্ত তিক্ততা বেমালুম ভুলে যাবে।

ঃ মঙ্গলগ্রহে আমি শুধু নিজের পতাকাই উত্তোলন করব। এ ব্যাপারে আমার আদৌ কোন পরোয়া নেই যে, এতে শাদা উপদ্বীপের জনগণ কি ভাবছে।

চেরাগ সিং বললেন, রকেটে আপনার পুরোপুরি আরাম-আয়েসের বন্দোবস্ত আছে। তাতে আপনার জন্য এত বিপুল পরিমাণ রসদ দিয়েছি, মঙ্গলগ্রহে পৌঁছার পরও কয়েক মাস তা দিয়েই আপনি জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন।

সায়মন চেরাগ সিং-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, মানব জাতির ইতিহাসে এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। এই প্রথম একজন বাদশাহ তার সালতানাত পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ একাকী এত দীর্ঘ সফরে বেরোচ্ছে। সুশীলং এবং ইচুলিচুকে দেখিয়ে তিনি আরো বললেন, এটা কি সম্ভব নয় যে, আপনি তাদেরকে আমার সাথে দিয়ে দেবেন?

চেরাগ সিং বললেন, হিজ ম্যাজেস্টি, আপনি জানেন এরা আপনার সাথে যাওয়ার জন্য কিছুতেই রাজি নয়। তবে আপনি চাইলে আমি আপনার জন্য দুজন সংগীর ব্যবস্থা করে দেয়ার অঙ্গীকার করছি।

ঃ তারা আবার কারা!

ঃ আপনার প্রজারা আপনাকে একটা গাধা ও একটা বানর উপহার দিয়েছে। ওরা রকেটে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

ঃ একাকী যাওয়ার চেয়ে সঙ্গী হিসাবে গাধা এবং বানরও উত্তম। কিন্তু তোমাদের বিজ্ঞানীরা আমাকে রকেট সম্পর্কে কোন দিক নির্দেশনা দেবে না?

সেনাপতি বললেন, আপনার ধ্বংসাত্মক যোগ্যতার কারণে বিজ্ঞানীরা ভরসা করতে পারছে না যে, আপনি তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। এ জন্য রকেটের উড্ডয়ন পরিক্রমা রকেট স্টেশন থেকেই কন্ট্রোল করা হবে। গাধা ও বানরসহ আপনাকে এমন এক স্থানে রাখা হবে, যেখান থেকে আপনার হাত রকেটের কলকব্জা পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে। যখন আপনি মঙ্গলগ্রহে পৌঁছে যাবেন, তখন বিজ্ঞানীরা রেডিওর সাহায্যে আপনাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা

পাঠাবেন। আপনি সে অনুযায়ী মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করবেন। এছাড়া মঙ্গলগ্রহে রওয়ানা হওয়ার সময় এর ম্যানুয়াল আপনার হাতে দিয়ে দেয়া হবে, যাতে আপনি সমস্ত জরুরী নির্দেশনা লিপিবদ্ধ পাবেন।

৪

কিছুক্ষণ পর। রকেট স্টেশনে কিং সায়মন-এর সাংবাদিক সম্মেলন শুরু হল। মহামান্য সম্রাট সুবিশাল এক উঁচু মঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন। মঞ্চ থেকে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল মানুষ আর মানুষ। কিং স্রায়মন অভিভূত হয়ে সে দিকে তাকিয়ে রইলেন। দর্শকরা পলকহীনভাবে তাকিয়ে রইল মঞ্চের দিকে। দূর থেকে অনেকে শুধু মঞ্চটাই দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু অতদূর থেকে মঞ্চে বসা কাউকে চিনতে পারছিল না।

মঞ্চে মাইক্রোফোন, রেডিও ট্রান্সমিটার ও টেলিভিশনের ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। দেশী বিদেশী সাংবাদিকরা মঞ্চের পাশে তাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে বসেছিলেন। কিন্তু এ প্রেস কনফারেন্সে এত বেশী সাংবাদিক জড়ো হয়েছিলেন যে সবার জন্য আসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হল না। ফলে অনেকেই সিঁড়িতে, মঞ্চের পাশে, যেখানে পারল, দাঁড়িয়ে গেল। প্রেস কনফারেন্সে সাংবাদিকরা হিজ ম্যাজেস্টি কিং সায়মনকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন।

প্রশ্ন ঃ আপনি সুদীর্ঘ ছয় বছর এ দেশ শাসন করার পর এখন কেমন বোধ করছেন?

উত্তর ঃ আমার মনে হচ্ছে, এ মেয়াদকাল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। এ লোকদের ওপর আমার নিদেনপক্ষে ছয় শো বছর শাসনকার্য পরিচালনা উচিত ছিল।

প্রশ্ন ঃ শাদা উপদ্বীপের কোন জিনিস আপনার সবচে প্রিয় ছিল?

উত্তর ঃ এখানে প্রজারাই ছিল আমার সবচে বেশী প্রিয়। কারণ তাদেরকে খুব সহজেই বারবার বেকুব বানানো যেত।

প্রশ্ন ঃ আপনি এ দেশের সরল সোজা লোকগুলোকে সীমাহীন কষ্টে নিমজ্জিত করেছেন বলে কি আপনার কোন দুঃখ বা অনুশোচনা হচ্ছে?

উত্তর ঃ কখনো না। যদি আবারও আমি এ লোকদের ওপর রাজত্ব করার সুযোগ পাই তাহলে আবারো আমি তাদের সাথে এমন আচরণই করবো।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু কেন?

উত্তর ঃ এ জন্য যে, এ নির্বোধেরা যদি এর থেকে উত্তম আচরণের যোগ্য হত, তাহলে আল্লাহ আমার পরিবর্তে কোন শরীফ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তাদের বাদশাহ বানাতো!

প্রশ্ন ঃ তাহলে আপনি এখানে আসার পর আপনার সাথে এ লোকদের কেমন আচরণ করা উচিত ছিল বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ প্রথমেই তাদের উচিত ছিল আমার মেডিকেল চেকআপ করা। তারপর আমার অভ্যাস, আচরণ ও স্বভাব চরিত্রের মূল্যায়ন করা। আমার জন্ম ও বংশ পরিচয় জানা, এমনকি আমার বংশের বিগত এক হাজার বছরের ইতিহাস তাদের পর্যালোচনা করে দেখা আবশ্যক ছিল।

প্রশ্ন ঃ আপনার শরীর এখন কেমন যাচ্ছে?

উত্তর ঃ আমার স্বাস্থ্য পুরোপুরি ঠিক আছে। বর্তমানে যেসব প্রখ্যাত ডাক্তাররা আমার মেডিকেল চেকআপ করেছেন তাদের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, আমি অন্ততঃপক্ষে আরো পঞ্চাশ বছর সচল থাকব।

প্রশ্ন ঃ এখন আপনার অভিলাষ কি?

উত্তর ঃ এখন আমার প্রধান আগ্রহ হচ্ছে, চেরাগ সিং এবং তার সাথীরা আমার পরিবর্তে এ রকেটে করে এখান থেকে বিদায় হয়ে যাক আর আমাকে এদেশ শাসন করার জন্য এখানে রেখে যাক।

প্রশ্ন ঃ শেষ দিকে এসে আপনি নির্বাচনের পক্ষে অনেক বক্তৃতা, বিবৃতি দিয়েছেন। আপনার কি বিশ্বাস ছিল, নির্বাচনের পরও আপনি এখানে থাকতে পারবেন?

উত্তর ঃ আমি নিশ্চিত ছিলাম, সুষ্ঠু নির্বাচন হলে জনগণের রায় আমার পক্ষে আসবে না। কিন্তু কি করে নির্বাচনে জিততে হয় তা আমার ভাল করেই জানা আছে। তাই নির্বাচন হলে অবশ্যই আমার শিষ্যরা জয়ী হতো। তবে আমি নির্বাচনের পক্ষে এ জন্য বক্তৃতা দিয়ে ফিরতাম যে, এ দেশের অধিবাসীরা ধোকা খেতে পছন্দ করে আর আমিও তাদের বোকা বানিয়ে সুখ পাই।

আমার আরো বিশ্বাস ছিল, যদি ইলেকশন অবশ্যম্ভাবী হয়েই পড়ে; তবু আমি এমনভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারবো, যাতে জনগণের কোন প্রতিনিধি জয়লাভ না করে আমার শিষ্যরা নির্বাচিত হয়ে যেতে পারবে।

৫

প্রেস কনফারেন্স চলাকালে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। সায়মন তখনো কেন মাথার রাজমুকুট পরে আছে এ জন্য লোকজন খুবই উত্তেজনা প্রকাশ করল। প্রথমে তারা গগন বিদারী শ্লোগান দিয়ে এর বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করল। এরপর যখন সায়মন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আপত্তিকর সব কথা বলতে শুরু করল, তখন তারা আর নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। তারা মারমুখী হয়ে মঞ্চের দিকে ছুটে গেল এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে মঞ্চের কাছে পৌঁছে গেল। এক যুবক ছুটে গিয়ে তার মাথা থেকে সোনালী মুকুট ছিনিয়ে নিল।

কিং সায়মনের পাশেই বসা ছিলেন চেরাগ সিং। তিনি তড়িঘড়ি করে উঠে মাইক্রোফোনের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু ততক্ষণে আরো কয়েকজন যুবক মঞ্চে উঠে পড়ল।

চেরাগ সিং চীৎকার করে বলে উঠলেন, আমার প্রিয় দেশবাসী! কিং সায়মন চিরদিনের জন্য আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তোমরা শান্ত হও। এতদিন তোমরা অশেষ ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছো, আর কয়েক মিনিটের জন্য তোমরা তোমাদের ক্ষোভকে দমন করো। তোমরা এমন করলে আমাদের মান-ইজ্জত বলে কিছু থাকবে না। তোমাদের ভেবে দেখা উচিত, দূর-দূরান্তের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত সম্মানিত মেহমানরা এর ফলে আমাদের সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করবেন।

জনসাধারণের উত্তেজনা কিছুটা শান্ত হল। সামান্য বিরতির পর চেরাগ সিং সায়মনের মুকুট ছিনিয়ে নেয়া যুবকের দিকে তাকিয়ে বললেন, নওজোয়ান! তুমি খুবই অশালীন আচরণ করেছ। কিং সায়মন আর কয়েক মিনিট আমাদের মেহমান আছেন। তুমি এ মুকুট তাকে ফিরিয়ে দাও এবং তার কাছে ক্ষমা চাও।

যুবকটি জবাবে বলল, না! না! এ হতে পারে না। এ মুকুটের অপমান আমি সহ্য করতে পারি না। এ মুকুট আমাদের নতুন বাদশাহর মাথায় শোভা পাবে।

এই বলে নওজোয়ান দ্রুত চেরাগ সিং-এর মাথায় মুকুটটি পরিয়ে দিল। উপস্থিত জনতা স্বতস্ফূর্তভাবে দাঁড়িয়ে নতজানু হয়ে চেরাগ সিং-এর প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করল। কেউ কেউ হিজ ম্যাজেস্টি চেরাগ সিং জিন্দাবাদ শ্লোগান তুলল। জনসাধারণ চারদিক থেকে তার সাথে সুর মিলাল।

চেরাগ সিং কয়েক সেকেন্ড স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ মাথা থেকে মুকুটটি খুলে ফেলার চেষ্টা করল। কিন্তু সেই যুবক তৎক্ষণাৎ তার দুহাত চেরাগ সিং-এর মাথার ওপর চেপে ধরে অনুনয় করে বলল, আলামপনা! এমনটি করবেন না।

কিন্তু চেরাগ সিং মুকুট খুলে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টায় মেতে উঠল। অন্য দিকে যুবক তা দুহাতে তার মাথায় চেপে ধরে রইল। এ অবস্থা দেখে আরেকজন যুবক ছুটে এল এবং সে চেরাগ সিং-এর দুহাত চেপে ধরল। দুই যুবকের পাল্লায় পড়ে চেরাগ সিং অসহায় হয়ে করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলেন, আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, তোমরা এমন বোকামী করো না, তোমরা কি পাগল হয়ে গেলে? কিন্তু তার মর্মভেদী চীৎকার 'হিজ ম্যাজেস্টি কিং চেরাগ সিং জিন্দাবাদ' শ্লোগানের মধ্যে হারিয়ে গেল। ক্যামেরাম্যানরা ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিং সায়মন এ দৃশ্য দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর পরিস্থিতি সামান্য শান্ত হল। যুবকদের সাথে কুলিয়ে উঠতে না পেরে চেরাগ সিং হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। যুবকরাও শান্ত হয়ে চেরাগ সিংকে তাদের কঠিন পাকড়াও থেকে মুক্তি দিল। সামান্য বিরতির পর চেরাগ সিং আরো একবার হঠাৎ করে দুহাত উপরে তুলে মুকুট খুলে ফেলার বৃথা চেষ্টা করলেন কিন্তু সাথে সাথেই যুবকরা তাকে থামিয়ে দিল। অবশেষে চেরাগ সিং বুঝতে পারলেন, যুবকদের সাথে কুলিয়ে উঠা তার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়।

কিং সায়মন তার আসন থেকে উঠে চেরাগ সিং-এর কানে কানে গিয়ে বললেন, বন্ধু! তোমরা বলেছিলে, এ দেশের মানুষ আর কাউকে তাদের বাদশাহ বানাবে না। কিন্তু এখন তো বুঝলে তোমাদের ধারনা ভুল! যদি তুমি এ ব্যর্থতার শিকার হতে না চাও তবে তোমার জন্য এখনো সম্মানের পথ খোলা আছে। তুমি বরং রকেটে করে মঙ্গলগ্রহে চলে যাও, আর এ আহাম্মকদেরকে রেখে যাও আমার জন্য। এদের গণতন্ত্রের প্রয়োজন নেই, স্বাধীনতা, ইনসাফ ও সুবিচারের দরকার নেই। তাদের দরকার এমন একজন বাদশাহর, যে তাদেরকে কঠোর থেকে কঠোরতর বিপদে নিক্ষেপ করতে পারবে। এ কাজের আমিই একমাত্র উপযুক্ত লোক।

চেরাগ সিং অত্যন্ত বিচলিত অবস্থায় ধর্মগুরুর দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠলেন, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বাঁচান; আমি শুধু আমার ভুলের মাশুল আদায়

করতে চাচ্ছিলাম। আমাদের প্রয়াত বাদশাহ আপনার মাধ্যমে অসিয়ত করে যে গুরু দায়িত্ব আমার ওপর দিয়েছিলেন আমি সেদিন সে দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। আমার বাদশাহ হওয়ার কোন শখ নেই। আমি এই মুকুটের বোঝা বইতে পারবো না। এ লোকদের বাদশাহর পরিবর্তে এমন একজন পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন, যিনি তাদেরকে নেক ও বদ এবং ভাল ও মন্দের পার্থক্য শিক্ষা দিতে পারবেন। সততা ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করতে পারবেন। অধর্মের পথ থেকে তাদের ধর্মের পথে ফিরিয়ে আনতে পারবেন। আপনি আমাদের ধর্মীয় নেতা। আমি মনে করি এ কাজ আপনার পক্ষেই করা সম্ভব। আমি আপনাকে অনুরোধ করবো, আজ থেকে আপনিই আমাদের শাসন করার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

ধর্মনেতা বিচলিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, মাননীয় উজিরে আলা, আমার এত হিম্মত নেই যে, আমি এ দেশের এতসব অনাচার দূর করবো যা কিং সায়মন গত ছয় বছরে সৃষ্টি ও লালন করে গেছে। আমি ঐ সব চোর, ঠিকাদার ও ডাকাতদের সাথে লড়তে পারবো না যারা ক্ষমতার মসনদে বসে এ দেশেকে ধ্বংসের সর্বশেষ গহ্বর পর্যন্ত পৌছে দিয়েছে। কিং সায়মন বছর বছর মানবরূপী হায়েনাদের যে পাল সুসজ্জিত করে গেছে, তাদের কবল থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে কোন উপযুক্ত ও সাহাসী সৈনিকের প্রয়োজন। ক্ষমতার মোহ এক মারাত্মক ব্যাধি। এই ব্যাধি জাতির অস্তিত্বের ওপর যে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, সেগুলো সমূলে উৎপাটিত করার জন্য আজ দরকার উপযুক্ত সার্জন।

আমি সাধ্যমত আমার দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি। এর থেকে বেশী কিছু আমি করতে পারতাম না। আমি আপনাদের বুঝাতে চেষ্টা করেছি, সৃষ্টিকর্তার পথে চলার মধ্যেই আমাদের কল্যাণ ও মঙ্গল। প্রকৃতির সব কিছু তার নির্দেশেই চলে। মানুষও যদি তার নির্দেশ মত চলে তবেই কেবল সে প্রকৃত সুখ, শান্তি ও কল্যাণ লাভ করতে পারে। আল্লাহর আইন ছাড়া মানবতার মুক্তির আর কোন বিকল্প পথ নেই। যদি আমরা আল্লাহর আইন এবং সৎ ও যোগ্য লোকের শাসন কায়েম করতে পারি তবেই সীমাহীন এ দুর্গতি থেকে আমরা নাজাত পাবো। কিন্তু এ বুড়ো বয়সে এতবড় কঠিন বোঝা বহনের হিম্মত আমার নেই।

অন্যায়ের সয়লাব রুখে দাঁড়ানোর জন্য সততা ও নিষ্ঠার সাথে প্রয়োজন উদ্যম ও হিম্মত। কুদরত সময়ের তুফানের সাথে লড়বার জন্য অদম্য সাহস ও

শক্তি যাদের দিয়েছেন আজ তাদের হাতেই দেশের শাসনভার তুলে দেয়া দরকার। বর্তমান পরিস্থিতির দাবী এই নয় যে, একজন দুর্বল ও ক্ষীণকায় মানুষের মাথার ওপর এই গুরুভার চাপিয়ে দেয়া হবে। বরং সময় এখন ঐ সাহসী সৈনিকের অনুসন্ধান করছে, যার অদম্য সাহস ও অসীম উদ্দীপনায় এই পতনোন্মুখ জাতি কোনমতে বেঁচে যেতে পারে। এ কাজের জন্য এ মুহূর্তে সম্মানিত সিপাহসালারই সবচে উপযুক্ত বলে আমার মনে হয়। তাই দেশ ও জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে আমি আশা করবো তিনি দেশবাসীর প্রত্যাশা পূরণ করবেন।

জনগণ ব্যাকুল আগ্রহ আর আশা নিয়ে সিপাহসালারের দিকে তাকাচ্ছিল। চেরাগ সিং এই সুযোগে তার মাথা থেকে মুকুটটি খুলে পাশে নামিয়ে রাখলেন। এক যুবক তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয়ে মুকুটটি তুলে নতজানু হয়ে সিপাহসালারকে পেশ করল। কৌতূহলী দর্শকবৃন্দ 'সিপাহসালার জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিতে লাগল। উল্লাসের গভীর তরঙ্গ যেন বয়ে যেতে লাগল সুবিশাল জনসমুদ্রে।

সেনাপতি হঠাৎ তলোয়ার কোষমুক্ত করে তার অগ্রভাগ দিয়ে মুকুটটি উঠিয়ে উচ্চস্বরে বললেন, আমার নিজের দেশ ও জাতির খেদমতের জন্য এই মুকুট পরার দরকার নেই। আপনারা আমাকে এই তলোয়ার দিয়েছেন। আমার এ থেকে বেশী আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।

আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ধর্মনেতা আমাকে দেশের শাসনভার গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন। এ কথা সত্যি, কিং সায়মনের হাত থেকে নাজাত লাভ করার পর আমরা ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। অতীতের ভুল থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমি একজন সৈনিক। রাজ্য শাসন আমার কাজ নয়। আমার ওপর এ দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া ঠিক হবে না। এ কাজ রাজনীতিবিদদেরই করতে হবে। কিন্তু কোন নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি চালু না থাকায় দেশে যে অরাজকতা ও বিশৃংখলা চলছে তাতে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে।

ভাইসব, যে বিপ্লবের বদৌলতে আমরা কিং সায়মনের দুঃশাসন থেকে নাজাত পেলাম এ বিপ্লব সংগঠনে সম্মানিত ধর্মীয় নেতা, বিচক্ষণ উজিরে আলা, শাহজাদী লিকাসিকা এবং সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজের অবদানের কথা জাতি কোনদিন ভুলতে পারবে না। আমি দেশে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরী হওয়ার

আগ পর্যন্ত এ চারজনের সমন্বয়ে একটা উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করছি। আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি, দেশবাসীর কল্যাণের জন্য তারা যে দিকনির্দেশনা দেবেন তা বাস্তবায়নে দেশের সেনাবাহিনী সব সময় প্রস্তুত থাকবে।

দেশের মানুষ ভুখা ও নাংগা। বিগত ছয় বছরে আপনাদের পকেটের এক একটি কড়ি ঐ সকল চোর, ডাকাত, স্মাগলার ও গুদামজাতকারীদের ভান্ডারে গিয়ে জমা হয়েছে, যারা হুকুমতকে লুটপাটের আখড়া বানিয়ে নিয়েছিল। আমি ওয়াদা করছি, এই তলোয়ারের আঘাতে ঐসব ভান্ডারের দরজা খুলে দেয়া হবে।

আমি এ ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকবো যেন, অতীতের বিভৎস অন্ধকার আপনাদের পিছু ধাওয়া করতে না পারে। কিং সায়মনের ঘৃণ্য স্মৃতি চিহ্নগুলো এক এক করে নিশ্চিহ্ন করা হবে। বিগত ছয় বছরের কষ্ট ও মুসিবত থেকে যদি আমাদের কোন কিছু শেখার থাকে তবে তা এই যে, অন্যায় ও অপকর্মের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে না দাঁড়াতে পারলে সে সমাজ কোন কল্যাণ লাভের উপযুক্ত হয় না। এ বিপ্লবের সফলতা নির্ভর করবে অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণের ওপর। যদি আপনারা চান যে, সরকারের প্রতিটি দিক ও বিভাগ জনতার আকাংখা পূরণ করুক, তাহলে এ দায়িত্ব ও কর্তব্য আমাদের সবাইকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে বুঝে নিতে হবে।

প্রিয় দেশবাসী! কিং সায়মন আর কোনদিন এখানে আসবে না। কিন্তু সে যে বিষবৃক্ষ রোপন করে গেছে তার শিকড় না উপড়ানো পর্যন্ত তার ফল আমাদের ভোগ করতেই হবে। তাই তার বানানো অপরাধপ্রবণ রাজনীতিকদের ব্যাপারে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। যতদিন তারা এ দুষ্ট রাজনীতি করার সুযোগ পাবে ততদিন আমাদের নিশ্চিন্তে বসার কোন সুযোগ নেই। যদি আমরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে এ দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ি তাহলে এই রাজনৈতিক ঠগবাজরা অন্য কোন বদমাশকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবে। এরা আবারো ধোকা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে আমাদের সর্বনাশ করতে চেষ্টা করবে। আমাদের ধর্মনেতার ভাষায় এ রাজনীতির নাম অধর্মের রাজনীতি। আজ থেকে এ দেশে এ অধর্মের রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। যে রাজনীতিতে সততা ও ন্যায়পরায়নতা নেই সে রাজনীতি আর চলবে না এ দেশে।

আমি সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, চোরাকারবারী, মজুতদারী, প্রতারণা, মিথ্যা ওয়াদাকারী, স্বজনপ্রীতিসহ সকল অনৈতিক ও অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ঘোষণা করছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিং সায়মনের শাসনামলে এ সকল অপরাধ সবই রাজমুকুটের সাথে শক্তভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। এ জন্য অতীতের এইসব জঘন্য স্মৃতিকেও কিং সায়মনের সাথেই আসুন এখান থেকে বহিষ্কার করি। আর রাজা নয়, রাজমুকুট নয়, আসুন আমরা স্রষ্টার বিধান মতে খেলাফতের সরকার কায়েম করি।

আমি আশা করবো, যখন উপদেষ্টা পরিষদ নিশ্চিত হতে পারবেন যে, জনগণ অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি করবে না তখনই তারা সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব জনগণের ওপর ছেড়ে দেবেন। আর উপদেষ্টা পরিষদের ইংগিত পেলেই আমি রাজনৈতিক ময়দান ছেড়ে আবার ব্যারাকে ফিরে যাবো।

ভাষণ শেষ হলে সিপাহসালার তার তলোয়ারের মাথায় লটকানো মুকুট কিং সায়মনের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। জনগণ দাঁড়িয়ে তালি বাজাতে থাকল। অবশেষে সিপাহসালার আবার দুহাত উঁচু করে জনগণকে শান্ত হতে অনুরোধ করলেন। সবাই শান্ত হলে তিনি বললেন, এখন কিং সায়মনকে 'খোদা হাফেজ' বলার সময় হয়ে গেছে। এ জন্য আমি অনুরোধ করছি, আপনারা তার রকেট পর্যন্ত গমনের রাস্তা ছেড়ে দিন। এমন কোন আচরণ করবেন না, যা এ দেশের ঐতিহ্য ও মেহমানদারীর আদবের পরিপন্থী।

সেনাপতির নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীর অফিসাররা কিং সায়মনের সামনে, পেছনে ও ডাইনে বায়ে দাঁড়িয়ে গেল। মঞ্চের অদূরে কয়েকটি জীপ, ট্রাক ও গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। কিং সায়মন তার জন্য নির্দিষ্ট গাড়ীতে গিয়ে আরোহণ করলেন। কয়েকজন সৈনিক মোটর সাইকেলে করে তাদের আগে আগে চলতে লাগল। পিছনের জীপ, ট্রাক ও গাড়ীতে সেনাবাহিনীর সদস্য ও নির্বাচিত মেহমানরা আরোহণ করলেন। গাড়ীর বহর রকেটের দিকে এগিয়ে চলল।

৬

কিং সায়মন ঠিক সোয়া এগারটায় রকেটে আরোহণ করলেন। সেখানে তার সফরসঙ্গী একটি গাধা ও একটি বানর আগে থেকেই মজুদ ছিল। বিজ্ঞানীরা

সায়মনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রকেট থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত কন্ট্রোলরুমের দিকে এগিয়ে গেল।

কয়েক মিনিট পর সাইরেন বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে লোকজন বিপদমুক্ত দূরত্বে অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর লক্ষ লক্ষ কৌতূহলী দর্শক নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপলক নেত্রে রকেটের দিকে তাকিয়ে রইল। এগারটা বিশ মিনিটের সময় দ্বিতীয় এবং পঁচিশ মিনিটের সময় তৃতীয় সাইরেন বাজানো হল। তৃতীয় সাইরেনের সাথে সাথেই একটা গাধার আওয়াজ শত শত লাউড স্পীকারের সাহায্যে জনগণের কান পর্যন্ত পৌঁছল। কৌতূহলী দর্শকরা অট্টহাসি ও উল্লাসে ফেটে পড়ল। তারপর রকেটের নীচ থেকে একটা উজ্জ্বল আলোর শিখা বের হয়ে এল। তাতে দর্শকদের চোখ ঝলসে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই উজ্জ্বল আলোর এই শিখা মহাশূন্যের দিগন্তে হারিয়ে গেল। লাউড স্পীকার থেকে ধারাবিবরণী শোনা গেল।

উপস্থিত দর্শকগণ! রকেটটি এখন পৃথিবীর বায়ুমন্ডল অতিক্রমের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। রকেট আরোহীগণের নীরবতায় আপনাদের পেরেশান হওয়ার কোন কারণ নেই। মধ্যাকর্ষণ শক্তির সীমানা অতিক্রম করার পরই আপনারা তাদের আওয়াজ শুনতে পাবেন।

রকেট সম্পূর্ণ সাবলীলভাবে অগ্রসর হচ্ছে। কিং সায়মন এবং তার সঙ্গীরা জীবিত রয়েছে। আমরা কন্ট্রোল রুমে তাদের হৃদয়ের স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি।

তারপরই শোনা গেল ভাষ্যকার বলছেন, দর্শকগণ! আমি কিং সায়মনের মনযোগ আপনাদের দিকে ফিরানোর চেষ্টা করছি। হ্যালো মি. সায়মন! হ্যালো! হ্যালো! দর্শকগণ! আপনাদের পেরেশান হওয়ার প্রয়োজন নেই। এখনই পৃথিবীর আকর্ষণের প্রভাবমুক্ত হবে রকেট। সাথে সাথেই কিং সায়মনের সাথে আমরা যোগাযোগ করতে পারবো। হ্যালো কিং সায়মন! দেখুন, এটা অসন্তোষ প্রকাশ করার সময় নয়। আমরা জানি, আপনি এখন কথা বলার চেষ্টা করলে আপনার বিশেষ কোন কষ্ট হবে না। দর্শকগণ! এখন আবার রকেট থেকে গাধার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হ্যালো কিং সায়মন, আপনি আমাদের কথার জবাব দিচ্ছেন না কেন? দেখুন, এটা শাদা উপদ্বীপের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা। এখানে সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞানী ও পর্যটকরা আপনার আওয়াজ শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। দেখুন, আমাদের দেশের এক অধম পশু, আপনার

সহযাত্রী গাধাটিও আমাদের সাথে সহযোগিতা করে চলেছে। অথচ আপনার সুদীর্ঘ ছয় বছর এক নাগাড়ে এ দেশ শাসনের সুযোগ দেয়ার পরও আপনি এটা বুঝতে পারছেন না যে, আপনার ওপর এখানকার জনগণের কিছু অধিক রয়েছে? দেখুন, এখন গাধার সাথে বানরের আওয়াজও আমরা শুনতে পাচ্ছি কিং সায়মন! আমরা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, আপনার অন্তিম ইচ্ছা কি?

এবার একটা ক্ষীণ আওয়াজ শোনা গেল। কিং সায়মন বললেন, আমা শেষ আবেদন, শাদা উপদ্বীপ থেকে আমার নাম মুছে ফেলবেন না। সেখানে আমার নামটা বেঁচে থাকলে আমি চিরদিন আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

ঃ আমরা ওয়াদা করছি, আপনার এই আকাংখা পূরণ করা হবে।

ঃ আমি চাচ্ছি যে, শাদা উপদ্বীপে প্রতি বছর 'কিং সায়মন ডে' পালন ক অব্যাহত থাকুক।

ঃ এ দাবীও আমরা মঞ্জুর করে নিচ্ছি। এখন আমরা আপনার কাছে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি। সর্বপ্রথম আপনার সামনে রাখ থার্মোমিটার দেখে বলুন, সেখানে তাপমাত্রা কত?

ঃ আমি এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারছিনা। আমার সামনে যে থার্মোমিটা লাগানো ছিল তা এখন বানরের হাতে রয়েছে।

ঃ এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বানর তো একটা পিঞ্জিরায় আবদ্ধ। সেখান থেকে তার হাত থার্মোমিটার পর্যন্ত পৌছতে পারে না।

ঃ কিন্তু বানরের হাত আমার চশমা পর্যন্ত আর আমার হাত আপনাদে থার্মোমিটার পর্যন্ত পৌছে।

ঃ আমরা আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারছি না।

ঃ বানর তার খাঁচা থেকে হাত বের করে আমার চশমা খুলে নিয়েছিল আমি চশমা ফেরত নেয়ার জন্য তাকে থার্মোমিটার ঘুষ হিসেবে দিয়েছি। কিন্তু এখন দুটো জিনিসই বানরের হাতে রয়েছে।

ঃ আপনি মস্ত বড় ভুল করেছেন। থার্মোমিটার ছাড়া আপনি অচল। আপনি তা বানরের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করুন।

ঃ আমি এই চেষ্টা শেষ করেছি। কিন্তু বানর আমার হাত কেটে ফেলেছে এ কারণেই আপনাদের সাথে কথা বলতে আমার মন চাচ্ছে না।

ঃ কিং সায়মন! লোকজন মহাশূন্যে আপনার কেমন লাগছে জানতে চাচ্ছে

যদি কিছু বলতে চান তাহলে আপনার ভাষণ দুনিয়ার প্রত্যেক রেডিও স্টেশন থেকে সম্প্রচার করা হবে। হ্যালো কিং সায়মন! আপনি নীরব হয়ে গেলেন কেন?

রকেট থেকে বানরের চীৎকারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ভাষ্যকার আবার বললেন, দর্শকগণ, কিং সায়মনের নীরবতায় আপনারা পেরেশান হবেন না। তিনি হয়ত বানরের কাছ থেকে চশমা ও থার্মোমিটার ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। আপনারা বানরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন।

দর্শকগণ, একটু অপেক্ষা করুন। আমরা খুবই অবাক হচ্ছি, একটা বানরের বদলে এখন দুটো বানরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হ্যালো কিং সায়মন! হ্যালো! হ্যালো! কিছুই আমাদের বুঝে আসছে না। দর্শকগণ! এখন মনে হচ্ছে, দুটো বানর পরস্পর মারামারি করছে। আর গাধাও তার রাগ সামলাতে না পেরে তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে।

৭

তারপর প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে কখনো অল্প, কখনো একটু চড়া গলায় রকেটের ট্রান্সমিটার থেকে গাধা এবং দুটোর বানরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, কিং সায়মন কোন মারাত্মক মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। চতুর্থ সপ্তাহে শান্ত উপদ্বীপের রকেট স্টেশন থেকে ঘোষণা দেয়া হল, কিং সায়মনের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন রকেটের ট্রান্সমিটার থেকে মাঝে মাঝে একজন মানুষের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কিং সায়মন আমাদের কোন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না। তিনি শুধুমাত্র কয়েকবার ওয়ায়েট রোজ, লুইজা, সুশীলং, ইচুলিচু আর তার অন্যান্য মন্ত্রীদের নাম বলে নীরব হয়ে যাচ্ছেন।

তিনমাস পর রকেটটি নিখোঁজ হয়ে গেল। রেডিওযোগে প্রেরিত সিগন্যালও বন্ধ হয়ে গেল। কোন বিজ্ঞানী মনে করেন, সে তার নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী মঙ্গলগ্রহ অভিমুখেই উড়ে চলেছে। আবার কেউবা বলছেন, অজ্ঞাত কারণে রকেট তার গতি পরিবর্তন করে ফেলেছে, রকেটটি পুনরায় পৃথিবীর দিকে ফিরে আসছে। আবার কেউ কেউ ধারণা করছেন, ইংল্যান্ড কিংবা কোন উন্নত দেশের বিজ্ঞানীরা রকেটকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করে নিয়েছে।

কিন্তু শাদা উপদ্বীপের জনগণের এখন আর এসব খবরের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। তারা এতেই খুশী যে কিং সায়মন কাহরুল্লাহ শাদা উপদ্বীপ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। তিনি আর কোনদিন এখানে ফিরে আসবেন না। তারা অনুভব করছিল, সায়মনের রকেট উড্ডয়নের সাথে সাথে একটা গাঢ় কালো ও অন্ধকারময় অতীতও তার সঙ্গে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। সেখানে এখন দেখা যাচ্ছে উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরা আলো ঝলমল কর্মময় জীবনের পথ। স্বপ্নময় সুন্দর ভবিষ্যতের সোনালী আকাশ। অনন্ত আশার আলোক আভায় উদ্ভাসিত অন্তর। তারপরও বিগত দিনের ভুলের আশংকায় শংকিত ছিল চিন্তাশীল নেতৃবৃন্দ।

প্রতি বছর জাতীয় দিবস উপলক্ষে রাজধানীতে একটা মস্তবড় মেলা বসতো। জনসাধারণ সায়মনের কাগজে পুতুল বানিয়ে তাতে শাহী পোশাক পরিয়ে একটা রথের ওপর বসিয়ে দিতো। সেই রথের সামনে লম্বা লম্বা রশির সাথে শত শত গাধা জুড়ে দিতো। এসব গর্দভের গলায় কিং সায়মনের কুখ্যাত মন্ত্রীদের নামের প্লেট ঝুলিয়ে দেয়া হতো। শহরের উৎসাহী যুবকদল এসব গাধার পিঠে চড়ে বসতো। রথের পিছনে ছুটতো লাখো জনতার মিছিল।

অলিগলি ও হাট-বাজার অতিক্রম করার পর এ মিছিল উন্মুক্ত ময়দানে এসে শেষ হতো। তারপর কিং সায়মনের পুতুলকে একটা রকেটে তুলে দিয়ে আকাশ পানে ছেড়ে দেয়া হতো। মন্ত্রীদের নামাবলীযুক্ত গাধাগুলোকে পরবর্তী এক বছরের জন্য ছেড়ে দেয়া হতো। রকেট যখন মহাশূন্যের দিগন্তে হারিয়ে যেতো তখন জনসাধারণ নতজানু হয়ে একযোগে সমস্বরে দোয়া করতে থাকতো।

'ওগো আকাশ ও পাতালের মালিক! আজকের দিনে আমরা তোমার দরবারে কৃতজ্ঞতার অশ্রু নিবেদন করছি। এই দিনেই তুমি আমাদেরকে একটা বিরাট বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছিলে। আমাদের নতুন শাসনকর্তাদেরকে তুমি এই তওফিক ও যোগ্যতা দান করো, যাতে তারা আমাদের সমস্ত মহত আশা ও অন্তরের পূণ্যস্নাত স্বপ্নগুলো পূরণ করতে পারে। তুমি আমাদের এক ভয়ানক দুরাচারের হাত থেকে নাজাত দিয়ে নতুন জীবনের পথ দেখিয়েছো। এখন তুমি আমাদের এই মহাসড়ক ধরে চলার তওফিক দাও।

এ দেশের ওপর কিং সায়মনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ছিল আমাদেরই ভুলের

অনিবার্য শাস্তি। আমরা আমাদের সেই ভুলের জন্য অনুতপ্ত। আমরা খালেছ দীলে ওয়াদা করছি, ভবিষ্যতে আর কোনদিন আমরা এমন ভুলের পুনরাবৃত্তি করবো না। আমরা আমাদের ভাগ্য ও কিসমত আর কোনদিন কোন সায়মন, কোন সুশীলং কিংবা কোন ইচুলিচুর হাতে সোপর্দ করে দেবো না। আমরা তোমার কাছে বিনীত প্রার্থনা জানাচ্ছি, তুমিই আমাদেরকে ভাল-মন্দ ও পাপ-পূণ্যের মধ্যে পার্থক্য করার অনুভূতি, যোগ্যতা এবং শক্তি ও সামর্থ দান করো।

সমাপ্ত

আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগে কালজয়ী কথাশিল্পী নসীম হিজাযী একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাস লিখেন। বইয়ের নাম দেন 'সফেদ জাযিরা'। শাদা উপদ্বীপ নামের এক দ্বীপদেশে কিং সায়মন নামের এক স্বৈরাচারী শাসক জনগণের জন্য কি অবর্ণনীয় দুঃখ ও দুর্দশা ডেকে এনেছিলেন তারই এক ভয়াবহ চিত্র এঁকেছেন তিনি এ বইয়ে। অর্ধশতাব্দী আগে সে চিত্র ছিল কল্পনার বিষয় কিন্তু কয়েক দশক না পেরোতেই পৃথিবীর মানুষ অবাক বিস্ময়ে সেই ছবি দেখতে শুরু করলো নিজের চোখে।

অদ্ভুত সব চরিত্র, নাটকীয় ঘটনা প্রবাহ আর স্বৈরাচারী শাসকের বিচিত্র খামখেয়ালীপনা ও হাস্যকর কাজকর্মের নিখুঁত ছবি যেমন আছে এ বইয়ে তেমনি আছে সম্রাজ্ঞী রোজ ও শাহজাদী লিকাসিকার সরকার উৎখাতের গোপন তৎপরতা, ধর্মগুরু ও সেনাবাহিনীর ভূমিকা, রহস্যময় রকেট প্রসঙ্গ, অভূতপূর্ব গণবিস্ফোরণ, মাদাম লুইজার অভিলাষ, চেরাগ সিংয়ের নেতৃত্বে স্বৈরাচারী শাসকের কবল থেকে মুক্তির বিচিত্র সব কাহিনী।

পুরো ঘটনা দেখেন সে দেশে অবস্থানরত একমাত্র বিদেশী সাংবাদিক শানকু মানকু। তার গভীর পর্যবেক্ষণ ও নিরপেক্ষ প্রতিবেদন থেকে শেখার আছে অনেক কিছু। জনগণের অসচেতনার কারণে কেমন করে তাদের মাথার ওপর চেপে বসলো স্বৈরাচার, আবার কেমন করে জনতার ঐক্যের উত্তাল জোয়ারে সে স্বৈরাচার ভেসে গেল সময়ের স্রোতে– সেইসব চমকপ্রদ ও মজাদার কাহিনী নিয়েই বেরোল নসীম হিজাযীর আরো একটি জমজমাট উপন্যাস **'কিং সায়মনের রাজত্ব'**।

৪৩৫/ক, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৪১৭৫৮, ৮৩৯৫৪০ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩৯৫৪০

ISBN-984-581-130-9